Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬২ ভাগ। ১২ সংখ্যা। | ১লা ও ১৬ই মাঘ, ১৩৩৩ সাল, ১৮৪৮ শক, ৯৮ ব্রাহ্মাব্দ। 15th & 30th January, 1927. | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

মা উৎসব দায়িনী জননী, ধন্য হও তুমি। তুমি স্বর্গে তোমার ভক্তবৃন্দকে লইয়া নিত্য উৎসব করিতেছ। মলয় পর্ব্বতে যেমন নিত্য বসন্ত সমীরণ বয়, এবং তারই আভাস বসন্ত কালে একবার মাত্র আমরা পাই। তেমনি স্বর্গে যে নিত্য উৎসব হইতেছে, তাহার সমীরণ তুমি কৃপা করিয়া পৃথিবীর জীবদিগকে সম্ভোগ করিতে দিবার জন্য উৎসব বিধান কর। এই উৎসবের সময় সত্যই স্বর্গের প্রভাব আমরা পৃথিবীতে অনুভব করিয়া ধন্য হই। তুমি তোমার অমর সন্তানগণকে লইয়া যে উৎসব করিতেছ আমাদিগকে তাঁহাদের পবিত্র সঙ্গ দিয়া পৃথিবীতে স্বর্গের আনন্দ সম্ভোগ করিতে সক্ষম কর। তোমার দর্শন ও ভক্তবৃন্দের সঙ্গ সহবাস এসময় কতই সহজ হয়, সংসারে পাপ সঙ্গ ও নীচ কামনা বাসনা হইতে মন কতই উচ্চলোকে বিচরণ করে। সাধ হয় এই আনন্দ লোকেই আমরা চিরদিন বাস করি। মা আশীর্ব্বাদ কর, যদি স্বর্গের উৎসব পৃথিবীতে সম্ভোগের অধিকার দিলে, যদি তোমার স্বর্গের দেব দেবীগণকে লইয়া উৎসব দিবার জন্য আমাদিগের হৃদয় মন্দিরে আত্মপ্রকাশ করিলে যাহাতে আমরা তোমাকে ও তোমার ভক্তগণকে লইয়া নিত্য উৎসব ভোগ করিতে পারি, তাহার উপযুক্ত কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

হে উৎসবের রাজা, তুমি এখানেও উৎসব করিতেছ, ওখানেও উৎসব করিতেছ; কিন্তু ওখানে তোমার ভক্ত দিগের মধ্যে কেমন উল্লাস, কেমন আনন্দনীরে তাঁহারা ডুবিয়া আছেন। আমরা এখানে উৎসবের আনন্দে ডুবিয়া ছয় মাসের দুঃখ দূর করিব, কিন্তু যখন স্বর্গে গিয়া তোমার ঐ ভক্তদিগের সঙ্গে ভক্তি ঘাটের আনন্দ-নীরে স্নান করিব তখন আর দুঃখ সন্তাপ থাকিবে না।

প্রাণের প্রিয় দেবতা, উৎসব দিয়া আমাদের প্রতি তুমি কত মধুর প্রেম প্রকাশ করিয়াছ, কিন্তু ঐ স্বর্গে যে তোমার ভক্তেরা উৎসব করিতেছেন, সেখানে নিত্য উল্লাস নিত্য মহোৎসব! এই যে বৎসরের মধ্যে দুইটি উৎসব দিয়াছ, ইহার মধ্য দিয়া ঐ পরপারের উৎসব দেখা যায়। এখানকার উৎসব সোপান, তোমাকে কোটি-বার প্রণাম যে তুমি এই উৎসবের ভিতরে সেই উৎসব দেখাইতেছ। ঐ স্বর্গের বাগানে প্রবেশ করিয়া যখন

সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুল তুলিব, আর সে সমুদায় তোমার শ্রীচরণে ফেলিব তখন আহ্লাদ হইবে। সেখানে গিয়া প্রেমালিঙ্গনে ভাইকে বাঁধিব। স্বর্গ স্বপ্ন নহে। একবার ঐ স্বর্গের ছবি দেখিলে কেহ আর মায়ায় বদ্ধ থাকিতে পারিবে না। টাকা আর কাহাকেও ভুলাইতে পারিবে না।

হে প্রেমের ঠাকুর, দুই পাঁচটী এমন উৎসব এনে দাও, যাহাতে আর প্রাণের মধ্যে জ্ঞান চৈতন্য থাকিবে না। ভাই ভগ্নীদের কল্যাণ কর, আন স্বর্গের সুখ। আশ্রিতদিগকে স্বর্গে স্থান দাও। যাহাতে তোমার শোভা দেখিয়া তোমার ভাবে মত্ত হই, সুখী হই, শান্তি পাই, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।—"স্বর্গের উৎসব"।

—•—

নববর্ষ ও মহোৎসবের অভিবাদন।

মা আনন্দময়ী নববিধান বিধায়িনী জননীর শুভাশীর্ব্বাদে আমরা আর একটি নূতন বৎসরে প্রবেশ করিলাম। তাই আমাদের আচার্য্য নেতা, প্রেরিতগণ, প্রচারকগণ, অভিভাবকগণ, সাধক সাধিকাগণ এবং রাজা রাজ প্রতিনিধিগণ মণ্ডলীস্থ ভাই ভগ্নীগণ দেশীয় বিদেশীয় সকল ধর্ম্মমণ্ডলীস্থ ভ্রাতা ভগ্নীগণ, আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক, লেখক ও সহকারিগণ সকলকেই নববর্ষের অভিবাদন প্রেরণ করি।

নববর্ষারম্ভ দিন হইতেই সমস্ত মাসব্যাপী মহোৎসব সাধন ও সম্ভোগে যাঁহারা সহযোগিতা ও সহায়তা বিধান করিলেন তাঁহাদিগকেও মহোৎসবের আনন্দাভিবাদন অর্পণ করি।

মা আনন্দময়ী ভক্তজননী স্বর্গস্থ ভক্তবৃন্দকে লইয়া আমাদের প্রিয় আচার্য্য ও নেতা এবং নববিধানের প্রেরিতবর্গের সঙ্গ সহকারে আমাদিগকে এবার যে মহোৎসব সম্ভোগে ধন্য করিলেন তাহা আমাদিগের জীবনে নিত্য ফলপ্রদ হউক, তিনি ইহাই আশীর্ব্বাদ করুন।

—•—

নববিধান ও ব্রাহ্মসমাজের মিলন।

নববিধান মহামিলনের বিধান। সর্ব্বধর্ম্মের সর্ব্বসম্প্রদায়ের মিলন সম্পাদন করিতেই নববিধান সমাগত। সুতরাং যাহাতে সকল সমাজের যথার্থ আধ্যাত্মিক মিলন সমাধান হয় তাহা করিতে নববিধান কখনই পশ্চাৎপদ নন। তবে নববিধানাচার্য্য বলিলেন, আমি কাপড়ে তালি দিতে আসি নাই। একখানা কাপড়ের আগাগোড়া করিতে আসিয়াছি। তাই আমরা বিশ্বাস করি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ সর্ব্বসম্প্রদায় যেমন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নববিধানে সমন্বিত তেমনি ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখাও নববিধানের একাকারে মিলিত।

ব্রাহ্মসমাজের কিন্তু অন্যান্য শাখা যেমন, নববিধান ব্রাহ্মসমাজের তেমন একটি শাখা নয়। যাঁহারা ইহাকে ব্রাহ্মসমাজের একটি শাখা মনে করিয়া অন্যান্য শাখার সহিত ইহাকে মিলাইতে চান, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত।

নববিধান সাম্প্রদায়িকতাকে পাপ মনে করেন। সুতরাং ইহা ব্রাহ্মসমাজের একটি শাখা বা সম্প্রদায় মাত্র বলিয়া স্বীকার করিলেই নববিধানের বিধানত্বই চলিয়া যায়। নববিধান একটি পূর্ণ ধর্ম্ম, আগাগোড়া একখানি কাপড়।

নববিধান একটি বৃক্ষ বিশেষ, ব্রাহ্ম সমাজের শাখা সকল তাহার শাখা হইতে পারে, কিন্তু নববিধান ব্রাহ্মসমাজের শাখা নন সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য শাখার সহিত ছাড় রফা করিয়া তালি দিয়া মিলনকে, নববিধান প্রকৃত মিলন বলিয়া স্বীকার করেন না।

যাঁহারা নববিধানের পূর্ণ ভাবকে খর্ব্ব করিয়া ছাড় রফা করিয়া নববিধানের সহিত কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের মিলন করিতে প্রয়াসী হন তাঁহারা কখনই নববিধানে পূর্ণ বিশ্বাসী নন।

বম্বের প্রার্থনা সমাজ এক সময় ব্রাহ্মসমাজের শাখা সকলের মিলন সম্পাদনের জন্য শ্রীমৎ আচার্য্যদেবকে লিখিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছিলেন :—

"আপনারা তিন শাখার মিলন চান, তাই হউক। নববিধানে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মিলন যথা সময়ে হইবেই।"

বাস্তবিক ধর্ম্ম শিখরের উচ্চ ও নিম্নস্তরের যে পার্থক্য, নববিধান এবং ব্রাহ্মসমাজের পার্থক্য সেইরূপ, বিধান পর্ব্বতে উঠিতে উঠিতে ব্রাহ্মসমাজ এক স্তর এক অবস্থা পর্য্যন্ত উঠিয়া নিরস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, নববিধান সে অবস্থা বা সে স্তর অতিক্রম করিয়া উচ্চ পর্ব্বতের উপর যে নব সূর্য্যালোক দেখা যায় তাহাই দেখিতেও দেখাইতে উঠিয়াছেন, ব্রাহ্ম সমাজ সেই স্তরে বা সেই অবস্থায় উত্থান করিলেই যথার্থ মিলন হইবে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ধ্যান।

সমুদয় অসারের ভিতর সার যিনি তিনিই ব্রহ্ম বিশ্বময় যাবতীয় পদার্থের মধ্যে তিনি অবস্থিত। সুতরাং চক্ষু খুলিয়াই হউক চক্ষু বন্ধ করিয়াই হউক সকলের মধ্যে সার ব্রহ্ম অবস্থিত

এইটী নিরীক্ষণ করাই যথার্থ ধ্যান। ধ্যান করিতে বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন নাই। সহজে সর্ব্বময় ব্রহ্ম অবস্থিত ইহা উপলব্ধি করাই সহজ ধ্যান। চেষ্টা করিতে গেলে কল্পনা আসিতে পারে। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইহা বিশ্বাসই সহজ ব্রহ্ম দর্শন।

নেতা ও দল।

বেগুনের উপরের ডাঁটাটী আগুনে দগ্ধ হইলেই সমুদয় বেগুনটী সহজে দগ্ধ হয়। কেননা ডাঁটা হইতে শিরা সকল সমুদয় বেগুনের ভিতর সঞ্চালিত। নেতার সহিত দলও এই ভাবে সংযুক্ত। নেতা সর্ব্বদাই ব্রহ্মাগ্নিতে প্রজ্বলিত, তাঁহার সহিত যোগে একত্ব অনুভব করিলেই দল ও অনুবর্ত্তীগণও তাঁহার সহিত ব্রহ্মাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইতে পারেন।

নববর্ষ

শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রার্থ বোধযুক্ত ভক্তিযোগে যাঁহাদিগের হৃদয় নির্ম্মল হইয়াছে, তাঁহারা সেই নির্ম্মল হৃদয়ে ধ্যানপূর্ব্বক বৈরাগ্য পরিপুষ্ট জ্ঞানে সর্ব্বপ্রকারে বিষয়াকর্ষণ পরিশূন্য ধীর হয়েন। আমরাও তোমার চরণপদ্ম সেই প্রকারে লাভ করিব।—(শ্রীমদ্ভাগবৎ)।

আজ নববর্ষের দিনে সকলে আশাপূর্ণ হৃদয়ে ভগবৎ চরণে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন। গত বর্ষ স্মরণ করিয়া হৃদয়ে যুগপৎ দুঃখ আনন্দ উত্থিত হইতেছে। কত আশা অপূর্ণ রহিয়াছে, কতরূপ তীব্র বেদনা হৃদয়কে ব্যথিত করিতেছে; কিন্তু ইহার মধ্যেও এমন কোন হৃদয় আছে যাহা একেবারে আনন্দ শূন্য? দয়াময় পিতার কৃপা নিঃশব্দে সকলের উপর বর্ষিত হইতেছে। কত আসন্ন বিপদ হইতে তিনি রক্ষা করিয়াছেন, কত অযাচিত সুখে তিনি সুখী করিয়াছেন, জীবনের উন্নতির কত নূতন পথ প্রকাশিত করিয়াছেন এ সকল কথা স্মরণ করিয়া ব্যথিত হৃদয় ও আনন্দ অনুভব করিতেছে। সাধারণ লোকের হৃদয় এইরূপ সুখ দুঃখের হিল্লোলে দোলায়মান। কেবল ইহাতেই যদি মনুষ্য জীবনের পরিসমাপ্তি হইত তাহা হইলে সে জীবনের এত গৌরব কোথায় থাকিত? কিন্তু আমরা জানি ইহাই মনুষ্য জীবনের পরিণাম নয়। মনুষ্যহৃদয়ে বুদ্ধির তীব্র দৃষ্টি প্রকৃতি নিহিত নানা গোপনীয় শক্তি প্রকাশ করিয়া প্রকৃতির মধ্যে কারণ ও কার্য্য পরম্পরা অনুভব করিয়া বিভিন্ন বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতি বর্দ্ধন করিতেছে। ইহাতে মনুষ্যজাতির যে কেবল নানা সুখ ও সুবিধা সংসাধিত হইতেছে তাহা নয়, কিন্তু মানসিক উন্নতির সঙ্গে ২ বুদ্ধি মার্জ্জিত হইয়া সত্য অবধারণায় শক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে।

কিন্তু ইহাই মনুষ্য স্বভাবের চরম উন্নতি নয়। মনুষ্য স্বভাবে একটী মহান শক্তি নিহিত রহিয়াছে যাহার নাম বিশ্বাস। প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যেই বিশ্বাস বর্ত্তমান। মনে কর নিজে কোন এক নির্জ্জন বনের মধ্যে রহিয়াছি। নিকটে কোন ব্যক্তি নাই। তথাপি মনে হইবে কে যেন নিকটে রহিয়াছে। ইহা বিশ্বাসের অনুভূতি মানুষের মনে নিরাশ্রয় ভাব ও অন্যের উপর নির্ভর দুইই বর্ত্তমান। অসভ্য, অশিক্ষিত লোকেরা মনে করে যে অমঙ্গল কারী প্রেতাত্মা সকল চারিদিকে ঘুরিতেছে ইহা বিশ্বাসের অন্য এক প্রকাশ। শিক্ষিত সভ্য লোকেরা এক মঙ্গল পালনকারী শক্তির উপর নির্ভর করে। ইহা বিশ্বাসের অবস্থা মনুষ্য সমাজে পরস্পরের উপর বিশ্বাস বিনা কোন কার্য্য চলিতে পারে না। আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিশ্বাস বিনা কেহ তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। সেন্ট পল বলেন, বিশ্বাস অদৃশ্য বস্তুর প্রমাণ যাহাতে বিশ্বাস ঠিক পথ অনুসরণ করে অর্থাৎ একমাত্র সত্য স্বরূপ ঈশ্বরকে আশ্রয় করে ধর্ম্ম শিক্ষার ইহাই উদ্দেশ্য। সাধু বিশ্বাসী ধর্ম্মাত্মাদিগের জীবন দৃষ্টান্ত এ পথে আমাদের বিশেষ সাহায্যকারী। উপনিষৎ বলে "ইহার রূপ দর্শনের বিষয় হয় না; কেহ তাঁহাকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না। হৃদয় (শ্রদ্ধা), সংশয় রহিত বুদ্ধি এবং মনন দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হন।" "পরমাত্মাকে বাক্য, মন বা চক্ষু দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যাহারা 'তিনি আছেন, এরূপ বলেন, তাঁহারা ব্যতীত অন্যেরা কিরূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করিবে?" বিশ্বাসের ইহা শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি।

প্রথমে যে শাস্ত্র বচন পঠিত হইল তন্মধ্যে আমাদের জাতীয় ধর্ম্মশিক্ষার মূল কথাগুলি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। অন্তরের শ্রদ্ধা উদ্দীপন আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রথম সোপান। অবশ্য এ কথা সহজে বুঝিতে পারা যায় যে কাহারও উপর বিশ্বাস না থাকিলে সে স্থলে শ্রদ্ধা অসম্ভব। সঙ্গে ২ শাস্ত্র পাঠ আবশ্যক। সাধু বিশ্বাসি ভক্তগণ তাঁহাদের অন্তরের অভিজ্ঞতা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাহা পাঠ করিতে হইবে। ইহাতে অন্তঃশুদ্ধ হইতে থাকিবে। আমাদের মনে রিপু সকলের প্রাধান্য চলিয়া যাইবে। শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রজ্ঞানে হৃদয় উজ্জ্বল হইলে ইষ্ট দেবতা পরমপুরুষ সত্যরূপে প্রকাশিত হইবেন। তাঁহার জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্য সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। যখন মন তাঁহাতে আকৃষ্ট হইয়া ধ্যান পরায়ণ হইবে তখন হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইতে থাকিবে। সংসার বন্ধন শিথিল হইবে, অর্থাৎ বৈরাগ্য জাগিয়া উঠিবে। প্রকৃত বৈরাগ্য অর্থ ইহা নয় যে রঞ্জিত বসন পরিধান এবং নানা রূপ শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধন। ইহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা যে অসার তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি। তবে ধর্ম্ম সাধন করিতে হইলে যে শরীর ও মনের স্বাভাবিকরূপ সংযম অত্যন্ত আবশ্যক তাহা

স্বীকার করি। বিষয় কামনা ও বিষয় সুখ লালসা দূরীভূত হওয়াই প্রকৃত বৈরাগ্য। শ্রদ্ধা, শাস্ত্রজ্ঞান ও বৈরাগ্য পূর্ণ হৃদয় তাবৎ অনিত্য বস্তুর মধ্যে ধ্রুব সত্য যাহা তাহা অবধারণ করেন, এবং এইরূপে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে হরিপদাশ্রয় লাভ করিয়া কৃতার্থ হন।

সত্য স্বরূপ প্রেমময় মহান ঈশ্বর বিশ্বাসী ভক্তাত্মা সকলকে অনুপ্রাণিত করিতেছেন। যেমন তাড়িৎ প্রবাহে শরীর সিহরিয়া উঠে তেমনি পরমাত্মার স্পর্শ অনুভব করিয়া ও বাণী শ্রবণ করিয়া জীবাত্মা সচকিত হন। সে স্পর্শ শারীরিক স্পর্শ নয়, এবং সে বাণীও শব্দময় নয়। সে আত্মায় আত্মায় স্পর্শ, সে আত্মায় ২ কথোপকথন। ইহার মধ্যে কোন ভাষা নাই। কিন্তু তাহা শ্রবণ মাত্র সকল সংশয় বিদূরিত হয় জীবনের পথ উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হয়, অগাধ জ্ঞান লাভ হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মার এই মিলনই মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠগতি।

আমাদের অপূর্ণ জীবন লইয়া বিশ্বাস ভরে এই অদৃশ্য রাজ্যে প্রবেশে আমরা যেন প্রয়াসী হই। পুরাতন বর্ষ চলিয়া গেল। নূতন বর্ষ সমাগত। আজ সকলেই প্রেমময় পিতার আশীর্বাদ ভিক্ষার্থী। এই অমৃতময় জীবন ভিন্ন তাঁহার নিকট আমরা আর কি আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিব। ভগবান মনুষ্যগণের প্রার্থিত বিষয় অর্পণ করেন, এ কথা সত্য, কিন্তু তিনি ভক্তগণকে সামান্য বিষয় দেন না, কেন না তাহ পাইয়া প্রার্থনার নিবৃত্তি হয় না। সমুদয় কামনা পরি-শূন্য হইয়া যাহারা তাঁহাকে ভজনা করে, তাঁহাদিগকে তিনি স্বয়ং সমুদয় অভিলাষের পরিসমাপ্তিরূপ নিজ পাদপল্লব প্রদান করিয়া থাকেন। পুরাতন বৎসরে যদি কোন দুঃখ কি নিরাশা থাকে তাহা পুরাতন বৎসরে থাকুক, যদি কাহারও প্রতি কোন বিদ্বেষ ও অপ্রেম পোষণ করিয়া থাকি তাহা ভুলিয়া যাই। নূতন বিশ্বাস, নূতন প্রেম, নূতন আদর্শ ও নূতন বল, উৎসাহ লইয়া নূতন বৎসরে প্রবেশ করি। সেণ্ট পল্ "Brethren, one thing I do, forgetting the things which are behind and stretching forward to the things which are before, I press on toward the goal unto the prize of the high calling of God in christ Jesus' ইহার অর্থ, ভ্রাতৃগণ, পশ্চাতে যে সকল বস্তু আছে তাহা ভুলিয়া গিয়া, সম্মুখে যে সকল বস্তু আছে তাহা পাইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া আমি যাহাতে আমার লক্ষ্যের দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে পারি তাহাই কেবল আমার চেষ্টা। আমার লক্ষ্য কি? যীশু চরিত্ররূপ সর্বোচ্চ পারিতোষিক যাহা দিবার জন্য ঈশ্বর মনুষ্য সন্তান সকলকে আহ্বান করিতেছেন। যীশুচরিত্র কিরূপে গঠিত? অকপট স্বভাব, অটল বিশ্বাস, ঈশ্বরের উপর ঐকান্তিক প্রেম, সকল মনুষ্যকে ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে ভালবাসা এবং শুদ্ধতা এই চরিত্রই মনুষ্য স্বভাবের সর্ব্বোচ্চ বিকাশ। ইহাই আনন্দপূর্ণ, অমৃতময়, অক্ষয়জীবন, যাহা পাইবার জন্য সকল দেশের সাধু বিশ্বাসী ভক্তগণ চিরদিন প্রয়াসী থাকেন। ইহার মধ্যে মৃত্যু নাই, শোক নাই, ক্ষয় নাই। ইহাই স্বর্গীয় জীবনের পূর্ব্বাভাস। দয়াময় পিতা আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই জীবন লাভে আমরা সর্ব্বদা প্রয়াসী থাকি।

নববর্ষে নবদেবালয় স্থাপন উপলক্ষে আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রদ্ধেয় ভ্রাতঃ, গত ১লা জানুয়ারী স্থানীয় ব্রাহ্মগণ সপরিবারে এক উদ্যানে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। কয়েকটী হিন্দু ও খৃষ্টিয়ান বন্ধু সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৮০ জন স্ত্রীলোক, পুরুষ ও বালক বালিকা সমবেত হন। একত্রে উপাসনার পর সকলে আহার করেন। উপাসনা করিবার ভার আমার উপর ছিল। যে উপদেশ নিবেদন করা হইয়াছিল তাহার সার উপরে দিলাম। আশা করি, ধর্ম্মতত্ত্বে তাহা প্রকাশ করিয়া সুখী করিবেন। ধর্ম্মতত্ত্বে আমার লেখা সকল যাহা পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পড়িয়া আমার কোন কোন বন্ধু জানাইয়াছেন যে, তাহা পড়িয়া তাঁহারা সুখী হইয়াছেন। উপাসনার পর একজন মাননীয় বন্ধু জানাইয়াছিলেন যে তিনি নবদেবালয় স্থাপনের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং আচার্য্য মহাশয়ের মুখ হইতে তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়াছিলেন। সে স্মৃতি তাঁহার মনে উজ্জ্বল রহিয়াছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু।

ব্রহ্মজ্ঞান।

"অনেকে যাঁহাকে শ্রবণ করিতে পায় না অর্থাৎ অনেকের পক্ষে যাঁহার বিষয়ে উপদেশ লাভ ও সুদুর্লভ, যাঁহাকে শ্রবণ করিয়াও অনেকে জানিতে পারেনা, তাঁহার বক্তা দুর্লভ। নিপুণ ব্যক্তিই ইঁহাকে লাভ করিতে পারেন। নিপুণ আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট জ্ঞাতা ও দুর্লভ।" কঠোপনিষৎ, ২য়বল্লী, ৭ম শ্লোক।

কঠোপনিষৎ বলিতেছেন পরব্রহ্ম বিষয়ে উপযুক্ত উপদেশ লাভ লোকের পক্ষে সুদুর্লভ, এমন লোকও অনেক আছেন যাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে উপদেশ শুনিয়াও তাঁহাকে জানিতে পারেন না, এ ভিন্ন এ বিষয়ে উপদেশ দিতে পারেন এমন জ্ঞাতাও দুর্লভ। কেবল নিপুণ ব্যক্তিই ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন।

কতকাল পূর্ব্বে উপনিষৎ রচিত হইয়াছিল, তখনও যেমন ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থী উপযুক্ত শিষ্য এবং সে জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারেন এরূপ উপযুক্ত আচার্য্যের অভাব ছিল এখনও সেইরূপ আছে। নিপুণ না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। কিরূপে এরূপ নিপুণ হইতে পারা যায়। প্রথমে শিক্ষার্থীকে স্থির সঙ্কল্প হইতে হইবে।

সঙ্কল্প বিচলিত হইবার অনেক কারণ আছে। মানুষ সাধারণত শরীরের অভাবই অধিক তীব্র বলিয়া অনুভব করে। বর্ত্তমান কালে বিদ্যাশিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ই কিসে লোকে শরীরের অভাব মোচনে সক্ষম হয়। এই চেষ্টা যে নিন্দনীয় তাহা আমি বলিতেছি না। কিন্তু জীবন ধারণ যে শরীরের অভাব মোচনের জন্য নয়, কিন্তু এইরূপ অভাব মোচনে শরীর রক্ষা পাইলে তাহা দ্বারা উচ্চ কোন মহৎ কার্য্য সংসাধিত হইতে পারে তাহা যেন আমরা কখন না ভুলি। এই কথা স্মরণে রাখিয়া যে ধীর ব্যক্তি অনিত্য বস্তুর মধ্যে নিত্য বস্তুর অন্বেষণে একান্ত মনোযোগী হন তিনিই কেবল ব্রহ্মজ্ঞান লাভে স্থির সঙ্কল্প হইতে পারেন। এ সম্বন্ধে কঠোপনিষদে নচিকেতার যে উপাখ্যান্ আছে তাহা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। যম নচিকেতার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সংসারের সকল ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য বর গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন। নচিকেতা যমকে এই উত্তর দিলেন, "স্বর্গাদি লোকাপেক্ষা নিম্নতর পৃথিবীতে অবস্থিত, জরাধীন, এবং মরণশীল কোন্ মনুষ্য অজর অমর দিগের নিকট গমনপূর্ব্বক আত্মার উৎকৃষ্টতর প্রয়োজন ও প্রাপ্তব্য বস্তু আছে ইহা অবগত হইয়া এবং রূপ ও প্রণয় জাত সুখের বিষয় অর্থাৎ এই সমুদায়ের অস্থিরতা চিন্তা করিয়া অতি দীর্ঘ জীবন আনন্দানুভব করিতে পারে।"

মন স্থিরসঙ্কল্প ও শান্ত হইলে পরে সাধন আরম্ভ হয়। সাধনের এক অংশ আত্ম সংযম অপর অংশ পূজা, অর্থাৎ ঈশ্বর চরণে প্রীতি ভক্তি উপহার, ধ্যান, পাঠ প্রভৃতি। আত্ম সংযমের অর্থ আমরা সকলেই কিছু না কিছু বুঝি। কিন্তু সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইলে এ চেষ্টা যে কত কঠিন তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। সেই জন্য সেণ্টপলের মত সাধকও আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "যাহা আমি করিব মনে করি তাহা করিতে পারি না, এবং যাহা আমি করিবনা মনে করি তাহাই করি।" আমাদের মধ্যে ঈশ্বরোপসনার যে প্রণালী প্রবর্ত্তিত আছে প্রতিদিন অনুরাগও ভক্তির সহিত তাহা সাধন করিলে ব্রহ্মজ্ঞান পরিপুষ্ট হইবে। ইহা ভিন্ন প্রতিদিন কিছুক্ষণ ধ্যান ও আত্ম চিন্তায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। সন্ধ্যা কাল ইহার পক্ষে উপযুক্ত সময়। প্রভাতকাল দিনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সময় বলিয়া মনে হয়। এ সময় ক্ষণকালের জন্য নীরবে ও একাকী ব্রহ্মের গুণ ও মহত্ত্ব চিন্তনে যেন আমরা বিরত না হই। ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠ সাধনার পরম সহায়। উপযুক্ত উপদেষ্টার অভাব হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম শাস্ত্রের কোন অভাব নাই। আমাদের দেশের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র, উপনিষদাদি গ্রন্থ ব্রহ্মজ্ঞানে পূর্ণ। বাইবেল গ্রন্থ, বিশেষত ডাউদের সঙ্গীত, নিউটেষ্টমেণ্ট ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির পরম সহায়। আমাদের আচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্রের উপদেশ ও প্রার্থনা স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত। ভক্তিভাজন শ্রীপ্রতাপচন্দ্রের গ্রন্থ সকল আধ্যাত্ম জীবনের গূঢ়তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিতেছে। উপাধ্যায় শ্রীগৌরগোবিন্দ রায় ও অন্যান্য প্রেরিতবর্গের রচিত গ্রন্থে ধর্ম্ম শাস্ত্র সকল সুন্দর ও সহজরূপে ব্যাখ্যাত হইতেছে। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে সাধারণের উদাসীনতা অত্যন্ত অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ পাঠ দৈনিক কর্ত্তব্যের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। এই পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে যদি আমরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভে বঞ্চিত রহিলাম তাহা হইলে আমরা সংসারের সকল ভোগ্য বস্তু লাভ করিয়াও প্রকৃত দীন। মনুষ্য জন্ম লাভ আমাদের পক্ষে বিফল। চিত্তশুদ্ধিলাভে অত্যন্ত যত্নবান, সাধনে মনযোগী ও অধ্যবসায়শীল, ভগবৎ প্রসাদ লাভে একান্ত ব্যাকুল ব্যক্তি ভিন্ন কেহই ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সক্ষম হইতে পারে না। এই জন্যই উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, "নিপুণ ব্যক্তিই ইহাকে লাভ করিতে পারেন।"

করুণাময় ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন মনুষ্য জীবনের সারধন ব্রহ্মজ্ঞান লাভে আমরা সর্ব্বদা মনোযোগী থাকি।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র বসু।

নববিধানের অভিধান।

কোন শব্দশাস্ত্র ও শব্দবিজ্ঞান নববিধানের অভিধান দিতে অসমর্থ। সকল বিধানই ব্রহ্মপ্রেরণায় প্রেরিত। ব্রহ্মের ধর্ম্মই "ব্রাহ্মধর্ম্ম"। নির্ব্বাণ ঋষির নির্ব্বাণভাব সম্ভূত নির্ব্বাণ ধর্ম্ম, ইচ্ছাযোগীর ইচ্ছাপালন, প্রেমযোগীর হরিপ্রেম ও মরুভূমে বহুঋষির মহাজাগরণ সমস্তই ব্রহ্মের প্রেরণা। ব্রহ্মের প্রেরণায় যাহা প্রেরিত তাহাই "ব্রাহ্মধর্ম্ম"। সংজ্ঞার সংশ্রব কিছুই নহে। বিষ্ণুর প্রেরিত ধর্ম্মই বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে আখ্যাত হইয়াছে। বিষ্ণু ও ব্রহ্মে স্বাতন্ত্র্য কোথায়? যিনি ব্যাপ্ত রূপ প্রকাশিত আভিধানিকের অভিধান ও বৈয়াকরণের ব্যাকরণে তিনি "বিষ্ণু" রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। কে না বলিবেন এখানে ভাষা নাই ও সংজ্ঞা নাই। ব্যাপ্ত বস্তুর অনুভূতি হইতেই "বিষ্ণু" সংজ্ঞা আসিয়াছে।

বিধাতার নূতন বিধান অর্থাৎ দানের ভাব হইতে নববিধান সংজ্ঞা আসিয়া পড়িল; ইহা কল্পনা রাজ্যে বিচরণশীল কবির কবিতা নহে, ইহা ভাব সাগরে মগ্ন ভাবাপন্ন ভক্তের প্রাপ্ত বস্তু। ভক্ত রামপ্রসাদ মাকে প্রাপ্ত হইয়া সেই ভাবের উপর তাঁহাকে "শ্যামা মা" বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। "শ্যামা" সংজ্ঞা ভক্তের অভিধান ও ভক্তের ব্যাকরণ হইতেই সমুদ্ভূত। ইহা আমার তোমার শব্দ নহে। ইহা ভক্তের ভক্তি সঙ্গীতে গীত একশত পুষ্পদল লইয়া যখন শতদল ফুটিয়া উঠিল তখন সেই বিকাশ দেখিয়া দিদৃক্ষু তাহাকে "শতদল" দেখাইতে আসিলেন। দর্শন ও আস্বাদন

ব্যতীত বস্তুজ্ঞান হয় না। যিনি কখন "গন্ধরাজ" দেখেন নাই তিনি সে ফুলের আকার অবয়ব ও সৌন্দর্য্য অনুভব করিতেও পারেন না। যিনি কখন বরফ স্পর্শ করেন নাই তিনি সে বস্তুর শৈত্যানুভব করিতে পারেন না। যিনি ইক্ষু-দণ্ডের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত শর্করার আস্বাদন প্রাপ্ত হন নাই তিনি তাহার ভিতরের আস্বাদন বুঝিতে পারেন না।

বিধাতার নূতন বিধানে না ডুবিলে নববিধান অনুভূতি অসম্ভব। দানের মর্য্যাদা না বুঝিলে দাতারও মর্য্যাদা বুঝা যায় না। দিদৃক্ষু কলম্বস সাগরবক্ষে ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড সমূহের উপর সেই ভূমি দেখিতে পাইয়াছিলেন যে ভূমি আবিষ্কারের এতদিন পরেও "নূতন পৃথিবী" বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। নিউটনের বহু চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক চক্ষুই বৃক্ষচ্যুত ফলের পতনে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ দেখিতে পাইয়াছিল। গবেষণা প্রাণ বেঞ্জামিনের উড্ডীয়মান ঘুঁড়ীর সূক্ষ্ম-সূত্র সঞ্চারিত অত্যুচ্চ পদার্থের প্রবাহেই জগদ্ব্যাপী বার্ত্তাবাহী তড়িৎ যন্ত্রে ও বৈদ্যুতিক আলোকে প্রস্রবণ নিহিত ছিল। উত্তপ্ত চাপাক্রোস্থিত সূক্ষ্ম-নল নিঃসারিত ধূমরাশির ভিতরেই জগদ্ব্যাপী বাষ্পীয় শকট, বাষ্পীয়জলযান ও নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও কল সমূহ লুক্কায়িত ছিল। দিদৃক্ষুর দর্শন হইতেই এ সমুদায়ের অভি-ব্যক্তি আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান। নববিধান পৃথিবীর সমক্ষে এই চক্ষুর অপেক্ষা করিতেছেন। তাই বলিতেছি নববিধানের অভিধান নাই, নাম নাই ও সংজ্ঞা নাই। ইহা দর্শন ও আস্বাদন সাপেক্ষ। কোন পাশ্চাত্য সঠিক বলিয়াছেন, No dictionary defiuition can define God and His dispensation, কোন আভিধানিক ব্যাখ্যা ঈশ্বর ও তাঁহার বিধানের ব্যাখ্যা দান করিতে পারে না। নববিধান জ্ঞান তর্ক সাপেক্ষ নহে ইহা সাধন সাপেক্ষ। সাধনে ব্রহ্মানন্দের নববিধান। সাধনা না আসিলে তর্ক করিয়া যাইবে। পথ না চিনিলে পথে ঘুরিতে হইবে। জ্যোতিষের প্রকৃতি না শিখিলে পূর্ণ চন্দ্র ও কলঙ্কপূর্ণ বলিয়া পরিচিত হইবে। বৃক্ষও তৃণ বলিয়া আখ্যাত এবং নারিকেল বৃক্ষও তৃণদ্রুম বলিয়া অভিহিত। ধাত্বর্থে তৃণ শব্দের অর্থ ভক্ষ্য বস্তু এবং সেই ভাবে নারিকেল বৃক্ষও পরিচিত ও অভিহিত হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দ সাধনা হইতেই "All religious are true" সকল ধর্ম্ম সত্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আজ আমা-দের বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার ঘোষণা আমাদের হৃদয়ে তাড়িতের মত আসিয়া লাগিতেছে। এখন বস্তু জ্ঞান, বস্তু দর্শন ও বস্তুর আস্বাদন প্রয়োজন। তৃষ্ণা না আসিলে জলের আস্বাদন সম্ভব হয় না। ক্ষুধা না হইলে ভক্ষ্য বস্তুর আস্বাদন থাকে না। সাধনা সম্ভূত ধর্ম্মের আস্বাদনে ক্ষুৎপিপাসার প্রয়োজন। নববিধান সেই ক্ষুৎপিপাসাতুর সাধকের অপেক্ষা করিতেছেন। হিমালয় এখনও হিমালয়বাসী সাধু সন্ন্যাসীর জন্য দণ্ডায়মান। নববিধান চিরদিনই ভক্তের জন্য দাঁড়াইয়া থাকিবেন। ব্রহ্মানন্দ দশ হাজার বৎসর পরের নববিধানের আগমন সংবাদ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

প্রণত সেবক—গৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

প্রার্থনা সংকীর্ত্তন।

(অকিঞ্চন ভক্ত ভাই ফকিরদাস রায়ের রচিত)

(খয়রা)

করুণা করহে হরি এই দীনহীনে।
তোমার করুণা বিনে বাঁচব কেমনে।
বেঁচে কি কাজ হবে হে, (আমার)
তোমার দয়া নইলে।
দয়া করহে হরি, আমি তব পায়ে ধরি।
অভয় চরণে ধরিহে ; দয়া কর।
আর কে বা আছে,
অধম বলে দয়া করে এমন কেবা আছে।
(এই দীনহীনের)।
মনে বড় সাধ আছে হে, (তব) চরণতলে রব।
থাকিয়ে ঐ রাঙ্গা চরণ সার করিব।
থাকিয়ে চিরজীবন ঐ চরণ সেবিব।
সাধ পুরাতে হবে হে, নিজগুণে দয়া করে।
আর কোথায় যাব, অভয় চরণ ছেড়ে।
(চরণ তলে রব)।

(দশকুশি)

ভকত চিত রঞ্জন, নাথ তব শ্রীচরণ,
নিরখিয়ে জুড়াব নয়ন ;
সেবিব পরম সুখ, নিবারিব সব দুখ,
ওপদ হৃদে করিব আলিঙ্গন।
আনন্দে বদন ভরি, তাপিত পরাণ বারি,
পদ সুধা করিব হে পান ;
পিতে পিতে সুধানীরে, ডুবিয়ে জনমের তরে,
থাকিব এই আকিঞ্চন।

একটী পত্র। *

(স্বর্গীয় ভাই ফকিরদাসের ও তাঁর বন্ধুগণের প্রতি নির্য্যাতনকারীর অনুতাপ পূর্ণ পত্র)

ভাই ফকির! তুমি আমার কঠিন পীড়ার অবস্থা অবগত হইয়া পথ্যাদীর জন্য কোচবিহার ষ্টেটের মহামান্য দেওয়ান

* এই পত্র প্রেরক, অমরাগড়ী নববিধানমণ্ডলীকে নির্য্যাতন করিয়া তাহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া-

বাহাদুরের নিকট আমার কারণ সাহায্য প্রার্থনা করায় তিনি যে ২০৲ টাকা পাঠাইতে অনুমতি করিয়াছিলেন তাহা বিগত ১৬ই ডিসেম্বর (১৮৯৮) প্রাপ্ত হইয়াছি।

আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট অনেক বিষয় অপরাধ করিয়াছি। তুমি এই দুরবস্থাপন্ন দাদার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর, এবং আমার ন্যায় অপরাধী দাদার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিও যেন তিনি আমাকে সকল অপরাধ হইতে মুক্ত করেন এবং তুমিও আমায় মাপ করিও। এখন আমাদের ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা যেন তোমার মত ধার্ম্মিক ভাই দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া আমাদের বংশকে উজ্জল করে। আমাদের পিতৃ পুরুষদিগের পুণ্যবলেই তোমার মত ধার্ম্মিক দেব চরিত্রের ভাই পাইয়াছিলাম। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় তোমাকে আমরা আদর করিতে পারিলাম না। কতদিনে এ বাড়ীতে আসা হবে। আমার বড় সাধ তোমার সঙ্গে আমার অন্ততঃ একবার দেখা হয়। ইতি—

অমরাগড়ী, (স্বাক্ষর) শ্রীমহিমচন্দ্র রায়।
২১শে ডিসেম্বর, ১৮৯৮।

ছিলেন, এবং তথাকার ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে বাধা ও মোকর্দ্দমা করিয়া সমাজকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করেন। কিন্তু বিধাতার আশ্চর্য্য খেলা, শেষে তথাকার মণ্ডলীর ও উপাচার্য্যের নিকট তিনি মধুর ব্যবহার ও ঘোরতর দুঃখ এবং রোগে সহায়তা সেবা এবং সাহায্য পাইয়া শেষ জীবনে যথেষ্ট অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে প্রেমময় ঈশ্বরের ও তাঁর ভক্ত মণ্ডলীর এবং বিধানের জয় দেখিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি।

ভৃত্য—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়,
১১ই পৌষ, ১৩৩৩ সাল। সম্পাদক অমরাগড়ী নববিধান সমাজ।

—•—

সপ্তনবতিতম মাঘোৎসব।

প্রস্তুতির বিবরণ।

(১লা জানুয়ারী, ১৯২৭)

রাত্রি ১২টার সময় যেমন তোপধ্বনি সহকারে নববর্ষের আগমন বার্ত্তা ঘোষিত হইল, অমনি শঙ্খ ঘণ্টা সহকারে নবযুগ বিধানের সুসংবাদ বাহক শ্রীব্রহ্মানন্দের কমলকুটীরের ছাদের উপর নববিধানের নিশান উত্তোলন হইল। প্রচারাশ্রমের দেবালয়ে শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারী মোহন চৌধুরী উপাসনার কার্য্য করেন। নবদেবালয়ে নবদেবালয়প্রতিষ্ঠার দিন উপলক্ষে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন। নবদেবালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পঠিত হয়। ঐদিন মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দিরে পূর্ব্বাহ্নে ভাই প্রমথ লাল সেন উপাসনা করেন এবং মহাত্মা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরকে গ্রহণ বা তাঁহাদের জীবন সাধন বিষয়ে মাঘোৎসব গ্রন্থ হইতে অংশ বিশেষ পাঠ করিয়া প্রার্থনাদি করেন।

২রা হইতে ৬ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত পূর্ব্বাহ্নে প্রচারাশ্রম দেবালয়ে ও কোন দিন কমলকুটীরের নবদেবালয়ে ও মুঙ্গেরের যাত্রী নিবাসে প্রস্তুতি উপলক্ষে উপাসনা পাঠ ইত্যাদি হইয়াছিল।

৬ই জানুয়ারী প্রচারাশ্রমে ও কমলকুটীরে ভৃত্যসেবা হইয়াছিল।

৭ই জানুয়ারী দীনসেবার দিনে দীন দরিদ্রদের সেবা ও দীনতা সাধন হয়। ঐ দিন রাত্রিতে কমলকুটীরে পাঠ আলোচনা ও ধ্যানাদি যোগে রাত্রি জাগরণ হয়।

৮ই জানুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে ৯টার সময় নবদেবালয়ে শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন। অতি গম্ভীর ও সুমিষ্ট ভাবে উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন হয়। নববিধান মণ্ডলীর পক্ষে এ একটী বিশেষ সাধন সম্পদ লাভের দিন। অদ্যকার উপাসনায় আরাধনা প্রার্থনাদির ভিতর দিয়া সাধন রাজ্যের অতি উচ্চ সত্য উদ্ভাবিত হয়। ইতিপূর্ব্বে শুধু মানুষ যে বদ্ধাবস্থায় পতিত হইয়াছিল তাহা নয়, স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডপতি অনন্ত ঈশ্বর পুস্তকের ভিতর সাধু ভক্তের ভিতর অনুষ্ঠান আচরণের ও তীর্থের ভিতর আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশব জীবনে ব্রহ্মাণ্ডপতি ঈশ্বর এই সকল বদ্ধাবস্থা হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া সমস্ত মানব মণ্ডলীকে সকল প্রকার ধর্ম্ম বিধানের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হইতে তীর্থ বিধানের মহাপুরুষ বিধানের ও আচার পদ্ধতি, বদ্ধ সংস্কার প্রভৃতি গণ্ডি হইতে মুক্ত করিয়া অনন্তের পথে মুক্ত ভাবে অগ্রসর হইবার সুব্যবস্থা করিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র মুক্ত অমর জীবন লাভ করিয়া এই পবিত্র দিনে দেহ খাঁচা ভাঙ্গিয়া হাসিতে হাসিতে স্বর্গ গমন করিলেন, তাঁহার স্বর্গ গমনে পৃথিবীর সকল নরনারীর স্বর্গগমন সূচিত হইল, ইহা আরাধনা উপাসনাতে বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। বাইবেলের বিভিন্ন স্থান হইতে পুনরুত্থান ও খৃষ্টের পুনরুত্থানের সঙ্গে প্রত্যেক নরনারীর পুনরুত্থান বিষয়ে বর্ণনা পঠিত হয়।

অদ্য সন্ধ্যা ৬টায় আলবার্ট হলে স্মৃতি সভা হয়। Y.M.C.A.র সভাপতি এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পুরুষ মহিলায় হলের উপর নীচ সকল স্থান পূর্ণ হইয়া যায়। অনেকগুলি গণ্য মান্য ব্যক্তি আচার্য্য জীবনী আলোচনা করেন।

৯ই জানুয়ারী, রবিবার, পূর্ব্বাহ্নে ৯টায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে Dr. B. C. Ghose. ইংরাজীতে উপাসনা করেন। তৎপর আমেরিকার ইউনিটেরিয়ান চর্চ্চের প্রচারক Rev. Loring সাহেব সঙ্গীতে উদার ধর্ম্মের বিষয় সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন। এদিন সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন, এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত সঙ্গীত করেন। অদ্য মহাজনগণ সাধনের দিন ছিল। অদ্যকার উপাসনা পাঠ ও সঙ্গীতে নববিধানে ব্রহ্মানন্দ জীবনে সাধু মহাজনদিগের মিলন লীলা মধুর রসলীলা

অতি সুন্দর ভাবে স্ফুরিত হইয়া সকলের প্রাণকে মধুময় করে। এই নবযুগে ব্রহ্মানন্দ জীবনে এ যে কি প্রকাণ্ড স্বর্গীয় ব্যাপার আজ তাহার বিশেষ পরিচয় পাইয়া আমরা ধন্য হই।

১০ই জানুয়ারী, সোমবার, জনহিতৈষীদের দিনে পূর্ব্বাহ্নে প্রচারাশ্রম দেবালয়ে ভাই প্রমথ লাল সেন মধুর উপাসনা ও পাঠ ইত্যাদি করেন।

১১ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার, উপকারীগণ, পূর্ব্বাহ্নে প্রচারাশ্রমে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। উপকারীগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা অর্পিত হয়।

১২ই জানুয়ারী, বিরোধীগণ, পূর্ব্বাহ্নে প্রচারাশ্রম দেবালয়ে ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনা করেন ও ভক্তিভাবে আচার্য্যদেব কৃত প্রার্থনা পাঠ করেন।

১৩ই জানুয়ারী, অপরাহ্ণ ৬টায় ব্রহ্মমন্দিরে মহিলাদিগের জন্য প্রস্তুতি উপাসনা মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী নির্ব্বাহ করেন। উপাসনা বেশ সরস হইয়াছিল।

১৪ই জানুয়ারী, জাগরণ, রাত্রি প্রায় ১২টার সময় ভাই চন্দ্রমোহন দাস শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ বসু, শ্রীযুক্ত স্বপ্রকাশ দাস ও শ্রীমতী কুমুদিনী দাস চারিজন মিলিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনাদি যোগে জাগরণ করেন, ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করিয়াছিলেন।

রাজ পরিচয়

কুচবেহারের মহারাজা শ্রীনৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর যৌবন প্রারম্ভের পূর্ব্বেই ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবীকে স্বইচ্ছায় সাগ্রহে মহাদরে আপন রাজ মহিষী স্থানে বরণ করিয়া নববিধানের অনন্ত মিলন লাভ করিয়াছিলেন।

মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ সদাশয় দয়াবান্ রাজেন্দ্র ছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব বদান্যতা চিরদিন জনমণ্ডলী-মধ্যে স্মৃতি গ্রথিত থাকিবে। এই ভূপেন্দ্র শ্রীনৃপেন্দ্র নারায়ণ পৃথিবীর কোনও শোক প্রাপ্ত হয়েন নাই। চারটী পুত্র সন্তান এবং তিনটী কন্যা ও চিরজীবনের সহকারিণী ধর্ম্মসঙ্গিনী মহারাজ্ঞীকে নিকটে দেখিতে দেখিতে ভগবানের ক্রোড়ে রাজর্ষি আশ্রমে অন্তর্দ্ধান করেন।

এক সময় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলিয়াছিলেন, পৃথিবীতে যাঁকে বেশী লোকে ভালবাসে চেনে ও মিলিত হয়, নিশ্চয় স্বর্গের উচ্চ অধিকার সে ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়েন। মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ আজ সেই স্বর্গের আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সুখময় রাজপ্রাসাদে চিরশান্তি প্রবাহমান ছিল।

মহারাজা শ্রীনৃপেন্দ্র নারায়ণের তিরোধানে যুবরাজ শ্রীরাজ রাজেন্দ্র নারায়ণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি রাজা বাহাদুর হইবার উপযুক্ত ছিলেন এবং প্রজাগণ অযোধ্যায় শ্রীরাম চন্দ্রের মতই তাঁর গুণগান করিত ও ভালবাসিত। আজিও রাজ্যে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজা রাজ রাজেন্দ্র পিতার অধিকাংশ সদ্‌গুণাবলী দ্বারা বিভূষিত ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মহারাজ রাজ রাজেন্দ্র অতি অল্প দিনই রাজ্য শাসন করিতে পারিয়াছিলেন।

মহারাজ রাজরাজেন্দ্র নারায়ণের পরলোক গমনের পর যুবরাজ জিতেন্দ্র নারায়ণ রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। যখন চার পাঁচ মাসের শিশু সেই সময়ে পিতামাতার সঙ্গে ইংলণ্ড গিয়াছিলেন। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে ইহার নামকরণ ও অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান কমল কুটীরে নবদেবালয়ে সুসম্পন্ন হয়। মাতা মহারাণী সুনীতি দেবী স্বপ্ন যোগে তাঁহার পরম পূজনীয় পিতৃদেব ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশব চন্দ্রের নিকট হইতে শিশু পুত্রের নাম প্রাপ্ত হয়েন। নামের প্রত্যেক অক্ষর গুলি উজ্জ্বল ভাষায় লিখিত স্পষ্ট ভাবে সম্মুখে রঞ্জিত দেখিয়াছিলেন এবং তদনুসারে এই মধ্যম রাজকুমার শ্রীজিতেন্দ্র নারায়ণ নাম প্রাপ্ত হয়েন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যম যুবরাজ জিতেন্দ্রনারায়ণ রাজ্য শাসন পদে অধিরূঢ় হয়েন। রাজকার্য্যের মধ্যে তাঁহার দয়া প্রবণতা বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। মহারাজ জিতেন্দ্র দীন কাঙ্গাল প্রজা বালকগণকে রাজপথে ক্রোড়ে লইতেন এবং সকলের অভাব মোচন করিতেন। পাঠ্যাবস্থায় ইনি শ্রীআচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ করিতেন। দুঃখের বিষয় মহারাজ জিতেন্দ্র নারায়ণও অতি অল্পদিন বার বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া শিশু পুত্র কন্যাগুলিকে প্রিয়তমা মহারাণী ইন্দিরা দেবীর ক্রোড়ে রাখিয়া ২০শে ডিসেম্বর ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন। ইনি সর্ব্বদা বলিতেন, "আমি মহারাজা হইবার উপযুক্ত নহি, কেন এত বড় রাজ্য ভার আমায় দিয়া দাদা এত শীঘ্র চলিয়া গেলেন।" অনেক সময় মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণ বৈরাগ্য ভাবের কথাবার্ত্তা বলিতেন। পৃথিবীর কার্য্য প্রায় সমাধা হইয়াছে এই প্রকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন। ২০শে ডিসেম্বর মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণের শুভ জন্ম হয়। ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় ঠিক সেই দিনটীতে তাঁহার দেহলীলা অবসান হয়। ঐ দিনটী সম্বন্ধে তাঁহার অদৃষ্ট লিপি ছিল ঐ দিন কাটিয়া গেলে জীবন রক্ষা হইবে; কিন্তু সে ভয়ঙ্কর দিবা আর কাটিলনা; সেই দিনেই মহারাজ জিতেন্দ্র নারায়ণ রাজা প্রজা এবং আত্মীয় স্বজনের হৃদয় অন্ধকার করিয়া দেহত্যাগ করিলেন।

মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ অত্যন্ত মাতৃভক্ত পুত্র ছিলেন। মহারাজা ইদানিং মায়ের আঁচল ধরা শিশুর মতই মা মা করিতেন। যাইবার সময় মায়ের কথা বলিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সত্যই তাঁহার প্রকৃতিটী শিশুর মতই ছিল।

গত ২০শে ডিসেম্বর ১৯২৬ সোমবার রাঁচিতে নির্জ্জনবাস ভবনে কুচবেহারের প্রিয় মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণের জন্ম এবং

পরলোকগমন দিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। মহারাজ মাতা অপূর্ব্ব ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতা বলে সকলকে সঙ্গে লইয়া মাতৃরূপের আরাধনার সহিত উপাসনা করিয়াছেন। সে দিনের গাম্ভীর্য্য ও গভীর উপাসনা সকলকে স্বর্গরাজ্যে উপনীত করিয়াছিল।

শ্রীমতী সুধাংশু বিকাসিনী দেবী সময়োপযোগী সঙ্গীত সকল গান করিয়াছিলেন এবং হৃদয়গ্রাহী প্রার্থনা করিলেন। অনেক আর্য্য নারীর প্রার্থনাও বিশ্বরাজ পদে নিবেদিত হইয়াছিল।

সেদিন শ্রীআচার্য্যদেবের চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত সরল চন্দ্র সেনের শুভ জন্মদিন।

প্রায় ৫০।৬০টী দরিদ্র শিশু ও বালকদিগকে চাউল পয়সা খাবার ইত্যাদি বিতরণ করা হয় এবং অন্যান্য দানও প্রদত্ত হইয়াছিল।

শ্রীসেবিকা।

—•—

বিধান সাধারণ ও বিশেষ।

(স্বর্গীয় ভাই ফকির দাস রায় লিখিত)

গর্ভধারিণী শিশুর মুখে কখন স্তন্য দেন আবার কখন বা তিক্ত ঔষধ দেন। দুগ্ধ দেওয়া তাঁহার স্বভাব, তিক্ত ঔষধ দেওয়া তাঁহার বিকার ইহা মনে করা ভুল। অবস্থা অনুসারে শিশুর দুগ্ধের যেমন প্রয়োজন ঔষধেরও সেইরূপ। দুগ্ধ মিষ্ট, ঔষধ তিক্ত, এজন্য মার স্নেহ এক ব্যতীত দুই নহে। সুস্থ সন্তানকে দুগ্ধ দেওয়াই তাঁহার সাধারণ বিধান, সেই সন্তান পীড়িত হইলে তাহার জীবনরক্ষার জন্য তিক্ত ঔষধ দেওয়া তাঁহার বিশেষ বিধি। তিক্ত ঔষধ যদিও রুচির অনুকূল নহে তথাপি তাহা পীড়িত অবস্থায় অবশ্য সেবনীয়। উহাই জীবন রক্ষার উপায় এবং অমৃত স্বরূপ।

আমাদের উপাস্য দেবতা আমাদের প্রতি কখন বিমুখ নহেন; তিনি মার মত এমন কি তিনি মার অপেক্ষা অনন্তগুণে অধিক আপনার। তাঁহার স্নেহ করুণা আমাদিগকে কখন পরিত্যাগ করে না। তাঁহার একই করুণা কিন্তু আমাদের অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। শরীরের রক্ষা-পুষ্টির জন্য যদ্রূপ সাধারণ এবং বিশেষ ব্যবস্থা আছে, আত্মার জন্যও তদ্রূপ। আমাদের আত্মা কি সুস্থ? ঈশ্বরের সহিত আমাদের যে প্রকার যোগ এবং সম্বন্ধ সেই প্রকার যোগ ও সম্বন্ধ কি আমরা অনুভব করি, সাধন করি? তাঁহাকে যেরূপ ভক্তিকরা আমাদের কর্ত্তব্য আমরা কি সেইরূপ ভক্তি করি? ঠিক কথা বলিতে হইলে ইহাই বলিতে হয়, যে আমরা সংসারকেই ভালবাসি, সংসারের সহিতই আমাদের সম্বন্ধ। এই সংসার মধ্যে আমাদের "আমি" সকলের মূল। কারণ এই "আমির" জন্য আমরা টাকা উপার্জ্জন করি, মিথ্যা বলি সন্তান প্রতিপালন করি। এই "আমি"র জন্য আমরা কিনা করিতেছি? ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তাঁহাকে ভুলিয়া যাহাই করিনা কেন, সকলই আমাদের পাপজনক। তবে আমাদের "আমি" বড় অসুস্থ আমরা বিকার গ্রস্ত। আমাদের মিথ্যাবাদী সংসারপ্রিয় ঈশ্বর-বিমুখ "আমিকে" পাপব্যাধি হইতে মুক্ত করিবার জন্য অন্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ শ্রীহরি সময়ে সময়ে নিজ করুণাগুণে বিশেষ ব্যবস্থা করেন। এই বিশেষ ব্যবস্থাকে বিশেষ বিধান কহে। অসুস্থ শরীরকে সুস্থ করিতে ঔষধের ব্যবস্থা যেমন, বিশেষ বিধান তেমনি ঈশ্বরবিমুখ আত্মাকে ধর্ম্মের পথে ঈশ্বরের দিকে ফিরাইবার জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থা তাহাই তাহার পক্ষে ঈশ্বরের বিশেষ ধর্ম্মবিধান। ঔষধ গ্রহণ না করিলে যেমন দেহ রক্ষা হয় না, তেমনি বিশেষ ধর্ম্ম বিধানের অধীন না হইলে ধর্ম্ম জীবন লাভ হয় না। রোগীর প্রতি ব্যবস্থার মধ্যে যেমন ঔষধ আছে পথ্যাদির নির্দ্দেশ এবং অন্যান্য বিধি আছে, তেমনি আমাদিগকে ধর্ম্মের পথে লইয়া যাইবার জন্য যে বিশেষ ধর্ম্মবিধান আইসে তাঁহার মধ্যে নূতন সত্য, নূতন জ্ঞান ও নূতন বিশ্বাস, নূতন পূজা পদ্ধতি, নূতন সাধন প্রণালী ইত্যাদি আছে। একটী লোকের অবস্থাভেদে সাধারণও বিশেষ বিধি যদ্রূপ আছে, কোন দেশ বা জাতির পক্ষেও তদ্রূপ। কোন দেশ বা জাতির প্রতি যে বিশেষ বিধি তাহাই জাতির বিশেষ ধর্ম্মবিধান। যিনি বিধান প্রেরণ করেন তিনিই বিধাতা।

—•—

করাচি তীর্থভ্রমণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গত ১৫ই অক্টোবর বহু সংখ্যক মহিলা সন্ধ্যায় মন্দির প্রাঙ্গণে মহারাণী সুচারু দেবীর সহিত সম্মিলিত হন এবং সিন্ধু দেশীয় সঙ্গীত ও তাঁহাদের মুখে বাঙ্গালা সঙ্গীত এই প্রথম শুনিবার সুযোগ উপস্থিত হয়। পরে সঙ্গীতের দ্বারা পরস্পরের আলাপ পরিচয় হইলে ভগ্নী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ যাঁহার অন্তরে সেই জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি দাদামশাইএর (ভক্ত অমৃতলালের) প্রচার কার্য্যের উৎসাহ বর্ত্তমান, তিনি আলোক চিত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন ও উৎসাহী কর্ম্মী দেওয়ান রেওয়া চাঁদ সুললিত সিন্ধি ভাষায় ব্রহ্মানন্দ জীবনে নববিধান পুষ্প তাঁহার প্রেরিত প্রচারকগণসহ কিরূপে মুকুলিত হইয়াছিল তাহা দুই দিন বিবৃত করিয়া যাবতীয় শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিলেন।

১৬ই অক্টোবর প্রত্যুষে ব্রহ্মমন্দিরে উৎসাহী সিন্ধি বন্ধুগণ সহ মিলিত হইয়া শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি "ব্রহ্মনাম বদনেতে বল অবিরাম" এই ঊষা কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে নগরের অর্দ্ধ সুপ্ত অধিবাসিগণকে জাগ্রত করিয়া মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অশীতিপর বৃদ্ধ ভক্ত রিউবেনের বাহুপাশে আবদ্ধ হইলেন। বেলা ৯টায় নেভালরাও বালিকা বিদ্যালয়ে শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করিয়াছিলেন ও শ্রীমতী চিত্তবিনোদিনী ঘোষ ডাক্তার

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মিত্রের মাতৃদেবীর দ্বিসপ্ততিতম স্বর্গারোহণের দিন স্মরণ করিয়া একটী মর্ম্মস্পর্শী প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

১৭ই অক্টোবর ভুলোদাদার সমাধি Consecration day প্রাতে যে উৎসব হইয়াছিল তাহা পূর্ব্ব পত্রে প্রকাশিত করিয়াছি সায়াহ্নে প্রশস্ত ব্রহ্মমন্দির প্রাঙ্গণে একটী প্রকাণ্ড সভা আহূত হয়। সভাপতি করাচির মাননীয় জজ দেওয়ান রূপচাঁদ বিলারাম (ভুলোদাদার ছাত্র)। সভায় বহুমহিলা এবং করাচি ও হায়দ্রাবাদ এবং পাঞ্জাব ও অন্যান্য স্থল হইতে আগত বহু বিজ্ঞজন এবং গণ্য মান্য মহোদয়গণ নন্দলালের প্রতি তাঁহাদের ঐকান্তিক শ্রদ্ধার্পণের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভায় Photo লওয়া হইলে (করাচি ও হায়দ্রাবাদের Group Photo কয়েক খানি এখানে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্তের নিকট প্রাপ্তব্য) শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সঙ্গীত করিলে মহারাণী সুচারুদেবী পারিপাট্য সহকারে এবং ভক্তি উদ্বেলিত প্রাণে ইংরাজি ভাষায় সভার উদ্দেশ্য এবং বাঙ্গালার সঙ্গে সিন্ধুদেশের যে গভীর সম্বন্ধ স্থাপিত হইল এবং কর্ম্মযোগী নন্দলালের কর্ম্মভূমি এই সিন্ধু প্রদেশে নববিধান মহাসম্মিলনের ধর্ম্ম বৃক্ষ ফলে ফুলে সুশোভিত ও সুগন্ধিযুক্ত হউক এই আশীর্ব্বাদ তিনি কাতরে ভিক্ষা করিলেন। এই উপলক্ষে সভায় শ্রীযুক্ত ভাই যামিনী কান্ত কোঁয়ার তাঁর লিখিত প্রবন্ধ কর্ম্মযোগী নন্দলালের সংক্ষিপ্ত জীবনী হইতে সময় উপযোগী অংশ পাঠ করিলে অনেকে অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। অবশেষে মাননীয় সভাপতি মহাশয় তাঁহার মহান্ আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করিয়া ঐ স্মরণীয় দিনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত করিলেন। পরে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত যামিনী ভায়ের সহিত ভুলুদাদার বিষয় সিন্ধুদেশীয় মণ্ডলীগঠন, নববিধান কার্য্যকেন্দ্র স্থাপন এবং তাঁহার নির্জ্জন সাধনার বিষয় অনেক আলোচনা হইয়াছিল। তাঁহার কথা যতই শুনি ততই শুনিতে ইচ্ছা হয় আর সেই সুদূর বিদেশীয়গণের আত্মার কল্যাণ কিসে হয়, তিনি এতই ভাবিয়াছিলেন। "আত্মসুখ ত্যাগ করে নিঃস্বার্থ সরল অন্তরে, কে দেয় প্রাণ পরের তরে; পরিত্রাণের সমাচার লয়ে, দ্বারে দ্বারে বিলাইয়ে, কে আর করে উপকার; নাশে পাপাচার, অভয় দানে প্রাণেতে বাঁচায়; তাতে করিলে অবগাহন তৃপ্ত হয় প্রাণ মন, হয় তত্ত্ব জ্ঞানোদয়, নাহি থাকে ভয়, মোহ অন্ধকার ভ্রম দূরে যায়।" ভাই "প্রেমদাস বৈরাগী বলে, ব্রহ্ম কৃপা না হইলে, সাধুভক্ত চেনা নাহি যায়, তাঁদের সেবায় হয় জীবন ধন্য, দরশনে মহাপুণ্য, সহবাসে মুক্তি হয়, অধম তরে যায়, ইহাতে নাহি কোন সংশয়।" যামিনী ভাই তাঁর অন্তিমকালে সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন আর পরম ধন্য হইয়াছেন তাঁহারা যাঁহারা সেই অমরধামের যাত্রী দেব শিশুর সহবাসে থাকিয়া মুক্ত পথের সন্ধান পাইয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এ বৎসর অপ্রত্যাশিত ভাবে সিন্ধুনদীতে বান আসিয়া অতিরিক্ত জলপ্লাবনে করাচির স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ম্যালেরিয়া অতি প্রবল প্রতাপে অধিবাসিগণকে আক্রমণ করিতেছে, লালুদা দুরন্ত পথ অতিক্রম করিয়া করাচি পৌছিলেন বটে, তাঁর সাধু মেজদার পুণ্যতীর্থ দর্শনে প্রাণ ও মন তৃপ্ত হইল, কিন্তু শরীর পরিশ্রম সহ্য করিতে পারিল না, তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইলেন; এবং ১৭ই হইতে ২১শে পর্য্যন্ত অবিরাম জ্বরে তিনি মাথা তুলিতে পারিলেন না, প্রত্যহ তাঁকে Quinine injection দিতে হইয়াছিল অবশেষে তিনি করাচি পরিত্যাগের পূর্ব্বে রোগমুক্ত হইলেন।

১৮ই প্রাতে Llyod's pior নামক সমুদ্রের তীরে ভ্রমণের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয়ে পার্শী মহোদয়ের দান promanade পরিদর্শনপূর্ব্বক আরব্য উপসাগরে তরঙ্গ বিক্ষোভিত স্থানে পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম এবং সম্ভ্রান্ত ও সৌখীন মহোদয় কয়েক জনের প্রমোদ ভবন ও স্বাস্থ্যবিলাস সমুদ্র বেলাভূমির উপরে Clifton নামক স্থানে অবস্থিত এবং এখানেই Chief Courtএর মাননীয় জজ দেওয়ান রূপচাঁদের সপরিবারে আবাস ভূমিতে মহারাণী সুচারু দেবী পুত্র ও কন্যা সহ অতিথি। আমরা তাঁহার সহিত দেখা করিয়া ৫ মাইল দূরে করাচি সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। সায়াহ্নে সত্যেন্দ্র, স্বপ্রকাশ ও আমি এবং গোপীনাথ বাবাজী এই কয়জনে মিলিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তনে উপাসনা করিলাম এবং সদা উন্মত্ত ভক্ত রিউবেন ছোট সুকুমার শিশুদের লইয়া পরে সঙ্গীত সুধা লহরীতে সমবেত ব্যক্তিদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

১৯শে অক্টোবর বালক ও বালিকা সাম্মলন হইয়াছিল।

একদিন সন্ধ্যার পর ভগ্নী নির্ভর প্রিয়া সমাজের অন্তর্গত ছোট বালক বালিকা এবং আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকে সন্ধ্যা সম্মিলনে পরিতুষ্ট করেন ও মহারাণী সুচারুদেবী অপর দিন বৈকালে বহু শিশুকে আহ্বান করিয়া এবং তাহাদিগের মনোনীত খেলানা বিতরণ করিয়া ও কতিপয় চিহ্নিত ব্যক্তিদিগকে নববিধান সাধনার উপায়গুলি নামাঙ্কিত করিয়া চিত্রাবলী বিতরণ করিয়াছিলেন এবং অবশেষে সকল উপস্থিত জন মণ্ডলীকে প্রচুর জল যোগ করাইয়া সমাদর করিয়াছিলেন।

২০শে অক্টোবর আমরা মিউনিসিপাল গান্ধি বাগান পরিদর্শন করিতে যাই; উদ্যানের রক্ষক একজন বাঙ্গালী, তিনি অতি নিপুণতা সহকারে উদ্যানের সংলগ্ন বন্য জন্তুদিগকে সংরক্ষণ করিতেছেন, তাহাদিগকে দেখিলে কদাচ মনে হয় না যে তাহারা বন্দী অবস্থায় অতি দুঃখে কাল যাপন করিতেছে, প্রচুর আহার ও পানীয় পাইয়া এবং পরিষ্কার ভাবে থাকিয়া বেশ সুস্থ ও সবল অবস্থাপন্ন হইয়াছে। এতাবৎ আমাদিগের একটী ভ্রম সংস্কার ছিল যে হিংস্র জন্তু যথা বাঘ সিংহ বন্দী অবস্থায় শিশু ভূমিষ্ট কদাচ করে না, কিন্তু এখানে দেখিলাম অতি সযতনে তাহারা শিশু পালন করিতেছে, উদ্যানের একাংশে আকের চাষ আমরা প্রথম দেখিলাম তাহাদিগের মূলদেশে জীব জন্তুদিগের রক্ত ঢালা হইয়া থাকে।

২২শে অক্টোবর আমরা মনোরমা দ্বীপ পরিদর্শন করিলাম ইহা কারা'চ বন্দরের সন্নিকটে সমুদ্র গর্ভ হইতে একটী পাহাড়ের উপর ইংরাজের দুর্গ ও দূরে শত্রু দিগের জাহাজ পরিদর্শন করিবার জন্য একটী আলোক স্তম্ভ। এই দ্বীপ হইতে সমুদ্রের উপর এক মাইল প্রস্তর প্রাচীর সংরক্ষিত হইতেছে উহা সাগরের প্রকাণ্ড ও প্রতাপশালী তরঙ্গকে বাধা প্রদান করিতেছে সেইজন্য উহা Break water নামে অভিহিত।

২৩শে অক্টোবর রজনী ১১ ঘটিকার সময় আমরা কারাচি পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। ষ্টেশনে যাত্রা কালীন বিদায় উৎসব একটী চিরস্মরণীয় হৃদয় বিদারক বিচ্ছেদের ব্যাপার। মহিলারা এবং সাধু রিউবেন বিমর্ষভাবে সমুপস্থিত, পার্ব্বতী নাম্নী সমাজের সম্পাদক দেওয়ান মাধোদাসের স্নেহের কন্যা আমাদিগের প্রতিজনকে বিদায় মাল্য পরাইয়া দিলেন ও ষ্টেসানের প্লাটফরমে ডাক্তার সাহেব রিউবেন একটী চিত্তাকর্ষক বিদায় সঙ্গীত সমুপস্থিত মহিলাগণসহ করুণ সুরে ধরিলেন তাহাতে অশ্রু সম্বরণ করা সুকঠিন। তাঁহারা গান গাহিতে লাগিলেন আমাদের গাড়ী হায়দ্রাবাদ অভিমুখে ছুটিল।

বিনীত—শ্রীঅনুকূল চন্দ্র মিত্র।

—•—

দেবগণ কর্তৃক ভগবানের স্তব।

নমো দেব বিশ্বনাথ, স্বয়ম্ভু অখিলপতি
স্বপ্রকাশ মহাদেব ভুবন পালক হে।
সর্ব্বশক্তি মূলাধার, পূর্ণব্রহ্ম নিরাকার,
পরম মঙ্গলাকর কুশল বিধাতা হে।
কে জানে তোমার মর্ম্ম, অপার তুমি অগম্য,
অসীম মহিমা তব অন্ত নাহি হয় হে।
মহান্ অনন্ত শক্তি, গম্ভীর বিরাট মূর্ত্তি,
স্মরণে শিহরে প্রাণ কাঁপে কলেবর হে।
জগত ব্রহ্মাণ্ডপতি, পরমেশ পরাগতি,
সুরনর-বন্দনীয় অনাদি পুরুষ হে।
জাগ্রত জ্বলন্ত নিত্য, অখণ্ড অব্যয় সত্য,
প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত রাজরাজেশ্বর হে।
পাষণ্ড দলনকারী, কলি কলুষাপহারী,
অতুল প্রভাবশালী ন্যায় দণ্ডধারী হে।
তেজোময় দীপ্তিমান্, অবিনাশী বীর্য্যবান্,
মহাবল পরাক্রান্ত অটল অচল হে।
নমো দেব বিশ্বম্ভর, আদিনাথ সর্ব্বেশ্বর,
পুণ্যশ্লোক ভগবান্ পরম চৈতন্য হে।
গভীর তোমার তত্ত্ব, দুর্জ্ঞেয় পুরাণ সত্ত্ব,
বিচিত্র স্বভাব ভাব বিপুল বিক্রম হে।
ত্রিতাপত্রয় নাশকারী, দেবদেব দানবারি,
জয় ধর্ম্মরাজ হরি পতিত উদ্ধারী হে।
রক্ষ রক্ষ কৃপাসিন্ধু গতিনাথ দীনবন্ধু,
অভয় চরণদানে নাশ ভয় বিঘ্ন হে।
জয় জয় পুণ্যদাতা, দয়াময় পরিত্রাতা,
দেবাসুর যুদ্ধানলে দেও শান্তিবারি হে।
তুমি মঙ্গলের হেতু, প্রজাপতি মঙ্গ সেতু,
বিপদভঞ্জন বিভো সর্ব্বসিদ্ধিদাতা হে।
রক্ষ নাথ সত্য ধর্ম্ম, সদাচার পুণ্যকর্ম্ম,
প্রচার তোমার নাম সকল ভুবনে হে।
হও আসি অবতীর্ণ, কর শুভ ইচ্ছা পূর্ণ,
বসো রাজসিংহাসনে রাজবেশ ধরি হে।
দেবলোক কম্পমান, ভয়ে সবে হতজ্ঞান,
দেখিয়ে সঙ্কট ঘোর বিষম বিপ্লব হে।
নিশ্বাস পবন ঘন, প্রজ্বলিত হুতাশন,
বহিতেছে অনুক্ষণ বেগে বিশ্ব কাঁপে হে।
প্রসারি দক্ষিণ বাহু, বিনাশ অধর্ম্ম রাহু,
রাখ দেব, দেখ সৃষ্টি যায় রসাতলে হে।
প্রলয় করাল কাল, গ্রাসে বিশ্ব সুবিশাল,
ঘোরতর মহাযুদ্ধ করে পাপাসুরে হে।
ডাকি নাথ বারংবার, করিপদে নমস্কার,
প্রকাশ মঙ্গল জ্যোতি নূতন বিধান হে।
কর রাজ্য অধিকার, ঘুচাও ভবের ভার,
ধর্ম্মবলে স্বর্গরাজ্য আন ধরাতলে হে।
তুমি গুরু জ্ঞানদাতা, যুগধর্ম্ম প্রেরয়িতা,
ত্বরা করি দাও দেখা সহে না বিলম্ব হে।
নরক আবর্ত্তে পড়ি, কাঁদে লোক আহা! মরি,
পাপবিষে জর্জ্জরিত দুঃখেতে আকুল হে।
বিলাপ ক্রন্দনধ্বনি, উঠিছে দিন রজনী,
ভারত গগন আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ হে।
পুণ্যকীর্ত্তি আর্য্যবংশ, দুরাচারে হল ধ্বংস,
পরিহরি ধর্ম্মকর্ম্ম সাধন ভজন হে।
বিলাস বাসনানলে, পাপে তাপে মরে জ্বলে,
নরকে নিমগ্ন যত মানব সন্তান হে।
পাপেতে পাপের বৃদ্ধি করে ক্ষয় বুদ্ধি শুদ্ধি,
পরিণামে মহা দুঃখ ভোগে নিজ দোষে হে।
কোথাও না পায় শান্তি, সকলি অসার ভ্রান্তি,
নিবারিতে দুঃখ জ্বালা পড়ে পাপ হ্রদে হে।
প্রাচীন সুনীতি রীতি, যোগধ্যান ভক্তিপ্রীতি,
হইল বিলোপ সব পাপ দেশাচারে হে।
বহু পুরাতন কালে, পণ্ডিতেরা বুদ্ধিবলে,
লিখেছিল যে নিয়ম অজ্ঞানের তরে হে।

সেই পৌরাণিক বিধি, সাকার ভজন আদি,
বাহ্য পূজা কর্ম্মকাণ্ড হইল সর্ব্বস্ব হে।

জ্ঞানী মূর্খ সুপণ্ডিত, হয়ে সবে বিমোহিত,
অদ্যাবধি সেই মিথ্যা বালাখেলা খেল হে।

ভক্ত ধর্ম্ম বেশ ধরে, কপট আচারী নরে,
ঘরে ঘরে দ্বেষ হিংসা নিন্দা-অগ্নি জ্বলে হে।

জীবিকা নির্ব্বাহ হেতু, উড়া'য়ে ধর্ম্মের কেতু,
আচার্য্য যাজকদল ফিরে দ্বারে দ্বারে হে।

গুরু শিষ্য দোঁহে মিলি, দিয়ে ধর্ম্মে জলাঞ্জলি,
উভয়ে উভয়ে পাপ নরকে ডুবায় হে।

হরি ভক্তিহীন নর, দ্বন্দ্ব করে পরস্পর,
এক অন্যে ভ্রান্ত বলি অহঙ্কারে মরে হে।

নাহি সত্যে অনুরাগ, ক্ষমা প্রেম শৌচ ত্যাগ,
তব নামে রক্তপাত কত অকল্যাণ হে।

সবে অভিমানে মত্ত, নাহি জানে সার তত্ত্ব,
যবন খ্রীষ্টান হিন্দু এক পরি পরে হে।

সাধুভক্তি সত্যাবেদ, নাহি তাহে জাতি ভেদ,
তবু সাধু নিন্দা সত্য পরিহার করে হে।

কি হিঁদু কি মুসলমান, বৌদ্ধ কিংবা খ্রীষ্টিয়ান,
সকলেই মৃতপ্রায় প্রেম ভক্তি বিনা হে।

তাই মতভেদ এত, সম্প্রদায় শত শত,
অভিমান অনাচার ধর্ম্মের মন্দিরে হে।

ধর্ম্মহীন বিদ্যালয়, রাজধর্ম্ম স্বার্থময়,
তব নাম গন্ধ কেহ সহিতে না পারে হে।

তোমায় উপেক্ষা করি, মূল সত্য পরিহরি,
বিজ্ঞান দর্শন রচে নাস্তিক পণ্ডিতে হে।

পূরিল পাপের ভরা, কাঁদে শোকে বসুন্ধরা,
জগত উদ্ধার লাগি এস অবিলম্বে হে।

যে কারণে মোরা সবে, জনমিয়াছিনু ভবে,
সে সকল উচ্চ লক্ষ্য নাশে নরাধমে হে।

স্বরূপ অখণ্ড তব, খণ্ড খণ্ড করি সব,
ভ্রান্তবুদ্ধি নরনারী ভ্রমে অন্ধকারে হে।

কর যোগ সম্মিলন, দলাদলি নিরসন,
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তুমি মধ্যবর্ত্তী হে।

তোমার চরণতলে, মিশে যাক্ সব দলে,
প্রেমের প্লাবনে প্রভু ঘুচাও প্রভেদ হে।

হেথায় অমরধামে, বদ্ধ মোরা তব নামে,
এক আত্মা এক প্রাণ নাহি বিসংবাদ হে।

ছিনু যবে পৃথ্বীতলে, দেখেছি আপন বলে,
তোমার সন্তানগণে,ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে হে।

কিন্তু দেখ কি দুর্ম্মতি, আমাদের অনুবর্ত্তী,
দলে দলে করে যুদ্ধ আপনা আপনি হে।

বুদ্ধিবাদী ব্রহ্মজ্ঞানী, ভক্তিদ্বেষী অভিমানী,
তোমার পবিত্র নাম কলঙ্কিত করে হে।

নাহি মানে সাধু ভক্ত, বিশেষ বিধানতত্ত্ব,
সরল অন্তরে দেয় গরল ঢালিয়ে হে।

সোণার সংসার তব, অতুল সুখ বিভব,
বিবাদ অনলে দেখ ছারখার হয় হে।

অশান্তি নির্ব্বাণ কর, ধর রাজদণ্ড ধর,
মীমাংসা-বিধানধর্ম্ম দিয়ে তাপ হর হে।

সর্ব্বসমন্বয়কারী, বিশ্বজয়ী দর্পহারী
উদার পরম ধর্ম্ম পাঠাও এবার হে।

তুমি ধর্ম্ম তুমি পুণ্য, হোক্ তব নাম ধন্য,
অদ্বিতীয় সর্ব্বারাধ্য নমো নিরঞ্জন হে।

তুমি পিতা মাতা বন্ধু, কৃপাময় প্রেমসিন্ধু,
জগদীশ পরব্রহ্ম বিপদবারণ হে।

দেহ জ্ঞান বল বুদ্ধি, পুণ্য শান্তি যোগ সিদ্ধি,
দৈবশক্তি সদ্বিবেক প্রতিভা সুমতি হে।

তুমি বেদ তুমি বিধি, অনন্ত গুণের নিধি,
চরম পরমগতি বাঞ্ছাকল্পতরু হে।

তুমি ভজনীয় লক্ষ্য, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ,
ইহ পরকাল স্বর্গ নিত্যানন্দধাম হে।

নূতন বিধান জ্যোতি, পাঠাইয়া ত্বরাগতি,
শীঘ্র শীঘ্র! হর পাপ এই ভিক্ষা মাগি হে।

—•—

প্রেরিত পত্র।

উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বিগত শুক্রবার (২৪শে ডিসেম্বর ১৯২৬) সমস্তদিনব্যাপী উৎসব হয়। প্রাতে নগর সংকীর্ত্তন, পরে বেলা ৯টায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কুমার মিত্র বি, এ, মহাশয় উপাসনা করেন এবং শ্রীমতী সুরমা সেন সঙ্গীত করেন। প্রীতি ভোজনান্তে বেলা ২॥০টায় শ্রীযুক্ত শিশির কুমার দত্তের সভাপতিত্বে বার্ষিক সভা হয়। তখন তিনজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হয় (১ শ্রীঅনাথকৃষ্ণ শীল, ২। শ্রীসুবোধ কুমার দাস ৩। ডাঃ শ্রীঅনিল কুমার সেন এম, বি, এবং শ্রীহৃদয় কৃষ্ণ দেকে সম্পাদকের পদ দিবার প্রস্তাব করা হয়; সমাজের নিয়মাবলী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়। অপরাহ্নে ৪টায় শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র লাহিড়ি বি, এ, মহাশয় শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরে স্বর্গীয় ৫॥০টায় কানাই লাল সেন স্মৃতি সভায় শ্রীযুক্ত অনুপ চাঁদ দে মহাশয় সভাপতি হন এবং শ্রীহৃদয়কৃষ্ণ দে পরলোকগত আত্মার সদ্গুণাবলী ব্যক্ত করিয়া ভগবদ্ চরণে প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যা ৬॥০টায় পণ্ডিত শ্রীসুরেশ চন্দ্র সাংখ্য বেদান্ততীর্থ উপাসনা করেন এবং শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বড়াল সঙ্গীত করেন।

তৎপরদিন শনিবার (২৫শে ডিসেম্বর) প্রাতে শ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা করেন এবং তাঁহার ভার্য্যা সঙ্গীত করেন। অপরাহ্নে বালকবালিকা সম্মিলনে পণ্ডিত শ্রীচন্দ্র মোহন মজুমদার গল্প করেন এবং বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীরমণী মোহন রায় এম,এস, সি মহাশয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দেখান; তৎপর মিষ্টান্ন বিতরিত হয়। সন্ধ্যা ৬॥০টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীঅবিনাশচন্দ্র লাহিড়ি বি, এ, মহাশয় আলোক চিত্র সহযোগে "মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ" বিষয়ে চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন।

শেষদিন রবিবার (২৬শে ডিসেম্বর) প্রাতে ডাঃ শ্রীকামাখ্যা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা করেন।

বিগত ৬ই ডিসেম্বর ১৯২৬ তারিখে বিদ্যাসাগর কলেজ গৃহে উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্ম সমাজের ট্রষ্টীগণের যে সভা হয়, তাহাতে ৺কানাই লাল সেন মহাশয়ের স্থলে নববিধান সমাজের শ্রীউপেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়কে ট্রষ্টীপদে নিযুক্ত করা হয়।

সম্পাদক—শ্রীহৃদয় কৃষ্ণ দে।
উঃ ব্রাহ্মসমাজ, ২৮। ১২। ১৯২৬।

বালেশ্বর নববিধান সমাজের মাঘোৎসব।

মঙ্গলময় বিধাতাকে স্মরণ করিয়া আমরা কয়েকটী দীন হীন অকিঞ্চন মিলিত হইয়া এখানে মাঘোৎসব করিবার জন্য প্রস্তুত হই এবং মঙ্গলময়ের অপারকরুণাগুণে নিম্নলিখিত মতে উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

৬ই মাঘ মহর্ষিদেবের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে ১০টায় বিশেষ উপাসনার কার্য্য শ্রদ্ধেয় ভগবানচন্দ্র দাস মহাশয় করেন, সন্ধ্যায় মহর্ষিদেবের আশীর্ব্বাদ পত্র পঠিত ও উৎসবের উদ্বোধন হয়।

৭ই মাঘ সিদ্ধিয়া গ্রামে প্রচার যাত্রা। বালেশ্বর সহর হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দুইটী যুবক বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া সিদ্ধিয়া গ্রামের এক প্রান্ত হইতে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রায় ৫০ জন সংকীর্ত্তনকারী নববিধানের যোগী স্বর্গীয় পদ্মলোচন দাসের যোগাশ্রমে গমন করিলে তথায় উপাসনা হয়, উপাসনার পর আশ্রমসেবিকা শ্রীমতী উমা দেবী ভক্তমণ্ডলীকে পরিতোষ-পূর্ব্বক ভোজন করান।

৮ই মাঘ সায়ংকালে বালেশ্বর নূতন বাজারের উকিল শ্রীযুক্ত শশী বাবুর বাসায় সংকীর্ত্তন ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে "ঈশ্বর পরিত্রাতা" বিষয় পাঠ।

৯ই মাঘ, রবিবার, ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতঃকালে মহিলাদিগের উৎসবে শ্রদ্ধেয় ভগবানচন্দ্র দাস উপাসনা করেন, মহিলাগণ সঙ্গীত ও সকাতরে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পুনরায় ৩॥০টায় মন্দিরে বালকবালিকাদিগের সম্মিলন উৎসব হয়, এই সম্মিলন সভায় শ্রদ্ধেয় ভগবানচন্দ্র দাস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, প্রথমে "গাও হে তাঁহার নাম রচিত যাঁর বিশ্বধাম" সঙ্গীত হইলে সভাপতি মহাশয় একটী সময়োচিত প্রার্থনা করেন, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহাতাব এল, এম, সি, ও নন্দকিশোর দাস এম, এ, এল, এস, সি, ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার এম, এ, বি, এল মহাশয়গণ ছাত্র জীবনে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার বিষয় কিছু কিছু বলেন। বালক ও বালিকাগণ কর্তৃক আবৃত্তি, সঙ্গীত ও অভিনয় প্রভৃতি হইবার পর বালকবালিকা ও উপস্থিত ভদ্র মহোদয়দিগকে জলযোগ করান হয়, এই উৎসবে প্রায় ৩০০ শত লোকে মন্দির পূর্ণ হইয়াছিল। এই উৎসবে অনেক অন্তঃপুরবাসিনী ভদ্রমহিলাগণ তাঁদের শিশু পুত্র কন্যাগণ সহ যোগদান করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় সংকীর্ত্তন ও উপাসনা হয় শ্রদ্ধেয় ভগবান বাবু উপাসনার কার্য্য করেন।

১০ই মাঘ, সোমবার, সন্ধ্যায় বালেশ্বর রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট শ্রীযুক্ত মুকুন্দবল্লভ দাস মোক্তার মহাশয়ের আবাসে প্রথমে সংকীর্ত্তন হয়, ঐ সময় আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু সেবক অখিলচন্দ্র রায় কলিকাতা হইতে আগমন করিয়া প্রথমে ঐ স্থানে সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা করেন। এই সংকীর্ত্তন খুব জমাট হইয়াছিল। পরিশেষে গৃহস্বামী সংকীর্ত্তনকারী ভক্তদলকে ভক্তি সহকারে ভোজন করান।

১১ই মাঘ, মঙ্গলবার, সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে শ্রদ্ধেয় অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন, অপরাহ্ণে পাঠ ও আলোচনা হয়, ৬টায় সংকীর্ত্তন ও তৎপরে শ্রদ্ধেয় ভগবানচন্দ্র দাস উপাসনা করেন।

১২ই মাঘ, বুধবার, প্রাতে সেবক অখিলচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য করেন। অদ্য সায়ংকালে নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হইবার ঠিক ছিল, কিন্তু পাশ না পাওয়ায় ব্রহ্মমন্দিরে খুব মত্ততার সহিত সংকীর্ত্তন হয়, শ্রদ্ধেয় ভগবানচন্দ্র দাস আমাদের পরাধীনতার বিষয় কিছু বলিয়াছিলেন।

১৩ই মাঘ, বৃহস্পতিবার, প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার কার্য্য শ্রদ্ধেয় অখিলচন্দ্র রায় করেন, অপরাহ্ণ ৬টায় ব্রহ্মমন্দির হইতে সংকীর্ত্তনের দল বাহির হয়, জমাট ভাবে "এস করি হে হরি-নাম-সংকীর্ত্তন পরশ রতন নামে হইবে সকল দুঃখ নিবারণ" কীর্ত্তনটী গাইতে গাইতে বরাবর সহরের মধ্যস্থলে মতিগঞ্জ থানার সম্মুখে উপস্থিত হইলে "নববিধানে সর্ব্বধর্ম্ম ও সর্ব্বসাধনের সম্মিলনের মূলতত্ত্ব ভগবৎ প্রেম ও ভ্রাতৃপ্রেম" বিষয়ে শ্রদ্ধেয় সেবক অখিলচন্দ্র রায় প্রায় ৪০০ চারি শত শ্রোতার সম্মুখে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। উপস্থিত হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান শ্রোতাগণ ঐ বক্তৃতা শ্রবণে বিমোহিত হইয়া যথার্থ নববিধানই যে সার ধর্ম্ম তাহা স্বীকার করেন ও আনন্দিত হন। বক্তা দীর্ঘকাল পীড়া ভোগ করিয়াও আশ্চর্য্য দৈব প্রভাবে

ভগবৎ প্রেমের কথা যখন বলিতেছিলেন সে সময় তাঁহার মুখে অপূর্ব্ব শোভা দৃষ্ট হইতেছিল। বক্তৃতার পর "কংহে আনন্দে জয় গান হয়ে এক প্রাণ আমরা সকলে সেই এক পিতার সন্তান" কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তবৃন্দ সহরের মধ্য দিয়া পুনরায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রত্যাগমন ও তথায় জমাট কীর্ত্তন ও নৃত্যাদির পর কীর্ত্তন শেষ করেন। সংকীর্ত্তনান্তে ব্রহ্মমন্দির প্রাঙ্গণে বৃক্ষতলে প্রীতিভোজন হয়।

১৪ই মাঘ, বৃহস্পতিবার, প্রাতে সেবক অখিলচন্দ্র রায় দুই তিনটী বন্ধুসহ সিদ্ধিয়া যোগাশ্রমের বৃক্ষতলে উপাসনা ও তথায় ভোজনাদি করেন। সায়াহ্নে বালেশ্বর ব্রহ্মমন্দিরে সংক্ষিপ্ত উপাসনা ও আচার্য্যের শান্তিবাচনের প্রার্থনা পাঠান্তে শান্তিবাচন হয়। বিধানজননীর কৃপায় এইরূপে আমরা তাঁর উৎসবামৃত পানে কৃতার্থ হইয়াছি।

বিনীত—শ্রীশ্যামসুন্দর বিশাল,
সম্পাদক।

প্রভাতী সঙ্গীত।

ভৈরবী—একতালা।

কে গো প্রভাতে আমারে জাগালে।
জাগাইয়ে কোথা গিয়ে আঁধারে লুকালে।
ছিলাম আমি ঘুম ঘোরে, কে ডাকিল নাম ধরে,
নব জীবন দান করে, কোথায় পালালে।
পাছে আমি দেখে ফেলি, পাছে আমি ধরে ফেলি,
তাই কিগো লুকো চুরি থেকে আড়ালে।
নয়নে না দিলে দেখা, প্রাণে যে রয়েছ লেখা,
প্রাণ ছেড়ে যাবে কোথা কোন আড়ালে।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

শ্রদ্ধেয় দাদা করুণা চন্দ্র সেন।

স্নেহময় দাদা, কত বৎসর তোমাকে দেখি নাই, কতকাল যে তোমার স্নেহ কণ্ঠস্বর শুনি নাই! কতদূর গিয়াছ ভাই? ভাই, কত উচ্চে উঠিয়াছ? সেখানে গেলে কি এখানে আর আসিতে ইচ্ছা হয় না? আমাদের জন্য কি তোমার বিন্দুমাত্র মন কেমন করে না?

দাদা, বড় যে সুখে ছিলাম শৈশবে! এমন আনন্দের পরিবারে কেন এত দুঃখ কষ্ট আসিল! এমন অকালে কেন শোকের আঘাতে আমরা কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম। ভবের বাস জড় সংসার, সেই জন্য কি মৃত্যুর আঘাত এমন করিয়া সুখের খেলা ভাঙ্গিয়া দিল? আচ্ছা দাদা, সেখানে ত অনন্তকাল থাকিব, এখানে কি দুই দিনও সুখে, নির্ভয়ে থাকা যায় না?

দাদা, মনে কি পড়ে কলুটোলার কথা, সেই খেলা ধূলা? মার কোলে শুইয়া সেই যে আমরা কত রূপকথা শুনিতাম, তুমি আজ মতৃকোলে, মা কত মজার গল্প তোমাকে শুনাইতেছেন, আর আমি যে কত নীচে প'ড়িয়া আছি, দেখিতেছ কি?

সেই ভারতাশ্রমে তোমাদের অভিনয়, সত্যশরণ প্রভৃতি বালকদল লইয়া কত লীলা? সুবোধের নিকট সে গল্পগুলি শুনিতে বড় ভাল লাগে, মনে কি পড়ে সে সকল কথা দাদা?

কমলকুটীরে সুখের দিনগুলির কথা কি ভাব? সে সুখের অপেক্ষাও কি স্বর্গে আরও বেশী সুখ? কি আনন্দে ছিলাম সকলে। কমলকুটীরের যে সব ভাব ছিল, আকাশ, বাতাস পুষ্করিণীর জল, বাগান সব মধুময় ছিল। সেই যে শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয়গণ রাত্রে সঙ্গীতাদির পর চলিয়া যাইতেন, তাঁহারা রাস্তায়, পিতৃদেব বারাণ্ডায়, জিজ্ঞাসা করিতেন কোথায় যাত্রা ছিল, তাঁহারা রাস্তা হইতে বলিতেন সেন মহাশয়ের বাড়ী।

তুমিকি দাদা এখনও উপাসনার সময় মৃদঙ্গ বাজাও? কমলকুটীরে সেই যে নববৃন্দাবন অভিনয় হইল, তুমি যে হরিসুখ সাজিয়াছিলে, ছিল তোমার নাম "সুখ", পিতৃদেব এই অভিনয়ে তোমার নাম দিলেন "হরিসুখ"। সেখানে কি তোমাকে "হরিসুখ" বলিয়া সকলে ডাকেন?

বউ কি করেন? তোমার বিবাহে যে কত গোল হইল, তুমি সে গোলে বিচলিত হও নাই, তুমি যে ব্রহ্মানন্দের একটি ভক্ত ঘরে আনিয়াছিলে, ব্রহ্মনন্দিনীর আর একটি কন্যা হইল। বউ যে প্রার্থনাগুলি আচার্য্যদেবের লিখিয়া গেলেন এজন্য পৃথিবী চিরঋণী হইয়া রহিল তাঁহার কাছে। নববধূ যখন আসিলেন ঘরে, "বউ" আসিয়াছে সকলে বলিতেছে ভোপল বুড় ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল "বউ কৈ?" বুড় ঝি যখন দেখাইয়া দিল বউকে, ভোপল উত্তর দিল, "এযে আমাদের মোহিনী দিদি, বউ কেন?" সত্যই বউ আমাদের চিরদিনের ভগিনী, দিদি। তাঁহার মত বউ কখনও কাহা ও হয় নাই, হইবে না।

তোমার জীবনখানি প্রকাশ হইল না, কেহ বুঝিল না। কি দারিদ্রের ভিতর দিয়া সংসার দুর্গম পথে চলিয়াছিলে। বৈরাগ্য তোমার আহার নিদ্রা ছিল। বিলাসিতা ঘৃণা করিতে। রাজৈশ্বর্য্য তোমাকে দিনেকের জন্যও স্পর্শ করে নাই। গরিবের মত কলুটোলায় ছিলে গরিবের মত চলিয়া গিয়াছ। কেহ তোমাকে চিনিল না।

সেই যে দাদা ষ্টীমারে করিয়া পিতৃদেব গঙ্গার উপরে যখন গিয়াছিলেন, ছোট জালিবোট খানিতে তুমি আরও কয়টি ছেলের সঙ্গে ছিলে, পিতৃদেব সেই জালিবোটে যাইবার চেষ্টা করিলেন, ছোট তরী সরিয়া গেল, পিতৃদেবের জলমগ্ন হইবার সম্ভাবনা হইল, তুমি যে ব্রহ্মকৃপাবলে ব্রহ্মশক্তি লাভে সেই তরী বহিয়া তৎক্ষণাৎ

ঘাঁহাদের লাগাইলে; কয়জনে কৃতজ্ঞতা চিহ্নস্বরূপ তোমাকে একটি "বাবা" স্বাক্ষরিত অঙ্গুরী দিয়াছিলেন। তুমি যে গণেশ, পিতৃদেবের কাজ, কর্ম্ম, প্রার্থনাদি লেখা সমস্ত করিতে, দাদা তোমার আজও কি সেই সব কাজ আছে? আরও কত পরিমাণে না জানি বৃদ্ধি হইয়াছে।

সেই ভীষণ শরশয্যাতুল্য পিতৃদেবের শয্যা, তাঁহার দেবতনু পার্শ্বে, অনিদ্রায় অনাহারে, তুমি বসিয়া, বড় আশা ছিল তোমার দাদা, সে ভাগবতী তনু পিতার কখনও অদৃশ্য হইবে না। কেন আসিল সেই ভয়ঙ্কর ৮ই জানুয়ারী, কেন সে প্রাতঃকালে সূর্য্য উঠিল! কেন পৃথিবী সে দিন ধ্বংশ হইল না! তুমি যে জ্ঞান হারাইয়াছিলে, মাতৃদেবীর কাছে কতদিন যে আসিতে পার নাই, তাঁহার মলিন বেশ দেখিতে হইবে বলিয়া। দাদা আজ আর তোমার কোন কষ্ট নাই। মায়ের কোলে পিতার চরণতলে আজ তুমি।

শ্রীআচার্য্যদেবের পুস্তকগুলির ভার একাই লইয়াছিলে, কাহারও নিকট অর্থ সাহায্য পাও নাই, দাদা, এজন্য তুমি আজও কি কাহারও নিকট কৃতজ্ঞতা পাইতেছ? তুমি ত চাহ না, কিন্তু লোকে কেন কৃতজ্ঞ নহে?

তোমার অল্প বয়সে সংসারের গুরুভার বহন করিতে হইয়াছিল। বড় কষ্ট পাইয়াছ। ভাই বোনদের মাতাপিতার অভাবে স্নেহে প্রতিপালিত করিয়াছ। তোমার মত সহোদর কাহারও যে হয় নাই। এত যত্ন স্নেহ, মমতার সঙ্গে শাসন জড়িত ছিল, কত ভয় করিতাম সকলে।

অসময়ে অকালে স্ত্রী বিয়োগ হইল তোমার বউ চলিয়া গেলেন, সংসার আরম্ভ করিতে না করিতে ভাঙ্গিয়া গেল। বউর জীবনের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কি অবগুণ্ঠনের ভিতর লুক্কায়িত থাকিবে চিরদিন? কিছুদিন যাইতে না যাইতে তুমি পুত্রশোকের দারুণ আঘাত পাইলে, সে আঘাতে উন্মাদ হইয়াছিলে। কোথায় স্ত্রী, কোথায় সুদর্শন এই হাহাকার তোমার জীবনকে আঁধার করিয়া ফেলিয়াছিল, অল্প বয়সে তোমাকে শোকাগ্নি সংসারের সুখ হইতে বঞ্চিত করিল। সাধ ইচ্ছা ভস্ম করিল। সন্ন্যাসীর মত কতকাল ভ্রমণ করিয়াছ। আজ আর দাদা তোমার বিচ্ছেদের কষ্ট নাই, মহামিলনের রাজ্যে সকলে মিলিয়াছ, সালঙ্কৃতা স্ত্রী পার্শ্বে, সুদর্শন বক্ষে, কত আনন্দে আছ।

দাদা, একবার আমাদের মনে করিও। একবারে ভুলিয়া যেও না। তোমরা অমৃতধাম হইতে অমৃত না ঢালিলে আমাদের উত্তাপ এবং সন্তাপ যাবে কি করিয়া? বড় আশা করিয়া আছি শেষের দিনে আসিয়া নাম ধরিয়া ডাকিলে, ভয় পাইলে যেমন এখানে সাহস দিতে, তেমনই ভবসিন্ধুপারের সময় ভয় পাইলে "ভয় নাই" বলিবে।

কবে সে দিন হবে দাদা, পিতামাতার চরণতলে বসিয়া শান্তিধামের শান্তি সম্ভোগ করিব, এ তাপিত প্রাণ জুড়াব।

২৯শে নবেম্বর, ১৯২৬। স্নেহের……।

সংবাদ।

পরলোক গমন—আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, অমরাগড়ী নববিধান সমাজের প্রাচীন ব্রাহ্ম কীর্ত্তনীয়া ও মৃদঙ্গবাদক বিশ্বাসী ভ্রাতা নটবর দাস বিগত ১৯শে অগ্রহায়ণ (৫ই ডিসেম্বর) রাত্রি ১১টার সময় তাঁহার কলিকাতার বাসাবাটীতে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে যাত্রা করিয়াছেন। ভ্রাতা নটবর দাস এই নবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অসহনীয় ক্লেশ সহ্য করিয়া এই ধর্ম্মে বিশ্বাস রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি অমরাগড়ীর মণ্ডলীর উপাচার্য্য ভাই ফকির দাসের অতি প্রিয় পাত্র ছিলেন এবং তাঁহার ও তাঁহার বন্ধুদিগের সহিত তথাকার ব্রহ্মমন্দিরের ও স্কুল গৃহের জন্য দেশ দেশান্তরে ভিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ সহিষ্ণুতা সংকীর্ত্তনাদিতে মত্ততা এবং মৃদঙ্গ বাদন ও ভক্তি বিলুণ্ঠিত দীনতার ভাব এবং প্রেরিত প্রচারক ও সমাজের অগ্রণীদিগের প্রতি অবিচলিত ভক্তি বর্ত্তমান যুবক মণ্ডলীর অনুকরণীয়। ভ্রাতা নটবর দাস জীবনের শেষাংশে সংসার সংগ্রামে যদিও নিজেকে কোন রকমে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁর সহধর্ম্মিণী এই বিশ্বাস রক্ষা করিতে না পারায় তিনি এই বিধান ধর্ম্মকে পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন নাই, এজন্য আমরাও দুঃখিত, কিন্তু তাঁর আত্মার সহিত আমাদের যে নিত্যযোগ তাহা বিধান বিধাতার কৃপায় আরও বর্দ্ধিত ও সুদৃঢ় হউক এই প্রার্থনা। আমরা পরলোকগত বন্ধুর আত্মার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া সেই আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করি। মা তাঁর পরলোকগত পুত্রের আত্মার মঙ্গল করুন শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের কল্যাণ করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—বিগত ৩রা মাঘ ভাগলপুর জালাকুটীতে আমাদের প্রাচীন বন্ধু অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট জজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ এবং ৪ঠা মাঘ হাওড়ার ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতৃদেব শ্রীমৎ নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আদ্যশ্রাদ্ধ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত উভয় অনুষ্ঠানে ভাই প্রমথলাল সেন আচার্য্যের পৌরহিত্যের কার্য্য করিয়াছেন। ভ্রাতা প্রেমসুন্দর বসু নিবারণ বাবুর জীবনী বিষয়ে কিছু পড়িয়াছিলেন। মঙ্গলময়ী মা উভয় আত্মাকে অমর ধামে আশ্রয় দান ও তাঁদের শোকার্ত্ত পরিবারে শান্তিবিধান করুন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধোপলক্ষে নিম্নলিখিত দান প্রদত্ত হইয়াছে :—

ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজ ১০৲, ভাগলপুর হাসপাতালে রোগীদের সেবার জন্য ২৫৲, ভাগলপুর লেপার এসাইলামে ২৫৲, ভাগলপুর নাথনগর অনাথাশ্রম ১০৲, ভাগলপুরে দরিদ্রভোজন ৪৬০৲, মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ ১০৲, কলিকাতা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ২৫৲, কলিকাতা প্রচারাশ্রম ৭৫৲, কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ৫০৲, কলিকাতা সাধনাশ্রম ৫০৲, ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজ ৫০৲,

ব্রাহ্ম রিলিফ ফণ্ড ২৫৲, বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ ২৫৲, ভাগলপুর মোক্ষদা বালিকা বিদ্যালয় স্থায়ী ভাণ্ডার ২০০৲।

গত ২৯শে ডিসেম্বর টাঙ্গাইলের অন্তর্গত বাঘিল গ্রামে স্বর্গীয় নববিধান-বিশ্বাসী সাধক কালীকুমার বসুর সহধর্ম্মিণী দিনমণি দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ নবসংহিতার বিধি অনুসারে তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুকুমার বসু কর্ত্তৃক গম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রীতিভাজন ভ্রাতা ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ এই অনুষ্ঠানে আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। টাঙ্গাইল হইতে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ তালুকদার প্রভৃতি ব্রাহ্মবন্ধুগণ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য আরও অনেক ভদ্রলোক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। কতিপয় দান সামগ্রী ভিন্ন নিম্নলিখিত টাকা এই উপলক্ষে দান করা হইয়াছে। ১। নববিধান প্রচারাশ্রমে ১০৲, শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী ৫৲, স্বর্গগত ভাই কালীনাথ ঘোষের পরিবার ১০৲, ২। নববিধান সমাজ, ঢাকা ১০৲, ৩। একটী গরিব ভদ্রলোক ২৫৲, ৪। নববিধান সমাজ, টাঙ্গাইল ৬৲, ৫। নববিধান সমাজ, ময়মনসিংহ ৫৲, ৬। কলিকাতা অনাথাশ্রম ১০৲, ৭। ঢাকা, অনাথাশ্রম ৫৲, ৮। মেদিনীপুর বন্যাপ্রপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ ৫৲, ৯। ফরিদপুর, হস্পিটাল ৪৲, ১০। বাঘিল, স্কুল ৫৲। স্বর্গীয়া দিনমণি দেবীর পৌত্র শ্রীমান বিভূতিভূষণ বসু ও শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রভূষণ বসু তাঁহাদের পিতামহীর আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান ফরিদপুরে স্বতন্ত্র ভাবে সম্পন্ন করেন। রায় সাহেব রাজেন্দ্রকিশোর গুপ্ত এই অনুষ্ঠানে উপাসনাদির কার্য্য করেন। ফরিদপুরের অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান করা হয়। কলিকাতা নববিধান প্রচারাশ্রম ৫৲, কলিকাতা অনাথাশ্রম ৫৲, ব্রাহ্মসমাজ, টাঙ্গাইল ৫৲, ব্রাহ্মসমাজ, ময়মনসিংহ ৫৲, প্রচারাশ্রম, ঢাকা ৫৲। স্বর্গীয়া দিনমণি দেবী ৮০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি ব্রাহ্মমণ্ডলী মধ্যে প্রাচীন হিন্দুপরিবারের গঠনে বেশ নিষ্ঠাবতী রমণী ছিলেন। উপাসনা ও ধর্ম্মকার্য্যে ইঁহার বেশ অনুরাগ, উৎসাহ ছিল। স্নেহময়ী পরমজননী তাঁহার প্রিয় কন্যাকে আপনার প্রেমক্রোড়ে স্থান দান করিয়া ধন্য করুন।

খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দির—এই ব্রহ্মমন্দিরটী অনেক দিনের পুরাতন। স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয়ের পরলোকগমনের পর হইতে এই ব্রহ্মমন্দিরের অবস্থা দিন দিন আরও শোচনীয় হইয়াছে। এই ব্রহ্মমন্দির ও ইহার সংলগ্ন বাগান বাগিচা ইত্যাদির জন্য প্রায় দুই বৎসর হইল পুনরায় আলিপুর সবজজ আদালতে দেওয়ানী মোকর্দ্দমা দায়ের আছে। সমাজমন্দির বদ্ধ থাকায় ইহা জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। অচিরে ইহার মেরামত হওয়া এবং নিয়মিত উপাসনাদি ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। এই বিষয়ে স্বর্গীয় লক্ষ্মণচন্দ্র আশ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠাকন্যা শ্রীমতী স্নেহলতা দত্ত ও শ্রীমতী সরস্বতী দেবী মনযোগী হইয়াছেন এ সংবাদে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, ট্রষ্টিগণও বিশেষ মনযোগী হইলে আমরা সুখী হইব।

সেবা ও শিক্ষা—আমাদের অমরাগড়ীর স্বর্গীয় ভাই ফকিরদাস রায়ের স্থাপিত জয়পুর ইংরাজী স্কুল গৃহের আগাগোড়া মেরামত কার্য্য সম্পাদনের জন্য যে কমিটি গঠন হইয়াছিল ঐ কমিটির ও উক্ত স্কুলের বোর্ড অব ট্রাষ্টির সম্পাদক ভ্রাতা অখিল চন্দ্র রায় জানাইয়াছেন যে "এই স্কুলের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রদিগের চেষ্টায় ও সাহায্যে গত কার্ত্তিক মাসের প্রথম হইতে স্কুল গৃহটী মেরামত কার্য্য আরম্ভ করাইয়াছি। এখনও কার্য্য চলিতেছে এ পর্য্যন্ত ৩০০ শত টাকা ছাত্রগণ প্রদান করিয়াছেন। এই মেরামত কার্য্যটী সম্পূর্ণ করিতে এখনও প্রায় ১৫০০ দেড় হাজার টাকা আবশ্যক। আমি বিশ্বাস করি ভক্ত ফকির দাসের এই সেবানুষ্ঠান নিশ্চয়ই বিধান বিধাতা রক্ষা করিবেন। এই বিদ্যালয়ের দ্বারা এ দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। আমার বৃদ্ধ বয়সের এই কঠিন সেবা ব্রতে আমার সমবিশ্বাসী বন্ধুগণ আমাকে সাহায্য ও সহায়তা করিলে আমি কৃতার্থ হইব।"

সেবা সাহায্য—শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্যারী মোহনের ঔষধ পথ্যের সাহায্যের জন্য শ্রীমতী হেমলতা চন্দ ৩৲ টাকা ও প্রফেসার দ্বিজদাস দত্ত ২৲ টাকা, প্রফেসার বিমান বিহারী দে ১০৲ টাকা ও শ্রীমতী প্রিয়বালা ঘোষ ৩৲ টাকা দান করিয়াছেন, মা বিধান-জননী দাতা ও দাত্রীদের আশীর্ব্বাদ করুন।

নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মহোদয় আলিগড় মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ও পরিচালকবর্গের সম্মুখে হিন্দু মুসলমানের মিলন সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়াছেন তাঁহার বক্তৃতায় আন্তরিকতার কথাই বেশ ফুটিয়াছে।

আয়েঙ্গার মহোদয় হিন্দু মুসলমানের মিলনের জন্য দেহপাত করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহা অতি মহান আদর্শের কথা। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থানুযায়ী হিন্দু মুসলমানের মিলনের যে বিশেষ আবশ্যকতা আছে একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ভারতের যাহারা প্রকৃত মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই এই দুই সম্প্রদায়ের মিলনের জন্য লালায়িত হইয়াছেন।

বিশেষ বিজ্ঞাপন

ইংরাজী বৎসরারম্ভে ধর্ম্মতত্ত্বেরও নূতন বৎসর ১লা মাঘ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গত ৭ ৮ মাস হইতে এ প্রেসের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের অমনোযোগের জন্য এবং তৎসঙ্গে প্রধানতঃ অর্থাভাব প্রযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব কয়েকবার দুই খণ্ড একত্রে বাহির করিতে হইয়াছে। এক্ষণে আমরা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া আমাদিগের পুরাতন গ্রাহক মহাশয়দগের নিকট এই অভাবের জন্য দয়া ভিক্ষা করিতেছি, যাঁহারা দুই বৎসরের অধিক কাল মূল্য বাকী রাখিয়াছেন তাঁরা যেন অচিরে তাঁদের দেয় পাঠাইয়া দেন এবং গ্রাহকগণও যেন এই পুরাতনী পত্রখানিকে সজীব রাখিবার জন্য মুক্তহস্ত হন। ধর্ম্মতত্ত্ব বিলম্বে বাহির হওয়ার জন্য গ্রাহক, পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

বিনীত সেবক—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়,
সহঃ সম্পাদক।

Edited. on behalf of the Apostolic Durbar, New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬২ ভাগ। ৩,৪ সংখ্যা। ১লা ও ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৩৩ সাল, ১৮৪৮ শক, ৯৮ ব্রাহ্মাব্দ। 13th & 28th February, 1927. বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

মা, পৃথিবীর জীবদিগকে সশরীরে স্বর্গভোগের সৌভাগ্য দিবার জন্যই তুমি উৎসব বিধান করিলে। এই উৎসবে স্বর্গের দেব দেবীগণ পৃথিবীর নরনারীদিগকে তাঁহাদের পবিত্র সঙ্গ সহবাস সম্ভোগ করিতে দিলেন। জীবনের কি উচ্চ অবস্থাই আমরা এই উৎসবে সম্ভোগ করিলাম। সংসারের নীচ সঙ্গ পরিহার করিয়া অসার কাজ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, এমন কি নিজ নিজ ঘর বাড়ী পর্য্যন্ত ছাড়িয়া উৎসবক্ষেত্ররূপ নববৃন্দাবনে আসিয়া মা তোমারই প্রসাদে তোমার সঙ্গে তোমার স্বর্গস্থ অমরবৃন্দের সঙ্গে আমরা স্বর্গের আনন্দ ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়া ধন্য হইলাম। ইহা সকলই তোমার কৃপায় হইল। ইহা ত আমাদের নিজ সাধনবলে হইল না। অতএব কৃপাময়ি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই সত্যে বিশ্বাস করিতে দাও যে উচ্চ ধর্ম্ম বা উৎসবের প্রসাদ লাভ আমাদের হাতে নয়, ইহা তোমার কৃপার দান। সুতরাং আমি আমার পুরুষকার একেবারে তিরোহিত করিয়া যাহাতে তোমারই কৃপার উপর জীবনের সকল ধর্ম্ম কর্ম্মের ভার অর্পণ করিতে পারি, এবং তদ্দারা বারবার পাপে পতন হইতে উদ্ধার পাইতে পারি তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সশরীরে স্বর্গভোগ।

স্বর্গকামনা সকল ধর্ম্ম-সাধনারই উদ্দেশ্য। পরিণামে স্বর্গলাভ হইবে ইহার জন্যই হিন্দু, পূজা অর্চ্চনা, বার ব্রত, তীর্থভ্রমণ, দান ধ্যান, নাম গান, তপ জপ ইত্যাদি সাধন করেন; মুসলমানও যে নমাজ করেন, রোজা রাখেন, দানাদি করেন এবং খৃষ্টান ও ইহুদীও যে নিজ নিজ প্রণালী অনুসারে ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন তাহা সকলই স্বর্গলাভের জন্যই এবং এই নির্ব্বাণ মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষাতেই বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীও বৈরাগ্য তপস্যা সংসাধন করেন।

স্বর্গ কি, এই সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর কিছু কিছু উপলব্ধির পার্থক্য থাকিলেও স্বর্গে গিয়া ঈশ্বর প্রাপ্তি হইবে ইহা সকল ধর্ম্মেরই সাধারণ বিশ্বাস। নববিধান বলেন "ব্রহ্মগত জীবনই স্বর্গ"।

বাস্তবিক স্বর্গ কোন স্থানে নিবদ্ধ নয়। দেহত্যাগ করিলেই মানুষ স্বর্গারোহণ করিবে ইহাই সাধারণ সংস্কার, কিন্তু দৈহিক জীবন পরিত্যক্ত হইয়া ব্রহ্মে আরোহণ বা ব্রহ্মগত জীবনে আরোহণই যথার্থ স্বর্গলাভ।

দেহত্যাগ হইলেও মন যদি দৈহিক জীবনের মায়া-মোহে নিবদ্ধ থাকে কেমনে স্বর্গলাভ হইবে? সুতরাং দেহের মৃত্যু হইলেই যে মানুষ স্বর্গগমন করেন তাহা

বলা যায় না। তবে দেহের মৃত্যু হইলে দেহের সহিত বিজড়িত মনে নূতন পাপে পতিত হইবার পথ বন্ধ হইয়া যায়। দেহে যতক্ষণ মানুষ থাকে ততক্ষণ তাহার নূতন নূতন পাপের সম্ভাবনা যথেষ্টই থাকে। মৃত্যুতে সে পতনের সম্ভাবনা রোধ হয়, এই জন্যই মৃত্যুকে অমৃতের সোপান বলা যায়।

যাহাহউক দৈহিক জীবনের মরণই যথার্থ স্বর্গারোহণ। তাহা মৃত্যুর পরও যেমন হয়, দেহে থাকিতে থাকিতেও তাহা হইতে পারে।

সাধুগণ তাই বলেন "যে দিন আমার আমিত্বের মৃত্যু হইল সেই দিন আমার আনন্দ হইল, কেন না আমার সঙ্গীরা তখন ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

এই আমিত্বের মৃত্যুই স্বর্গলাভ। সাধুভক্তগণ এই জন্যই আমিত্ব বলিদান দ্বারা শরীরে থাকিতে থাকিতেই স্বর্গারূঢ় হন।

আমরাও কি প্রকৃত উপাসনা সহযোগে বা উৎসব সম্ভোগে এই শরীরে থাকিতে থাকিতেই স্বর্গের আস্বাদ লাভ করি না ?

আমরা যখন প্রকৃত উপাসনা করি তখন ত চক্ষু বন্ধ করিলেই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে উহা অন্ধকারে পরিণত হইল, ইহাই উপলব্ধি করি।

উপাসনার উচ্চ সোপানে মন যখন উত্থান করে তখন দৈহিক যাহা কিছু সকলই ত ভুলিয়া যাই। এবং উপাসনা যখন গভীর হইতে গভীরতর হয়, তখন ব্রহ্মযোগে মন মগ্ন হয় এবং এই জীবন ব্রহ্মগত জীবনে সমুত্থিত হয়। ব্রহ্মগত জীবন ত স্বর্গ।

উপাসনায় যেমন, উৎসবে তদপেক্ষা অধিকতররূপে প্রাণ মন ব্রহ্মগত অবস্থা সম্ভোগ করে। ব্রহ্মের কথায়, ব্রহ্মের চিন্তায়, ব্রহ্মের সেবায়, ব্রহ্মানন্দরস পানে মন প্রাণ নিমজ্জিত হয়। তখন অসার দৈহিক জীবনে যেন মন আর নিবদ্ধ হইয়া থাকিতে চায় না। সংসারের কামনা বাসনা চিন্তা ভাবনা তখন মন হইতে যেন পলায়ন করে। ব্রহ্মের জীবন্ত সহবাস এবং তাঁহার সঙ্গে অমরাত্মা সাধু[illegible]সঙ্গ সহবাস মন প্রাণকে আবেষ্টন করিয়া রা[illegible]ক্ষণ মনের অবস্থা এইরূপ থাকে ততক্ষণ মন[illegible] করে কে অস্বীকার করিবে ? ইহ[illegible]ম্ভোগ। তাই বলি প্রকৃত উপাসনা বা[illegible]যথার্থ সশরীরে স্বর্গভোগ। যেদিন আমিত্বের মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর পর আনন্দ হয়, তাহাই উৎসবের আনন্দ। এই আনন্দ সম্ভোগই সশরীরে স্বর্গ সম্ভোগ। দেহে থাকিতে থাকিতে আমরা এই স্বর্গ ভোগ করিব এই জন্যই উপাসনা, এই জন্যই উৎসব।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

হোলি খেলা।

স্বর্গে অমরাত্মাগণ পরস্পরকে প্রেমের রংএ অনুরঞ্জিত করিতেছেন। তাঁরা চান আমরাও সেই রংএ অনুরঞ্জিত হই। কিন্তু কালো মলিন কাষ্ঠ ঘসিয়া পরিষ্কার না করিলে তাহাতে রং ত ধরে না। তেমনি আমাদের পাপ মন সুনির্ম্মল না হইলে ইহাতে স্বর্গের প্রেম পুণ্যের রং ধরে না।

বিশ্বলীলা।

বৃক্ষের শাখা, বৃক্ষের পাতাকে আলোড়িত হইতে দেখিতে পাই, কিন্তু তাহারা কি আত্মশক্তিতে নড়িতে পারে? বায়ু প্রভাবেই তাহারা সঞ্চালিত হয়। সে বায়ুকে কেহ দেখিতে পায় না, ক্রিয়ার দ্বারাই তাহা উপলব্ধ হয়। বিশ্বলীলা এইরূপে বিশ্বপতির শক্তি প্রভাবেই বিহিত হইতেছে, লীলা দেখিয়া লীলাময়কে যে প্রত্যক্ষ দেখে সেই ধন্য !

মৃত্যু অমৃতের সোপান।

ঈশা যেমন জগজ্জনের পরিত্রাণের জন্য আত্মবলি দান করিলেন, তেমনি প্রত্যেক মানবাত্মা যখন মৃত্যু আলিঙ্গন করেন. তখন আত্মজনদিগের মনকে স্বর্গের দিকে লইয়া যাইবার জন্য এবং তাহাদিগকে সংসারের অনিত্যতা শিক্ষা দিবার জন্যই যেন তাহা করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রত্যেক মৃত্যুই মানবের পরিত্রাণের জন্য বিধাতা কর্তৃক নিয়োজিত। মৃত ব্যক্তিগণের পক্ষে ত মৃত্যুর পরই তাঁহারা অমৃতের পথে যাত্রা করেন। আর তাঁহার পরিজন আত্মজনের পক্ষেও তেমনি সে "মৃত্যু অমৃতের সোপান হয়।

নিত্যযোগ।

ক্রিয়ার মূলে কোন একটী ইচ্ছা জ্ঞানবান্ জীবের কার্য্যের মূলে উদ্দেশ্য আছেই। জ্ঞানময় বিধাতার সৃষ্টিমূলে কোন উদ্দেশ্য আছেই। প্রত্যেক বস্তুর সৃজন ক্রিয়ার বিশেষতঃ মানব সৃজন ক্রিয়ার তাঁহার এক একটী ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। প্রত্যেক মানুষের পক্ষে তাহার জীবনমূলে ভগবানের যে ইচ্ছা ন্যস্ত আছে তাহা পূর্ণ হইতে দিবে বলিয়া মানবাত্মাকে ভগবান স্বাধীনতা দান করিয়াছেন। উপযুক্ত শক্তিও

দিয়াছেন। ইহাতেও নিশ্চিন্ত হন নাই। তিনি স্বয়ং অন্তরে বর্ত্তমান থাকিয়া নিত্য যোগ স্থাপন করিয়াছেন। এই নিত্যযোগ সাধনের বিষয়। কিন্তু মনুষ্য প্রকৃত স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া এই পবিত্র যোগ ভঙ্গ করিতে নানাবিধ চেষ্টা পায়। এই যোগ নিত্য ইহা নষ্ট হইতে পারে না। এক ঈশ্বর হইতে প্রত্যেক আত্মা উৎপন্ন। ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার যোগ। জীবাত্মার সহিত অন্য জীবনের যোগ। এই দুই প্রকার যোগ সাধন করিয়া প্রত্যেককে নববিধানের নব রাজ্যের একপার্শ্বে একটু স্থান লাভ করিতে হইবে।—(ভাই ফকিরদাস রায় লিখিত)

ভক্তি।

(প্রাপ্ত)

ভক্তি মুক্তির সোপান। ভক্তিতে ভগবানকে নিকটবর্ত্তী করে। অনন্তচিত্তে সচ্চিদানন্দ সাগরে নিমগ্ন হওয়ার নাম ভক্তি। ভক্তিতে মানুষকে দেবত্ব দান করে। ভক্তির তুল্য আর কি আছে? ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে নিমগ্ন হইলে যে কি আনন্দলাভ হয় তাহা বাক্যে বলা যায় না। ঈশ্বরের স্বরূপ অনন্ত। সত্যং শিবং সুন্দরম্ রূপ দর্শন হলে সাধকের প্রাণে ভক্তির সঞ্চার হয়।

সত্য সত্যই নিমেষ মাত্রও ভক্ত ভগবানের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারেন না। "নিমেষং যোগায়িতং মে।" নিমেষ কালও যুগান্তর তুল্য হৃদয়ঙ্গম ক'রে ভক্ত একবারে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েন। ঈশ্বরের সুন্দর স্বরূপ দর্শন করিলে পরাভক্তি, অব্যভিচারী ভক্তি, প্রগল্‌ভা ভক্তি সাধকের হৃদয়ে উদয় হয়। সত্য স্বরূপ দর্শন করিলে জ্ঞানের সঞ্চার হয়, শিব স্বরূপ দর্শনে প্রেমলাভ হয় এবং অবশেষে সুন্দর রূপ দর্শন করিলে ভক্তির উদয় হয় প্রাণে। ভক্তির কোন হেতু নাই, ভক্তির নামই হল অহৈতুকী ভক্তি। দর্শন মাত্র সাধকের জীবনে এই ভক্তির সঞ্চার হয়। তখন ভক্তির শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য সমস্ত ভাবের সমাগমে সাধকের জীবনে বিমলানন্দ লাভ হয়। এইরূপে সাধক ইষ্টদেবতার রূপে নিমগ্ন হইয়া আলৌকিক ভাবাবেশে বিবশ হইয়া আশ্চর্য্য কথা সকল বলিতে থাকেন। শুনিয়া সকলে মোহিত হয়।

নববিধানে নূতন ভক্তির সমাগম হইয়াছে। নিরাকারে প্রেম ভক্তির সঞ্চার ইহা এক নূতন ব্যাপার। নিরাকার দেবতাকে ভক্তি-পুষ্প দ্বারা পূজা অর্চনা করা আমাদের পরম সৌভাগ্য। সত্য স্বরূপ দর্শন করিলে জ্ঞান চরিতার্থ হয়। আমাদের ঈশ্বর সত্যই পরম সুন্দর দেবতা। যিনি দেখিয়াছেন তিনিই মোহিত হয়েছেন পাগল হয়েছেন। আহা, নিরাকারের এত সৌন্দর্য্য কে কবে দেখিয়াছে! নিরাকারের এত মাধুর্য্য, এত আকর্ষণ ইহা সত্য সত্যই ভগবানের অদ্ভুত লীলা। নিরাকারে বুঝি ভক্তবৃন্দ একেবারে [illegible] অপরূপ রূপ মাধুরী! যুগে যুগে ভক্তবৃন্দ এইরূপ, এই সৌন্দর্য্য সাগরে নিমগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তাই তাঁদের এত আনন্দ, এত উন্মত্ততা। কিন্তু তা সকলের পক্ষে এত সুলভ নয়। তাই বলি ইহা নববিধানের অলৌকিক ব্যাপার। এখন এমন শুভ সময় উপস্থিত হয়েছে যে এই অরূপের রূপমাধুরী সকলেই দর্শন করিতে পারিবে। কেহই বঞ্চিত হইবে না। শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র এই শুভ সংবাদ সকলেরই ঘরে ঘরে ঘোষণা করিয়াছেন এবং এখনও সেই আশার শঙ্খ ধ্বনি শোনা যেই যাইতেছে। যার দিব্য শ্রবণ শক্তি লাভ হইয়াছে, এখনও সে সেই ধ্বনি শুনিয়া মোহিত হইতেছে। এমন সুখের দিন আর কবে হবে! তাই বলি নববিধানে সকলই অদ্ভুত।

নববিধানের ভক্তি শুষ্কা ভক্তি। এখানে জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, ভক্তি একত্র সাধন চাই। তবেই ভক্তির পূর্ণতা লাভ হয়। সমস্তগুলি এক সঙ্গে সাধন করিলেই ভক্তিতে কোন প্রকার আবিলতা প্রবেশ করিতে পারিবে না। আংশিক সাধনে বিপদের সম্ভাবনা—এক সঙ্গে সাধন হইলে সে আশঙ্কা থাকে না।

পূর্ণ ভক্তি লাভ করিতে হইলে নববিধানের দেবতার শরণাপন্ন হইতে হইবে। নববিধানের দেবতা পরম সুন্দর তিনি ভুবনমোহন রূপ দেখাইয়া ভক্তচিত্ত হরণ করেন। এইরূপে তাঁকে দর্শন করিয়া ভক্তবৃন্দ আনন্দে বিহ্বল হন।

ভক্তির ঈশ্বর জীবন্ত জাগ্রত ভগবান্। ব্যক্তি ভিন্ন ভক্তি চরিতার্থ হয় না। ব্রাহ্মসমাজে যখন ব্যক্তিরূপে ঈশ্বরের পূজা আরম্ভ হল, তখনই ভক্তির স্রোতে বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। মুঙ্গের তাই ভক্তিতীর্থ হইয়া পৃথিবীতে নূতন শোভা বিস্তার করিল। কি আশ্চর্য্য সে দৃশ্য? যে দেখেছে সেই ভুলিয়া গিয়াছে, আজিও সে শোভার বিমলানন্দ ভোগ করিয়া তৃষিত আত্মা সকল তৃপ্ত হইতেছেন। ভাগীরথীর তরঙ্গায়িত বিমল বিভা ও উপরে পাহাড় পর্ব্বত ও সৈকত রাশিতে সূর্য্যালোকের কিরণপাতে উজ্জ্বল হয়েছে। আবার গঙ্গা প্রবাহের সঙ্গে প্রাণে ভক্তির তরঙ্গ উত্থিত হইয়া এক অপূর্ব্ব মত্ততা বিধান করিয়া মানব চিত্তে আনন্দ লহরী ভক্ত প্রাণকে উন্মত্ত করে তুলিল। কি আশ্চর্য্য ব্যাপারই তখন মুঙ্গের নগরে জন্মিয়াছিল, যে দেখেছে সেই মোহিত হইয়াছে। সে সময়ের শোভা কে বর্ণনা করিবে।

তারপর ভক্তির দর্শন মাতৃরূপে প্রকাশিত হয়েছে। মাতৃ-ভক্তির তুল্য আর কি আছে জগতে? ভক্তচূড়ামণি শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব মাতৃভক্ত শিরোমণি বলিয়া প্রসিদ্ধ। এমন ভক্ত পৃথিবীতে অতি দুর্লভ। আহা! আজ চারিশত বৎসর পরেও তাঁর ভক্তির সৌরভে বঙ্গদেশ ভারতবর্ষ আমোদিত রয়েছে। মারূপে ভগবানকে দর্শন করিলে ভক্ত চিত্ত একবারে পাগল হয়ে যায়। তাই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র শেষে পাগল নামে দেশে বিদেশে অভিহিত হইলেন। কি আশ্চর্য্য ভক্তিতে এইরূপই হইয়া থাকে। "অবশেষে দেশে দেশে পাগল নাম রটালি, আমায় মা হয়ে মজালি।" এইরূপে মাকে

দর্শন ক'রে ভক্তহৃদয় আনন্দসাগরে সন্তরণ করে। ভক্ত একেবারে আত্মহারা হয়ে যান। তখন জীব চরমাবস্থা লাভ করেন। আনন্দ লাভ হইলেই আর তখন "আমি, তুমি, তিনি" থাকে না। সর্ব্বত্র সর্ব্বঘটে মাকে প্রত্যক্ষ ক'রে সাধক ইহলোকে থাকিয়াই স্বর্গের সুখ সম্ভোগ করেন। আনন্দবাজার তখন সর্ব্বদা চক্ষের নিকট দর্শন করেন। ধন্য মা আনন্দময়ী, তোমারই জয়, তোমারই জয়।

প্রশ্নের উত্তর কি পাইব?

(প্রাপ্ত)

আমি একজন মফস্বলবাসী; নববিধান বিশ্বাসী; প্রায় ৮।১০ বৎসর হইতে কলিকাতার প্রচারক ও নববিধান মণ্ডলীর সহিত ঘনিষ্ঠযোগে যুক্তহইয়া যেমন একদিকে লাভবান্, তেমনি অন্যদিকে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত ও মর্ম্মব্যথা পাইতেছি। সুদূর ভূতকালের দিকে পশ্চাৎ দৃষ্টি করিয়া দেখিতে পাই নববিধান মণ্ডলীর যাঁরা স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন, তাঁদের নববিধানের উচ্চ আদর্শের দিকে কিরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও পরস্পরের আত্মিক কল্যাণের কামনা কেমন সুগভীর ছিল। বাহ্যতঃ কলহ বা বিবাদ হইলেও ভিতরে ভিতরে পরস্পরের প্রতি সুগভীর প্রেমের পরিচয় পাইয়া কৃতার্থ ও লাভবান হইতাম। সেই সকল স্বর্গস্থ প্রেরিত ও সাধকদল এ পৃথিবীতে তাঁদের অমূল্য চরিত্ররত্ন রাখিয়া গিয়াছেন। তথাপি তাঁদের মধ্যে কোন কোন সময় প্রকৃত ভালবাসার ব্যতিক্রম হইলে তাঁরা বড়ই ব্যথিত ও অনুতপ্ত হইতেন। দৃষ্টান্তস্থলে নরভক্তের প্রার্থনার কিছু অংশ তুলিয়া দিতেছি "হে দীন শরণ! আগেকার ভালবাসার ভিতরে সেবার মিষ্টতাছিল, সেটুকু গিয়াছে, তাহার রস শুকাইয়াছে। ভালবাসার অভাবে প্রাণ নষ্ট হইতেছে, তাই সেই আগেকার ভালবাসা, দুঃখীদের ভালবাসা চাই।" কিন্তু হায়! এখন এ কি দেখিতেছি, যাঁরা বিশেষ বিশেষ সেবার ভার লইয়াছেন, তাঁদের আচার, আচরণ, সাধন, তপস্যা, পূজা ও প্রার্থনার ভিতরে জীবনের সাড়া কোথায়? জলন্ত বৈরাগ্য ও বিশ্বাসের পরাক্রম কোথায়? আত্মভোলা সেবার ভাব কোথায়? ভাই, ভাইয়ের জন্য প্রাণের বেদনা কই? যে আদর্শ শ্রীব্রহ্মানন্দ ও তাঁর সহযাত্রী প্রেরিতগণ রাখিয়া গিয়াছেন সেই উচ্চ আদর্শ হইতে মণ্ডলী এখন কত নিম্নে অবস্থিত। দৃষ্টান্তস্থলে ২।৩টী কথা লিখিয়া এদিকে মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি (১) নববিধান প্রচারাশ্রমের একজন সাধুর নিকট শুনিয়াছি বর্ত্তমান অধ্যক্ষ মহাশয় কার্য্যভার লইবার সময় তাঁর নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়া ছিলেন যে তিনি সপরিবারে আশ্রমে বাস করিয়া সস্ত্রীক প্রচারক ও আশ্রমের সাধক এবং অতিথিদিগের সেবা ও যে সকল প্রচারকগণ প্রচারক ভাণ্ডারের উপর নির্ভর করেন তাঁদের পরিবারবর্গের সেবা করিবেন। তিনি প্রচার ভাণ্ডারকে ঋণগ্রস্ত করিবেন না। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে মাঝে মাঝে দেখিতে পাই, কোন অনাথ প্রচারক পরিবারের সন্তান ও অনাথা প্রচারক পত্নী শূন্য হস্তে ফিরিয়া যাইতেছেন, হয়তো শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে ঋণ ভারে প্রপীড়িত প্রচারক নিজের দুঃখ কাহিনী জানাইতেছেন, অথচ অধ্যক্ষমহাশয়ের সহানুভূতি ও সাহায্য পাইতেছেন না। আবার দেখিতে পাই প্রচারাশ্রমের বাড়ী ভাড়ার জন্য বাড়ীওয়ালার সরকার মহাশয় আসিয়া শূন্যহস্তে ফিরিয়া যাইতেছেন, অথবা কোন কোন সময় সরকার মহাশয় বলিতেছেন "আপনারা বাড়ী ছাড়িয়া যাউন", অপরদিকে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আলোচনা হইতেছে। বর্ত্তমান আশ্রমাধ্যক্ষ মহাশয় আশ্রমের ভার লওয়ার পর প্রায় ৩।৪ বৎসরাবধি মণ্ডলীর অবগতির জন্য আশ্রমের মাসিক আয় ব্যয়ের কোন হিসাবই প্রকাশ করেন নাই, কেবল দাতাদের মনস্তুষ্টির জন্য মাঝে মাঝে মাসিক ও এককালীন দানের তালিকা বাহির হয়। যাঁরা কল্যকার জন্য চিন্তাবিরহিত হইয়া কেবল বিধানপতির রাজ্য বিস্তারের জন্য আহুত ও গৃহীত তাঁদের বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগের উত্তর কে দিবেন?

(২) নববিধান মণ্ডলীর মেরুদণ্ড স্বরূপ শ্রীদরবার, যে দরবারে মিলিত হইয়া প্রেরিত প্রচারকগণ মণ্ডলীর জীবন রক্ষার জন্য বিবিধ প্রকারের সেবায় সর্ব্বদা ব্যস্ত থকিবেন, এবং পবিত্রাত্মার আলো ও ব্রহ্মাগ্নিতে সর্ব্বদা প্রজ্জ্বলিত হইয়া একপ্রাণ, একহৃদয় হইবেন তাঁহাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নত' কত ভয়ানক। তাঁদের মধ্যেও স্ব স্ব ভাবের প্রাধান্য। একজন আর একজনকে নিজের ভাবে না পাইলে ভিতরে ভিতরে খুবই চটিয়া যান্। যাঁরা এই সাধুদলে মিশিতে চান্ তাঁদের ও সরল প্রাণে গরল ঢালিয়া দিয়া এক মহা অনর্থ উপস্থিত করা হইতেছে। সাধু প্রচারকেরা নিজের নিজের মনের মত দল গড়িবার খুবই প্রয়াসী। এতে কি নববিধানের আদর্শ রক্ষিত হইবে? (৩) নববিধান মণ্ডলীর যুবকদের অনেকেই উপাসনা বিমুখ, তাঁহারা বৃদ্ধদের আচার আচরণের প্রতি খুবই তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখেন, কিন্তু নিজেদের দিকে সেরূপ দৃষ্টি খুবই কম এমন কি কোন কোন্ যুবক, বৃদ্ধ প্রচারক ও সাধকদিগকে একপ্রকার বাতুলের শ্রেণীভুক্তই মনে করেন। মাঝে মাঝে যুবক বন্ধুদের মধ্যে মিলিত সঙ্কীর্ত্তন যদিও আশাপ্রদ, কিন্তু যখন দেখি তাঁরা নিজেদের পিতৃপুরুষ দিগের উচ্চ আদর্শ ভুলিয়া আধুনিক বিলাসিতার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছেন, তখনই মর্ম্মব্যথায় জর্জ্জরিত হই।

অত্যন্ত আশার কথা যে মণ্ডলীর এই ভীষণ দুরবস্থার ভিতরেও মাঝে মাঝে মাতৃপ্রকৃতিধারিণী নারীদিগের মধ্যে ধর্ম্ম ও সেবানুরাগ দেখিয়া মনে হয় নববিধানের ভক্ত কবি যে গাহিলেন "অমর ভক্তগণ, অমর নূতন বিধান" তাহাই সত্য,

নববিধানের ভক্ত ব্রহ্মানন্দ ও তাঁর অনুগামীগণ যে অমর জীবন রাখিয়া গিয়াছেন, মা বিধানজননী তাহা রক্ষা করিবেন, এবং তিনিই তাঁর নববিধানকে জগতে বিজয়ী করিবেন। পরিশেষে করযোড়ে এই ব্যথিতের নিবেদন যে, সঙ্গীন অবস্থায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াই উপরের বিষয়গুলি প্রকাশ করিলাম; যদি কোন কোন বন্ধু এই প্রশ্নের উত্তর ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় প্রকাশ জন্য, সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করেন তাহা হইলে বড়ই কৃতার্থ হইব। আশা হয় এ ব্যথিতের মনবেদনা মা বিধানজননী দূর করিবেন।

জনৈক বিধান বিশ্বাসী।

—•—

খাঁটুরা নববিধান ব্রহ্মমন্দিরের উৎসব বিবরণ।

এই উৎসব সম্পাদনের জন্য কলিকাতা হইতে শ্রীমতী-স্নেহলতা দত্ত ও শ্রীমতী সরস্বতী সেন ২৪শে ফেব্রুয়ারি খাঁটুরায় গমন করেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারী রবিবার উৎসব আরম্ভ হয়। প্রাতঃকালে স্বর্গীয়া সতী কুমুদিনীর পরীক্ষার স্থান চণ্ডীতলায় শ্রীমতী স্নেহলতা দত্ত সঙ্গীত ও উপাসনা করেন। সতীদেবীর পৌত্রগণ এবং স্থানীয় অন্যান্য ব্যক্তিগণ উপাসনায় যোগ দান করেন। তাঁহার স্মৃতির চিহ্ন তাঁর পরিধেয় বস্ত্র ও স্বর্ণালঙ্কার বটবৃক্ষের শাখায় সজ্জিত করা হয়। এদেশীয় মহিলাগণ যাঁহারা নিঃসন্তান তাঁহারা সন্তান লাভের আশায় চণ্ডীতলায় আসিয়া চণ্ডীমায়ের পূজা করেন, এবং বটবৃক্ষের শাখায় এক এক খণ্ড ইষ্টক ঝুলাইয়া দেন। সন্তানের কল্যাণার্থ জননীরা এই চণ্ডীতলায় আসিয়া মা ষষ্ঠীর পূজা করেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে সতী কুমুদিনীর শ্বশুর-মহাশয় শিশুপুত্র সহ তাঁহাকে চণ্ডীতলায় আসিয়া মা ষষ্ঠীর পূজা দিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করেন। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া অবিচলিত চিত্তে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন "আমি একেশ্বর-বাদী, এক মহান্ পরমেশ্বরের পূজা করি; প্রাণান্তে বৃক্ষ বা কোন প্রকার পুত্তলিকার পূজা করিব না।" এই অসম সাহসিক ব্যবহারে তাঁহাকে শ্বশুর মহাশয়ের এবং অন্যান্য সকলের যথেষ্ট ভর্ৎসনা, তিরস্কার ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল। তথাপি তিনি আপনার দৃঢ়বিশ্বাস ও প্রতিজ্ঞা হইতে টলেন নাই। তিনি ভক্তস্বামী শ্রীক্ষেত্রমোহন দত্তের সহিত নির্জ্জনে ভগবানের পূজা করিতেন এবং স্বামীর ধর্ম্মজীবনের সঙ্গিনী ছিলেন। অদ্য অপরাহ্ণে ব্রহ্মমন্দিরে শ্রদ্ধেয় ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন এবং এই উপাসনায় ভক্ত ক্ষেত্র মোহনের পৌত্র প্রভৃতি যোগ-দেন।

২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৬ই ফাল্গুন সোমবার স্বর্গীয় ভক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্তের সাম্বৎসরিক দিন সকালে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা এবং তৎপরে সমাধিমণ্ডপে সঙ্কীর্ত্তন ও প্রার্থনা হয়। শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন। উপাসনায় পরলোকস্থ আত্মার আবির্ভাব বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় ভাই অখিলচন্দ্র রায়, শ্রীমতী সরস্বতী সেন সকাতর প্রার্থনা করেন ও শ্রীমতী স্নেহলতা দত্ত যে প্রার্থনা করেন, তাহার মর্ম্ম নিয়ে দেওয়া গেল, "হে দয়াময়ী মা! আজ আবার বৎসরান্তে তোমার ভক্তের সাম্বৎসরিক দিনে তুমি আমাদের এই ব্রহ্মমন্দিরে সম্মিলিত করিলে, তোমার ভক্তসন্তানদ্বয় (স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন দত্ত এবং লক্ষ্মণচন্দ্র আশ) অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তোমার নামের গৌরব মহিমা ঘোষনা করিবার জন্য কত উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্রপল্লীতে তোমার সন্তান এই ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া পূজার স্থান রচনা করিলেন। তাঁহার বড় সাধের এই ব্রহ্মমন্দির; তাঁর আরও সাধছিল এই ব্রহ্মমন্দিরের নিকটে ব্রাহ্মপল্লী সংস্থাপিত হয়। সে সাধও কিছু পরিমাণে পূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁদের সেই জলন্ত উৎসাহ, তেজ ও বিশ্বাস আজ কি তাঁদের বংশধরদের হৃদয়ে প্রজ্জলিত হইবে না অবশ্য হইবে! মন নিরাশ হ'য়ো না! অন্তরে কে যেন বলিতেছে ব্রহ্মাণ্ডপতির পূজায় মন্দির তাঁর ভক্তের কীর্ত্তি কখনও ধ্বংস হবে না। প্রকৃতির নিয়মে ভগবানের পূজার আয়োজন নিত্য নিয়তই চলিবে। আবার এই ব্রহ্মমন্দির অতীতের ন্যায় জনতায় পূর্ণ হবে, তাঁর নামগানে ধ্বনিত হবে। কার সাধ্য তাহা লোপ করে। তাই আজ প্রভু, করযোড়ে এই প্রার্থনা করি আমাদের দুর্ব্বল প্রাণে তুমি নববল দাও যে বলে তোমার কাজ সাধিতে পারি। তোমার কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়, তোমার নামে পাপী তরে যায় ও ধার্ম্মিক হয়। জগাই মাধাই তার সাক্ষ্য দেয়। তবে আর আমরা ভয় পাই কেন? অনুতাপানলে আমাদের এই পাপ্ দগ্ধ হয়ে যাক্। নূতন জীবন পেয়ে আমরা নব উৎসাহে নূতন দল বঁধিয়া তোমার নববিধান ধর্ম্ম প্রচার করি; নিঃস্বার্থ প্রেমে তোমার এই জগতের ভাই বোনদের সেবা করি। তোমার প্রসন্নতায় সকল বাধা বিঘ্ন দূরে যাবে, পথ সরল সহজ হবে, বৈরী মিত্র হবে। মা বিশ্বজননী! আজ তুমি আমাদের বিশেষভাবে আশীর্ব্বাদ কর। আমরা যেন প্রতি বৎসর এই তীর্থধামে এসে তোমারি প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে ভক্তপিতাদের আত্মার সহিত মিলিত হয়ে আরও উন্নত মনে ফিরে যেতে পারি। হে মাতঃ জ্ঞানদায়িনী এই অজ্ঞান কুসংস্কারাপন্ন ঘোর অন্ধকার পল্লীকে তোমার জ্ঞানের আলোকে আলোকিত কর। এই পল্লীবাসীরা তোমার নামের মহিমা গান করে ধন্য হন এবং আমরাও তোমার নাম গান করে ধন্য হই। তুমি আমাদের সকলকে আজ বিশেষভাবে আশীর্ব্বাদ কর।" স্বর্গীয় লক্ষণচন্দ্র আশের প্রিয় কন্যা শ্রীমতী গায়ত্রী রায় জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত এই পারলৌকিক উপাসনায় যোগদান করায় আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। অদ্য অপরাহ্ণে ৩॥০টার সময় খাঁটুরা মধ্য ইংরাজী স্কুলগৃহে স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয়ের স্মৃতিসভায় তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, প্রথমে কবিরাজ

কালীপদ বিশারদ ছাত্রদের স্বর্গীয় দত্তমহাশয়ের দেশহিতৈষণা ও তাঁর সত্য নিষ্ঠার বিষয় ও ভাই অখিলচন্দ্র রায় স্বর্গীয় ভক্ত ক্ষেত্রমোহনের ঈশ্বরে বিশ্বাস ভক্তি বিষয়ে সরল ভাষায় কিছু বলিলেন এবং পরিশেষে ভাই চন্দ্রমোহন দাস একটী প্রার্থনা করিলেন।

করাচি তীর্থভ্রমণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রাত্রি অবসানে প্রভাতের ক্ষীণ রশ্মি প্রকাশিত তখনও হয় নাই ভোর ৫॥টার শ্রদ্ধেয় নালুদার সঙ্গে প্রভাতী গাহিতে গাহিতে আমরা হায়দ্রাবাদে উপস্থিত হইলাম এবং দেখিলাম সাধু হীরানন্দের একমাত্র দুহিতা তাহার খুল্লতাত অশীতিপর বৃদ্ধ অথচ সরল শিশুপ্রকৃতি দেওয়ান তারাচাঁদ সৌখিরাম আধভানি এবং অনেক গুলি ব্রাহ্মবন্ধুসহ আমাদিগের জন্ম প্রতিক্ষা করিতেছেন। মহারাণী সুচারু দেবী পুত্র ও কন্যাসহ সাধু হীরানন্দের অপর ভ্রাতা দেওয়ান মতীরাম আধভানির বাঙ্গলায় আতিথ্য গ্রহণ করিলেন এবং আমরা হীরানন্দের পৈতৃক বাসস্থানে দেওয়ান তারাচাঁদের অতিথি হইলাম। করাচি থাকাকালীন আমরা দেওয়ান সাহেবের বদান্যতা ও মাতৃসম সেবানুরাগ ও বাৎসল্যের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলাম এখানে তাঁর দেশে ও গৃহে আমাদের পাইয়া সেই পত্নী ও সন্তান বিরহিত প্রাচীন অথচ যুবারমত উৎসাহী বৃদ্ধ কোথায় আমাদিগকে রাখিবেন ও কি করিয়া পরিতুষ্ট করিবেন ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আমরা স্নানাদি প্রাতঃক্রীয়া সম্পন্ন করিয়া দ্রুতবেগে মোটরে চড়িয়া মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, উপাসনা আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা সঙ্গীত করিলে উপাসনান্তে স্থানীয় কতিপয় বালক তাল মান ও সুর সম্বলিত ২।৪টী তদ্দেশীয় সঙ্গীত করিয়া আমাদিগকে মোহিত করিয়া দিলেন। ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম যে হায়দ্রাবাদের সমাজের বালকগণ করাচি সমাজের গীত ও বাদ্যে শাস্ত্র সঙ্গত ভাবে অনেক অগ্রগামী, কিন্তু করাচি নগরে ডাঃ রিউবেনের ভাবে ও ভক্তিতে একেবারে নর নারীগণ গদগদ। উপাসনান্তে আমরা হীরানন্দ-তীর্থে ফিরিয়া আসিলাম ও মধ্যাহ্ন ভোজনে প্রবৃত্ত হইলাম গৃহস্বামী তারাচাঁদের ভোজন কুটীরখানি নানা জাতীয় বিভিন্ন আচার ও চাটুনির বড় বড় জারে পরিপূর্ণ তাহা হতে আমাদের আস্বাদন করাইয়া তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, আবার শিশিতে ভরিয়া ৭।৮ প্রকারের চাটুনি ৪দিনের পথের খরচ প্রদান করিলেন। কি মাতৃস্নেহ, ভগ্নীর মমতা ও ভ্রাতৃসেবানু-রাগে হৃদয়খানি ভরা আমরা অতিশয় লজ্জিত ও কুণ্ঠিত চিত্তে নিজের দীনতা ও হীনতা স্বীকারপূর্ব্বক দাতার দান ভোগ করিতে করিতে সারাপথ অতিক্রম করিলাম। এই প্রসঙ্গে একথা এখানে বলিয়া রাখি যে করাচির মাতৃগণ আসিবার সময় আমাদের প্রত্যেকের জন্ম হালুয়াসান নামক সিন্ধুপ্রদেশের অতি উপাদের মিষ্টান্ন ও লবণাক্ত ঝুরিভাজা প্রচুর পরিমাণে সঙ্গে দিয়েছিলেন। অপরাহ্নে আমরা মোটর করিয়া যামিনী ভায়ার সহিত দেওয়ান মতীরামের বাঙ্গলা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। তথায় জরাজীর্ণ রোগে ও শোকে মুহ্যবীর বৃদ্ধের সহিত ক্ষণকাল আলাপনান্তে আমরা সিন্ধুনদীতটে, সান্ধ্য-সমীরণ সেবনের জন্ম যে বাগান আছে, তাহা দর্শন করিয়া ও সহর প্রদক্ষিণ করিয়া অদ্য ২৪শে অক্টোবর দ্বিপ্রহরে মহারাণী সুচারু দেবী সাধু হীরা-নন্দের পৈত্রিক আবাসে তাঁহার অন্ধস্থবীরা সহধর্ম্মিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি মহাসমারোহে আচার্য্য কন্যাকে সমাদর করিয়াছিলেন। মন্দিরে উপস্থিত হইলাম, প্রাচীন হায়দ্রাবাদ সহরের বাড়ীর ছাদে ছাতার মত পশ্চিম বাতাস ধরিবাব এক অভিনব ব্যবস্থা দেখিয়া বিস্ময়ে পুলকিত হইলাম। মন্দিরে আমাদিগের অভ্যর্থনা ও হায়দ্রাবাদবাসীর আদরানুরাগের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়া ধন্য হইলাম এবং তৎপরে নিমন্ত্রিত হইয়া স্থানীয় কলেজের Vice Principal এবং সমাজের সম্পাদক দেওয়ান নির্ম্মল দাসের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তথায় মহারাণী সুচারু দেবী সংক্ষেপে উপাসনান্তে সম্পাদক মহাশয়ের কন্যাকে সুচারু ও তাঁহার আত্মীয়ের কন্যাকে সুজাতা নামার্পণ করিলেন। পরে হালুয়াসানের এক একটী কৌটাসহ দেওয়ান তারাচাঁদের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক শেষ আহার ছাদের উপর বৃদ্ধ গৃহস্বামীর সহিত করিয়া, আমরা ষ্টেসনাভিমুখে বিদায় গ্রহণ করিলাম। বৃদ্ধ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী আমাদিগকে ট্রেনে চড়াইয়া সেই গভীর নিশীথে শূন্য মনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মিত্র।

ভ্রম সংশোধন।—গত ১লা ও ১৬ই মাঘের ধর্ম্মতত্ত্বে করাচি তীর্থভ্রমণ প্রবন্ধে কতকগুলি ভ্রম মুদ্রাঙ্কণের ক্রটীতে রহিয়া গিয়াছে তাহার জন্ম আমরা বিশেষ দুঃখিত।

(১) দশম সারিতে Pior পরিবর্ত্তে Pier হইবে।

(২) ঐ পৃষ্ঠায় শেষ হইতে দ্বিতীয় সারিতে "আকের" পরিবর্ত্তে "আঙুরের" পঠিত হইবে।

(৩) ১১ পৃষ্ঠা প্রথমপংক্তি প্রথম সারিতে "মনোরমা" পরিবর্ত্তে "Manora" হইবে।

(৪) একাদশ সারিতে সমুস্থিত পরিবর্ত্তে সমুপস্থিত হইবে।

সাধকের গতি।

(ভাই ফকিরদাস রায়ের লিখিত)

সাধক শুদ্ধ জ্ঞানে ঈশ্বরকে আত্মার মধ্যে অন্তরাত্মারূপে দর্শন করেন। ভক্তি, সাধকে সমাগত হইলে সেই ভক্তি তাঁহার হৃদিস্থিত দেবতাকে বহির্জগতে আনিয়া বিচিত্ররূপে সাজাইয়া

তাঁহার নিকট প্রকাশিত করে। এক্ষণে সাধক ভক্তি অনুরঞ্জিত নয়নে আত্মার স্বজনগণ মধ্যে এমন কি জগতের সমুদয় নরনারী ও সমুদয় বিষয় মধ্যে তাঁহার ইষ্টদেবতাকে দর্শন করিয়া প্রণত হন্। এমত অবস্থাতে তিনিও যেমন নবজীবন প্রাপ্ত হইলেন, তেমনি জগতও তাঁহার নিকট পুরাতনত্ব পরিহার করিয়া নূতন বেশে সমুপস্থিত হইল। তখন নূতন জগতে নূতন সম্বন্ধের সূত্রপাত হয়। এই নূতন সম্বন্ধ বিষয়ে ভক্ত কখনও অচেতন হইতে পারেন না। কারণ এই বিষয় তাঁহাকে জড়চেতন বলিলে তাঁহাতে ভক্তিসাধনই একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িবে। অতএব ভক্ত এতৎসম্বন্ধে সতত সচেতন। সচেতন ভক্ত স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে ঐ নূতন সম্বন্ধ সাধনে কখনও উদাসীন হইতে পারেন না। বরং ঐ সম্বন্ধ সাধনই তাঁহার স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়। সম্বন্ধ সাধনে কর্ম্মপ্রবাহের সমস্যা অনিবার্য্য। ভক্তি সাধনে সম্বন্ধ সাধন যেমন, তেমনি সম্বন্ধ সাধনে কর্ম্মসাধন অবশ্যম্ভাবী। অতএব ভক্তি কখন নিষ্ক্রিয় হইতে পারে না। ভক্ত স্বভাবতঃ ক্রিয়াশীল। যতদিন দেহীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ততদিন তিনি তাহার প্রতি ক্রিয়াশীলতা সাধন বিষয়ে কখনই বীতরাগ হইতে পারেন না। এস্থলে সর্ব্বদা ইহা স্মরণে রাখিতে হইবে যে সাধক ভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করিয়াই স্বীয় কর্ত্তৃত্বে সম্পূর্ণরূপে জলাঞ্জলি দেন এবং সেই অবস্থায় তিনি দাসত্বেই সদা সুখানুভব করেন। দাসত্বেই তাঁহার গৌরব, দাসত্বেই তাঁহার জীবন। দাস্যব্রতে ব্রতী হইয়া ভক্ত তাঁহার জীবনব্রত সাধনে এমন কোন প্রভুর অনুসরণ করিতে যান, যিনি তাঁহার নিকট আদেষ্টারূপে সতত বিরাজমান। ভক্তের প্রভু কখন মূর্খ হইতে পারেন না। যাঁহার আদেশ করিবার শক্তি নাই, অথবা যিনি আদেশ করেন না তিনি কার্য্যব্রত সাধকের নিকট "ঈশ্বর" পদবাচ্য হইতে পারেন না। ভক্তবৎসল শ্রীহরি তাঁহার ভক্তদাসের নিকট সদা আদেশক প্রভুরূপে বিরাজ করেন। ভক্তবৎসলের সহিত ভক্তের নিত্য সম্বন্ধ। যে স্থানে ভক্ত সে স্থানেই তাঁহার শ্রীহরি বিরাজিত। এমত অবস্থায় মানুষ দীন অকিঞ্চন হইয়া ভক্তিপথ আশ্রয় করিলেই অনাথপতি শ্রীহরি, তাঁহার অকিঞ্চন ভক্তের নিকট পবিত্রাত্মারূপে অবতরণ করেন। এবম্বিধ নিত্য সম্বন্ধহেতু ভক্ত সতত তাঁহার ভক্তবৎসলেরই শরণাপন্ন। অন্যদিকে দীনশরণ বিধাতা তাঁহার শরণাগত দাসের প্রতি কখনও বিমুখ হয়েন না এবং হইতেও পারেন না। অতএব, প্রত্যেক বিশ্বাসী ভক্তের নিকটে ভগবান সতত বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহাকে তাঁহার জীবনক্ষেত্রে পথনির্দ্দেশ করেন এবং এই সুমধুর সম্বন্ধ চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

স্বর্গীয় শ্রীমৎ নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

(শ্রাদ্ধ বাসরে পঠিত)

বিগত ৯ই জানুয়ারি, রবিবার, প্রাতে ৮ ঘটিকায় আমাদের পরম ভক্তিভাজন কাকা বাবু (শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখার্জ্জি মহাশয়) হরিনাম শ্রবণ মননের মধ্য দিয়া আনন্দধামে প্রস্থান করিয়াছেন। ভোর ৫॥টা হইতে ৮॥টা পর্য্যন্ত আমারা তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সঙ্গীত, মাতৃস্তোত্র, ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ করিলে পর, নগরের কীর্ত্তন গায়কদল দুই ঘণ্টা কাল হরিসংকীর্ত্তন করেন। বেলা ১টার সময় তাঁহার দেহটী নবমন্ত্রে, নানা বর্ণের গোলাপ পুষ্পে, সুগন্ধি চন্দনে সাজাইয়া, তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত নরনারীগণ মিলিয়া সঙ্গীত ও প্রার্থনা করেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও মর্ম্মভেদী কাতর প্রার্থনা করেন। সমবেত ব্রাহ্মমণ্ডলীর সহিত একটী ফটো লওয়া হইতেছে, এমন সময় এলাহাবাদ হইতে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা কন্যা উপস্থিতহন, শ্রীহরির কৃপা, তাঁহাদের এই স্বর্গীয় ও পবিত্র দৃশ্য দেখিবার, ও পিতার শেষ ক্রিয়ায় যোগ দিবার জন্য যেন আনিয়া উপস্থিত করিয়া দিলেন, এইখানে তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছা জয়ী হইল। ৩টার সময় সকল ব্রাহ্ম ও যুবক মিলিয়া (ব্রহ্মমন্দিরে একবার থামিয়া প্রার্থনাদি হইলে পর) শ্মশান যাত্রা করেন, শ্মশান যাত্রীদের মধ্যে নগরের সম্ভ্রান্ত হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান কয়েকজন ছিলেন, তাঁহারা অতি ভক্তিভাবে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় যোগ দিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

তিনি দীর্ঘকাল ভাগলপুরের নানা সৎকার্য্যে যুক্ত ছিলেন বলিয়া, জেলাস্কুল, টি, এন, জুবিলি কলেজ ও স্কুল, সি, এস, এস, হাইস্কুল ও বালিকা-বিদ্যালয়গুলিতে একদিন ছুটী দেওয়া হয়।

তাঁহার দীর্ঘজীবনে কত কাজ হইয়াছে, কত ভাবে শ্রীভগবানের লীলা হইয়াছে আমার তাহা সম্পূর্ণ জানা নাই, আমি মাত্র দশ বৎসর কাল, তাঁহার নিকট পিতৃতুল্য স্নেহ ও ভালবাসা পাইয়াছি, তাঁহার সেই স্নেহ ভালবাসা, আমাকে তাঁহার পরিবারবর্গগণের সহিত ঘনিষ্ট যোগে আবদ্ধ করিয়াছে, সেইজন্য আজ আমি তাঁহার মহৎ জীবনের কথা একটু মাত্র লিখিতে সাহস করিলাম।

তাঁহার ব্রহ্মানুরাগ, উপাসনায় অনুরাগ, নাম গান শ্রবণে, ভক্তির ভাব দেখিয়া কত সময় কত আশ্চর্য্য হইয়াছি। এই প্রাচীন বয়সে উৎসবের সময় উপাসনায় অবিরত যোগ দিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইতেন না। শেষ দুই বৎসর কাল রোগ ভোগে শরীর যখন একান্তই অসুস্থ হইয়া পড়িল তখন কেবল প্রার্থনা করিতেন, পূর্ণ উপাসনা করিতে পারিতেন না। ডাক্তারেরা হার্টের অসুখে বেশী কথা কহিতে নিষেধ করেন, কিন্তু সে নিষেধ আজ্ঞা প্রার্থনায় সময় ভুলিয়া যাইতেন, দীর্ঘ প্রার্থনায় যেন কত আরাম পাইতেন বলিয়া মনে হইত। তাঁহার অক্ষম রুগ্ন দেহ ও ক্ষীণ কণ্ঠস্বর হইতে যখন 'হে দয়াময় পিতা' বলিয়া প্রার্থনা আরম্ভ হইত, তখন সকলেরি মন সেই দিকে আকৃষ্ট হইত।

তাঁহার জীবনখানি শ্রীঈশ'র মহৎ আদর্শে গঠিত হইয়াছিল, প্রতি বৎসর তাঁহার বাড়ীতে 'খৃষ্টের জন্মোৎসব ও গুডফ্রাইডে' স্মরণ উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইত। তিনি ভক্তিভাজন স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র ও দীননাথ মজুমদার মহাশয়দের সহায়তা ও সঙ্গলাভে এমন গৌরবান্বিত ধর্ম্মজীবন পাইয়াছিলেন। সমগ্র ভাগলপুরের জ্ঞানী মানী ধনী, দরিদ্র আজ সেই জীবনটী হারাইয়া নীরবে অশ্রুপাত করিয়া বলিতেছেন এমন পুণ্যময় সুন্দর জীবন, এমন কর্ম্মময় পরোপকারী জীবন, এমন তেজোময় শক্তিশালী জীবন আর মিলিবে না। একমাত্র ঐশীশক্তি ব্রহ্মশক্তি লাভে মানব এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর জীবন পাইতে পারে। এই জীবনের মূলমন্ত্র ছিল—সত্যানুরাগ ব্রহ্মানুরাগ, কর্ম্মানুরাগ। এই সত্যানুরাগ তাঁহাকে ওকালতি ব্যবসা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিল, যদি তিনি তাহা না করিতেন, আজ তিনি নগরের ধনী ও বিখ্যাত উকীল বলিয়া গণ্য হইতেন, কিন্তু শ্রীভগবান তাঁহাকে হরিনাম ধনে ধনী করিয়া নগরের মধ্যে ধাম্মিক ও পরোপকারীরূপে গণ্য করিয়া আজ স্বর্গে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। এই ব্রহ্মানুরাগ তাঁহাকে চলৎশক্তিহীন অবস্থায় ব্রহ্মমন্দিরের প্রত্যেক সাপ্তাহিক উপাসনায় লইয়া যাইত ও স্থানীয় উৎসবের দুই সপ্তাহকাল প্রমত্ত করিয়া তুলিত। এই কর্ম্মানুরাগ, তাঁহাকে প্রত্যেক পরিচিত, অপরিচিত-জনের বিপদ আপদে, শোক দুঃখে, পারিবারিক নানা সঙ্কটে চিন্তিত করিয়া তুলিত, তৎপরে তাহাদের কিসে সকল কষ্ট দুঃখ দূর হয় তাহার পরামর্শ দানে নিবিষ্ট করিত। তাঁহার সমগ্র জীবনটী শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আকাঙ্খিত আদর্শ গৃহী জীবন ছিল। তিনি ভাগলপুর ব্রাহ্মমণ্ডলীর ধর্ম্মপিতা ও নেতা স্বরূপ ছিলেন, আজ তাঁহার অবর্ত্তমানে আমরা পিতৃহীন ও নেতাশূন্য অসহায় হইয়া পড়িয়াছি, মানব দেহ—নশ্বর, কিন্তু অবিনাশী আত্মা আনন্দধামে চির বিরাজিত থাকিয়া আমাদের পথ প্রদর্শন করিবেন, এই বিশ্বাস আমাদের সকলের মধ্যে দৃঢ় হোক্। ব্রাহ্ম-মণ্ডলীস্থ সকল নর নারী ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলে যেন তাঁহার ভগবৎ ভক্তির অধিকারী হইয়া তাঁহার মত নর ও নারায়ণের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারি এই 'শ্রাদ্ধবাসরে' ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

ভাগলপুর, ১৮।১।২৭ সেবিকা—নির্ম্মল বসু।

সপ্তনবতিতম মাঘোৎসব।

১লা মাঘ, ১৫ই জানুয়ারী, শনিবার, "আরতি" ব্রহ্মমন্দির সুন্দর-রূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল। বেদীর এক ধারে নববিধানাঙ্কিত নিশানের নিম্নে পৃথিবীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থগুলি সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। মন্দিরদ্বারে কিছুকাল কীর্ত্তনান্তে কীর্ত্তন করিতে করিতে কীর্ত্তনকারীদল মন্দিরে প্রবেশ করেন। এই কীর্ত্তনটীর পর আরতির কীর্ত্তন, প্রমত্তভাবে গীত হইলে শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল সেন নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত শ্রীমদাচার্য্যদেব কৃত আরতির প্রার্থনা উচ্চস্বরে পাঠ করেন। তৎপর আরও দুইটী কীর্ত্তন হইলে অদ্যকার কার্য্য শেষ হয়। এই দিন হইতে সস্ত্রীক ভাই প্রিয়নাথ কমলকুটীরে অবস্থান করেন, নবদেবালয়েও যথানিয়মে, অন্যত্র কোন বিশেষ উপাসনা না থাকিলে প্রতিদিন উপাসনা করেন।

২রা মাঘ, ১৬ই জানুয়ারী রবিবার, পূর্ব্বাহ্নে, ৮ ঘটিকায় প্রচারাশ্রমের দেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। ভিক্টোরিয়া স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীগণ ৮ জন প্রচারা-শ্রমে এ বেলায় উপাসনায় যোগদান করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রনাথ রায়ের তৃতীয় কন্যার নামকরণ ও অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান ঐ আশ্রমেই সম্পন্ন হয়। ভাই চন্দ্রমোহন দাস আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন। তৎপর প্রীতিভোজন হয়। সন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দিরে ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন। উপাসনা বেশ সুমিষ্ট হইয়াছিল।

৩রা মাঘ, ১৭ই জানুয়ারী, সোমবার, ৬॥০ ঘটিকায় ব্রহ্মমন্দিরে ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ ইংরাজীতে উপাসনা করেন। তাঁহার উপাসনার মর্ম্ম—

বর্ত্তমানে পশ্চিম ভূখণ্ড দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের ধর্ম্মমত ও প্রণালী শ্রেষ্ঠ সামগ্রী। ইহা পূর্ব্বদেশেও জয়যুক্ত হইবে। পূর্ব্বভূখণ্ড ও আপনার দেশের ধর্ম্মমত ও প্রণালী ইত্যাদির প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং উহা সময়ে সমগ্র পৃথিবীতে আপনার অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবে বিশ্বাস করেন। এখনও এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, সুধু গ্রহণ করিতে পারিতেছে না তাহা নহে, তাহারা আপনাপন ধর্ম্মকে প্রাণে উচ্চ আসন দিয়া অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যাহা কিছু সকলই অসার বলিয়া, মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে বদ্ধ পরিকর। ধর্ম্মমত লইয়াই ধর্ম্মবিশ্বাস পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এত বিরোধ এত অনৈক্য এত বিভিন্নতা এত দূরত্ব। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায় যে আপনার ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও ধর্ম্মমতকে আপনার বিশেষ প্রিয় সামগ্রী বলিয়া মনে করেন, ইহা অতি স্বাভাবিক। তাঁহাদের আধ্যাত্মিক সাধন-লব্ধ সম্পদরাশির সংবাদ অথবা সম্পদরাশি তাঁহাদের এই ধর্ম্মমত ও বিশ্বাসের সংবাদগুলি পরবর্ত্তী বংশপরম্পরা জন্য যুগ যুগান্তরে বহন লইয়া যাইতেছে। এই ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস-গত সংবাদগুলি অতি আদরের সামগ্রী তাহাদের নিকট, অতি আদরের সামগ্রী হওয়া উচিৎ জগতের নিকট। ইহার ভিতরে পরিপুরিত হইয়া ঈশ্বরপ্রদত্ত আলোক ও বিশেষ বিশেষ সত্য হইয়া অবস্থান করিতেছে, সমস্ত সম্প্রদায়ের জন্য, সমস্ত জগতের জন্য অবস্থান করিতেছে। ঈশ্বর যদি সকলের একজন হন, তাঁহার প্রদত্ত যে কোন সম্প্রদায়ের উপলব্ধ সত্য বা লব্ধসত্য, সুধু সেই সেই সম্প্রদায়ের একচেটিয়া সত্য কখনই হইতে পারে না। ঈশ্বর

সকলেরই এবং ঈশ্বরের সকল অতএব কোন এক সম্প্রদায় ঈশ্বর হইতে যে সত্য গ্রহণ করিবেন আপনার সম্বল ও সম্পদ করিয়া লইলেন তাহা যে পৃথিবীর অন্যান্য সম্প্রদায়েরও সম্বল এবং সম্পদ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? প্রত্যেকের ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মত ও বিশ্বাসগত বিধিব্যবস্থা ও নিয়মগুলি সেই সেই সম্প্রদায়ের লোকের জীবনলব্ধ ধর্ম্মের অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞানের জীবন্ত প্রমাণ, জীবন্ত পরিচয়।

একটী ধর্ম্মসম্প্রদায় যে অবস্থা সহ নিয়ম, বিধি, আচার ও আচরণের ভিতর দিয়া একটী ধর্ম্মসম্পদ, ধর্ম্মালোক লাভ করিল আমি যদি অন্য সম্প্রদায়ের লোক হইয়াও এক উদার মনে, উদার হৃদয়ে সকল প্রকার বিপরীত সংস্কার ও গণ্ডিমুক্ত হইল আচার, আচরণ ও বিধি নিয়মের ভিতর দিয়া জীবন পরিচালিত করি আমি ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক হইয়াও অন্য যে কোন সম্প্রদায়ের সাধনসম্পদে অধিকার লাভ করিতে পারি, তখন আমরা দেখিতে পাইব আমাদের জীবনের নিয়তি কত উচ্চ, কত প্রশস্ত, কত বৃহৎ। ঈশ্বর অনন্ত, অনন্তের সন্তান আমরা, আমাদেরও জীবনের অনন্তগতি, অনন্ত স্ফুরণ অনন্ত উন্নতি, অনন্ত বিকাশ, অনন্ত প্রকাশ। আমরা আমাদের গণ্ডি ভাঙ্গিয়া যখন উদার মনে ঈশ্বর প্রেরণায় অনন্তের পথে চলিয়া, অনন্তের স্পর্শে অনন্ত জীবনের আস্বাদন পাই; তখন ক্রমে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া "তাহাকে আত্মদান করিয়া তাঁহার সন্তানত্ব লাভ করি। তখন দেখি এই সন্তানত্ব অসীম, সকল সন্তান লইয়া এক সন্তান, সকল পুত্র লইয়া এক পুত্র, সকল মানবজীবন লইয়া এক বিরাট জীবন। ব্রহ্মানন্দ এই জীবনের আস্বাদন পাইয়া বলিলেন আমার, সহস্র চক্ষু, সহস্র কর্ণ, সহস্র হস্ত, আমি এক অখণ্ড মানুষ, অতি মানুষ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। শ্রীঈশার এই উপলব্ধিতে সমস্ত মানবের সঙ্গে একত্ব উপস্থিত হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণের জীবনের সম্পর্কে গীতা বর্ণিত বিরাট মূর্ত্তির সংবাদ ঐ একই কথা। এই উপলব্ধি নববিধানে সবার হইবে।

৪ঠা মাঘ, মঙ্গলবার, অপরাহ্ণে, গোলদীঘিতে বক্তৃতা হয় ক্রমে ভাই চন্দ্রমোহন দাস, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু ও ভাই গোপালচন্দ্র গুহ বক্তৃতা করেন, আরম্ভ ও শেষে সঙ্গীত হয়। সন্ধ্যায় কমলকুটীরে বরণ হয়। মহিলাদিগের সম্মিলনী খুব জমাট হইয়াছিল। মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী ভগ্নিগণ লইয়া বরণ কার্য্যে নেতৃত্ব করেন।

৫ই মাঘ, বুধবার, পূর্ব্বাহ্ণে, ব্রাহ্মিকা উৎসব, শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন, মধ্যাহ্নে মহিলাগণের প্রীতিভোজন হয়।

৬ই মাঘ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্বর্গারোহণের দিন, পূর্ব্বাহ্ণে ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা, শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী নির্ব্বাহ করেন, মহর্ষিদেব আপনি স্বর্গীয় হইয়া তাঁহার জীবনের সাধনা ও দৃষ্টান্তে কেমন আমাদিগকে স্বর্গের দিকে, যাহা কিছু স্বর্গের ও স্বর্গীয় তাহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। আরাধনাদিতে ইহা প্রকাশিত হয়। ধ্যান ও স্তোত্র পাঠের পর ভাই গোপালচন্দ্র গুহ মহর্ষির জীবনী হইতে তাঁহার ব্রহ্মসাধনার স্থান উচ্চ পাহাড়েতে যে পরম সম্পদ সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা নিম্নভূমিতে সাধারণ লোকমণ্ডলী মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য যে অগ্নিময় বাণী পূর্ণ আদেশ লাভ করিয়াছিলেন এবং আপনার হৃদ্‌গত সংস্কার বশতঃ সেই বাণী উপেক্ষা করিয়া আর কিছুতেই থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার জীবনে কেমন স্বর্গের আদেশ জয় লাভ করিল সেই অংশ পাঠ করেন ও বঙ্গের নরনারী মিলিত জীবনে ব্রহ্মোপাসনা করিয়া যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য যে প্রার্থনা মহর্ষি শেষ জীবনে করেন, সেই প্রার্থনাটীও পাঠ করেন। শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী সংক্ষেপে উপদেশ দিয়া প্রার্থনা করেন। অদ্যকার উপাসনাতে ইহাই ব্যক্ত হয় যে কোন প্রকার অবতার অথবা মহাজনদিগের মধ্যবর্ত্তিতায় সাহায্য না লইয়া কি প্রকারে ব্রহ্মপূজা ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্ম ধ্যান, ব্রহ্মরস সুধা পান করা যায়, তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্যই মহর্ষির জীবন।

৭ই মাঘ, পূর্ব্বাহ্ণে কমলকুটীরে আর্য্যনারী সমাজের উৎসবে মাননীয়া মহারাণী সুনীতী দেবী উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনা ও উপদেশ সময়োপযোগী ও মধুর হইয়াছিল। তৎপরে মহিলাগণের প্রীতিভোজন হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন হয়।

৮ই মাঘ, শনিবার, ব্রহ্মমন্দিরে সঙ্কীর্ত্তনে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার সুললিত কণ্ঠে কীর্ত্তনের নেতৃত্ব করেন। এবারও ব্রহ্মমন্দিরে ও তাহার বাহিরে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বসিবার স্থানগুলি শ্রোতৃবর্গের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল। সঙ্কীর্ত্তনের উপাসনা এবারেও বিশেষ সন্তোষেরবিষয় হইয়াছিল।

ব্রাহ্মধর্ম্ম মূলে হিন্দুধর্ম্ম।

আমাদের দেশের প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালের ধর্ম্মের ইতিহাস এক সুবর্ণ সূত্রে গ্রথিত। ভারতবর্ষে হিন্দুজাতির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ধর্ম্মের যে সকল বিকাশও অভ্যুদয় হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যোগ পরিলক্ষিত হয়। দূর ভূতকালে আর্য্যগণ যখন ভারতভূমে প্রবেশ করেন তখন তাঁহারা প্রকৃতির উপাসক ছিলেন। সূর্য্য, মেঘ, অগ্নি, আকাশ প্রভৃতি তাঁহাদের পূজনীয় ছিল। আর্য্যদিগের উপাস্য এই সকল দেবতা, এবং অসভ্য জাতি সকলের উপাস্য দেবতাগণের মধ্যে এই এক পার্থক্য দেখা যায় যে আর্য্যগণ যে সকল দেবতার পূজা করিতেন তাঁহারা মঙ্গলময়, আর্য্যগণের রক্ষক, আর অসভ্য জাতি সকলের দেবতাগণ অমঙ্গলকারী মনুষ্যের শত্রু। যাহা হউক ভারতবর্ষের উর্ব্বরা-

ভূমিতে থাকিয়া আর্য্যেরা জীবনধারণের আবশ্যকীয় বস্তু সকল সহজে লাভ করিতেন এবং ভারতের সীমা সকল প্রকৃতির দ্বারা সুরক্ষিত থাকায় তাঁহারা শত্রুগণের আক্রমণ হইতে অনেকটা রক্ষা পাইতেন; ইহাতে তাঁহারা চিন্তাশীল হইয়া উঠিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, প্রকৃতির দৃশ্য সকল অনিত্য ও সদা পরিবর্ত্তনশীল হইলেও তাহাদের মধ্যে এক নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় সত্য বর্ত্তমান। সেই সত্য অনন্ত জ্ঞানময় মঙ্গলময় পুরুষ। তিনি পরমাত্মা। সমস্ত বিশ্ব তাঁহারই আত্মপ্রকাশ, তাঁহা হইতে উদ্ভাসিত। তিনি সকল মনুষ্যের অন্তরাত্মা। এই অনন্ত পুরুষের অনুসন্ধান করা ও তাঁহাকে অবগত হওয়া আর্য্যজীবনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ ছিল। ইহাই আর্য্যসভ্যতার ভিত্তিভূমি। আর্য্যজাতির উচ্চ চিন্তা ও সংস্কৃতজীবন ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ফল। সকল সময় এই ব্রহ্মজ্ঞান আর্য্যজাতির মধ্যে যে অক্ষুন্ন ছিল তাহা নয়। অনেক সময় নানা ভ্রম ও কুসংস্কার আসিয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে কলুষিত করিয়াছিল। এইরূপ জাতীয় অবনতির সময় অনেক মহাপুরুষ উত্থিত হইয়া জাতীয় ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়াছেন। সে সকল বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা ও তাহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হওয়া আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য। তাহা অতি বিস্তৃত বিষয়। অবশ্য সে সকল কথা এখন আমার আলোচনার বিষয় নয়। আমি কেবল এই কথার উল্লেখ করিতে চাই যে বর্ত্তমান কালে ব্রাহ্মসমাজে যে ধর্ম্মের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হিন্দু-ধর্ম্মের স্বাভাবিক ক্রমোন্নতি। অনেক বিজাতীয় শত্রু ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে বিনাশ ও নানা অমঙ্গল বিস্তার করিয়াছে, হিন্দুগৃহের শান্তিভঙ্গ করিয়াছে, কিন্তু কেহই হিন্দুর ধর্ম্মজীবনকে বিনাশ করিতে পারে নাই। সে ধর্ম্মজীবন আজও উন্নতিশীল, আশা করি চিরদিন থাকিবে।

রাজা রামমোহন রায় দেশের অবনতি দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে দেশের এত দুর্গতি। দেশের লোক যাহাতে পুত্তলিকা পূজা ত্যাগ করিয়া আর্য্য-জাতির পূজ্য সনাতন এক ঈশ্বরকে পূজা করিতে ও জানিতে পারে এজন্য তিনি উপনিষৎ গ্রন্থ বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আপন অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞানের আলোক লাভ করিয়া স্বদেশবাসীগণও যাহাতে তাহা লাভ করিতে পারেন তজ্জন্য চেষ্টিত হইলেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র দেখিলেন যে ব্রাহ্মসমাজে জাতীয় ধর্ম্মের উন্নতির মধ্যে এক মহাশক্তি কার্য্য করিতেছে। বিজাতীয় শত্রুগণের আক্রমণে ভারতবাসী অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছিল। রাজশক্তি হীনপ্রভ হওয়ায় চারিদিকে অশান্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানতা বিরাজ করিতেছিল। ইংরাজ জাতির সুশাসনে দেশে শান্তি স্থাপিত হইল এবং ইংরাজ চরিত্রের সহিত সংমিশ্রনে জাতীয় চরিত্র পুনর্গঠিত ও উন্নত হইতে লাগিল। পশ্চিম দেশীয় সভ্যতা ও ইংরাজ শাসনের মূলে কোন্ শক্তি কার্য্য করিতেছে? কেশবচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন যে সে শক্তি খ্রীষ্ট চরিত্রের প্রভাব। ভারতবাসীগণের মধ্যে অল্পাধিক খ্রীষ্টচরিত্রের প্রভাব বিস্তার হইতেছে। কেশবচন্দ্রের জীবনে জাতীয় ধর্ম্মের এবং খ্রীষ্টচরিত্রের বিকাশ উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মজীবন এক মহান বিষয়। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির সঙ্গে তাহা জড়িত।

ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম মূলে হিন্দুধর্ম্মের ক্রমবিকাশ হইলেও তাহা কোন সম্প্রদায় বিশেষে আবদ্ধ নয়। সমস্ত মানব জাতির ধর্ম্মই আমাদের ধর্ম্ম। এক ঈশ্বর এবং এক মানব পরিবার। পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে ধর্ম্মের যে সকল অভ্যুত্থান হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যোগ রহিয়াছে। সে সকলই মনুষ্য চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্য ঈশ্বরের ব্যবস্থা। কোন সত্যই আমাদের পরিত্যাজ্য নয়। বর্ত্তমান কালে নানা বিজ্ঞান শাস্ত্রের যে উন্নতি দেখা যায় তাহাকে আমাদের ধর্ম্মোন্নতির সহায় বলিয়া স্বীকার করি। বিজ্ঞানের সত্য ঈশ্বরের সত্য। তাহার অনুশীলনে বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়। এইরূপ আমরা নানা ভ্রম কুসংস্কার হইতে রক্ষা পাই।

মনুষ্য চরিত্রের মধ্যে সত্য যাহা, উন্নত যাহা, তাহা ঈশ্বর স্বভাবের বিকাশ। এই জন্যই মনুষ্য ঈশ্বর সন্তান। ঈশ্বর সন্তানত্বের আদর্শ যাহাতে আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি এবং সেই আদর্শের পথে অগ্রসর হইয়া যাহাতে উপযুক্ত ঈশ্বর-সন্তান হইতে পারি এজন্য ঈশ্বর যীশুখ্রীষ্টকে মনুষ্য জাতির নিকট প্রকাশ করিলেন। তাঁহার চরিত্র প্রভাবে মনুষ্য জাতি যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। যীশু চরিত্র সভ্যজাতি সকলের সম্মুখে শ্রেষ্ঠ আদর্শ হইয়া সবলে তাহাদিগকে আপনার প্রেম পুণ্যের মহোচ্চ শিখর দেশে আকর্ষণ করিতেছে। জাতিতে জাতিতে এত বিবাদ ও অপ্রেম, ইহার মিমাংসা কোথায়? যীশুচরিত্র। মনুষ্যগণের অনেক দুঃখ ও দীনতা, ইহা দূরীকরণের উপায় কি? যীশুচরিত্রের সহানুভূতি ও প্রেম। সংসারে অনেক পরীক্ষা বিপদ ও অকারণ নির্য্যাতন এবং মনুষ্য চরিত্রে অনেক স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা রহিয়াছে। এ সকলের মধ্যে কোন্ দিকে সাহায্য ও আলোকের জন্য চাহিব? যীশুচরিত্রের পূর্ণতাদির তিনি যেমন সকল অবস্থার মধ্যে স্বর্গীয় পিতার নিকট বল ও আলোকের অপেক্ষা করিতেন, তেমনি আমরাও সর্ব্বদা ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া বল ও আলোক লাভ করিতে সচেষ্ট থাকিব। এইরূপে মনুষ্যচরিত্রের পূর্ণতা সংসাধিত হইবে। আমাদের যে সার্ব্বভৌমিক মতের কথা বলিলাম, অর্থাৎ এক ঈশ্বর ও এক অনন্ত মনুষ্যজাতি, ইহাও যীশুর শিক্ষার মূল কথা। অতএব যীশুচরিত্র আদর্শরূপে সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিতে ও তাহার অনুসরণ করিতে আমরা যেন কখন শিথিলযত্ন না হই।

দয়াময় পিতা অপার কৃপাগুণে ব্রাহ্মসমাজে সত্যধর্ম্মের

জ্যোতি প্রকাশ করিলেন। এই ধর্ম্মপালনে আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের শান্তি ও উন্নতি এবং সমগ্র দেশের কল্যাণ ও উন্নতি বর্দ্ধিত হইবে। ঈশ্বর আমাদের মঙ্গলের জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা যদি আমরা গ্রহণ না করি তাহা হইলে আমরা আপনাদের উন্নতির পথ অবরোধ করিব। এই ধর্ম্ম প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালের মধ্যে যোগ সংসাধন করিতেছে। ভূত ও বর্ত্তমান কালের সকল দেশীয় সাধু মহাপুরুষগণের সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগ। মনুষ্য চরিত্রের কোন উন্নতিই আমাদের অনাদরণীয় নয়। সকলই মিলিয়া এক অখণ্ডসত্য। আমাদের এই মহোচ্চ আদর্শ একদিন সমগ্র মানব জাতির আদর্শ হইবে। আমরা এখন সংখ্যায় অল্প আছি। তাহাতে ভীত বা নিরুৎসাহ হইবার কোনই কারণ নাই। সত্যের অপেক্ষা বলবান পদার্থ আর কিছুই নাই। সেই সত্যকে আশ্রয় করিয়া আমরা দুর্ব্বল হইলেও বলবান। দয়াময় পিতা আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁহার প্রদত্ত এই উন্নত ধর্ম্ম আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনে লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু।

একটী পত্র।

৩৫।১, মানিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ৮-৯-১৯০৩

(শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃতলাল বসুর লিখিত)

প্রিয় অখিলচন্দ্র।

তোমার দীনতা এবং সেবানুরাগ পাইলে আমি কৃতার্থ হই। তুমিও আমায় আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন দোকানদারি ছাড়িয়া দীন হয়ে, চরণচিহ্ন দেখে, সেবা করে কৃতার্থ হই। বড় সাধ হয় নববিধানে জনকয়েক লোক শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দীনতা ও শুদ্ধভক্তি এবং উন্মত্ততা পাইয়া মণ্ডলীকে রক্ষা করিতে পারেন। বিধান মণ্ডলী ভক্তি, বিশ্বাস ও ধর্ম্মশূন্য হইয়া হত হইবার পথে চলিতেছে। উৎসবের কথা আমার লেখা ভাল নয়, শরৎচন্দ্রকে সে বিষয়ে লিখিতে বলিলে, তিনি লিখিতে পারিবেন। প্রাতে ও রাত্রে উপাসনার কার্য্য এ দাসকে করতে হয়েছিল। উমানাথ বাবু পীড়িত। অনেকদিন পরে মন্দিরে এবার দীক্ষা হয়েছিল। বিনয়বাবু বক্তৃতা ও মোহিত বাবু শাস্ত্র পাঠ করেছিলেন। অনেক লোক হয়েছিল। মেয়েও অনেক এসেছিল। এবার শ্রীমন্দির ইলেক্‌ট্রিক আলোকে বড়ই সুন্দর হয়েছিল। ৪৩৫৲ টাকা খরচ করিয়া আলোক হইয়াছে। "জয় দয়াময়।"

অঃ—

(প্রাপ্ত)

গরিফা ৩।১।২৭

শ্রীঅনুকুলচন্দ্র,

তোমার পত্র পাইবার পূর্ব্বে চুঁচুড়ায় গিয়া নির্ম্মলচন্দ্রের মুখে তোমার পড়ে যাওয়ার খবর পেয়েছিলাম। ঈশ্বরেচ্ছায় ক্রমে ভাল হইতেছ জানিয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহাকে প্রণাম করি। ঈশ্বরের অনুমোদন না থাকিলে শুধু আমাদের ইচ্ছায় কোন কাজই হয় না। কোথা হতে বিঘ্ন বাধা এসে সব উলট্‌ পালট্‌ করে দেয়। বুঝেও বুঝি না তাই এত হামবড়াই করে বেড়াই। তাঁহার শরণাপন্ন না হইয়া আমরাই প্রাধান্য স্থাপন করিতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। প্রাণ খুলে বলিতে পারি না, "তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক" এবং তাঁর ইচ্ছার সহিত আপনার ইচ্ছাকে সংযুক্ত করিয়া সর্ব্বাবস্থায় পরমানন্দ সম্ভোগ করিতেও পারি না। * * *

নির্ম্মলচন্দ্রের * * * নিমন্ত্রণে সমস্তদিনব্যাপী উৎসবের দিনে বেলা ৮॥টায় হাজির হয়ে দেখি, নির্ম্মল একা দেবদারু পাতা সাজাইতেছেন। সমাজগৃহে দু টা ছেঁড়া মাদুর ও একখানা ময়লা সতরঞ্চি একপাশে বিছানো। জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, ৭॥টার সময় ৩ জনে মিলে উপাসনা হয়ে গেছে এবং সন্ধ্যায় ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সদলে আসিবেন। আমাকে থাকিতে বলিলেন আমি আর রহিলাম না। কলিকাতা ব্রহ্মমন্দিরের কথা যথা পূর্ব্বং তথা পরং, বিশেষ কিছু দেখিবার শুনিবার জন্য মন আকৃষ্ট হয় না। প্যারী বাবুর গায়ে এক পুরু ময়লা জমে একটী বারাণ্ডার চৌকিতে শয়ান অযত্নের লক্ষণ।

শ্রীবলরাম সেন।

সংবাদ।

শুভ বিবাহ—গত ৮ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী) শনিবার, চট্টগ্রাম প্রবাসী শ্রীযুত জানকীনাথ দাস গুপ্তের প্রথমা কন্যা কুমারী সাধনার সহিত স্বর্গীয় সাধু অঘোরনাথের দৌহিত্র মিঃ নিমাইচরণ ঘোষের পুত্র শ্রীমান্ পূর্ণানন্দের শুভপরিণয় হইয়াছে এবং নববরবধূর শুভাগমন উপলক্ষে ৯৬।১, গড়পাড় রোডে ২২শে মাঘ (৫ই ফেব্রুয়ারী) ৬টার সময় উপাসনা ও তৎপরে প্রীতি-ভোজন হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে ভ্রাতা বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন এবং নিমাই বাবু বর কন্যাকে উপদেশ দেন।

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী, ২৩:শ মাঘ, রবিবার সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় ছাপরায় আগ্রা নিবাসী শ্রীমান্ রামনারায়ণ সিউয়ালের সহিত ভ্রাতা হাজারীলালের কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী সাবিত্রীর শুভ-বিবাহ 'বেতিয়ারাজ' বাসভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় উপাচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন।

উৎসব—গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী হইতে ৮ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বাঁকিপুর নববিধান সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়াছে।

ঐ উপলক্ষে বক্তৃতা, সমস্তদিন উৎসব, যুবকসম্মিলন, কীর্ত্তনাদি জমাট ভাবে হইয়াছিল। ভাই প্রমথলাল, ডাঃ কামাখ্যানাথ, শ্রীমান্ নিরঞ্জন ও জ্ঞানাঞ্জন প্রভৃতি উপাসনা ও বক্তৃতাদি করেন।

আচার্য্যের স্বর্গারোহণ—বিগত ৮ই জানুয়ারি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষৎ ভবনে এক স্মৃতি সভার আয়োজন হইয়াছিল। মিউনিসিপ্যাল স্কুলের হেড্মাষ্টার শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমে সঙ্কীর্ত্তন ও সঙ্গীত হয়, পরে "কেশবচন্দ্র" এই প্রবন্ধ পাঠ হয়। তৎপরে শ্রীযুক্ত অজিতকুমার স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত বিশ্বমোহন সান্ন্যাল, শ্রীযুক্ত যোগানন্দ প্রামাণিক প্রভৃতি আচার্য্য জীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শান্তিপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রাতে শান্তিপুর প্রচারাশ্রমে উপাসনা, প্রার্থনা ও সঙ্কীর্ত্তন এবং আচার্য্য-জীবন আলোচিত হয়।

ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউসন—গত ১৪ই জানুয়ারী কলিকাতা ইউনিভার্সিটী হলে এই বিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান উৎসব সমারোহেই সম্পন্ন হইয়াছে। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের সম্পাদক মিঃ লিণ্ডসে সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন আর ডিরেক্টর মিঃ ওটেন সাহেবের পত্নী পারিতোষিক বিতরণ করেন।

জয়পুর ফকিরদাস ইনষ্টিটিউসন—জয়পুর হাইস্কুল প্রথমতঃ ভক্ত ফকিরদাস রায়, তাঁহার ভ্রাতা ও বন্ধুগণের সহযোগে ইং ১৮৮০ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি স্থাপন করেন। উক্ত শুভদিন স্মরণপূর্ব্বক বিদ্যালয়ের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলকামনায় ইহার সকল প্রকার হিতৈষীদিগের একটী সম্মিলন-সভা গত ৬ই ফেব্রুয়ারি (২৩শে মাঘ) রবিবার অপরাহ্ণ ৪টার সময় এই স্কুলগৃহেই হইয়াছিল।

দানপ্রাপ্তি—১৯২৬, অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে প্রচার ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে :—

মাসিক দান।—অক্টোবর ১৯২৬।

শ্রীযুক্ত গগণবিহারী সেন ২ মাসের দান ২৲, শ্রীমতী ভক্তিমতি মিত্র ২৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন সেন ২৲, জিতেন্দ্র মোহন সেন ২৲, শ্রীমতী মনোরমা দেবী ২ মাসের ৪৲, রায় বাহাদুর ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায় ৪৲, মেজর জ্যোতি লাল সেন ২৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার ১০৲, শ্রীযুক্ত অমৃত লাল ঘোষ ২৲, শ্রীমতী প্রিয় বালা ঘোষ ৫ মাসের ৫৲, শ্রীমতী সরলা দাস ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন ১৲, রাজকুমার দাস ৩৲, ব্রহ্মমন্দির ১০৲, ডাক্তার সত্যেন্দ্র নাথ সেন ২৲, মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী ১৫৲, কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ১০০৲, শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার হালদার ৫৲ শ্রীমতী মনোরমা দেবী ২৲ টাকা।

এককালীন দান।—অক্টোবর ১৯২৬।

স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তৎপুত্র শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় ২৲, পুত্রের নূতন কারবার খোলা উপলক্ষে স্বর্গগত এস, কে, লাহিড়ির সহধর্ম্মিণী ১০৲, স্বর্গগত বিপিন মোহন সেহানবিশের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার মজুমদার ৫৲, শ্বশুরের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমতী প্রিয়বালা ঘোষ ২৲, কন্যার শুভ বিবাহ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত কালীমোহন বসু ১৲, স্বামীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে স্বর্গগত নিত্য গোপাল রায়ের সহধর্ম্মিণী ১০৲, শিশুপুত্রের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে শ্রীযুক্ত সরল চন্দ্র সেন, ৫৲, স্বর্গগত পদ্মলোচন দাসের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে দান ৫৲, কোন ভক্ত বিশ্বাসীর দান ১৲, শ্রীমতী রমণী দাসী সৎকার্য্যার্থে ১৲, স্বর্গীয় পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর ৩৲ টাকা।

মাসিক দান।—নবেম্বর ১৯২৬।

শ্রীযুক্ত গগণবিহারী সেন ১৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন সেন ২৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র মোহন সেন ২৲, শ্রীমতী ভক্তিমতী মিত্র ২৲, রায় বাহাদুর ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায় ৪৲, মেজর জ্যোতি লাল সেন ২৲, শ্রীমতী সুমতী মজুমদার ১৲, শ্রীমতী সরলা দাস ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন ১৲, শ্রীযুক্ত অমৃত লাল ঘোষ ২৲, ডাক্তার সত্যেন্দ্র নাথ সেন ২৲, মাননীয় মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী ১৫৲, শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার হালদার ৫৲, শ্রীযুক্ত এস, এন, গুপ্ত ২ মাসের ৪৲, শ্রীমতী হেমন্তবালা চট্টোপাধ্যায় ২৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার ১০৲, শ্রীমতী মাধবীলতা চট্টোপাধ্যায় ২৲, কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ১০০৲ টাকা।

এককালীন দান।—নভেম্বর ১৯২৬।

স্বর্গীয় বিহারী কান্ত চন্দের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীমতী হেমলতা চন্দ ৩৲, স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে কন্যা শ্রীমতী বেলা সেন ২৲, বিশেষ দান—শ্রীযুক্ত রেওয়া চাঁদ হিরা সিং ২৫৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৲, শ্রীমতী প্রেমলতা দত্ত ২৲, শ্রীযুক্ত কালীপদ দাস ২৲, পুত্রের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত ৫০৲ স্বর্গীয় রাজেশ্বর গুপ্তের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত শান্তিপদ গুপ্ত ২৲, স্বর্গীয় বিহারীকান্ত চন্দের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে তৎপুত্রগণের দান ৪৲, পিতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে হাজারীলাল ভড় ১৲, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত ডাক্তার উমাপ্রসন্ন ঘোষ ২০৲, খাশুড়ী ঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ ২৲, ডাক্তার শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মিত্র পিতামাতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ৪৲ ও কন্যার জন্মোৎসব উপলক্ষে ১৲, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় ১৲, আনুষ্ঠানিক দান K. Venkatachary ১৲, স্বামীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমতী সুদক্ষিণা সেন ১০৲, কন্যার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমতী পুণ্যদায়িনী দেবী ১৲ টাকা।

আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করি। ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হউক।

Edited. on behalf of the Apostolic Durbar, New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.
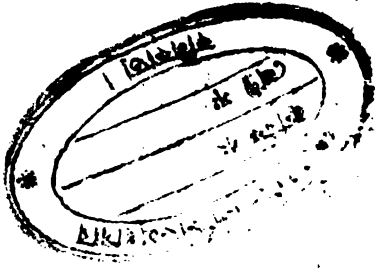
সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬২ ভাগ। ৫ ৬ সংখ্যা। | ১লা ও ১৬ই চৈত্র, ১৩৩৩ সাল, ১৮৪৮ শক, ৯৮ ব্রাহ্মাব্দ। 15th & 30th March, 1927. | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

মা, এই যে বর্ষ, মাস, দিন আসিতেছে চলিয়া যাইতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে জীবনও তো চলিয়া যাইতেছে। নদীর স্রোত যেমন জীবনও তেমন প্রবাহিত হইতেছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বর্ষের পর বর্ষ আসিতেছে যাইতেছে, তাহাতে জীবনেরই প্রবাহ চলিতেছে। যে দিন আসিতেছে সে দিন তো থাকিতেছে না, তাহা হইতে ইহাই শিখাইতেছে এ পার্থিব জীবনের দিন স্থায়ী নয়। আজ যে দিন কালকে তাহা থাকিবে না, আজ যে মাস কালকে হয়ত সে মাস থাকিবে না, আজকে যে বর্ষ কালকেই হয়ত সে বর্ষ বিদাই লইয়া চলিয়া যাইবে। অতএব এই দিন মাস বর্ষের প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে এ জীবনের প্রবাহও যে কাটিয়া যাইতেছে ইহাই যেন আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। এবং এই পার্থিব জীবনের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যাহা আজ চিন্তা করিবার তাহা চিন্তা করি, আজ যাহা শিখিবার তাহা শিক্ষা করি, আজ যাহা করিবার তাহা করিয়া লই, আজ যাহা বলিবার তাহা বলি, এবং আজ যাহা দেখিবার শুনিবার তাহা দেখিয়া শুনিয়া জীবনকে পরিপুষ্ট করিয়া লই। এমনই প্রতিদিন প্রতিমাসে প্রতি বর্ষে যদি নবনব উন্নতির প্রবাহে জীবনকে প্রবাহিত করিতে পারি, জীবনে ধন্য হইব। যদি অবহেলায় দিন হারাই, কেবল অপরাধী হইব তাহা নহে, যে দিন যাইবে তাহা ফিরিয়া পাইব না। এ দৈহিক জীবন অনিত্য, এই আছে, এই নাই। কখন বলিতে কখন এই দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে কে বলিতে পারে? অতএব, হে মাতঃ জীবনদায়িনি, যেমন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বর্ষের পর বর্ষ এ জীবনে আসিতেছে যাইতেছে তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে এ জীবনের অনিত্যতা সজ্ঞানে সচৈতন্যে উপলব্ধি করিতে সক্ষম কর এবং প্রতি দিন, প্রতি মাস, প্রতি বর্ষে যাহা জীবনে লাভ করিবার তাহা লাভ করিয়া এ জীবনের পরপারে যাইবার উপযুক্ত হইতে পারি এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—০—

চৈত্র মাস।

চৈত্র মাস চিত্ত শুদ্ধির মাস। চিত্তকে সুচিত্রিত করাই এই মাসের সাধন। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান সকল ধর্ম্মাবলম্বীই এই মাসে উপবাস, আত্মত্যাগ ও আত্ম-সংযম সাধনে অতিবাহিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বর্ষের শেষ মাস চৈত্র মাস, পুরাতন বর্ষের সঙ্গে পুরাতন জীবনের পাপ যাহাতে ক্ষয় হয় তাহারই নিমিত্ত কি সর্ব্বধর্ম্মসাধকগণের আত্ম-সংযম সাধনের ব্যবস্থা?

এখন হিন্দু সম্প্রদায়ের চড়ক সন্ন্যাস অতি নিম্নশ্রেণীর মধ্যে নিবদ্ধ হইয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ কেন এমন উচ্চব্রত ত্যাগ করিয়াছেন জানি না, কিন্তু চড়ক সন্ন্যাস ব্রতের উদ্দেশ্য যে অতি উচ্চ তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না তাহার সহিত যে সকল কুসংস্কার বিজড়িত হইয়াছে তাহা অবশ্যই পরিত্যজ্য, কিন্তু ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য যে আত্মত্যাগ, আত্ম-সংযম ও বৈরাগ্য সাধন ইহা কি আমরা অস্বীকার করিরে পারি ?

চড়ক সন্ন্যাস যাহারা গ্রহণ করে তাহারা প্রথম বিভিন্ন গোত্রের বা জাতির লোক হইলেও সন্ন্যাস সাধন করিলে সকলে নিজ নিজ গোত্র পরিত্যাগ করিয়া এক শিবগোত্রে প্রবেশ করে ও সকলে উপবীত গ্রহণ করে, ইহাতে উচ্চ ধর্ম্ম সাধনে যে জাতিভেদ থাকেনা, ইহাই কি সাধারণ অজ্ঞ লোকেদেরও শিক্ষালাভ হয় না ?

উপবীত গ্রহণ বা বাহ্য চিহ্ন ধারণের আবশ্যকতা বিশেষ নাই, কিন্তু ধর্ম্মসাধনালম্বী মাত্রেই যে এক শিব স্বরূপ ব্রহ্মের গোত্র বা ব্রহ্ম সন্তান, তাহাদের মধ্যে পরস্পরের জাতিগত পার্থক্য নাই, ইহাই শিখাইবার জন্য যে এই সাধন, আমরা কেন না বিশ্বাস করিব ?

সকলে এক গোত্র হইয়া অনন্যকর্ম্মা হইয়া শিবের ধ্বজা তুলিয়া শিবের জয়গান, সমস্তদিন উপবাস করিয়া দিনান্তে হবিষ্যান্ন ভোজন, ইহা নিশ্চয়ই চিত্ত শুদ্ধি সাধনের জন্যই ব্যবস্থাপিত। আবার শিবের নাম করিয়া ঝাঁপ বা চড়কাদি শরীর নিগ্রহের নিদর্শন অনেকটা বাহ্য ব্যাপার হইয়া দাড়াইয়াছে সত্য, কিন্তু শারীরিক রিপুদমন করাই যে ইহার মূল উদ্দেশ্য তাহা বিলক্ষণ বুঝা যায়।

এই হিন্দু সম্প্রাদায়ে যেমন খোরশ বংশ হইতে জন্ম-লাভ করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ও ঠিক এই একই মাসে রোজা সাধনে সমস্তদিনব্যাপী উপবাস করেন, নমাজ করেন ও আত্মনিগ্রহ করেন, এ সাধন ও আত্মত্যাগ ও অত্ম-সংযমের জন্য তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। নিষ্ঠাবান মুসলমানগণ কতই কঠোরভাবে এই রোজা সাধন করিয়া থাকেন।

খৃষ্ট সম্প্রদায়স্থ কাথলিক মতাবলম্বীগণ এই মাসে মুসলমানদিগের ন্যায়ই, লেণ্ট (Lent) উপবাস করেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হয়ত মৌন ব্রতধারী হইয়াও বাক্য সংযম করেন, এবং একবারে উপবাস না করিলেও অল্পাহার ও মিতাচার সাধন বিশেষ নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করেন। ধ্যান, চিন্তা, আত্মনিগ্রহ, দান, তপস্যা এই সাধনের প্রধান অঙ্গ।

যাহাহউক এই চৈত্রমাসে যে একই ভাবে প্রায় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়িকগণ বৈরাগ্য ও আত্ম-সংযম সাধন করেন ইহার বিশেষত্ব আমাদেরও হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। বর্ষ শেষের মাসে আমাদিগের সকলেরই স্মরণ করা উচিত এই বর্ষ যেমন শেষ হইতে চলিল তেমনি আমাদিগের এ জীবনের দিনও ক্ষয় হইয়া আসিল। সুতরাং এই মাসে যেমন পুরাতন বর্ষ শেষ হইতেছে তেমনি পুরাতন জীবনের পাপ ও অপরাধ পবিত্র বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, আত্ম-সংযম ও আত্মনিগ্রহ দ্বারা শারীরিক প্রবৃত্তি সকল বলিদান করিয়া নূতন বর্ষে নূতন জীবনে প্রবেশ করিতে কৃত-সংকল্প হই।

শৈব সাধকদিগের সন্ন্যাস, মুসলমান সাধকদিগের রোজা উপবাস, খৃষ্ট সাধকদিগের লেণ্ট ব্রহ্মনন্দন শ্রীঈশার ক্রুশারোহণে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই দেবনন্দনের দৈববলে বলীয়ান হইয়া আমার ও আমাদের পাপ আমিত্ব ও দৈহিক প্রবৃত্তি বলিদান করতঃ পুরাতন জীবন ত্যাগে বদ্ধপরিকর হই, নববিধান বিধায়িনী জননী আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ করুন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

মৎস্য ধরা।

গভীর জলে মৎস্য ধরিতে হইলে জলে না ডুবিলে ধরা যায় না। ভক্তমীন ও পরলোকগত অমরাত্মাদিগকেও ধরিতে হইলে ব্রহ্মজলে ডুবিতে হয়। তাঁহারা ব্রহ্মজলধিতে বাস করেন। পরলোকগত আত্মীয়গণের সঙ্গ করিতে চাহিলেও ব্রহ্মসঙ্গ বা ব্রহ্মোপাসনা বিনা হয় না।

ধর্ম্মের নামকরণ।

এক আকাশ হইতেই বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে ইহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু ব্যবহারিক ভাষায় আমরা বলিয়া থাকি হিমালয়ের বাতাস, সমুদ্রের হাওয়া, বটগাছের বা নিমগাছের হাওয়া। একই আকাশের বাতাস যেমন যখন যাহার ভিতর দিয়া উপভোগ করি তখন সেই সেই নামে অভিহিত করি, তেমনি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর বা ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের ভিতর দিয়া যখন যে ধর্ম্মভাব বা বিধান অভিব্যক্ত হয় তখন সেই সেই নামে তাহা অভিহিত হইয়াছে। মূলে কিন্তু একই ঈশ্বরের বিধান, একই চিদাকাশের বাতাস।

ঋষির দুর্গতি।

এক জ্যোতিষী কোন ঋষিকে বলিলেন যে, আগামী তিন বৎসর আপনার খুব খারাপ সময় যাইবে, আপনি সাবধানে থাকিবেন। ঋষিপ্রবর ভাবিয়া আকুল কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না; পরে অনেক সিদ্ধান্তের পর ঠিক করিলেন যে, পোকা হইয়া এক পর্ব্বতের ভিতর থাকিলে সহজে কেহ অনিষ্ট করিতে পারিবে না; তাহাই হইল। তিন বৎসর অতীত হইলে তিনি নিজের কায়া ধারণ করিয়া সেই জ্যোতিষির নিকট গমন করিয়া বলিলেন, "এই দেখ আমার আর কি হইল? আমি যেমন ছিলাম তেমনই আছি।" জ্যোতিষী পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "আবার হলো না কি? আপনি এত বড় ঋষি আপনাকে পাহাড় কাটিয়া পোকা হইয়া থাকিতে হইল, একি কিছুই হলো না।

সংসার-চক্র।

আজ হস্তিনায় মহা সমারোহ উপস্থিত, চতুর্দ্দিকে দর্শকমণ্ডলী আগ্রহে দণ্ডায়মান আছে; নিকটে এক বাঁশের অগ্রদেশে ঘূর্ণায়মান চক্রের নিম্নে এক জলপাত্র, সেই ঘূর্ণায়মান প্রতিবিম্ব দেখিয়া একটী মাত্র ছিদ্রের ভিতর দিয়া বাঁশের উপরিস্থিত একটী স্বর্ণের মৎস্যের চক্ষু বিদ্ধ করিতে হইবে; কে এমন বীর আছ এস? এ সংসারও কি সেইরূপ নয়? এই যে ঘূর্ণায়মান সংসার চক্র ইহার মধ্য দিয়া সেই উর্দ্ধে অবস্থিত সচ্চিদানন্দ ভগবানকে তোমার আত্মারূপ শর যোজনা করিতে হইবে; সংসারে এমন কে বীর আছ এস? সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে আর হইবে না।

আত্ম-চিন্তা।

কোথায় যাইতেছি? যে দিকে চলিতেছি তাহার গম্যস্থানের কি নিকটবর্ত্তী হইতেছি? পথিকের যেমন এই সকল প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয় ধর্ম্মসাধকের পক্ষেও কি সেইরূপ নয়? ধর্ম্ম-সাধকদের কথা তো ছাড়িয়াই দি, আমারই জীবনে কত সময় প্রশ্ন উদয় হয়, কি করিতেছি, কোথায় যাইতেছি? লক্ষবিহীন জীবন লইয়া কি শেষ বিনষ্ট হইব? এ অনন্ত অতৃপ্তির কি কিছুতেই পরিসমাপ্তি নাই! বন্ধুর রাস্তা তাহাতে পড়িতেছি উঠিতেছি, অথচ চলার শেষ নাই। এখানে আমার স্বাধীনতাদি কিছুই নাই। উন্নতিশীল আদর্শকে যে অবলম্বন করিয়া চল্‌ছি নাকেখৎ দিয়ে এখন তাই স্বীকার কর্‌তে হচ্ছে, অনন্ত ঈশ্বর যাহাদের উপাস্য, তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ তৃপ্তি অসম্ভব! সেইজন্য ভিতর হইতে ক্রন্দন উত্থিত হইতেছে মনের মত নাম গান করা হলো না; জীবন বৃথাই যাইতেছে।—(প্রাপ্ত)

বিধান-সেবকের প্রকৃতি।

(স্বর্গীয় প্রেরিত ভাই ফকির দাস রায়ের লিখিত)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে সেবাব্রতগ্রহণকারীগণের প্রতি অত্যাচারের কারণ স্বতন্ত্র। তৎকালে সেবাব্রতী যাঁহারা তাঁহারা ভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাসের অভাব হেতুই ঐ প্রকার অত্যাচার। এক্ষণেও যে বিশ্বাসের অভাব আদৌ নাই তাহা নহে। এখনকার সেবাব্রতীগণ ক্ষুদ্র এবং পাপী বলিয়া নিজেদের জানেন। এজন্য তাঁহাদের যে দুর্ব্বলতা নাই এমতও নহে। ঐ দুর্ব্বলতা হেতু সেবাতে ত্রুটি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অন্য দিকে সেবাগ্রহণকারী স্বীয় বিশ্বাস যথাযথ সেবকগণের প্রতি রক্ষা করিতে পারেন না, ইহার অনেক কারণ হইতে পারে। প্রথমতঃ তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাসের অভাব, ২য় তাঁহার আধ্যাত্মিক পুষ্টির অভাব, ৩য় সাংসারিকতা, ৪র্থ সত্য সাধনের মর্ম্ম সম্যকরূপে অবধারণ না করা। সত্যের অনুজ্ঞা এই যে মানুষ কাহাকেও দূরে পরিহার করিতে পারে না।

পূর্ব্বতন আচার্য্য এবং প্রেরিত মহাপুরুষগণ তাঁহাদের প্রতি, অত্যাচারীগণকে কৃপা বা প্রেম দৃষ্টিতে দেখিতেন। তাঁহারা মানব চরিত্রের অভিজ্ঞ ছিলেন। মানবীয় দুর্ব্বলতা দেখিলে তাঁহাদের অন্তরে ঘৃণার উদয় হইত না। তাঁহারা যথার্থ প্রেমিক ছিলেন, প্রেমের স্বভাব, অন্যের ব্যবহার নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহার মঙ্গল সাধনে ব্রতী থাকা।

আমরা তেমন করিয়া সত্যেতে অর্থাৎ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মেতে আমাদের জীবন প্রতিষ্ঠা করিতে পারি নাই। সত্য হইতে স্খলিত হইলে সত্যের সন্তান সন্তগণকে ভুলিয়া যাই, বা তাহাদের প্রতিহিংসায় প্রবৃত্ত হই। যদি আমরা তাঁহাতে (ঈশ্বরেতে) অবস্থিত থাকিয়া তাঁহার মধ্যে তেমন করিয়া তাঁহার সন্তানগণকে দেখিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাহাদের প্রতিহিংসা করিবার কারণ আমার নিকট আসিতে পারিত না। আমরা যখন ঈশ্বরেতে অবস্থিত থাকি তখন দেখি তাঁহার মধ্যে সকল নর নারী। তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আমার ব্রহ্ম দূরে অবস্থান করিতে পারেন ঐরূপ ধারণা আমার মিথ্যা ধারণা মাত্র। দ্বিতীয় কারণ আমরা সত্যকে তেমন দৃঢ়রূপে ধারণ করিতে পারি নাই বলিয়া তাঁহার সহিত প্রকৃত সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে পারি নাই। যে স্থলে সম্বন্ধের শিথিলতা সে স্থলে প্রেমের অপূর্ণতার ভাব লক্ষিত হইবে ইহা আর বিচিত্র নহে।

মানুষ স্বভাবতঃ যদ্রূপ তদ্রূপ আপনাকে জানিবে। ইহা সত্য হইলেও আমরা অহংকার অভিমান বশতঃ ইহার অন্যথা করি। আমরা যাহা তাহাই অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে বাধ্য, কিন্তু অন্য প্রণালী নাই, কেবল কার্য্য আমাকে প্রকাশ করিবে, কার্য্য আমাকে বাঁচাইবে। অন্য কোন উপায়ে আপনাকে প্রকাশ করা ঠিক নহে। কারণ কার্য্য বা জীবন দ্বারা মানুষ

সদাই অভিব্যক্ত হয়। অহঙ্কার অভিমানের অধীন হইয়া আমরা আমাদিগকে ঢাকা দিতে চেষ্টা করি সেই অহঙ্কার অভিমান চূর্ণ করিতে মহান্ ব্যক্তি যিনি, তিনি নানা উপায় না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। এজন্য দুঃখ, বিবাদ, পরীক্ষার প্রকাশ হইয়া থাকে। আমরা আপনাদিগকে প্রকাশ করিতে না চাহিলেও একদিন প্রকাশিত হইব। তবে কথা দ্বারা প্রকাশ করা ঠিক নহে।

অন্যে আমাদিগকে বুঝিবেন আমাদের কথায় নহে, আমাদের কার্য্যের দ্বারা, প্রণালী ঈশ্বর স্বয়ং, তাঁহার ভিতর দিয়া না হইলে আমরা অন্যকে জানিতে পারি না। অন্যেও আমাদিগকে জানিতে পারিবেন না।

—•—

সম্বন্ধ সাধন।

(স্বর্গীয় ভাই ফকির দাস রায় লিখিত)

ধর্ম্মরাজ্যে সম্বন্ধ সাধন গুরুতর ব্যাপার এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। বিধাতার সহিত সম্বন্ধ স্থির না হইলে তাঁহাকে আপন ইষ্টদেবতারূপে গ্রহণ ও সেবা করা যায় না। সম্বন্ধ নির্দ্দেশের পূর্ব্বে দর্শন অবসম্ভাবী। পুনঃ পুনঃ দর্শনে পরিচয় তৎপরে সম্বন্ধবোধ। সম্বন্ধের যেমন দুই দিক, পরিচয়ের তেমনি দুই দিক; কিন্তু ঐ দুই দিকই যুগপৎ বুঝিতে পারা যায়। ঈশ্বরদর্শন সঙ্গে সঙ্গে, আত্মদর্শন। তিনি এক সত্য, আমি নানা অসৎ বিষয়ে অনুরাগ জন্য বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন, অসার এবং অসত্য। তিনি সকল বিষয় সম্যক্‌রূপে দেখিতেছেন, জানিতেছেন, আর আমি অন্য বিষয়ের কথা দূরে থাক, আপনাকেও তেমন জানিতে পারি নাই। তিনি আলোক এবং আমি অন্ধকার ইত্যাদি। দর্শন দ্বারা পরিচয় স্থির না হইলে সম্বন্ধ নির্দ্দেশ হয় নাই। এই সম্বন্ধ নির্দ্দেশ পক্ষে আত্মদৃষ্টি বিশেষ প্রয়োজন। আত্মদৃষ্টি প্রায় তত মলিন হয়, যত অন্যের প্রতি দৃষ্টি প্রখর হয়। এজন্য অন্যের বিচার সাধকের এই অবস্থায় একান্ত পরিহার্য্য। সাধক আপনাকে জানিয়া আপনারই ইষ্টদেবতাকে জানেন। এইরূপে পরিচয় কথঞ্চিৎ হইলেও সম্বন্ধ নির্দ্দেশ হয়। তাঁহার সহিত বিশেষ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ না হইলে ধর্ম্মের নিগূঢ় স্থায়ী অধিকার হয় নাই।

ভ্রাতৃসম্বন্ধ।—ইতি পূর্ব্বে বিধাতৃ সম্বন্ধ।

আমাদের অন্যত্র যাওয়া নিষেধ। যদি যাইতে হয় (এবং যাইতেই হইবে) তবে বিধাতার মধ্য দিয়া না গেলে নানা গোলযোগ। বিধাতার মধ্য দিয়া তাঁর আলোকে যেমন আপনাকে দেখিতে হয়, মানিতে হয়, তেমনি অন্যকে দেখিতে, মানিতে হয়। এ পথে সংশয় অবিশ্বাস নাই। অন্য পথে সংশয় অবিশ্বাস অনিবার্য্য। এই অবস্থায় অন্যের সহিত সখ্য হইতে পারে না। সখ্য স্থাপনের পূর্ব্বে অন্যের পরিচয় লাভের প্রয়োজন। ঐ পরিচয়ের পূর্ব্বে দর্শন আবশ্যক। বিধাতার ভিতর দিয়া দর্শন পরিচয় হইলে, অন্যের সহিত সম্বন্ধ স্থির হয়। এই সম্বন্ধেরও দুই দিক আছে। সম্বন্ধের পূর্ব্বে অনুরাগ সঞ্চার, পরে প্রেম বিস্তার, প্রেম বিচার করে না, ভালবাসে। সম্বন্ধ জন্য যে স্থলে ভালবাসা নাই সে স্থলে বিচার কোন মতে স্থান না পায়। এই বিচার সখ্যের বিঘ্নস্বরূপ। প্রেম সাধক সদা আপনাকে দীন অকিঞ্চন দেখিতে বাসনা করে। প্রভুত্বের কামনা করে না। এজন্য সখা সখাকে বিচার করে না। সকলকে বিচার করিবেন বিধাতা। সাধক, তুমি অন্যকে বিশ্বাস কর, গ্রহণ কর। ইহাই মণ্ডলী সাধন।

সাম্প্রদায়িক বিবাদ ও তাহার প্রতিকার কি?

(প্রাপ্ত)

বর্ত্তমান জাতীয় নববিধানের নবভাবে সার্ব্বজনীন উপাসনা সম্মিতি এবং সমবেত উপাসনা দ্বারা বর্ত্তমান জগতের সাম্প্রদায়িক বিবাদের মিমাংসা আংশীকভাবে দৈনিক নায়কে প্রকাশ করিয়াছিলাম। আরও কতকটা বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

উপাসনা কতকগুলি কথা নয়, বাগ্মীতা নয়, এবং হাব ভাব প্রকাশের উপায় নয়। এই ভাবের উপাসনা বর্ত্তমান সময়ে শত শত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্মমন্দিরে পথে ঘাটে হইতেছে। কিন্তু তাহার ফল কৈ? কার্য্যের পরিচয় ফলের দ্বারা প্রকাশ হয়। কিন্তু দৈনিক শত সহস্র উপাসনার ভিতর সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কাটাকাটি মারামারি দেখিয়া মনে হয়, এই উপাসনা সমষ্টি প্রকৃত উপাসনা নয়, কিন্তু কতকগুলি শূন্যগর্ভ শব্দ মাত্র। এই সব উপাসনা যদি বাস্তবিক শব্দ ব্রহ্ম হইতেন তাহা হইলে জগতের চিত্র আজ অন্যরূপ ধারণ করিত। উপাসনাকে শব্দ ব্রহ্মে পরিণত কিরূপে করা যায়, তাহাই এই সেবক সত্য অনুসারে নিবেদন করিতেছে। উপাসনার প্রকৃত অর্থ ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিয়া সাধকের অভাব তাহার চরণে নিবেদন করা। এই সান্নিধ্য লাভের দ্বিতীয় অর্থ উপাস্য এবং উপাসকের যোগ বা একাত্মতার অবস্থা। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যখনই যোগী বা সাধক নিজ অভাব বা দেশের অভাব মণ্ডলীর অভাব বা জগতের অভাব ভগবৎ চরণে জ্ঞাপন করেন, তাহার উত্তর তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় হাতেহাতে পাওয়া যায়। সুতরাং ভগবানের সঙ্গে এই ব্যক্তিগত, জাতীয় এবং সার্ব্বজনীন সান্নিধ্য কি সূত্র অবলম্বনে লাভ করা যায় তাহাই একবার আলোচনা করা যাউক।

জগতের যত মহান্ অত্যাপকারী, যাহার উপর জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে তাহা ভগবান অতি সহজ ও সহজ প্রাপ্যভাবে

আমাদের চতুর্দ্দিকে রাখিয়া দিয়াছেন যথা—আলোক, বাতাস, জল ইত্যাদি। হীরকখণ্ড আমাদের জীবন ধারণের জন্য নিষ্প্রয়োজন সুতরাং তাহা দুষ্প্রাপ্য কিন্তু আলোক জল বাতাসের অভাবে আমাদের জীবন বাঁচে না, সুতরাং তাহা আমাদের চতুর্দ্দিকে সহজ প্রাপ্যভাবে তিনি রক্ষিত করিয়াছেন। সেইরূপ জগতের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মগুলি ভিন্ন জাতীর সাময়িক প্রয়োজন অনুসারে পাত্র কালভেদে মানবের সহজ বোধগম্য রূপে তিনি যুগে যুগে প্রকাশ করিয়াছেন। এই এক একটী অতীত ভাবের উপর পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন অগণ্য বিধান তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। এই সমস্ত বিধান শ্রীব্রহ্ম হইতে প্রসূত এবং চিরসত্য। বর্ত্তমান যুগে ভিন্ন ভিন্ন জাতি নিজ নিজ অভাব মোচনের অভিপ্রায়ে গমনাগমনের ভগবৎ প্রেরিত নানারূপ সুবিধা অবলম্বন করিয়া পরস্পর মিলিত হইতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে এক জাতি অন্য জাতিকে পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে থাকিতে পারিতেছেন না। এই মহা সম্মিলনের ভিতর প্রত্যেক জাতি তাহাদের পুরাতন ধর্ম্মবিধানের গণ্ডীর ভিতর থাকিয়া মিলন প্রয়াসী হওয়াতে বর্ত্তমান জগতে সাম্প্রদায়িক বিবাদ ভীষণ মূর্ত্তিতে চতুর্দ্দিকে প্রকাশ পাইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জগতের যাবতীয় পুরাতন বিধান মহান সত্য। সুতরাং যাহা সত্য তাহা চির সত্য এবং তাহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারেন না। তাহা হইলে কি উপায়ে সেই মহান পুরাতন সত্য বিধান সকলকে অস্বীকার বা অতিক্রম না করিয়া এক মহান্ সমন্বয়ের ভাবে সেই সমস্ত সত্যকে আমরা একাধারে গ্রহণ করিতে পারি। তাহাই এই বর্ত্তমান যুগের মহান সমস্যা। ভগবৎ কৃপাতে এবং অতীত যুগের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণের দয়াতে এই নব রূপের নব জাতীয় ভাবের উষাকালে এই সমস্যার মিমাংসা অতি সহজ ভাবেই ভগবান নিজেই করিয়াছেন। তাহা এই :—

১। জগতের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের যত ধর্ম্মবিধান শ্রীভগবান হইতে প্রসূত এবং সেই সমস্ত চির সত্যগুলি ভগবানের নিকট জীবন্ত জাগ্রত ভাবে স্থিতি করিতেছে।

২। সেই সমস্ত সত্য সহ ভগবান আমার তোমার এবং সমস্ত মানবের ভিতরে ওতপ্রোত ভাবে স্থিতি করিতেছেন।

৩। সুতরাং সেই সমস্ত চিরসত্য বা বিধান মতে আমার তোমার এবং সমস্ত মানবের প্রাণে ওতপ্রোতভাবে চির বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব আমরা প্রত্যেকেই একাধারে হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ ইত্যাদি। এই যখন আমাদের অবস্থা, তখন আমরা কাহার সঙ্গে বিবাদ করিব।

ভাই সকল, আত্মস্থ ভগবানের ভিতর জাগ্রত হও, তাঁহাতে স্থিতি কর এবং তাহার সঙ্গে এক হইয়া জগতের সমস্ত সম্প্রদায়ের, জাতির মঙ্গলের নিমিত্ত ভগবৎ চরণে আত্ম-নিবেদন কর। ইহাতেই আমার মঙ্গল, তোমার মঙ্গল ও জগতের মঙ্গল এবং আমাদের নিত্যানন্দ লাভ হইবে।

শ্রীতে চৈতন্য পেয়ে, জীবনে অদ্বৈত হয়ে,
নিত্যানন্দে কর অবস্থিতি।

হে যুবক ভ্রাতাগণ, আর বৃথা বিরোধ এবং বিবাদে অমূল্য সময় নষ্ট না করিয়া এই বিশ্বজনীন বা জাগতিক উপাসনা সমিতিতে যোগদান করুন এবং বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের ভিতরে শক্তিমন্ত হইয়া জগতে শান্তি ও মিলন স্থাপন করুন এবং নিত্যানন্দ লাভ করুন।

নিবেদক—সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

কুচবিহার নববিধান সমাজ।

সপ্তনবতিতম মাঘোৎসবের কার্য্য বিবরণ।

(ইং ১৯২৭, ১৩৩৩ সাল, ১২ই মাঘ)

সপ্তনবতিতম মাঘোৎসবে এবার বাহিরের লোক সমাগম বেশী হয় নাই। কিন্তু ভিতরে স্বর্গীয় মহাত্মাদিগের অত্যন্ত ভিড় হইয়াছিল।

৯ই মাঘ, রবিবার—সামাজিক উপাসনায় বৈকুণ্ঠধামে স্বর্গীয় মহাত্মাদিগকে সাদর নিমন্ত্রণ করিবার জন্য ভক্ত-নারদকে পাঠান হইয়াছিল। শ্রীমদাচার্য্যদেবের উপদেশ ১০ম, ১২শ "উৎসবের নিমন্ত্রণ" ও প্রার্থনা "সাধুভক্তি" দৈঃ প্রাঃ, ৮ম, ৯ম পৃঃ পাঠ ও তদনুযায়ী প্রার্থনাদি করা হইয়াছিল।

১১ই মাঘ, পূর্ব্বাহ্নে—৮৷৷০ ঘটিকায় প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত মনোরথ ধন দে মহাশয়ের নেতৃত্বে ২।৩টী কীর্ত্তন হওয়ার পর বেদী গ্রহণ করিয়া দেখা গেল (উপলব্ধি হইল) যে, স্বর্গীয় মহাত্মারা দীনহীন অধম অকিঞ্চনের কাতর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। ভক্ত-নারদ স্বদেশী বিদেশী, স্ত্রী পুরুষ যাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, দয়া করিয়া তাঁহারা সকলেই আসিয়া মন্দির আলো করিয়া বসিয়াছেন। এইরূপ উপলব্ধি করিয়া গভীর আরাধনা প্রার্থনাদি হইয়াছিল। শ্রীমদাচার্য্যদেবের উপদেশ "স্বর্গীয় মহাত্মাদিগের উপদেশ" ১১শ, ১৩৬পৃঃ ও প্রার্থনা "ভক্ত চরিত্রে চরিত্রবান" দৈঃ প্রাঃ, ৩য় ২৮ পৃঃ পাঠ ও তদনুযায়ী প্রার্থনাদি করা হয়। মন্দিরে যে বেশী লোক হয় নাই তাহা আমার মনেই ছিল না। ১১টার কিছু পূর্ব্বে এবেলার কার্য্য শেষ হয়।

অপরাহ্ন ৪৷৷টার পর কিছু পাঠ ও আলোচনা হয়। পাঠ ও আলোচনার বিষয়—মহাপুরুষগণকে কিরূপে ঠিক দেখা যায়? এবং মানুষ পাপ করে কেন? শেষ মীমাংসা যেমন সূর্য্যালোক ভিন্ন কোনও বস্তুই পরিষ্কাররূপে দেখা যায় না সূর্য্যও সূর্য্যালোকেই প্রকাশিত হয় তেমনি ব্রহ্মালোকেই মহাপুরুষদিগকে ঠিক দেখা যায়। সকল মানুষকেই ব্রহ্মালোকে দেখিলে যে যা ঠিক তাই বোঝা যায়। আর ব্রহ্মও ব্রহ্মালোক ভিন্ন কারই অন্তরে প্রকাশিত হন না।

আর জাগ্রত জীবন্ত ঈশ্বরকে সকল সময় সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ

উপলব্ধি না করিতে পারিলে মানুষ পাপ করিবেই। ছাড়িতে পারিবে না। ঈশ্বর বিশ্বাস না থাকাই তাহার কারণ। তৎপর মনোরথ বাবুর নেতৃত্বে ২১৩টী প্রমত্ত কীর্ত্তন হওয়ার পর ৬।০টায় বেদী গ্রহণ করা হয়। এবেলাও ব্রহ্মানন্দাদি স্বর্গীয় মহাত্মাদিগকে, বিশেষভাবে ভক্তির অবতার ভক্ত শ্রীচৈতন্যদেবকে উপস্থিত জানিয়াই উপাসনা আরম্ভ হইল। শ্রীমদাচার্য্যদেবের উপদেশ নূতনত্ব ১০ম ১৫৬ পৃঃ ও আচার্য্যের প্রার্থনা "নিত্য নূতন হরি" দৈঃ প্রাঃ, ৪র্থ ৮০ পৃঃ পাঠ ও প্রার্থনাদি হয় ৯টার কিছু পূর্ব্বে শান্তিবাচন করা হইল।

মা বিধানজননী এবার এই ভাবে উৎসবের প্রসাদ বিতরণ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ করিলেন।

বিনীত সেবক—শ্রীনবীনচন্দ্র আইচ।

—•—

শ্রীকেশবচন্দ্র।

(প্রাপ্ত)

(নারীকবি উৎকল ভারতী কুমারী কুন্তলা কুমারী সাবত দ্বারা গত ৮ই জানুয়ারী শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ স্মরণার্থ কটক ব্রহ্মমন্দিরে পঠিত উড়িয়া প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ)

কেশবচন্দ্রের জীবনচরিত অনেকে পাঠ করিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে আমার অপেক্ষা বিশেষজ্ঞ লোক এস্থানে অনেকে আছেন। সেই জন্য তাঁহার জীবন-চরিত বর্ণনা আমার উদ্দেশ্য নহে।

ভাই, ভগিনি! জগতে শত শত ব্যক্তি শত শত বীর, গুণী, জ্ঞানী, পণ্ডিত জন্মলাভ করিতেছেন, কিন্তু কেশবের ন্যায় অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব, অদ্ভুত ঈশ্বর প্রীতি লইয়া কয়জন এ পৃথিবিতে আসিয়া থাকেন। কয়জন এ পাপ তাপ ক্লিষ্ট ধরাবক্ষে অমৃতধারা ঢালিয়া দিতেছেন? সাধারণ মানুষের মত ঘর সংসার করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া এ ক্ষণস্থায়ী জীবনটী অতিবাহিত করিয়া অনেকে চলিয়া গিয়াছেন, অনেকে সেইরূপ জীবন যাপন করিতে থাকিবেন, কিন্তু এ নরজীবনে পরমার্থের সন্ধান কয়জন পাইয়া থাকেন? কয়জন ব্রহ্মানন্দসুধা পান করিয়াছেন? কয়জন তাহা জগতকে দান করিয়াছেন? অতি বিরল, অতি বিরল।

কেশবচন্দ্র আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষ, নিত্য সুখ দুঃখ বিজড়িত, দোষ গুণ সমন্বিত, একজন রক্ত মাংস শরীরধারী মর্ত্তের মানুষ পৃথিবীর ধূলি হইতে যাঁহার উৎপত্তি, পৃথিবীর মৃণ্ময় অঙ্কে যাঁহার পরিণতি, আমাদের ন্যায় আশা, নৈরাশ্য দুঃখ ক্লেশ, পরীক্ষা, প্রলোভন কামনা বাসনায় যিনি আমাদের ন্যায় স্মৃতি [illegible] ভোগী, ষড়রিপু ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের অধীন একজন ধরণী[illegible] ক্ষুধার জ্বালা যিনি সহ্য করিতেন, চক্ষে যাঁহা[illegible]ড়িত, মানবীয় দুর্ব্বলতায় যিনি ভুল ভ্রান্তি করিতেন, তিনি তো একজন মানব। কিন্তু কি বিশাল মহিমাময় সে জীবন। কি অত্যুদার চমৎকার: সে হৃদয়। কি উচ্চ সে সাধনা। তাঁহার নিকট আমাদের মস্তক অবনত, আমাদের হৃদয় শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে অভিভূত, আমাদের প্রাণ গৌরব গর্ব্বে স্ফীত! কারণ কেশব আমাদের—আমাদেরই একজন ভারতীয় ভাই, তাঁহার জীবন আমাদের গৃহের সম্পত্তি—আমাদের আদরের ধন।

সে অধিক দিনের কথা নয়, যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য ধর্ম্ম এদেশে প্রবেশ করিল, সে সময়ে ভারতের ভাগ্য-গগন ঘন তিমিরাচ্ছন্ন, চারিদিকে যুদ্ধ বিপ্লব, অশান্তি অরাজকতা, ধর্ম্মের নামে শত শত বীভৎস কুসংস্কার, কদাচার। ভারত তাহার পবিত্র উপনিষৎ প্রদর্শিত ধর্ম্মমার্গ ভুলিয়া গিয়াছিল, উপনিষদের শিক্ষা সাধনা ভারতবক্ষ হইতে লুপ্ত হইয়াছিল। পরব্রহ্মের পবিত্র উপাসনার পরিবর্ত্তে ভারতের সন্তান, ঋষির বংশধর, পরিমিত প্রতিমার মোহে মুগ্ধ হইয়াছিল, হিন্দু ভুলিয়া গিয়াছিল প্রাণের পূজা, নৈবেদ্য—পশুর প্রাণ বধ করিয়া দেবতাকে সন্তুষ্ট করিতেছিল। চিন্ময়ী মা, মৃণ্ময়ী প্রতিমা হইয়াছিলেন। পৌরহিত্যের দারুণ অত্যাচার তান্ত্রিকদিগের কূট ধর্ম্ম ও কল্পনাজাল, মায়াবাদীর শূন্য তত্ত্ব ভারতবক্ষে তৃষ্ণার হাহাকার জাগ্রত করিয়াছিল। যে ভারতবক্ষে চৈতন্যের প্রেম বন্যা বহিয়াছিল, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে অঙ্কে ধারণ করিয়াছিলেন। যে ভারতে মহাত্মা গৌতম মুনির সাম্যমৈত্রী করুণার মহোদার বাণী হিমালয় হইতে কুমারীকা পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, সে ভারত ভুলিয়া গিয়াছিল তাহার গৌরবময় ধর্ম্ম-সাধনা, তাহার বিশ্বপ্রীতি। জাতীয় ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে, সমাজের আবেষ্টনে, শুষ্ক মনের মধ্যে নিবদ্ধ হইয়াছিল ধর্ম্ম সাধনা। সেই সময়ে প্রবল প্রলয়াগ্নিশিখারূপে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা দেশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল। সেই প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে শত শত ভারত সন্তান পতঙ্গপ্রায় পতিত হইলেন। নিজের যে কিছু আছে, নিজের পূর্ব্বপুরুষদিগের যে অপূর্ব্ব রত্নরাজি ধর্ম্ম ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে তাহা কাহারও মনে পড়িল না। শত শতাব্দীর ঘন জঞ্জাল আবর্জ্জনার ভিতর হইতে মণি আহরণ করা দুষ্কর বলিয়া মনে হইল। ভারত নিজের সম্পত্তি বিসর্জ্জন দিতে বসিল, হিন্দু মরিতে বসিল। নিজের সভ্যতা, নিজের সাধনা, নিজের শিক্ষা, ভারত সন্তানের চক্ষে হেয় বিবেচিত হইল। কেবল হিন্দু কেন? পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম পর্য্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইল। প্রবল বন্যায় ভারত বুঝি ডুবিয়া যায়। না তাহা বিধাতার অভিপ্রেত নহে। ঘোর অন্ধকারের ভিতর হইতে সহসা আকাশের প্রভাত তারার ন্যায় উদয় হইলেন রামমোহন। হিন্দুর শাস্ত্র ও মুসলমানের কোরাণ হইতে পবিত্র একমেবাদ্বিতীয়ম উদ্ধার করিলেন। ভারতপ্রাণ যেন নবপ্রভাতের আশায় স্পন্দিত হইল। কিন্তু সেই পর্য্যন্ত যথেষ্ট নহে। পূর্ব্ব আকাশে

অপূর্ব্ব উষার আলোক দেখিতে পাওয়া গেল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীতে একজন ভারতীয় মহামুনি, ভারতের সুপ্তকুটীর দ্বারদেশে অপূর্ব্ব মনোহর বেশে উপস্থিত হইলেন। উপনিষদের গম্ভীর শান্তি নিনাদে ডাকিলেন "উঠ ব্রহ্মসন্তান, জাগ অমৃতের পুত্রগণ, আমি সেই মহান পুরুষের সন্ধান পাইয়াছি। আত্মাপুরে সেই পরমাত্মাকে দেখিয়াছি। হে পথভ্রষ্ট পথিক! বিপথে যাইতেছ। এস এস ব্রহ্মপুর হইতে তোমার নিমন্ত্রণ আসিয়াছে। এই তোমার শাস্ত্র, মহামূল্য অপূর্ব্ব জ্যোতি বিশিষ্ট মাণিক্যরাজি তোমারই আবর্জ্জনা স্তূপ মধ্যে নিহিত, তুমি সংগ্রহ কর ও ভোগ কর।" উষালোকের সঙ্গে সঙ্গে প্রাতঃসূর্য্য প্রকাশিত হইল। নবরবিকল্প কেশবের উদ্ভব হইল। যেন কে ভারতপ্রাণে এক নবসঞ্জীবনী সুধা সিঞ্চন করিল। নববিধানের নবসাধনার মহামন্ত্র অমৃতময় বীণায় বাজিয়া উঠিল।

সেই কেশব। সেই আমাদের নমস্য কেশব। সেই ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মসন্তান পরম ভক্ত পরম যোগী কেশবকে আজ আমরা শ্রদ্ধার পুষ্প চন্দনে অভিষিক্ত করিবার জন্য এখানে সমুপস্থিত হইয়াছি। আমরা তাঁহার ভারতীয় ভাই ভগিনী। আহা কেমন করিয়া সে শ্রদ্ধার অর্ঘ প্রদান করিব, কেমন করিয়া সে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিব!

যিনি ভারতবক্ষে সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিয়া গিয়াছেন, হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ জৈন ব্রাহ্ম খৃষ্টিয়ানকে একতা সূত্রে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী আমরা কিরূপে তাঁহার বন্দনা করিব। আজ আমাদের ভাষা নীরব, হৃদয় গম্ভীর ভাবে পূর্ণ, চক্ষুজলে আপ্লুত।

এই ভারত বুঝি হিন্দু মুসলমানের জননী? ভারতে বুঝি বৌদ্ধ খৃষ্টিয়ানের বসতি। সকলের ধমনীতে একই রক্ত প্রবাহিত। কিন্তু কোথায় সে প্রেম, কোথায় সে আত্মীয়তা। পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। ভাই ভায়ের শোণিত পিপাসু, সহদর সহোদরের বিনাশক। ভ্রাতৃহন্তা ভারতবাসী তোমরা যে এক পিতার সন্তান তাহা ধর্ম্মান্ধতা বশতঃ দেখিতে পাইতেছ না। পরস্পরের নির্য্যাতন মধ্যে ধর্ম্মান্ধতা ভিন্ন আর কি আছে। সে শত্রুতার মূলে তো ধন লিপ্সা নাই, উচ্চ পদমর্য্যাদার আকাঙ্ক্ষা নাই, আছে কেবল নিজের ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন, আছে কেবল নিজের শাস্ত্রের অভ্রান্ত মহিমা ঘোষণা। এই নিদারুণ হিংসার মধ্যে, এই প্রবল আত্মকলহের মধ্যে যে সেই দেবতারূপী মহান্ পুরুষ বজ্রনির্ঘোষে সমস্ত ধর্ম্মমণ্ডলীকে আঘাত করিয়া বলিতেছেন "কেন এ বিরোধ, কেন এ বিচ্ছেদ, শোন হিন্দু, শোন মুসলমান, শোন খৃষ্টান্। কি জন্য তোমাদের মধ্যে এত কলহ, এত রক্তপাত। এক মায়ের শিশু তোমরা। মূর্খ অজ্ঞান! কিসের জন্য বিবাদ করিয়া পবিত্র পরিবার ছিন্ন ভিন্ন করিতেছ। ধর্ম্মে বিরোধ নাই। ধর্ম্ম যে সত্য, মহাসত্য। কুসংস্কারেই বিরোধ, হিংসাতেই বিরোধ, একদেশদর্শিতাতেই বিরোধ, ধর্ম্মে কি বিরোধ সম্ভব? সকল ধর্ম্মই সত্য।

সকল ধর্ম্ম সত্য! অনেকে তাঁহাকে উপহাস করিল, পাগল মনে করিল। সকল ধর্ম্ম সত্য! ইহা অসম্ভব? এত পাগলের প্রলাপ। তাঁহার দলের ব্রাহ্মবন্ধুগণ বলিলেন "আমরা এ কথা মানিব না"। কিন্তু কেশব ভগ্নমনোরথ হইলেন না। পুনরায় ডাকিয়া বলিলেন সকল ধর্ম্ম সত্য ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্ম জিনিষটা তো কোনও প্রকার অস্বাভাবিক বাহিরের জিনিষ নহে। ধর্ম্ম যে আন্তরিক, ধর্ম্ম যে সহজাত ও স্বাভাবিক। কি জন্য ধর্ম্মের নামে বৃথা এ যাগযজ্ঞ, যোগ তপস্যা, নিশ্বাসরোধ করিয়া প্রাণায়াম। তাহাতে যদি প্রয়োজন আছে বোঝ তবে তাহা কর, কিন্তু তাহাকে বৃথা ধর্ম্মের আবরণে ঢাকিও না। মুক্তি কি পররক্ত মূল্যে ক্রীত হইতে পারে? আমরাত মার সন্তান, আমরা দাস নহি। আমরা মুক্ত স্বাধীন। কি মুক্তি লাভের জন্য, হে তাপস! তুমি চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া বসিয়া আছ! কি মুক্তির জন্য হে যোগি, তুমি অরণ্যবাস কামনা করিয়াছ? এই গৃহ, এই সংসারই তোমার তপোবন, এই চিত্তই তোমার মহান্ তীর্থ! মাকে সেই খানে চিন্ময়ীরূপে দর্শন কর। ওহে মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির উপাসক! ধর্ম্মের নামে এ সকল কপটতা, এ সব ছলনা পরিহার কর। যে বিশ্ববিধাতা তোমার জীবন রক্ষার জন্য বিনামূল্যে জল ও বাতাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন, শস্য শ্যামলা শস্যক্ষেত্রে, শত বৃক্ষ বিথিকায় তোমার জন্য আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, তোমার ধর্ম্মের জন্য তিনি কি অস্বাভাবিক উপায় নির্দ্দেশ করিবেন? কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা নহে, কঠোর তপস্যা দ্বারা নহে, প্রেমে ব্রহ্মলাভ। ছোট শিশুর ন্যায় মা মা বলিয়া ডাক। সন্তানের ডাকে জননীর হৃদয় বিগলিত হইবে। তিনি কেমন করিয়া লুকাইয়া থাকিবেন? ভ্রাতা ভগিনী সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের এমন মহাসাধনার পন্থা ইতিপূর্ব্বে এরূপ সুন্দর ও সরলরূপে কি কেহ দেখাইয়াছিলেন? ভারতীয় যুবক! এ আদেশ তোমার জন্য। তোমারই প্রাণে গৌতম গৌরাঙ্গের মিলন ভূমি, তোমারই হৃদয় বেদীতে খ্রীষ্ট কৃষ্ণের প্রেমাসন। আমাদের প্রভু আর দূরাকাশে নহেন। জিহোবা আর কোটি কণকমানচ্ছটামণ্ডিত সিংহাসনোপরি আসীন হইয়া লক্ষ স্বর্গীয় সাধু দূতবৃন্দবেষ্টিত মহিমায় পৃথিবীর ধূলিতে অবনত পাপিষ্ঠ মানবাত্মাকে রোষকষায়িত নেত্রে দেখিতেছেন না। মা যে ধূলি ধূসর অবোধ শিশুকে ধূলি হইতে তুলিয়া লইবার জন্য নিজে পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার কোলের সন্তান আমরা! প্রাণে তিনি কত কথা বলেন। সেই প্রেমময় সখার আসন হৃদয়পদ্মে।

কেবল কবির কল্পনা নহে, কেবল ভাষার বৈচিত্র নহে, এই আমাদের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীতে সাধক ভক্ত ব্রহ্মদর্শন লাভ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য জড়বাদ শিক্ষা করিয়া শুষ্ক

দার্শনিক তত্ত্বে ডুবিয়াও তাঁহার প্রাণে ভক্তির জাহ্নবী বহিয়া গেল। ইহা অতীব চমৎকার ব্যাপার।

জ্ঞানী পণ্ডিত কেশব ঈশ্বরের নিকট সরল শিশু। সরল শিশুর মত তিনি মায়ের ডাক শুনিতেন। তাঁহার বিশ্বাসকর্ণে মার মধুর রব অহরহ বাজিয়া উঠিত। তাঁহার আদেশবাদের কথা কে না জানেন? কত লোক কত প্রকার সমালোচনা করিয়াছেন, কত লোক তাঁহার সহিত একমত হইতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি নিজের বিশ্বাসপথ হইতে বিন্দুমাত্র টলেন নাই। সকলে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, আত্মীয় বন্ধু পর হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি নিজের বিশ্বাস বর্জ্জন করেন নাই। একি সামান্য কথা?

তাঁহার জীবনের আরম্ভ বিবেক, বৈরাগ্য ও বিশ্বাসে। কেবল মুখের কথায় ও অন্ধ বিশ্বাসে নহে—বিবেক বৈরাগ্যের সহিত সম্মিলিত। উদ্দামযৌবনে যখন প্রাণ সংসারের ভোগবিলাসে ডুবিবার কথা, সেই সময়ে কেশব ব্রহ্মসাধনায় মগ্ন। খ্রীষ্ট, কৃষ্ণ পৌরাণিক হইতে পারেন, কিন্তু তোমাদের চক্ষের সম্মুখে এ কেশবমূর্ত্তি যে ধর্ম্মের অপূর্ব্ব বিগ্রহ, ইহার প্রভাব কে অস্বীকার করিবে বলত? ভারত এখনও চিনিতে পারে নাই, তাহার আলস্যবিজড়িত চক্ষু এখনও ভালরূপে খোলে নাই; নতুবা সে বুঝিতে পারিত তাহার ভিতর অল্পদিনের মধ্যে কত মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। পরে পরে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও কেশবের আবির্ভাব—ইহা কি ভারতে নবযুগের সূচনা নহে?

এখন কেবল শুষ্ক তর্ক নহে, সাক্ষাৎ অনুভূতি, প্রাণের প্রেরণা, হৃদয়ে ব্রহ্মদর্শন, আজ ধর্ম্মের মূলভিত্তি। এই মূলভিত্তির সুদৃঢ় ভূমি কেশব। তাঁহার মধ্যে যীশুর সেবা, চৈতন্যের প্রেম, বুদ্ধের মহাদয়া জ্ঞানবৃন্তে বিকশিত কুসুমের ন্যায় পরিশোভিত হইয়াছিল। সে অপূর্ব্ব সৌরভে আজ ভারতের কুঞ্জবন আমোদিত।

ভারত শ্রীচৈতন্যকে ভুলিয়া গিয়াছিল। কেশব তাঁহাকে পুনরোদ্ধার করিলেন। পুনরায় মৃদঙ্গ করতাল সহিত হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে ভারতের প্রাণ মত্ত হইয়া উঠিল। ভারতীয় হৃদয় যে ভাবরসগ্রাহী। কেবল শুষ্ক মীমাংসা তর্কাদিতে সে কেমন করিয়া তৃপ্ত হয়? কেশব প্রেমসরসপ্রাণে প্রাচ্যজগতের মহাপুরুষ ঈশ্বরের অপূর্ব্ব সেবক ঈশাকে বরণ করিয়া আনিয়াছিলেন—আর বৈদেশিক বেশে নহে, ঘরের জ্ঞাতি বন্ধুরূপে। তাঁহার সেবা ও বিশ্বাস মানবাত্মার জন্য। তাঁহার পরম প্রেমের ভাবধারা আমাদের সমাজে প্রবাহিত হইয়া গেল। কেশব সমাজসংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। বাঙ্গালা দেশে শত শত যুবক কেশবের দলে মিশিয়া কুসংস্কার অন্যায় আচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন, ভারতে অভিনব সমাজবিপ্লব লক্ষিত হইল। ধর্ম্ম কেবল হৃদয়ের সম্পত্তি নহে, পরমাত্মা কেবল আত্মায় অধিষ্ঠিত নহেন, সে ত সমাজের জননী। ঈশ্বর যে মঙ্গলময় পিতা। তাঁহার রাজ্যে পরাধীন পরপদানত কে? তাঁহার রাজ্যে নারীপুরুষের সমান অধিকার। বহু শতাব্দীর অপহৃত নারীর শিক্ষা স্বাধীনতা নারীবৃন্দ লাভ করিলেন। যে নারী চিরকাল অবজ্ঞেয়া হইয়াছিলেন, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিলে যে দেশে ধর্ম্মসাধনের পরাকাষ্ঠা হইত, ভগিনী! সেই চির অবজ্ঞাতা নির্য্যাতিতা যে আমরা, আমরা সেই দেশে শ্রদ্ধার আসন প্রাপ্ত হইলাম। নারী যে জননী, অমৃতময়ী আদ্যাশক্তির তনয়া। নারীকে বর্জ্জন করিয়া, হে পুরুষ! তুমি কি ধর্ম্মসাধন করিতে যাইতেছ? নারীকে সঙ্গে নাও। তিনি তোমার মা, তোমার কন্যা, সংসারাশ্রমে তোমার সঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী। কেশব স্ত্রী কন্যাদিগকে ধর্ম্মের সঙ্গিনী করিয়াছিলেন; তিনি মহিলাসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন, নারীজাতি কিরূপে উন্নতি লাভ করিবে তাহা অহরহ চিন্তা করিতেন। ভগিনি! এস, তাঁহার নিকট আমরা ভক্তির নৈবেদ্য স্থাপন করি। এস ভাই ভগিনী, এক সঙ্গে মিলিয়া ধর্ম্ম ও জাতির হিতসাধনা করি। ধর্ম্ম যে আর কথার কথা নহে, আর কেবল একটী অভ্রান্ত শাস্ত্রে নিবদ্ধ নহে, একটি বিশেষ জাতি বা দলের সম্পত্তি নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম আর শাখাধর্ম্ম নহে। তাহা মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। জগতের নববিধান, অথচ চিরপুরাতন, শাশ্বত। তাহাতে দলাদলি, হিংসাদ্বেষ, পরাধীনতা, গুরুবাদের স্থান কোথায়? আর মানবীয় আদর্শবাদের স্থান কোথায়? খৃষ্টকে তাঁহার একজন শিষ্য পরমগুরু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। খৃষ্ট তাঁহাকে বলিলেন, কি জন্য আমাকে "পরম" বলিতেছ? পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহ পরম নহেন।" কেশব সেই কথা বলিলেন, "মার স্থান আর কে অধিকার করিবে?" ক্ষুদ্র প্রতিমা নারীগর্ভজাত একজন মানুষ। প্রাণের তৃষ্ণা কি ব্রহ্মচরণামৃত বিনা মিটিতে পারে? সামান্য মানবীয় আদর্শ। ঈশা, মুশা, চৈতন্যের আদর্শে আমাদের আর কি প্রয়োজন? তাঁহারা মহাপুরুষ, তাঁহারা মহাত্মা তাঁহারা ভগবানের প্রেরিত। কিজন্য সেবককে লইয়া প্রভুর স্থানে বসাইতেছ? ভৃত্যকে কি জন্য কর্ত্তারূপে পূজা করিতেছ? শ্রদ্ধা কর, সম্মান কর, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিও না, তিনি তোমাদের জন্য নিবেদিত প্রাণ। কিন্তু ব্রহ্মকে ভুলিও না। ব্রহ্মসাধনাধন যে সকলের। নিতান্ত নিঃস্ব কাঙ্গাল হইতে মহারাজাধিরাজ সকলের জন্য মায়ের কৃপাদ্বার খোলা। এস পাপী তাপী এস নরনারী, পুণ্যবান্ জ্ঞানী, ধ্যানী, মূর্খ পণ্ডিত এস, সকলে এস। এস হিন্দু, এস মুসলমান, এস খৃষ্টান, ব্রাহ্ম! এস সমস্ত পৃথিবীর মহামানবশ্রেণী! ইহাত তোমার মার মন্দির। এখানে ভেদাভেদ নাই, দলগত পার্থক্য নাই, এখানে জাতি বিচার নাই, এখানে সকলে পরস্পরের জ্ঞাতি ভাই বন্ধু।

এই ত আমাদের আদর্শ। এই ত আমাদের সাধনা! ক্ষুদ্র দলভেদ, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা—এ সকল ব্রাহ্মের আদর্শ নহে। নিখিলবিশ্ব যাহার নিকট পবিত্র ব্রহ্মমন্দির সে কি ক্ষুদ্র সীমা মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে? সে কি ছোট ছোট দল সৃষ্টি করিয়া

বসিবে? তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব আর কোথায়? কেশব তাহা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি তাঁহার সমাজের নাম দিলেন "নববিধান"। এ নূতন বিধান, এখানে ঈর্ষার স্থান নাই, এখানে দ্বন্দ্বের প্রবেশপথ নাই। এখানে এক মনুষ্যজাতি, এক পিতা, এক ধর্ম্ম, এক সমাজ মানবের হিতের জন্য আত্ম-বলিদানই পুণ্য সঞ্চয়। অন্যের মুক্তি অন্বেষণে আত্মমুক্তি। ভারতে ইহা অভিনব। শত ক্রিয়া কর্ম্মের আচার বেষ্টনীবদ্ধ সমাজে এ পন্থা নূতন। "আচার, আচার" চীৎকার করিয়া যে সকলকে ঘৃণায় বিতাড়িত করিতেছে তাহার নিকট এ ধারা নূতন। কিন্তু ইহা অতীব সত্য। ইহাত কোনও পুস্তকের বাঁধা মত নহে, বেদ বেদান্তের দার্শনিক বাণী নহে। তাহা পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মানব জীবনীতেও প্রমাণিত। ইহা কোন মহাপুরুষ মহাত্মার একচেটিয়া অধিকার নহে, ইহা বিভুসন্তান প্রত্যেকেরই হৃদয়নিধি। কেশব সেইটাই ভারতকে দিয়া গেলেন। তবে এস, ভারতের ভাই ভগিনী, ভেদাভেদ দলাদলি ভুলিয়া যাও। তোমাদের মিলনে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় হউক। তোমাদের মন্দিরের পাশে পাশে যীশু চৈতন্যের মন্দির শোভা পাক্। তোমাদের বেদীর উপর বাইবেল, কোরাণ একত্র রক্ষিত হউক। তোমরা ক্ষুদ্র সীমা ভুলিয়া যাও, অনন্ত ভূমা মহান্ পরমেশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী, তোমরা ভুলিয়া যাও অসত্যের আত্মম্ভরিতা। জগৎ তোমাদেরই আদর্শ দেখুক। তোমাদের মধ্যে বিশ্ব তাহার বরপুত্র লাভ করুক। ঐহিক সম্পদে নহে, পারমার্থিক সম্পদে—পাশববলে নহে, আত্মিক বলে—ভারত নবজীবনে জাগ্রত হউক, ইহাই আমার প্রার্থনা।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

ব্রাহ্মিকা উৎসব উপলক্ষে প্রেরিত ভক্ত শ্রীপ্রতাপচন্দ্রের শেষ উক্তি।

"ধন্যবাদ, শত ধন্যবাদ, মঙ্গলময় পরম পিতা পরমেশ্বরকে। হে প্রিয়তম ব্রহ্মকন্যাগণ, যে চল্লিশ বৎসর কাল হইতে এই সাম্বৎসরিক উৎসব মধ্যে এক দিন তোমরা আমার কুটীরে আনন্দোৎসব কর, এবার যদিও আমার অবস্থান্তর বটে, তথাপি এ প্রথা রহিত হইতে দিতে পারি না, সুতরাং অদ্যকার শুভ অনুষ্ঠান। তবে প্রভেদ এই, অসার কথার আলোচনা চাই না। আমাদের দেবতা জীবন্ত দেবতা; জাগ্রত, নিদ্রিত নয়; ক্রিয়াবান, নিষ্ক্রিয় নয়; উপস্থিত, দূর নয়। সুতরাং জাগ্রত ভাবে, জীবন্ত ভাবে তাঁহাকে পূজা করিতে হইবে, ইহাতে মুহূর্ত্তেকের জন্য ত্রুটি না হয়। দ্বিতীয় কথা এই, বিশ্বাস ভক্তিতে এই জীবন্ত দেবতার দর্শন লাভ করা, তাঁহার সহবাসে যথার্থই মগ্ন হওয়া—তাঁর সন্দর্শন কালে আর সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হওয়া। তৃতীয় কথা, তাঁর ইচ্ছা ও আজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সকল কার্য্যে বশবর্ত্তিনী হওয়া। সর্ব্বদা স্মরণে রাখিও, সকল কর্ত্তব্যে পরমেশ্বরের দাসীতুল্য আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হওয়া সম্ভব, ইহাই ধর্ম্মসাধন। শেষ কথা এই, ভগবানকে মানুষের ভিতর দেখিয়া, পরস্পরকে আন্তরিক প্রেম করা। মানুষে প্রেম, ইহাই ধর্ম্মের প্রকৃত পরিচয়। অনেক দিন অনেক কথা বলিয়াছি, আজ আর সে দিন নাই, আজ চলিবার বলিবার সাধ্য অতি সামান্য। সেই সেই জন্য এই কটা মাত্র সার কথা বলিলাম।

"হে প্রেমমূর্ত্তি, চিরপরিচিত, চিরপ্রিয়তম মাতা পিতা, জীবনের আরম্ভে তুমি, জীবনের অন্তে তুমি, জীবনের প্রত্যেক অবস্থাতে তুমি। তুমি এই ব্রাহ্মিকাদিগকে বিশেষ আশীর্ব্বাদ কর। তুমি ইঁহাদিগকে হীন অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছ, যথার্থ উচ্চ মতি দিয়া ইঁহাদের ধর্ম্মজীবনকে সার্থক কর।"

—•—

সপ্তনবতিতম মাঘোৎসব।

সমস্তদিনব্যাপী উৎসব।

২৩শে জানুয়ারী, ৯ই মাঘ, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সমস্তদিন-ব্যাপী উৎসব সম্পন্ন হয়। প্রাতঃকালে সঙ্গীত সংকীর্ত্তনান্তে ভাই প্রমথলাল সেন বেদীর আসন গ্রহণ করিলেন তিনি তাঁহার স্বাভাবিক সরল ভাবে সহজ ভাষায় প্রাতঃকালীন উপাসনা করেন, আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাপের দণ্ড মিষ্ট এই ভাব অবলম্বনে উদ্বোধন আরাধনা পাঠ ও প্রার্থনাদি করেন। পাপী কোথায় পাপ অপরাধ করে দণ্ড পাবে, না বিধান তার বিপরীত, মার স্নেহ-কৃপা তাহাকে উৎসবানন্দ আনিয়া দেন ধন্য মার কৃপার বিধান। মধ্যাহ্নে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। তাহার পর পাঠ আলোচনা ও ধ্যানান্তে সংকীর্ত্তন হয়।

মা বিধানজননী ভাই প্রিয়নাথকে সমস্ত দিন শ্রীমন্দিরেই যাপন করান, তিনি সায়ংকালে বেদীর কার্য্য করেন, আকাশের চন্দ্রের প্রভাবে বান ডাকিলে যেমন নদী উপছে পড়ে তেমনি মার প্রভাবে স্বর্গের প্রেম উপছে পড়েছে, তাই স্বর্গের উৎসব পৃথিবীতে উচ্ছ্বসিত। পৃথিবীর পাপীরা দুঃখীরা স্বর্গের সাধু ভক্তদের সঙ্গে মিলে আনন্দোৎসব সম্ভোগের অধিকার পেয়েছে। এস ভাই বোন, সবে মিলে, যে মা সমস্ত দিন ভক্তসঙ্গে মহোৎসব করালেন তাঁর পূজা করে ধন্য হই, এইভাবে উদ্বোধন আরাধনা পাঠাদির পর নিম্নলিখিত মর্ম্মে ভাই প্রিয়নাথ সায়ংকালে আত্ম-নিবেদন করেন।

আজ এস ভাই সকল ভীরুতা, অপবিত্রতা, সংশয় পরিহার করিয়া নির্ভয়ে মুক্তকণ্ঠে ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে স্বীকার করি, আমরা পাপী হয়েও জীবন্ত ঈশ্বরকে দেখিয়াছি, তাঁহার বাণী শুনিয়াছি এবং তাঁহাতেই আমরা আনন্দিত হইয়াছি। যে ব্রহ্মকে দুজ্ঞেয় অজ্ঞেয় বলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আরাধনা, ধ্যান জ্ঞানে

ধারণা করিতে চেয়েছেন, যাঁকে আমাদের পৌরাণিক পূর্ব্বপুরুষগণ মূর্ত্তিতে কল্পনা করে পূজা করিতেছিলেন, যাঁহাকে জগৎ কেবল নামে আবদ্ধ করে রেখেছে, সেই ব্রহ্ম নিরাকার সচ্চিদানন্দরূপিণী মা হয়ে কি জানি কোন প্রেমে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁকে দেখবার শুনবার অধিকার দেছেন। আপনি "আমি আছি, আমি আছি" বলে আমাদের ঘরের মা, আপনার মা হয়ে আমাদের ঘর কন্না করাচ্ছেন, পূজা অর্চনা করাচ্ছেন, কাজকর্ম্ম করাচ্ছেন উৎসবানন্দে মাতাচ্ছেন, তিনি আন্দাজ নন্, কল্পনা নন্, দয়াল এসহে এসহে বলে আর ডাকতে হয় না। সকল অবগুণ্ঠন মুক্ত হয়ে, আমাদের কাছে কাছেই রয়েছেন, ইহাই আমরা নির্ভয়ে বলিব ও সাক্ষ্য দিব। এই সত্যের সাক্ষী পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব দিয়ে বল্লেন, "কেশব আমার কাছে এলে আমার চৌদ্দপোয়া মা গলে যায় অর্থাৎ নিরাকার হয়ে যায়।" ব্রহ্মানন্দ বল্লেন "সকলেই বলে তোমাদের উচ্চ মতটা কমাও তা পারবো না" মা স্বয়ং আমাদের কাছে তাঁহার নববিধান, সার্ব্বজনীন বিধান, মহাসমন্বয়ের বিধান দিয়েছেন, আমরা তাঁরই কৃপায় সর্ব্বাগ্রে এই মহা মিলন রাজ্যে স্থান পেয়েছি, এই উত্তর কেন্দ্র, মহামিলনকেন্দ্রের, আমরা প্রজা হয়ে এখানে বাস করার দখল পেয়েছি। সবার মিলন এখানে, সমস্ত জগৎ সমস্ত জাতি, সমস্ত ধর্ম্ম মিলেছে যেখানে সেই এই রাজ্য, সকল সত্য, সকল প্রেম, সকল পুণ্য যে ঈশ্বরের মিলন রাজ্য সেই এই ভূমি। এখানে সাধারণ, অসাধারণ, আদি, অনাদি সবই মিলিত। এ ধর্ম্ম কেবল মত নয়, ভাব নয়, সুবুদ্ধির রচনা নয়, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম থেকে চয়ন করা সত্য নয়, দর্শন শাস্ত্র নয়, ইহাও আমরা বিশ্বাসের সহিত বলিব। অন্য সকল ধর্ম্মের এই অভিব্যক্তি, ইহা এক ব্যক্তিতে মূর্ত্তিমান হয়েছে। সেই ব্যক্তিকে স্বয়ং বিধাতা, মূর্ত্তিমান নববিধান মাতৃসন্তানরূপে গঠন করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। সেই অখণ্ড মানব সন্তান ব্রহ্মানন্দ নামাভিধান এই নববিধান আচার্য্যরূপে প্রেরিত। মুষার বিবেক, ঈশার ইচ্ছাশক্তি, শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তি, সক্রেটিসের আত্মজ্ঞান এবং চরিত্র, তাঁহাতে সমন্বিত ইহা আমরা বিশ্বাস করি। যেমন সাধু ভক্তগণ তেমনি আমার তোমার মত পাপী মানব তাঁহার অঙ্গে অঙ্গীভূত। আমাদের তাঁহা হইতে স্বাতন্ত্র্য, ভিন্নতা, আমাদের ও মৃত্যুর অবস্থা ইহাও কি অস্বীকার করিব? বাইবেলে জন যেমন ঈশা সম্বন্ধে বল্লেন—"Those who believed in him to the same he gave power to be sons of God"

যাঁহারা ব্রহ্মানন্দদলে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকে তিনি শক্তি দেন ব্রহ্মনন্দন হতে। বাস্তবিক আমরাও ব্রহ্মানন্দকে ব্রহ্ম প্রেরিত মাতৃসন্তান, নববিধানের নব শিশু বলে বিশ্বাস করে আমরা তাঁরই অঙ্গরূপে গ্রথিত স্বীকার কল্লেই আমরা তাঁর দর্শনে মাকে দেখে, তাঁর শ্রবণে মার কথা শুনে, তাঁর প্রেমে মাকে ও সমগ্র মানবকে প্রাণে গ্রহণ করে অখণ্ড মানব জীবনে আত্মনিমজ্জিত হইব।

ব্রহ্মানন্দ কখনও একা নন। তিনি ও আমরা সকলেই নববিধানের লোক, ব্রহ্মানন্দদল। আমরা মার নব শিশুদল। তাই ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে আমরা নিত্য মহোৎসব করি। আমরা সকল দুঃখ নিরানন্দ পশ্চাতে রেখে এক আনন্দের রাজ্যে, সুখের রাজ্যে, শান্তির উপকূলে যে এসেছি, সকল বিবাদ বিসম্বাদ, সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা অতিক্রম করে বিপদ অন্ধকারে আশার চন্দ্রকে পেয়ে চিরসুখী হয়েছি, একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি এবং তাহার সাক্ষ্যদান করি।

১০ই মাঘ, নগর-কীর্ত্তনের দিন, এ দিন পূর্ব্বাহ্নে ব্রহ্মমন্দিরে শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্নে প্রায় ৫॥০টার ব্রহ্মমন্দির হইতে কীর্ত্তন করিতে করিতে কীর্ত্তনের দল বাহির হইল, ক্রমে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সুকিয়া ষ্ট্রীট ও Circular Road হইয়া কীর্ত্তনের দল কমলকুটীরে নির্ব্বিঘ্নে কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রবেশ করিল তথায় ক্ষণকাল প্রেমত্ত কীর্ত্তন ও পরে প্রীতিভোজন হয়।

১১ই মাঘ, পূর্ব্বাহ্নে ব্রহ্মমন্দিরে ভ্রাতা বেণীমাধব দাস এম, এ, মধুর ব্রহ্মোপাসনা করেন, তাঁহার আরাধনার ভিতর ঈশ্বরের যোগ প্রধান ভাব বিশেষ ভাবে ব্যক্ত হয়। ঈশ্বর যেমন বাহ্য প্রকৃতি মধ্যে তেমনই মানবাত্মার মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া নীরবে বাস করিতেছেন। তাহার আদি অবস্থা সুষুপ্তি প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি হইতে বলিলেন সূর্য্য হও, চন্দ্র হও, সেই প্রকৃতি হইতে সমস্ত বিশ্ব সৃষ্ট হইল। সৃষ্টি ভিন্ন তাঁহার প্রেমের তৃপ্তি হয় না তাই সৃষ্টি। এ দেশে কথা আছে পিতা পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ্বরের পুত্ররূপে শ্রীঈশা আপনার ঈশ্বরতনয়ত্ব, এবং মানবাত্মারতনয়ত্ব, ঘোষণা করিলেন। ঈশ্বর আপনার প্রকৃতি দিয়া সন্তানের সৃষ্টি করেন। তাই মানুষের দেবত্ব সম্ভবে। এ বেলার প্রার্থনার ভিতরে এইটা বিশেষরূপে উল্লেখ হয়। নবযুগের ধর্ম্ম সাধনক্ষেত্রে সাধু মহাজনের কৃপা অথবা সহায়তা নয় ব্রহ্ম কৃপাই সার, ব্রহ্ম কৃপাই সম্বল। এ দিন অপরাহ্নে ব্রহ্ম মন্দিরে পাঠ প্রসঙ্গ হয়। শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল সেন এবেলায় নেতৃত্ব করেন। সন্ধ্যা ৬॥০ সময় ব্রহ্মমন্দিরে ডাক্তার কামাখ্যা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করিবার কথা ছিল, তাঁহার অনুপস্থিতি ভাই প্রমথ লাল সেন এ বেলায় উপাসনা করেন। উপাসনা ও পাঠে মহাত্মা রামমোহন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দের জীবন লীলার সঙ্গে ১১ই মাঘের প্রকাণ্ড স্মৃতি জাগরণ হয়।

১২ই মাঘ, নববিধানের ঘোষণার দিন। পূর্ব্বাহ্নে ব্রহ্মমন্দিরে ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন। মেয়েরা সঙ্গীত করেন। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক বিশেষ প্রার্থনা করেন। "নবশিশুর জন্ম" ইত্যাদি আচার্য্যের উপদেশ ও প্রার্থনা পঠিত হয়। সন্ধ্যায় কমলকুটীরে আনন্দ উৎসব হয়। ভ্রাতা ক্ষিতিমোহন সেন কবিবরের জীবনী অবলম্বনে কথকতা করেন। তৎপরে পাঠ প্রসঙ্গ হয়।

১৩ই মাঘ, প্রচারাশ্রমের উৎসব হয়। পূর্ব্বাহ্নে শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী উপাসনার কার্য্য করেন। ভাই গোপাল চন্দ্র শুহ প্রচারাশ্রমে ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় উল্লেখ করিয়া এই আশ্রম যাঁহাদের জীবন যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেই স্বর্গগত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ, সেবাব্রতধারী কান্তিচন্দ্র ও এক-নিষ্ঠ কর্ম্মী গিরিশচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করেন। অপরাহ্ন প্রায় ৫৷০টায় বাবাজির কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তন সকলের তৃপ্তিকর হইয়াছিল। পরে সন্ধ্যা প্রায় ৭টায় মহারাণী সুচারু দেবী মধুর ব্রহ্মোপাসনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র দণ্ডায়মান হইয়া এই আশ্রমে কেমন জীবন দেবতার জীবন্ত অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়েছে, পূর্ণ হইতেছে, ইহা উল্লেখ করিয়া এই আশ্রমের পোষণ কারী দাতাবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা দান করিয়া সর্ব্ব শেষ সেই পরম প্রতিপালক স্নেহময়ী জননীকে কৃতজ্ঞতা দান করেন। এ দিন ১২টার পর হইতে ৭টা পর্য্যন্ত মা যেন নহবতের বাদ্যে গৃহকে উৎসবময় করিয়াছিলেন।

—০—

শোক-সংবাদ।

শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ঋষি শ্রীনিবারণচন্দ্র।

বর্ত্তমান যুগ ধর্ম্মবিধান সঙ্গীতের যুগ, এক অলৌকিক জীবন-প্রদ যুগ। এই যুগে বিধাতার চক্রে আসিয়া যাঁহারা ব্রহ্মানন্দের জীবন প্রভাবে পড়িয়াছিলেন তাঁহারা ধন্য। তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একটী আদর্শ জীবন লাভে ধন্য হইয়াছেন। স্বর্গীয় ঋষি নিবারণচন্দ্র তাঁহাদেরই মধ্যে একজন। গত ৯ই জানুয়ারী তিনি ৮২ বৎসর বয়সে মাতৃ ক্রোড়ে আরোহণ করিয়াছেন।

শ্রীনিবারণচন্দ্র প্রথমে উত্তরপাড়ার গবর্ণমেণ্ট স্কুলে বিদ্যারম্ভ করেন। তাহার পর হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে কিছুদিন পরে ব্রাহ্মনিকেতন নামক শ্রীকেশব প্রতিষ্ঠিত ছাত্রাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আমাদের বাঁকিপুরের স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ডাক্তার পরেশনাথের সহযোগে শ্রীনিবারণচন্দ্র যেমন বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন, তেমনি সঙ্গতের নৈতিক জীবন সাধনে নিরত হন। স্বর্গীয় কেশবানুজ কৃষ্ণবিহারী সেন, স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু, ও স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি যুবকগণ যখন আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, সেই সময়ে ইঁহারাও ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। শ্রীনিবারণচন্দ্রই বোধ হয় প্রথম তিন আইন মতে বিবাহিত হন। আচার্য্য স্বয়ং বরিশালে গিয়া সুবিখ্যাত রায়-পরিবারে তাঁহার বিবাহ দেন। শ্রীনিবারচণন্দ্র অতি অল্প বয়সেই সুযোগ্যতার সহিত দর্শনশাস্ত্রে এম, এ, পাশ করিয়া মজাফরপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকপদে নিযুক্ত হন এবং পরে ভাগলপুরের স্কুলে বদলী হন। এখান হইতেই তিনি বি, এল, পরীক্ষা দিয়া ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু বিবেকী নীতিমান্ নিবারণচন্দ্রের ওকালতি ব্যবসায় কেন প্রীতিকর হইবে, তিনি অচিরেই এই ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া বনওয়ালী রাজ্যের মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত হন।

তিনি ভাগলপুর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ ত্যাগ ক'রলে আমাদের পুরাতন বন্ধু স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আসেন, ডাঃ পরেশনাথও মেডিকেল কলেজ হইতে পাস করিয়া ভাগলপুরেই চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে আগমন করেন। ডাঃ নকুড়চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় তখন এখানকার হাঁসপাতালের আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নিযুক্ত হন, ডাক্তার কে, ডি, ঘোষের ভ্রাতা স্বর্গীয় বামাচরণ ঘোষ ও এঞ্জিনিয়ার মিঃ রামলাল প্রভৃতি কতিপয় ব্রাহ্ম ভাগলপুরে একত্র বাস করিতে কৃত-সঙ্কল্প হন। ইঁহাদের অনুরোধে ও বিশেষ আহ্বানে প্রেরিত ভাই দীননাথ মজুমদার মহাশয় ইঁহাদিগকে লইয়া একটী ব্রাহ্ম-পল্লী স্থাপন করেন; এবং স্বর্গীয় রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া সামাজিক ও পারিবারিক ধর্ম্মসাধনা দ্বারা এখানে একটি আদর্শ মণ্ডলী গঠনে সক্ষম হন।

শ্রীনিবারণচন্দ্র এই সমাজেরও মণ্ডলীর সম্পাদকরূপে শেষ দিন পর্য্যন্ত জীবনের দ্বারা কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্রই এখানকার মন্দির প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন এবং ভাই দীননাথ সপরিবারে এখানে বহুদিন বাস করিয়া সত্যই বিভিন্ন পরিবার কেমনে এক পরিবার হইয়া একত্রে দৈনিক উপাসনা সাধন করিয়া পরস্পরে এক আদর্শ ভ্রাতৃ-মণ্ডলী হইতে পারে তাহা সংসাধন করিয়াছিলেন।

শ্রদ্ধেয় ভাই দীননাথ পরে বাঁকিপুরে প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং ডাঃ পরেশ নাথ ও বাঁকিপুরে গিয়া বাস করেন, কিন্তু নিবারণচন্দ্র শেষ দিন পর্য্যন্তও এই ভাগলপুরের মণ্ডলীরই নেতারূপে কার্য্য করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের ও সাধারণ জনগণের হিতার্থ ভাগলপুরে যে কিছু প্রতিষ্ঠান হইয়াছে তাহারই সহিত তাঁহার প্রাণগত যোগ ছিল। তাঁহার নৈতিক জীবন যথার্থই সকলের অনুকরণীয় ছিল।

শাস্ত্রে বলে পুত্র ও যশ দ্বারা মানুষের পুণ্যের লক্ষণ প্রকাশ পায়। বাস্তবিক তিনি যেমন উচ্চ চরিত্র এবং জীবন দ্বারা সর্ব্বজন সম্মানিত তেমনি তাঁহার পুত্রগণ এক একটী রত্ন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সতীশচন্দ্র সম্প্রতি হাবড়ার সর্ব্বসাধারণের পূজা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সিবিলসার্ব্বিস হইতে অবসর গ্রহণ করিতে-ছেন। তাঁহার মধ্যম পুত্র জ্যোতিশচন্দ্র কলিকাতা মিউনিসি-প্যালিটির প্রধান একজিকিউটিভ অফিসর পদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া-ছেন। তাঁহার ন্যায় লোকরঞ্জন ও সর্ব্বজন প্রিয় উচ্চ কর্ম্মচারী প্রায় দেখা যায় না। কনিষ্ঠ ক্ষিতিশচন্দ্র ও বিলাত হইতে বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করিয়া স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করিতেছেন এবং এখনও কৌমার ব্রতধারী হইয়া উচ্চ জীবনের পরিচয় দিতেছেন। জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রদ্ধেয় জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সামান্য মুন্সেফের

পদ হইতে উন্নত হইয়া ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন্ জজের উচ্চ কার্য্য সুযোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিয়া এখন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। দেবী যথার্থ শ্রীনিবারণচন্দ্রেরই আদর্শ সঙ্গিনী; তাঁহারই গুণে এই পরিবার একটী সুখী পরিবার হইয়াছে। মা বিধান-জননী তাঁহার প্রিয় সন্তানকে তাঁহার অমর পরিবারে রক্ষা করিয়া নিত্য শান্তিবিধান করুন এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী দেবী ও পুত্র কন্যা এবং প্রিয়জনদিগকে সান্ত্বনা দান করুন।

ভ্রাতা শ্রীলোকনাথ মল্লিক।

আমরা গভীর শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি ভাই প্রিয়নাথ ও ভ্রাতা ডাঃ ডি, এন, মল্লিকের কনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা শ্রীমান্ লোকনাথ মল্লিক গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী ছাপরায় হঠাৎ পক্ষঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া অমরধামে যাত্রা করিয়াছেন।

ভ্রাতা লোকনাথ যথার্থই একজন সর্ব্বজন রঞ্জন, ধর্ম্মনিষ্ঠ কর্ত্তব্যপরায়ণ, মাতৃ-ভ্রাতৃভক্ত নিঃস্বার্থ পরোপকারপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। বাগনান নিত্যকালী বালিকা-বিদ্যালয় তাঁহারই বিশেষ সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি অগ্রজগণের নিতান্তই অনুগত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ও তাঁহার পত্নীকে পিতা মাতার ন্যায় সেবা করিতে চেষ্টা করিতেন। এই অগ্রজের নিকটেই তিনি নববিধান ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং প্রতিদিন নিষ্ঠার সহিত উপাসনা করিতেন। প্রথম পত্নীর বিয়োগের পর তিনি নবসংহিতানুসারে শ্রদ্ধেয় দেবেন্দ্রনাথ বসুর মধ্যমা কন্যাকে বিবাহ করেন।

ডাঃ ডি, এন, মল্লিকের নিকট বাল্যকাল হইতে থাকিয়া তাঁহারই সাহায্যে বিহার ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে অধ্যয়ন করেন ও সেখানকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে কোচবিহারের হলদিবাড়ীর মিউনিসিপাল ওভারসিয়ারের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তাহার পর উক্ত রাজ ষ্টেটেও কাজ করেন। কিছুদিন মার্টিন কোম্পানীর অধীনে কাজ করিয়া হাতোয়া রাজের ওভারসিয়ার পদে নিযুক্ত হইয়া যান। সেখানে অধ্যবসায় ও সততার গুণে ক্রমে সেখানকার ইঞ্জিনিয়ার পদেও অনেক দিন কার্য্য করেন। হাতোয়ার রাজা, রাজমাতা, রাজকর্ম্মচারী ও প্রজাগণ তাঁহাকে বড় শ্রদ্ধা করিতেন।

শেষ জীবনে, স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় ভাল মানুষের পক্ষে ব্যবসায় করা লাভ জনক হইল না, নানাপ্রকারে প্রবঞ্চিত হইয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। ঋণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় আবার বেথিয়া রাজ ষ্টেটের ওভারসিয়ারের কাজ লইয়া ছাপরায় গমন করেন। সেখানেই প্রথম রোগের সূত্রপাত হয়। রামকৃষ্ণপুরের বাড়ীতে গত পূজার বন্ধের সময় আসিয়া প্রথমে উক্ত রোগে আক্রান্ত হন, একটু সুস্থ হইলেই কর্ত্তব্য কর্ম্মের পাছে অবহেলা হয়, এই ভয়ে ছাপরায় গমন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, এবং যথাসাধ্য প্রাণপণে পরিদর্শনাদির কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারীও এলাহাবাদে কার্য্য পরিদর্শন করিতে যাইবেন বলিয়া প্রস্তুত হইতেছিলেন, হঠাৎ প্রাতঃস্নানান্তে রোগের আক্রমণে শয্যাশায়ী হইলেন এবং পরদিনই দুঃখিনী সহধর্ম্মিণী এবং অগ্রজ তিন সহোদর ও বহু আত্মীয় পরিজনদিগকে গভীর শোক-সাগরে ভাসাইয়া মাতৃক্রোড়ে অমরধামে যাত্রা করিলেন। মা তাঁর শান্তিক্রোড়ে তাঁর প্রিয় সন্তানকে রক্ষা করুন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দান করুন।

সংবাদ।

নামকরণ—গত ২রা মাঘ নববিধান প্রচারাশ্রমে লক্ষ্ণৌ নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রনাথ রায়ের তৃতীয় কন্যার নামকরণ হয়, ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাচার্য্যের কার্য্য করেন। কন্যা "ইন্দ্রাণী" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে মাতা শ্রীমতী ভক্তিসুধা দেবী কন্যার মঙ্গল কামনায় প্রতি মাসে নববিধান প্রচারাশ্রমে ১ মন করিয়া চাউল দান করিয়া মাতৃ হৃদয়ের সুগভীর স্নেহ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি বলেন "আমার অনেকগুলি বৃদ্ধ ও প্রচারক সন্তান আছেন আমি তাঁদের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতেছি।" মঙ্গলময়ী মা শিশুকন্যাকে ও তার মাতা পিতাকে আশীর্ব্বাদ করুন। চির ভিখারী সন্তানদের অবস্থা স্মরণ করিয়া যে সকল কোমল হৃদয়া নারী স্বইচ্ছায় মাতৃত্বের স্থান লইতে চান তাঁরা ধন্য হউন ও পরম মাতার আশীর্ব্বাদ লাভ করুন।

শুভ বিবাহ—গত ২৬শে ফাল্গুন, ১০ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার ময়মনসিংহ নিবাসী শ্রীযুক্ত জগমোহন বীর মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ যতীন্দ্র মোহন সেনের সহিত শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় কন্যা কুমারী মল্লিকার বিবাহ ৬১নং উড্ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে সম্পন্ন হয়। তাহাতে শ্রদ্ধেয় ভাই বেণীমাধব দাস আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করেন।

গত ২৬শে ফাল্গুন, ১০ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার, স্বর্গীয় প্রচারক ভাই ঈশানচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ কুমুদ কান্তের সহিত স্বর্গীয় বিপিন বিহারী চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী সুচরিতার বিবাহ ৪৫বি নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। দয়াময় পিতা নবদম্পতিদিগকে শুভাশীর্ব্বাদ করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী স্বর্গীয় ভুবনমোহন রায়ের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁর পুত্র শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রনাথ রায়ের প্রবাস ভবন ১১নং পদ্মনাথ লেনে উপাসনা হয়। শ্রদ্ধেয় ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন, তদুপলক্ষে ২৲ টাকা প্রচারাশ্রমে প্রদত্ত হইয়াছে। মঙ্গলময় পরলোকগত আত্মাকে তাঁর শান্তিময় বক্ষে রক্ষা করুন।

Edited. on behalf of the Apostolic Durbar, New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬২ ভাগ। ৭৮ সংখ্যা।
১লা ও ১৬ই বৈশাখ, ১৩৩৪ সাল, ১৮৪৯ শক, ৯৮ ব্রাহ্মাব্দ।
14th & 29th April, 1927.
বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

হে মাতঃ জননী, নববর্ষাগমে তোমাকে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে সপরিবারে, সদলে, সর্ব্বজন সঙ্গে প্রণাম করি। তুমিই আমাদিগকে কৃপা করিয়া আজ আর একটি নববর্ষ জীবনে আনিয়া দিলে। যে সকল বর্ষ জীবনে চলিয়া গেল তাহা কতটা তোমার ইচ্ছা অনুরূপ কাটাইলাম কি না তাহা তুমিই জান। তথাপিও যদি আর একটি বৎসর আনিলে, গত জীবনে যে সকল দোষ অপরাধ পাপ করিয়াছি তাহা মোচন করিয়া নববর্ষে যাহাতে তোমার পবিত্র ইচ্ছা পালন করিতে পারি তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর। বর্ষের পর বর্ষে নব নব উন্নতির সোপানে উত্থান করিব, নব নব জীবনের পথে অগ্রসর হইতে পারিব, এই জন্যই তুমি আবার নববর্ষ আনিলে, অতএব বর্ষের পর বর্ষ ভবে যেমন আনিলে তেমনি পুরাতন বর্ষের সঙ্গে পুরাতন জীবন ক্ষয় করিয়া নববর্ষে এ জীবনকে নবজীবনে সমুন্নত কর। যে জীবন দিবার জন্য তুমি আমাদিগকে নববিধানের আশ্রয়ে স্থান দিয়াছ, এই নব-বর্ষ দিনে আমাদিগকে এমন নবব্রত নব সঙ্কল্প দাও যাহাতে নূতন জীবন, নূতন মন, নূতন প্রাণ, নূতন দর্শন, নূতন শ্রবণ লাভ করিয়া তোমার নবশিশুর দল হই। তোমার সেই নববিধানকে জীবনে সপ্রমাণ করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

হে পিতা, জীবনের নৌকায় চড়িয়া আনন্দ সমুদ্রের উপর দিয়া যাইতেছি। এক বৎসর গেল এক ঘাট ছাড়িলাম, আর এক বৎসর গেল আর এক ঘাট ছাড়িলাম। বর্ষ হইতে বর্ষান্তরে, লোক হইতে লোকান্তরে, অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে চলিলাম। এক জন্ম শেষ হইল আর এক জন্মে চলিলাম। আজ ভিন্ন বৎসর, ভিন্ন জন্ম, ভিন্ন জীবন। আমরা নববিধানের রথে চড়িয়া সুখের রাজ্যের দিকে অনন্ত পুণ্যধামের দিকে স্বর্গের দিকে চলিয়া যাইতেছি। অতএব আমরা এই জীবন থাকিতে থাকিতে এমন জীবন সঞ্চয় করি যে জীবনে ক্ষয় নাই।

হে রাজাধিরাজ, নববর্ষের আরম্ভটা অমনি যাইতে দিও না। পুরাতন পাপের জন্য অনুশোচনা করিয়া নববর্ষে নূতন কাজ আরম্ভ করি। পুরাতন বৎসরের সম্পর্ক আর থাকিবে না, তাহার জঞ্জাল আর সঙ্গে লইব না। আনন্দে নূতন বৎসরে প্রবেশ করি।

—•—

নববর্ষের অভিবাদন।

নববর্ষারম্ভে সর্ব্বাগ্রে সেই সত্যস্বরূপিণী জ্ঞানময়ী অনন্তরূপধারিণী প্রেমময়ী অদ্বিতীয়া শুদ্ধ আনন্দরূপিণী নববিধান জননী চরণে বারবার প্রণাম করি।

সেই মার এক এক স্বরূপে গঠিত মাতৃসন্তান শ্রীমুষা শ্রীসক্রেটিস, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীগৌরচন্দ্র, শ্রীখৃষ্ট, শ্রীমোহম্মদ, ঋষিগণ এবং সতী সীতা মেরী শচী মৈত্রেয়ী সাবিত্রী প্রভৃতিকেও স্মরণ করিয়া প্রণত হই। এবং পরবর্ত্তী ধর্ম্মনেতা ওনেত্রীগণকেও প্রণাম করি।

বেদ, আবেস্তা, বিজ্ঞান, ললিতবিস্তর, পুরাণ, কোরাণ, বাইবেল সংহিতাদি যাহাতে বিভিন্ন ধর্ম্মের মহিমা ব্যাখাত সকলকেই স্মরণপূর্ব্বক অভিবাদন করি।

বর্ত্তমান যুগধর্ম্মে রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, শ্রীব্রহ্মানন্দ, মহারাণী ভিক্টোরিয়া, মা সারদাকে প্রণাম করিয়া এবং প্রেরিত সাধু অঘোর, প্রতাপ, অমৃত, ত্রৈলোক্য, গিরিশ, গৌরগোবিন্দ, বঙ্গচন্দ্র, উমানাথ, দীননাথ, মহেন্দ্র, কেদার, রামচন্দ্র, কান্তিচন্দ্র, কালীশঙ্কর, নন্দলাল, বলদেব, ফকিরদাস, ঈশানচন্দ্র, সাম্বশিব, আশুতোষ, ব্রজগোপাল, কালীনাথ এবং কাশীরামকে স্মরণ করিয়া অভিবাদন করি।

ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী, দীননাথ, রামেশ্বর, কুঞ্জবিহারী, নিত্যগোপাল, অপূর্ব্বকৃষ্ণ, প্রকাশচন্দ্র, নৃত্যগোপাল, বিনয়, মোহিত প্রভৃতি সাধকদিগকেও স্মরণ করি।

নববিধানের বিরোধিতা করিয়া যাঁহারা নববিধানের গৌরব আরও বর্দ্ধন করিয়াছেন তাঁহাদিগকেও আজ স্মরণ পূর্ব্বক অবনত হই।

রাজা, রাজ প্রতিনিধি, জনহিতৈষী, দেশহিতৈষী, শত্রুমিত্র ইহ পরে যেখানে যিনি আছেন সকলকেই আমরা প্রণাম করি।

মাতৃভূমি, বাসভবন স্ত্রী শিশু সেবকগণ এবং দীন দরিদ্র এবং বিশেষভাবে আমাদের গ্রাহক অনুগ্রাহক সাহায্যকারী ও প্রেরিত প্রচারক ও মণ্ডলীর ভাই ভগিনীগণ পরিবার দলস্থ যে যেখানে সকলকেই আজ স্মরণ করিয়া সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণাম করি।

সকল ধর্ম্মের সকল নেতা, সাধক, সাধিকা, জগতের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রাজ্যে যিনি যে ভাবে ধর্ম্মসাধনে কর্ম্ম সাধনে নিয়োজিত থাকিয়া সেই একই বিধানের একই বিধান-জননীর বিশ্বরাজ্যে বাস করিতেছেন সকলকেই ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে হৃদয়ের প্রেমালিঙ্গন অর্পণ করি।

নববর্ষাগমে।

নববর্ষ পুরাতন বর্ষ অন্ত করিয়া সমাগত।

বৃক্ষের পুরাতন পল্লব ঝরিয়া পড়িল, নব পল্লব অঙ্কুরিত হইল। দিনে দিনে তিল তিল যে তরু মুঞ্জরিত হইতেছিল তাহা একবারে এক নূতন বৃক্ষে পরিণত হইল। পুরাতনের ক্ষয়ে নূতনের উদ্ভব। তবে পুরাতন বর্ষের তিরোধানে যেমন নববর্ষের সমাগম হইল, জীবনেও নূতনের সমাগমে পুরাতনের ক্ষয় হউক ও নবজীবনের উদ্ভব হউক।

নূতন বর্ষে, নূতন দিন নূতন বার নূতন মাস আসিল, পুরাতন পঞ্জিকা আর চলিল না, নূতন পঞ্জিকা বাহির হইল। পুরাতন খাতায় আর হিসাব করা হয় না, নূতন খাতা খুলিতে হইল। তেমনি জীবনেরও পুরাতন দিন পুরাতন বর্ষ কাটিয়া নূতন দিন নূতন বর্ষ আসিল; তবে জীবন এতদিন যেমন চলিল তাহাতে চলিবে কেন, যাহা এত দিন লইয়া রহিলাম তাহা আর রাখিলে হইবে কেন?

পুরাতন মন, পুরাতন প্রাণ, পুরাতন ধর্ম্ম, পুরাতন কর্ম্ম, পুরাতন জীবন, পুরাতন পাপ, পুরাতন অভ্যাস যাহা তাহা ত্যাগ করিয়া নূতন মন, নূতন প্রাণ, নূতন দর্শন, নূতন শ্রবণ, নূতন ধর্ম্ম, নূতন সাধন, নূতন জীবন, নূতন বিশ্বাস, নূতন ভক্তি, নূতন জ্ঞান, নূতন ধ্যান, নূতন ধারণা, নূতন প্রার্থনা, নূতন উপাসনা, নূতন কর্ম্ম, নূতন সেবা, নূতন ভাব অবলম্বন করিয়া যাহাতে জীবনে সমুন্নত হইতে পারি তাহারই জন্য আমরা আজ আকাঙ্ক্ষিত হই।

আমরা আমাদের পুরাতন প্রচলিত ধর্ম্মত্যাগ করিয়া নবধর্ম্মে নববিধানের যে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি তাহা জীবনে সাধন ও সপ্রমাণ করিতে হইবে। জড়বাদ, মৃত পুত্তলিকার পূজা ত্যাগ করিয়া আমরা জীবন্ত জাগ্রত প্রত্যক্ষ পরমাত্মাকে পিতামাতা, পরমদেবতা বলিয়া পূজা করিতে অধিকার পাইয়াছি।

তিনিই আবার আমাদিগকে পুরুষকার সাধন ও বুদ্ধি জ্ঞান বিচারের ধর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহারই নব জীবনপ্রদ, নববিধান সর্ব্বধর্ম্ম মিলন বিধান, স্বয়ং দান করিয়াছেন, এবং সর্ব্বভক্তাত্মার সঙ্গ সহবাস সাধনে কেমন অখণ্ড মানব জীবন লাভ করিতে হয় তাহার আদর্শ দিয়া তিনিই পবিত্রাত্মারূপে আমাদিগের ধর্ম্মজীবনের সহায় হইয়াছেন।

তবে কেন আর আমরা পুরাতন মৃত, কল্পিত দেবতার পূজায় রত থাকিব, কেনই বা আমরা পুরুষকার সাধনা ও

জ্ঞান বিচার বুদ্ধি প্রসূত পুরাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া আত্ম-বিস্মৃত হইব, কেমনা "কোথায় আমার আমি", "আমার ধর্ম্ম বলিতে কিছু নাই বলিয়া যিনি সর্ব্বভক্তাত্মাকে আত্মস্থ করতঃ অখণ্ড মানবত্ব লাভ করিলেন, তাহার সহিত একাত্মতা সাধন করিয়া একমাত্র পবিত্রাত্মার হইতেই আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি যে জীবন দিবার জন্য নববিধান বিধান করিলেন ও সেই বিধানের আশ্রয়ে আমাদিগকে স্বয়ং স্থান দিলেন আমরা তাহা জীবনে কেননা সপ্রমাণ করিব।

নববর্ষাগমে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ যেমন পুরাতন গৃহবাস হইতে ধর্ম্মাভিষেকের জন্য বিতাড়িত হইলেন, এবং নববর্ষ দিনে বৈরাগ্য প্রেম উদারতা, শুদ্ধতার ব্রত বিধান করিয়া নববিধান প্রেরিতগণকে নবজীবন গ্রহণে প্রোৎসাহিত করিলেন, আমরাও সেই ব্রত গ্রহণ করি এবং আচার্য্য ব্রত গ্রহণে নববর্ষকে অভিনন্দন করি।

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

শক্তির ব্যবহার ও অপব্যবহার।

মানবের জীবনীশক্তি সেই এক আদ্যাশক্তিরই শক্তি। এই শক্তির পূজায়, আরাধনায়, ধ্যানে, ধারণায়, সদ্ব্যবহারে জীবন সমুন্নত হয়, সবল হয়, সুস্থ হয়, অমরত্ব লাভ করে। বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম, সেবা, জ্ঞান কর্ম্ম, সচ্চিন্তা, ব্রহ্মচিন্তা, প্রার্থনা উপাসনা দ্বারা এই শক্তি জীবনে সঞ্চারিত হয় এবং তাহাতে শরীর, মন, আত্মা সমভাবে পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু এই শক্তির অপব্যবহারেই শরীর মন, আত্মার ক্ষয় হয়, তেজবিহীন হয়, দুর্ব্বল হয়, মৃত্যুর অধীন হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, অহং দুশ্চিন্তা, দুর্ম্মতি, দুর্বুদ্ধি, দুষ্ক্রিয়া, পাপাশক্তি ব্রহ্মশক্তির অপব্যবহার। সেই অপব্যবহারেই শরীরের রোগ, মনের পাপ এবং আত্মার অশান্তি আনয়ন করিয়া থাকে। অতএব যদি বাঁচিতে চাও ব্রহ্ম শক্তির সদ্ব্যবহার কর অন্যথা মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

—

চিন্তা।

সচ্চিন্তা, ব্রহ্মচিন্তা, মনের চিন্তা। ইহাতেও পুরুষকার। সর্ব্বচিন্তার নির্ব্বাণই নিষ্কাম সাধন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে ব্রহ্ম-চিন্তা উচ্চ সাধন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। শ্রীবুদ্ধ, তাহাও নিকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া নির্ব্বাণ পথ অবলম্বন করিলেন। এই বিধানের পরই যথার্থ ব্রহ্মাবতরণ উপলব্ধ হয়। তাই নববিধান বলিলেন, চিন্তাদ্বারা যে ব্রহ্ম উপলব্ধি তাহাতে ভ্রম ভ্রান্তি থাকিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম স্বয়ং যখন "আমি আছি" বলিয়া হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করেন তখনই প্রকৃত ব্রহ্মদর্শন লাভ হয়। সুতরাং চিন্তাযোগে ব্রহ্মপূজা নিম্নসাধন। চিন্তাশূন্য বা মনের চিন্তা নির্ব্বাণ করিলে তবে ব্রহ্ম যে স্বয়ং দর্শন দান করেন এবং তাঁহার নিজ পরি-চালনায় পরিচালিত করিয়া সাধককে যে জ্ঞান দান করেন, যে ধর্ম্ম সাধনা করান, যে চিন্তা চিন্তা করান, যে বাক্য বলান তাহাই নববিধানের আকাঙ্ক্ষনীয়।

—০—

কেশবচন্দ্রের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি ?

(গত ১৬ই কার্ত্তিক ও ১লা অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিতের পর)

একাত্মতা এবং অপরকেও একাত্মা করিবার জন্য কেশবের একত্র উপাসনা সাধনা প্রতিষ্ঠা, কিন্তু তিনি যে এই একাত্মতা সাধন বিধায় আপনাকে মধ্যবিন্দু করিয়াছেন, এ মধ্যবিন্দুত্বের অভিপ্রায় কি ? দশজনকে একজন হইতে গেলে একের সঙ্গে দশজনের ভাবে ভাবে মিলন চাই। সে একজন সেই ব্যক্তি, যাঁহাতে বিবিধ ভাব আসিয়া মিলিত হইয়াছে। শাক্য, ঈশা, চৈতন্য, প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি প্রেরিতবর্গকে বলিয়া-ছিলেন, "তাঁহাদের ভাবে আমরা দ্বিজাত্মা।" কেশবচন্দ্রে সকল ভাব সম্মিলিত হইয়াছিল। যাঁহারা এক এক ভাবের প্রতিনিধি তাঁহারা সকল ভাবের প্রতিনিধিতে মিলিত হইলে সহজে এক অখণ্ড মানুষ হন।

তিনি বলিয়াছেন, "এক এক প্রেরিত দ্বারা একটী একটী অঙ্গের পূর্ণতা হইল, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মিলনে নববিধানের পূর্ণ ধর্ম্ম প্রকাশিত।" এই অঙ্গগুলি যে অবয়বে মিলিত হইয়া একটি দেহ হইল, উহা কেশবচন্দ্র। কেশবচন্দ্র যে একাত্মতার ভাব আপনাতে প্রদর্শন করিলেন, সেই একাত্মতার ভাবে যাঁহারা দ্বিজত্ব লাভ করিবেন, তাঁহারাই সকলে একাত্মা হইবেন। যখন ভগবানের এবার এই বিশেষ লীলা, তখন এরূপ কথা কেশবচন্দ্র অকুতোভয়ে ব্যক্ত করিয়া বলিবেন তাহাতে আর শঙ্কার বিষয় কি ?

কেশবচন্দ্র বিধান সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করিলে নরক নিশ্চয়। যে ব্যক্তি ঠিক তাঁহার অনুসরণ করিবে তাহার সম্বন্ধে এরূপ দোষ ঘটিবার কোন কালে সম্ভাবনা নাই, কেন না সে ব্যক্তি কেশবচন্দ্রের এই কথা দৃঢ় রূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছে, "এবারকার গুরু সে, যে বলে আমার শিক্ষা মানিও না যদি না পবিত্রাত্মার সহিত মিল বুঝিতে পার।"

তিনি তাঁহাদিগকে আপনার বলেন, যাঁহারা 'হরিতে অভিন্ন-হৃদয়' হইয়াছেন, 'আপনার' হইয়াছেন, 'একপ্রাণ' হইয়াছেন

তিনি প্রার্থনায় স্পষ্ট বলিয়াছেন, তোমার হইলেই আমার, আমার হইলেই তোমার, আর আমাদের সকলের। কেহ আপনার নয়, তুমি যাদের এক কর, তারাই আপনার। সব মুখ এক মুখ হবে। যেখানে থাকুক সকলের নাড়ী এক নাড়ী হবে, সকলের প্রাণ এক হবে।"

কেশবচন্দ্র বিধান সম্বন্ধে যাহা বলিতেন, তাহা কখন আপনার কথা মনে করিতেন না, "আমি যাহা বলি, সকলই তোমার কথা এ জিহ্বা মিথ্যা বলে না।"

কেশবচন্দ্রের সহিত একাত্মা হইয়া এক সময়ে এক কথা ভগবানের নিকট হইতে শুনিয়া তদনুসরণ করা যাঁহাদের নিয়তি, অবৈরাগ্য, সংসারাসক্তি, বা গূঢ় পাপের জন্য সে নিয়তি হইতে যদি তাঁহারা স্খলিত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে নরক নিশ্চয় একথা বলিতে কেশবচন্দ্র কেন কুণ্ঠিত হইবেন?

আমি এ কথা প্রকাশ্যে সকলের সমক্ষে বলিতেছি, কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইয়া যে বিধি আনয়ন করিয়াছেন এবং যে বিধির সঙ্গে আমি নিত্যকালের জন্য গ্রথিত হইয়া রহিয়াছি, তাহার একটি বিধিকে যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক খণ্ডন করি, তাহা হইলে আমার পক্ষে নরক। কেহ যদি কেশবচন্দ্রের বিধান সম্বন্ধে দৃঢ় কথা শ্রবণ করিয়া মনে করেন যে, তিনি অপরের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। যিনি তাঁহার মত প্রত্যেক বিষয় ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করিয়া চলেন, তিনি তাঁহাকে আপনার বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, আপনার দলস্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কেশবচন্দ্র নিজে স্বাধীন পুরুষ ছিলেন, যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার বন্ধন বিমুক্ত হইয়া স্বাধীন ভাবে ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে আপনার লোক বলিতেন।

"অধিনের দল এখানে নয়। যার উপরে দলের ভার আছে সে নিজেই যখন অধীন নয়, সে নিজেই যখন অধীনতাকে ঘৃণা করে, তখন এ দলের কেহই অধীন হইবে না।"

কেশবচন্দ্রের ভিতরদিয়া বিধান অবতরণ করিয়াছে, তাহাকে কেহ কৈশববিধান বলিবে, এ পন্থা তিনি চিরদিনের নিমিত্ত অবরুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

"এবার ব্রহ্ম ব্রহ্ম চীৎকারবার বলিলেও হইবে না, আর সাধুদের জুতো নিয়ে টানাটানি করলেও কিছু হবে না।" এবার পবিত্রাত্মার রাজ্য।

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে আমাদের সহোপাসকত্ব সম্বন্ধ, আচার্য্য সম্বন্ধ আমরা প্রধানরূপে গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহার সহিত আরও বিবিধ সম্বন্ধ এই দুই সম্বন্ধমূলক। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমাকে যে বলে এ নূতন নূতন সমাচার স্বর্গ হইতে আনে, সেই সত্য বলে। এরা যা নিয়েছে তাহাতে সুখী হওয়া যায় না। যার কাছে যে মজার কথা শিখিয়াছি তা নিতে চায় না। এই হতেই ত দুঃখ। আমার বুকের ভিতর আশ্চর্য্য মজার মজার অংগান সেতার পাইয়াছি শোনাই"। তিনি কেন্ পদ আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন? আচার্য্য বা সেবক। সে পদের কার্য্য কি? ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া স্বর্গের নূতন নূতন সংবাদ আনয়ন করা। এ নূতন সংবাদের গৃহীতা কাহারা, যাঁহারা আচার্য্য সহ এক হৃদয়, তাঁহার হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট। যাঁহারা তাঁহার সহিত সহোপাসক না হন, ঈশ্বরেতে এক হৃদয় এক প্রাণ না হন, তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার আচার্য্য সম্বন্ধ চিরদিনের জন্য অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারেনা। যাঁহারা এরূপে তাঁহার সহিত সংযুক্ত নহেন, তাঁহারা অবতীর্ণ বিধি বিধান রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবেন তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই।

কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, "ধন্য সে যে বলিতে পারে আত্মার প্রাণ পেয়েছি যাঁহতে, তাঁকে প্রাণের রক্তের চেয়েও ভালবাসি।" এ সকল কথায় তাঁহার সহিত কোন্ সম্বন্ধ দেখাইয়া দেয়? আচার্য্য সম্বন্ধ। "সে এক সময়ে ছেলে হ'য়ে কাছে এয়েছে। মা হয়ে কাছে এয়েছে, বিপদের সময় বন্ধু হয়ে এয়েছে। সে বিশ্বাসঘাতক নয়।" আচার্য্য সম্বন্ধ মধ্যে বিবিধ সম্বন্ধ আছে, এ সকল কথা তাঁহারই দ্যোতক। যিনি সহোপাসক নহেন, তিনি কি প্রকারে আচার্য্য হইবেন? আচার্য্য এবং উপদেষ্টা এ দুইয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য।

নববিধানের নব আচার্য্য প্রাচীন বিধানের আচার্য্য নহেন। তিনি যাঁহাদিগের আচার্য্য, তাঁহাদিগের সঙ্গে এক অভিন্নহৃদয় হইয়া ঈশ্বরের নিকটস্থ হইলে তবে স্বর্গ হইতে নূতন নূতন সামগ্রী আসিয়া উপস্থিত হয়।

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে এক হইয়া যাঁহারা আচার্য্যের কার্য্য করিবেন, তাঁহারা সকলের সঙ্গে একীভূত হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন এবং সকলের সহিত একপ্রাণ হইয়া তাঁহার কৃপার ভিখারী হইবেন, তাহা হইলে ঈশ্বরের আলোক ও কৃপা লাভ করিয়া তাঁহারা কৃতার্থ হইবেন।

কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে একাত্মতা সাধন পবিত্রাত্মার যোগে নিষ্পন্ন হয়, অন্য কোন উপায়ে নহে। মানবীয় দিকে কেশবচন্দ্রকে মধ্যবিন্দু করিয়া সকলের তাঁহার সহিত একাত্মতা সাধন, ইহাতে এক পবিত্রাত্মার অন্তঃপ্রবেশ ভিন্ন কিছুই সিদ্ধ হইবার নহে। সম্মুখে কেশবচন্দ্রকে রাখিয়া সহস্রবার ভক্তি শ্রদ্ধা কর, ইহাতে কোন ফলোদয় হইবার নহে। যাঁহার সহিত একাত্মা হইতে হইবে, তাঁহাকে সম্মুখে রাখিলে চলে না, কেন না দুই পদার্থ মিশিয়া গিয়া এস্থলে এক পদার্থ হইবে। এই জন্য কেশবচন্দ্র নববিধান জননীর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধের ব্যবধায়ক নহেন। কেশবচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা এই, যেখানে যতটি আত্মা ঈশ্বরেতে এক হইয়াছে সেখানে তিনি তাহাদের সহিত অভিন্নভাবে অবস্থিত।

সুতরাং তাঁহার সহিত যাঁহারা একাত্মা হইতে চান, তাহাদিগের সহোপাসকত্ব সম্বন্ধ বিনা আর কোন গত্যন্তর নাই।

উপাসনা কেশবচন্দ্রের অন্ন পান ছিল, উপাসনা সর্ব্বস্ব ছিল। সমগ্র জীবনব্যাপী উপাসনা তাঁহার মহাযোগ ছিল। এই উপাসনা তিনি বন্ধুগণের মধ্যে এরূপভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন যে, তিনি চিরদিন তাঁহাদিগের সঙ্গে ঈশ্বরেতে এক অভিন্ন হইয়া স্থিতি করিতে পারিবেন। সহোপাসক, আচার্য্য, এ সম্বন্ধ তাঁহার নিকটেও মধুর, আমাদিগের নিকটেও মধুর।

কেশবচন্দ্র শেষ পর্য্যন্ত একটি অন্তর্ব্যবস্থান বিষয়ে অত্যন্ত অবহিত ছিলেন, সেটি শ্রীদরবার। শ্রীদরবারের প্রতি তাঁহার ঈদৃশ আদর কেন? একাত্মতা সাধনের নিমিত্ত ইটি ভগবাননির্দ্দিষ্ট অন্তর্ব্যবস্থান, এই জন্য, এখানে ঐকমত্য বিনা কোন কার্য্য হইতে পারে না। আপন আপন রুচি, মত, সংস্কার পবিত্রাত্মার নিশ্বাস বায়ুতে উড়িয়া গিয়া এখানে বিরুদ্ধ ভাবাপন্নগণও একভাবাপন্ন হইয়া ঐকামতে উপস্থিত হন, এজন্য নববিধানে ইঁহার এত সমাদর। আমাদের পাপ অপরাধের জন্য দু একদিন কার্য্য বিশৃঙ্খল হইতে পারে; কিন্তু ইহার বলের নিকটে কাহারও বৈমত্য দীর্ঘকাল তিষ্ঠিতে পারে না। পবিত্রাত্মার প্রভাবে ব্যাঘ্রও ক্ষণকালের জন্য মেষশাবক হইয়া যায়।

তিনি যে বলিয়াছেন, "নববিধানে একজন মানুষ মরিবার পূর্ব্বে আবার অখণ্ড হইবে," তাহা এই অন্তর্ব্যবস্থানে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

—০—

ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজ।

(প্রাপ্ত)

ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজ উভয় শব্দই বলিতে বলিতে আমাদের কণ্ঠপ্রসূত পারিভাষিক ও আভিধানিক শব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহারা সত্য সত্য উভয় বস্তুর প্রকৃতিগত নিগূঢ় তত্ত্বে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের সেই ভাবপ্রণোদিত উচ্ছ্বাসগত হৃদয় হইতে সেই তত্ত্ব ও ভাগবত সংজ্ঞা বাহির হইয়াছিল। সমস্তই তাঁহাদের ধ্যানধারণা ও সাধনা সম্ভূত ভাব-ব্যঞ্জক শব্দ। যিনি মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে বিনির্গত উদ্ভিদকে "তরু" শব্দে আখ্যাত করিয়াছেন তাঁহাকে সেই বস্তুর প্রকৃতি চিন্তা ও অধ্যয়ন করিয়া সে নাম দিতে হইয়াছে, যিনি পৃথিবীব্যাপী জল রাশির উচ্ছ্বাসগত প্রকৃতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তিনিই সেই অসীমজলরাশিকে "সমুদ্র" শব্দ আখ্যাত করিয়া ছেন। নিউটন যখন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বুঝিয়াছিলেন। তখন তাহা তাঁহার গভীর চিন্তা ও গবেষণা-সম্ভূত ভাব হইতে আসিয়াছিল। প্রাচ্য ঋষি একদিনে তাঁহাকে "ব্রহ্ম" বলিয়া ডাকেন নাই। সাধনার পর সাধনা আসিয়া যখন তাঁহার আলোক সামনে আসিয়া পড়িল তখন সাধক তাঁহার ঋষিত্ব প্রভাবে সেই আলোকদাতাকে "ব্রহ্ম বলিয়া চিনিলেন। ঋষি-আত্মা হইতে প্রসূত সংজ্ঞা "ব্রহ্ম" অর্থাৎ আলোকদাতা নামে পরিণত হইল। যিনি তাঁহাকে "বিষ্ণু" বলিয়া চিনিয়াছিলেন তিনিও তাঁহার বিশ্বব্যাপী প্রকৃতি ধ্যান ও চিন্তা করিতে করিতে ঐ নামে ডাকিয়াছিলেন। "ব্রহ্ম" সংজ্ঞা দল ও সম্প্রদায়গত শব্দ নহে। ইহা তাঁহার আলোক দর্শন-সম্ভূত উচ্ছ্বাসগত ও অনুপ্রাণনাপূর্ণ বিশ্বব্যাপী ভাবব্যঞ্জক শব্দ। যে আলোক মহর্ষি ঈশা দেখিলেন তাহাও ব্রহ্ম, যে আলোক হজরত্ মোহম্মদ প্রত্যক্ষ করিলেন তাহাও ব্রহ্ম। এই নবযুগে আমরা কয়েকটী লোক যদি তাঁহাকে আমাদের সমাজগত সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করিয়া ফেলি, সত্য সত্যই আজ আমরা ব্রাহ্ম-সমাজ, ব্রহ্মকেও সংকীর্ণ করিয়া ফেলিব। যদি আমরাই আমাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা ব্রহ্মের প্রকাণ্ড আকাশকে বহু খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া ফেলিতেছি। ব্রাহ্মসমাজ বলিলেই তাহা পৃথিবীর সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মভাবের ভিতর নিহিত। "সমাজ" শব্দের অর্থ খুবই বিস্তৃত। ধর্ম্মপ্রাণে প্রণোদিত হইয়া যাঁহারা এক ধ্যানে, এক প্রাণে মিলিত হইতে পারেন তাঁহাদেরই সমাজগত ধর্ম্ম সাধিত হইয়া থাকে। সমভাবে ধর্ম্মের প্রাণে একত্র জনম গ্রহণের স্থানই সমাজ। বল দেখি ব্রাহ্ম ব্রহ্মানন্দ আচার্য্য কেশবচন্দ্র যখন বলিলেন "সকল ধর্ম্ম সত্য" তখন তাঁহার ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজ কোথায়? কেশব যে স্থানে দাঁড়াইয়া প্রাণের উচ্ছ্বাসগত এই নূতন ঘোষণা ঘোষিত করিলেন সে স্থান কি আমাদের সম্মুখে আসিয়াছে? ব্রাহ্ম! আজ তোমার ধর্ম্মকে গভীর মধ্যে আনিও না। তোমার ব্রহ্ম প্রশস্ত ও তোমার ধর্ম্ম ও সমাজ প্রশস্ত। নববিধান কি তাহা অনুভব করিয়াছ? তোমার এই অবস্থা ও এই দর্শন তোমার নববিধান অর্থাৎ ব্রহ্মের নূতন দান। যেখানে দুইজনের মিল নাই, সেখানে নববিধান নাই। নববিধান সকল ধর্ম্মবিধানকে আহ্বান করিতেছেন। সকল ধর্ম্মই নূতন মানুষ চাহিতেছেন। প্রাচ্যসাধক William Law বলিলেন "Consider how it was that the carnal jew, the deep-read scribe, the religious pharisee did not only receive, but crucified the saviour. It was because they willed and desired no such saviour as he was, no such inward salvation as he offered to them. They desired no change of their own nature, no inward destruction of their own natural tempers, no deliverance from the love of themselves, and the enjoyment of their passions; they liked their state, the gratification of their old man, their long robes, their broad phylacteries and the greetings in the markets". গভীর চিন্তা ও গভীর পর্য্যবেক্ষণায় সাধিত নূতন অনুপ্রাণনায় অনুপ্রাণিত হইয়া খৃষ্টবিধানের কল্যাণার্থ বলিলেন" চিত্তাকর, ইন্দ্রিয়াসক্ত jew (জু) গভীর শিক্ষাভিমানী স্ক্রাইব্ (Scribe) এবং ধর্ম্মাভিমানী ফিরুসী (Pharisee) কেবল তাঁহাদিগের

ত্রাণকর্ত্তাকে গ্রহণ করেন নাই তাহা নহে, তাঁহাকে ক্রুশেও বিদ্ধ করিয়াছিল। কারণ তাহারা যেরূপ ত্রাণকর্ত্তা, সেরূপ আভ্যন্তরীন পরিত্রাণের ভাব, সেরূপ আভ্যন্তরীন রিপু বিনাশ এবং স্বার্থপূর্ণ আত্ম-প্রেম ও রিপু-চরিতার্থতার বিস্মৃতি বিষয়ক উচ্চ চিন্তা সমুদয় ইচ্ছা করে নাই। তাহারা আপনাদেরই অবস্থা ও পুরাতন মানবীয় ভাব সমূহকে পরিতৃপ্ত করা, তাহাদের সুদীর্ঘ পরিচ্ছদ, ধর্ম্মপুস্তক হইতে উদ্ধৃত প্রবচন-পূর্ণ স্তবক ধারণ এবং পণ্যশালা সুলভ অভিবাদনের দিকেই সমগ্র ইচ্ছা নিয়োজিত করিয়াছিল। বর্ত্তমানে আমাদের মণ্ডলী যে অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে তাহাতে দেখিতেছি ধর্ম্ম ও শিক্ষাভিমানী জু ক্রাইব, এবং ফিরুসিগণ যাহা চাহিয়াছিলেন, মণ্ডলীর ইচ্ছা ও বাসনাও সেই দিকেই ছুটিয়াছে। যাঁহারা কল্যাকার চিন্তা পরিহার করিয়া "স্বার্থনাশক বৈরাগ্য" অবলম্বন করিয়া এবং নূতন ব্রহ্মালোক (Revelation) প্রত্যক্ষ করিয়া ধর্ম্মজীবনে "Walk before me and be perfect" আমার সম্মুখে বিচরণ কর এবং পূর্ণ হও এই মহান্ সত্য উপলব্ধি করিয়া নববিধানে কাঁধ দিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের শোণিতা-ভিষিক্ত মণ্ডলী ও পরিবার আজ কোথায়? নববিধান নাম নহে। নববিধান জাতি ও সম্প্রদায় দিবার জন্য আসেন নাই। নববিধান নূতন মানুষ দিতে আসিয়াছেন।

সেবক—শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

কোচবিহার নববিধান ব্রাহ্মসমাজের একচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব।

(প্রাপ্ত)

নববিধানবিধায়িনী জননী দয়া করিয়া এবার নিম্নলিখিত রূপে একচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন। নানা বিঘ্নবিপত্তি ও শোক দুঃখের ভিতর দিয়া শ্রীব্রহ্মানন্দ-জননী এবারকার উৎসবানন্দ অতি আশ্চর্য্যরূপে সম্ভোগ করিতে দিয়া দীনহীন কাঙ্গালদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছেন। পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও ভাবিতে পারি নাই যে, শ্রীভগবান্ এই শোকার্ত্ত-দিগকে এইরূপ আনন্দসুধা দান করিবেন। অভাবনীয় রূপে এই গরীবদিগকে, কোচবিহারবাসী-বাসিনীদিগকে অতুল আনন্দ-সুধা বিতরণ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছেন। এবং শ্রীব্রহ্মানন্দাদি ভক্তদল গৌরবান্বিত হইয়াছেন।

১লা বৈশাখ, ১৩৩৪ সাল, ১৪ই এপ্রিল ১৯২৭, বৃহস্পতিবার, পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময় ব্রহ্মমন্দিরে নববর্ষের উৎসব হয়। শ্রীমদ্ আচার্যদেবের উপদেশ "নববর্ষ" "ভবিষ্যতের সন্তান" "সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম্ম" পাঠ ও প্রার্থনা হয়।

সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ব্রহ্মমন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন ও আরতি হয়। মন্দিরের নির্দিষ্ট সঙ্গীতকারক শ্রীমান্ রাধিকামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দে মহাশয় সঙ্গীত করেন।

২রা বৈশাখ, ১৫ই এপ্রিল, শুক্রবার, প্রাতে প্রচারাশ্রমের উৎসব হয়। শ্রীমদাচার্য্যদেবের প্রার্থনা—"চিরনূতন" পাঠ ও প্রার্থনা হয়।

অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় কেশবাশ্রমোদ্যানে "সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা হয়। বক্তাগণ—ভিক্টোরিয়া কলেজের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত অবনীমোহন গুহ।

৩রা বৈশাখ, ১৬ই এপ্রিল, শনিবার, পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকায় সময় কেশবাশ্রমকুটীরে উপাসনা হয়। শ্রীমদ্ আচার্য্যদেবের প্রার্থনা "সংসারে যোগ" পাঠও প্রার্থনা হয়।

সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসক মণ্ডলীর বার্ষিক সভার অধিবেশন। প্রথম একটী সঙ্গীত ও প্রার্থনান্তে বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ করা হয়।

৪ঠা বৈশাখ, ১৭ই এপ্রিল, রবিবার, শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মল্লিক মহাশয় সস্ত্রীক শুভাগমন করেন এবং ৮ই বৈশাখ শান্তিবাচন পর্য্যন্ত উৎসবের যাবতীয় কার্য্য তিনিই সম্পন্ন করেন। আমরা উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছি এবং ধন্য হইয়াছি।

৪ঠা বৈশাখ, ১৭ই এপ্রিল, রবিবার, মধ্যাহ্নে কেশবাশ্রম-কুটীরে আর্য্যনারী সমাজের উৎসব। শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মল্লিক মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী উপাসনা করেন। মল্লিক মহাশয় বিশেষ প্রার্থনা যোগে উপাসনার ভাবটা বিশেষ করিয়া পরিস্ফুট করেন। বালক বালিকাসহ অনেকগুলি মহিলা উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

কতকগুলি মধুমক্ষিকার উপদ্রবে মহিলাদিগের প্রীতিভোজনে অযথা গৌণ হইয়াছিল। দুই একজনকে কামড়াইয়াওছিল। তাহাতে প্রায় ২টার সময় প্রীতিভোজন হয়।

সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। মল্লিক মহাশয় উপাসনা করেন। একটী মুসলমান যুবক প্রথম দুইটী সঙ্গীত করেন। শেষ তিনটী নির্দিষ্ট গায়ক শ্রীমান্ রাধিকামোহন করেন। শ্রীভগবান্ মানুষকে শোক দুঃখের আঘাত দিয়াও প্রত্যেকের অন্তরে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইতে চান্ ও প্রকাশিত হন্।

৫ই বৈশাখ, ১৭ই এপ্রিল, সোমবার, ব্রহ্মমন্দিরে সমস্তদিন ব্যাপী উৎসব।

পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকায় সঙ্গীত ও ৯ ঘটিকায় উপাসনা আরম্ভ হয়। উপাসনা আরম্ভ হইবার পর শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত আসিয়া যোগদান করেন। এবেলা শেষ সঙ্গীতটী মাত্র করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তারপর হইতে ৮ই বৈশাখ পর্য্যন্ত

সমস্ত সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তনের নেতৃত্ব করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। মল্লিক মহাশয় উপাসনা করেন। শোক দুঃখের ভিতর দিয়া আনন্দময়ী মা তাঁর উৎসবানন্দ ভোগ করান এবং তাঁর আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। উজ্জ্বলরূপে তাঁর আত্মস্বরূপ প্রকাশ কর্‌বার জন্যই রোগ শোক, দুঃখ বিপদ প্রেরণ করেন। মধ্যাহ্নে কেশবাশ্রমে প্রীতিভোজন হয়।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় সমাধিতীর্থে স্থানীয় উপাচার্য্য শ্রীনবীনচন্দ্র আইচ সংক্ষিপ্ত উপাসনা করেন। ৫ ঘটিকার সময় ব্রহ্মমন্দিরে পাঠ ও আলোচনা হইবার পর ৬টায় শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। প্রমত্ত কীর্ত্তনান্তে ৭ ঘটিকার সময় উপাসনা আরম্ভ হয়। মল্লিক মহাশয় উপাসনা করেন। মৃত্যুঞ্জয় নাম সাধন করিয়া মৃত্যুকে জয় করিতে হইবে। মৃত্যুঞ্জয়ের পূজা বন্দনা না করিলে অমরজীবন লাভ হবে না। অতএব এখনই আমরা মৃত্যুঞ্জয়ের পূজা যাহাতে আরম্ভ করিতে পারি, হে দয়াময়, দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। মল্লিক মহাশয় সস্ত্রীক সমস্তদিন মন্দিরেই যাপন করেন। মাধ্যাহ্নিক আহার্য্য মন্দির প্রাঙ্গনেই প্রেরিত হইয়াছিল। ইহা তাঁহার উৎসব সাধনের অঙ্গবিশেষ।

৬ই বৈশাখ পূর্ব্বাহ্ন ৯৷৷০ ঘটিকার সময় কেশবাশ্রম কুটীরে উপাসনা। মল্লিক মহাশয় উপাসনা করেন। কেদার বাবু বিশেষ প্রার্থনা করেন। মল্লিক মহাশয়ের স্ত্রী আদর্শ চরিত্র পাঠ করেন। স্থানীয় উপাচার্য্য নবীনচন্দ্র আইচ শ্রীমদাচার্য্য দেবের প্রার্থনা পাঠ করেন।

অপরাহ্ণ ৫৷৷০ ঘটিকার সময় প্রচারাশ্রমে, বালক বালিকারা অতি সুললিতস্বরে সঙ্গীত ও কবিতাদি আবৃত্তি করিয়াছিল। শতাবধি বালক বালিকা উৎসবে যোগদান করিয়াছিল। উৎসবান্তে বালক বালিকাদিগকে ডাইলমুট, ঝুরিভাজা, সোঁদে ও জীলেপিদ্বারা জলযোগ করান হইয়াছিল। মাননীয় মহারাজ-কুমার শ্রীযুক্ত ভিক্টোর নৃত্যেন্দ্রনারায়ণের পুত্র শ্রীমান্ কুমার গৌতমনারায়ণও যোগদান করিয়াছিলেন।

৭ই বৈশাখ, ২০শে এপ্রিল, বুধবার, পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকার সময় সমাধিতে উপাসনা হয়। উপাসনার প্রথমাংশ স্থানীয় উপাচার্য্য শ্রীনিবারণচন্দ্র আইচ সম্পন্ন করেন। শেষাংশ পাঠ প্রার্থনাদি মল্লিক মহাশয় করেন।

অপরাহ্ণ ৫৷৷০টায় মন্দির প্রাঙ্গনে সমবেত হওয়া যায়। সন্ধ্যা ৭টার শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে নগর সংকীর্ত্তন বাহির হয়। প্রমত্ত কীর্ত্তন করিতে করিতে নগরের কতকাংশ প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রাহ্মপল্লীর ভিতর দিয়া সমাধিতীর্থে প্রবেশ করা হয়। উভয় স্থানে সংকীর্ত্তনের দলের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইয়া-ছিল। সমাধিতে নৃত্যযোগে কতক্ষণ প্রমত্ত কীর্ত্তন করিয়া শেষ করা হয়। অনেকেই চা পান জলযোগ করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন।

৮ই বৈশাখ, ২১শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার, পূর্ব্বাহ্ন প্রায় ৯টার সময় কেশবাশ্রম কুটীরে উপাসনা হয়। মল্লিক মহাশয় উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিগত প্রার্থনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ২টার ট্রেণেই শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ কলিকাতা রওয়ানা হন।

অপরাহ্ণ ৬টায় সমাধিতে ধ্যান, ৭টায় কেশবাশ্রম কুটীরে উৎসবের শান্তিবাচন করা হয়।

শান্তিবাচনের পর মল্লিক মহাশয় আরও চারি দিন কোচবিহারে অবস্থিতি করেন, এবং এক একদিন এক এক পরিবারে পারিবারিক উপাসনা যোগে সেবার কার্য্য করিয়া স্বয়ং ধন্য হইয়াছেন ও আমাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছেন।

৯ই বৈশাখ, ২২শে এপ্রিল, সকালে প্রচারাশ্রমে পারিবারিক উপাসনা। মল্লিক মহাশয় উপাসনা করেন। আমি বিশেষ প্রার্থনা করি। জ্যোৎস্নাময়ী "আদর্শ মনুষ্য" ও মল্লিক মহাশয়ের স্ত্রী আঃ প্রাঃ, "প্রাণধন রক্ষা" পাঠ করেন। ব্রহ্মের মধ্য দিয়া স্বামী স্ত্রী, পিতা মাতা, পুত্র কন্যা সবাইকে দেখিতে হইবে। ব্রহ্মকে চষমা করিয়া দেখিলেই যা সত্য, তা উজ্জ্বলরূপে স্পষ্ট দেখা যায়। নতুবা ঝাপ্‌সা অস্পষ্ট দেখায়। নিজালোকে আমরা যা দেখি সবই মিথ্যা ভুল।

১০ই বৈশাখ, ২৩শে এপ্রিল, শ্রীমান্ বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী ইন্দুলেখার ১৪শ বর্ষের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে তাহাদের বাসায় বিশেষ উপাসনা হয়। মল্লিক মহাশয় উপাসনা ও আদর্শ মনুষ্য পাঠ করেন। ইন্দুলেখা শ্রীমদাচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ করেন।

১১ই বৈশাখ, ২৪শে এপ্রিল, রবিবার, সকালে প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত মনোরথধন দে মহাশয়ের ৬ষ্ঠ পুত্র ও ৩য় কন্যার শুভ নামকরণ অন্নপ্রাশন উপলক্ষে তাঁহার বাসায় বিশেষ উপাসনা হয়। মল্লিক মহাশয় উপাসনা করেন। মল্লিক মহাশয় কর্ত্তৃক কন্যা "সুপ্রিয়া" নাম প্রাপ্ত হয়। মধ্যাহ্নে উপস্থিত সকলে ভুরিভোজন করেন।

সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে মল্লিক মহাশয় সামাজিক উপাসনা সম্পন্ন করেন। নিরাকার ঈশ্বরকে দেখা যায়, ধরা যায় ও তাঁহার কথা শোনা যায়।

১২ই বৈশাখ, ২৫শে এপ্রিল, সোমবার, প্রাতে কেদার বাবুর বাড়ীতে পারিবারিক উপাসনা হয়। মল্লিক মহাশয় উপাসনা করেন। কেদার বাবু বিশেষ প্রার্থনা করেন। কেদার বাবুর স্ত্রী আদর্শ মনুষ্য ও মল্লিক মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমদাচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ করেন। ১টার সময় সমাধিতে সংক্ষিপ্ত উপাসনা মল্লিক মহাশয় করেন। আমি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করি। ২টার ট্রেণেই মল্লিক মহাশয় সস্ত্রীক পুনঃ বাগনান যাত্রা করেন।

মঙ্গলময়ী ব্রহ্মানন্দজননী কৃপা করিয়া এবারকার উৎসবে শোক তাপের ভিতরেও এইরূপ স্বর্গের প্রেমানন্দ, সুধা, শান্তি বিতরণ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ করিলেন।

মাঝে মাঝে এইরূপ কোন প্রচারক অথবা সমবিশ্বাসী এই নববিধান তীর্থে শুভাগমন করিলে মরা নদীতেও জোয়ার দেখা যায়। কোচবিহার আর পূর্ব্বের কোচবিহার নাই। মিট্ মিট করে কোনরূপে আলোটী জ্বলছে মাত্র। এই আলোটী কোন সময় ধপ্ করে জ্বলে উঠবে এই আশায় বেঁচে আছি।

বিনীত সেবক
১লা মে, ১৯২৭। শ্রীনবীনচন্দ্র আইচ।

অমরাগড়ী নববিধান সমাজ।

পঞ্চচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব।

যার কৃপায় এবার অতি দীনভাবে এই সমাজের উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ৫ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। ঐ সময় বাগনান হইতে সেবক ভাই প্রিয়নাথ এখানে আগমন করেন। আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া সঙ্গীত ও আরতির সঙ্কীর্ত্তন এবং প্রার্থনা করিলাম। ৬ই ফাল্গুন খুব প্রাতে দুই ভাই মিলিয়া অমরাগড়ীর পল্লিপথে ঊষাকীর্ত্তন করিতে করিতে স্বর্গীয় ভ্রাতা নটবর দাসের সমাধির পার্শ্বে প্রার্থনা করা হইল। বেলা ১০টায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রথমে সঙ্গীত হইলে ভাই প্রিয়নাথ বেদীর কার্য্য করিলেন, উপাসনা অতি মধুর এবং উপদেশ হৃদয়গ্রাহী হইল। উপাসনান্তে উভয় ভ্রাতায় ব্রহ্মমন্দিরের বাহির রোয়াকে মাতৃপ্রসাদ অন্ন ভোজন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। মধ্যাহ্নেও অপরাহ্ণ কালটা উভয় ভ্রাতাতেই চিন্তা, ও আলোচনাতে অতিবাহিত করিলাম। এ দাসকেই অপরাহ্ণে ধ্যানের উদ্বোধন করিতে হয়। সায়ংকালে কতকগুলি শ্রমজীবী বন্ধু আসিয়া আমাদের সহিত জমাটভাবে সঙ্কীর্ত্তন ও রাত্রির উপাসনা ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক মহাশয়ই সম্পন্ন করেন। রাত্রির উপদেশের প্রধান বিষয় ভক্ত ফকির দাসের ভক্তিময় চরিত্রে চরিত্রবান হইতে হইবে, ফকির হইয়া এদেশে বিধানকে জয়যুক্ত করিয়া আমাদের সকলকেই কৃতার্থ হইতে হইবে। এই উপাসনায় প্রাচীন ব্রাহ্ম কেদারনাথ রায় ও ফকিরাত্মজ বৃন্দাবনচন্দ্র বিশেষ ভাবে যোগদান করিয়াছিলেন। ৭ই ফাল্গুন, শনিবার, প্রাতঃকালে বিধানকুটীরে উপাসনা হয়। এই উপাসনায় কেদার বাবু সপরিবারে যোগদান ও উপাচার্য্যপত্নী জরাজীর্ণ দেহে কাতরভাবে প্রার্থনা করেন। ভাই প্রিয়নাথই উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন ও অদ্যই তিনি অপরাহ্ণে বাগনানে ফিরিয়া যান। পথে ট্রেণের গোলযোগে তাঁহাকে বড়ই কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল।

৮ই ফাল্গুন, রবিবার, প্রাতে কৃপাকুটীরে কেদার বাবুর বাসভবনে পারিবারিক মিলিত উপাসনা এ দাসকেই করিতে হয়। কেদার বাবুর স্ত্রী শ্রীমতী যদুমণি দেবী সকাতর প্রার্থনা করেন। এ উপাসনায় স্থানীয় ব্রাহ্ম যুবকেরাও কেহ কেহ যোগ দিয়াছিলেন। অদ্যই সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ও শান্তিবাচন হয়। ইতি—

অমরাগড়ী নববিধান সমাজ, ২০শে ফাল্গুন, ১৩৩৩ সাল। বিনীত সেবক— শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

স্বর্গের পথ।

নবভক্ত শ্রীব্রহ্মানন্দ বলিলেন "যে স্বর্গে যাইবে সে ভিক্ষা করিতে করিতে যাইবে।" সত্যই এই স্বর্গের পথ, আত্মত্যাগের পথ। জাতি কুল মান জলাঞ্জলি দিয়া পথের কাঙ্গাল নাচের ভিখারী না হইলে বুঝি কেউ স্বর্গে যেতে পারে না? তাই ভক্ত গাহিলেন "তোমার প্রেমের লাগি হইনু কাঙ্গালী, জাতি কুল লাজ ভয়ে দিনু জলাঞ্জলি"। সত্যই মহর্ষি ঈশা তাই বলিলেন "তোমরা যদি আমার সঙ্গে স্বর্গে যেতে চাও তাহা হইলে আমার ঐ ক্রুশকাষ্ঠ স্কন্ধে লইয়া, (অর্থাৎ দুঃখ কষ্ট অপমান নির্য্যাতনরূপ ক্রুশ বহন করিয়া) আমার পশ্চাৎ অনুসরণ কর।" ঈশ্বরাদিষ্ট মুষাকেও স্বজাতির নিকট অশেষ দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। মহাপুরুষ মহম্মদকেও দুর্দ্দান্ত কোরেশ জাতির নিকট কি ভয়ানক লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন পাইতে হইয়াছিল। তথাপি তাঁহারা দীনবেশে ঈশ্বরের রাজ্য ধরায় প্রতিষ্ঠা করিতে কতই না দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। আমাদের পূর্ব্বতন আচার্য্য ও ঋষিগণ বাঞ্ছিত স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য দীনদরিদ্র ভিখারীর ন্যায় দিন যাপন করিতেন। তাঁদের যোগ, তপস্যা হরিগুণ কীর্ত্তনই জীবনের নিত্যব্রত ছিল। মহাতপস্বী শ্রীবুদ্ধ সরলে যোগ তপস্যা, সাধন ভজনে দিনাতিপাত করিতেন এবং কেবলমাত্র দেহ রক্ষার জন্য অন্ন ভিক্ষা করিতেন। এক দিবস কপিলাবস্তুর রাজদ্বারে শ্রীবুদ্ধ শিষ্যগণসহ ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া উপস্থিত হইলে, মহারাজা শুদ্ধোদন পুত্রের মুণ্ডিত মস্তক এবং সর্ব্বাঙ্গ গৈরিক বস্ত্রে আচ্ছাদিত ও ভিক্ষাপাত্র হস্তে দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়া বলিলেন "কুমার! তোমার একি বেশ! আমাদের এই রাজবংশে কেহ তো ভিক্ষা করে না? এতো আমাদের কুলধর্ম্ম নয়? তখন বুদ্ধদেব পিতাকে বলিলেন "মহারাজ আপনি আপনার কুলধর্ম্ম পালন করিতেছেন এবং আমি আমার কুলধর্ম্মানুসারেই ভিক্ষা করিতেছি"। সত্যই শরীরের জন্ম যে কুল হইতেই হউক না কেন, পবিত্রাত্মাতে আত্মা যখন দিব্যজ্ঞান লাভ করেন, তখন সেই আত্মা যে বংশ হইতে উদ্ভূত সেই বংশের ধর্ম্মই তাঁহারা পালন করেন। শ্রীবুদ্ধের এই বাণীর মধ্যে জগতে এক মহাসত্যের আবিষ্কার হইল। ইহাতে বুঝা যায় বিশ্বাস, বিনয়, ভক্তি, সেবা যে আত্মায় প্রস্ফুটিত হয়, সে আত্মা সর্ব্বদা বিনীত, অবলুণ্ঠিত, তিনিই জগতের সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করেন।

ভিক্ষার পবিত্র অন্ন বিনা অন্য অন্ন ভক্ত কখনও গ্রহণ করেন না, স্পর্শও করেন না। তাই প্রাণ-গৌরাঙ্গ দন্তে তৃণ লইয়া দাস্য-মুক্তি ভিক্ষা করিতেন এবং ভিক্ষান্নেই তাঁর জীবনরক্ষা হইত। যদ্যপি শ্রীগৌরাঙ্গের কোন বন্ধু তাঁহার সেবা করিবার অভিলাষ করিতেন তাহা হইলে তাঁকে বলিতে হইত—হে দেব! আমার কুটীরে আপনাকে কল্য বা অদ্য ভিক্ষা করিতে হইবে। নববিধানের প্রেরিত ও প্রচারকদিগের জীবন ভিক্ষার অন্নেই রক্ষা হইয়া থাকে। তাইতো নববিধানের নববিধি "সকলের অনায়াস-লভ্য ব্রহ্মগত জীবনই আমার স্বর্গ", দীক্ষার্থীকে এই মহাসত্য স্বীকার করিতে হয়।

তাই দাসের করজোড়ে নিবেদন, এস ভাইভগিনীগণ! "আমরা কল্যকার জন্য চিন্তা না করিয়া, দীনভাবে দিন যাপন করিয়া ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্, মা ই আমাদের সর্ব্বস্ব, বলিয়া মাতৃ কৃপার ও ভ্রাতৃ-প্রেমের ভিখারী হইয়া, ভিক্ষা করিতে করিতে স্বর্গের পথে অগ্রসর হই। মা-ই আমাদের পথ, মা-ই আমাদের পাথেয়। মাতৃবক্ষবাসই আমাদের নিত্য স্বর্গবাস। এস, আমরা সকলে মিলে গান করি। "মা! পবিত্র শুভ্র বসনে সাজায়ে সন্তানগণে হাতে ধরে লয়ে চল স্বর্গরাজ্যের পথে।"

অমরাগড়ী, নববিধান সমাজ। চিরভিখারী— ভৃত্য—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

—০—

প্রায়শ্চিত্ত বা সংশোধন প্রণালী।

(স্বর্গীয় ভাই ফকিরদাস রায় লিখিত।)

প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের নিকট হইতে দুঃখ বিপদ রোগ শোক, বিচ্ছেদ যাতনা, লাঞ্ছনা নির্য্যাতন কি প্রকার সম্ভবে? ইহারা যখন তাঁহার মধ্যদিয়া দৃষ্টহয়, তখন ইহারা পরীক্ষার আকার ধারণ করে। পরীক্ষা সমুপস্থিত হয় বিশেষ বিশেষ পাত্রে, বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনজন্য। এক পরীক্ষাতে বহু উদ্দেশ্য থাকিতে পারে এবং বহু পরীক্ষাতে ও এক উদ্দেশ্য থাকিতে পারে।

পরীক্ষা দণ্ডস্বরূপ অচেতনকে সচেতন করে। পরীক্ষা শিক্ষার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেয়। পরীক্ষা প্রায়শ্চিত্ত বা শোধন প্রণালী প্রায়শ্চিত্ত atonement আমরা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাতে সংসারের সহিত এক হইয়া দিন যাপন করিতেছি। সংসারই আমাদের হৃদয়ের বল, ইচ্ছা, অনুরাগ, আত্মসাৎ করিয়া রাখিয়াছে। সংসারের বিবিধ বিষয় আমাদিগকে এমনি গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে যে যথার্থ ভাবে বিচার করিতে হইলে এমদাবস্থায় আমাদের প্রকৃত অস্তিত্বই বিলুপ্ত প্রায় হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিকই এই পার্থিব বিষয় সমুদায়ে আমরা এমনি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছি যে আমাদের প্রকৃত সত্ত্বার বিলোপ হইয়াছে বলিলেও যেন অত্যুক্তি হয় না মনে হয়। ঈদৃশ অবস্থা হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া যদি আমরা আমাদের সত্য অবস্থাতে উপনীত হইতে চাই, তবে যে সমুদয় বিষয় কর্ত্তৃক আমরা গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি সে সমূহ হইতে আমাদিগকে দূরে প্রস্থান করিতেই হইবে। কারণ যে যাহার সহবাস সাধন করে সে নাকি তদ্ভাবাপন্ন হইয়া যায়। আমরা সংসার সাধন করিয়া সংসারী হইয়া পড়িয়াছি। নীচের সহবাসে নীচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। চণ্ডাল-স্পৃষ্টজনের পক্ষে যেমন ব্রাহ্মণ সহবাস সম্ভোগ সুদুর্লভ, তেমনি আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাতে ব্রহ্মসহবাস লাভ অসম্ভব। এজন্য সংসার হইতে দূরে প্রস্থান একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বিবিধ বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রকৃত সত্ত্বাহীন হইলেও, চণ্ডাল সম অস্পৃশ্য বা চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া গেলেও, আমরা ইহ সংসারে কল্পনা যোগে এমনি স্বয়ংপ্রভু হইয়া বসিয়াছি যে আমাদিগকে সেই কাল্পনিক সিংহাসন হইতে সহজে বিচ্যুত করা অনেক সময় নিতান্ত সুকঠিন বলিয়া প্রতীতি হয়। এই স্বপ্নপ্রাপ্ত সাম্রাজ্যের প্রমত্ত অধীশ্বর যে তাহার নিদ্রাভঙ্গ সহজে সম্পন্ন হইবার নহে। অবস্থা বিশেষে নাকি, ব্যবস্থা সুতরাং কশাঘাতের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। আরো একটী কথা যে যিনি সন্তান বাৎসল্য প্রযুক্ত কৃপা করিয়া দেবনন্দন মানবের নিয়তি স্বীয় হস্তে রক্ষা করিয়াছেন। তিনি অনন্ত শক্তি, অনন্ত দয়ার আধার হইয়া, পুত্রের সাময়িক দুর্দ্দান্ত স্বভাবে অপ্রতিভ হইয়া স্বকার্য্য সাধনে কখনই পরাঙ্মুখ হইতে পারেন না। তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করেন। হইতে পারে সে উপায়ের গতি আমার ইচ্ছা রুচির প্রতিকূল। যিনি স্বীয় করুণাগুণে আমাদের পরিত্রাণের ভার নিজ হস্তে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেই মধুর প্রকৃতি গুণেই দুরাত্মা যে আমরা আমাদের সন্তোষ সাধন করিতে যত্নবান হইতে পারেন না, যে স্থলে সেই আমাদিগকে অগ্রে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। এজন্য দুঃখ বিপদ পরীক্ষা সর্ব্বদা শিক্ষাপ্রদ। অজ্ঞানকে জ্ঞানদান, ইহা একমাত্র করুণারই কার্য্য। অচেতন আমাদিগকে তিনি সচেতন করিবার জন্য, অজ্ঞান আমাদিগকে জ্ঞানদান দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিবার জন্য, বিপথগামী আমাদিগকে জীবনের নির্দ্দিষ্ট গতি ফিরাইবার জন্য তিনি সতত ব্যস্ত থাকিয়া বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছেন, সে সমুদয় উপায় তিক্তই হউক বা মধুরই হউক অনন্ত করুণা প্রসূত বিনা আর কি হইতে পারে? ঔষধের তিক্ততা মিষ্টতানুসারে চিকিৎসকের গুণাগুণ বিচারিত হয় না। রোগীর অবস্থানুযায়ী উহা ব্যবহৃত হয়। যাহা হউক পরীক্ষা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াই নিশ্চিন্ত হয় নাই। পরীক্ষা আমাদিগের শোধন প্রণালী, পরীক্ষাতেই আমাদের প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়। যাহাকে শোধন করিতে হইবে, যাহার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন, তাহাকে অক্ষুন্নরাখিয়া তাহার যে যে

বিষয়ে গতি, সেই সেই বিষয়ের অপসারণ ও দুঃখ বিপদ পরীক্ষার অন্তুতর লক্ষ্য ইহা অনেক স্থলে স্পষ্টত দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার উপর ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহাকে অক্ষুণ্ণ না রাখিলে ইচ্ছা সাধনের অবলম্বনাভাব সমুপস্থিত হয়। এজন্য লক্ষীভূত পাত্র বিশেষকে, অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহার অনুরাগের বিষয়ের অপসারণই প্রশস্ত উপায়। এবম্প্রকার উদ্দেশ্য সাধন জন্যও প্রিয় বিষয় অপসারিত হইলে আমাদের ইচ্ছা রুচির প্রতিকুল হইতেছে দেখিয়া আমরা দুঃখানুভব না করিয়া থাকিতে পারি না। যাহা হউক ঔষধ তিক্ত হইলেও তাহা ঔষধ স্বরূপেই গ্রহনীয়। এজন্য বিধাতৃ নিয়োজিত দুঃখাদি বিবিধ ঘটনা বা অবস্থা পরীক্ষার স্বভাবে আমাদের কর্ত্তৃক গৃহীত হইলেই তাহাদের যথাযথ মর্য্যাদা সাধিত হইবে আশাকরা যাইতে পারে। বিশ্বাসী সুখজনক বা দুঃখজনক সকল প্রকার ঘটনা এবং অবস্থার মধ্যে বিধাতার অভিপ্রায় পাঠে সমুৎসুক হন্। বিধাতার অভিপ্রায় পাঠ ও শিক্ষাপ্রাপ্তি একই কথা। প্রিয় বিষয়ের অপসারণে চিত্ত আপনাতে আপনি প্রত্যাহৃত হয়। কিন্তু সে আপনাতে আপনি স্বভাবানুযায়ী অবস্থিতি করিতে পারে না সুতরাং সে অন্যদিকে ধাবিত হয়। সংশুদ্ধ চিত্তের গতি আর কোন্‌দিকে হইতে পারে? পরীক্ষার গুরুভার মস্তকে লইয়া মানবাত্মা এক্ষণে স্বীয় হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক সেই দিকে প্রধাবিত যে মধুময় দিক হইতে জ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃদেবী সমাগত হইয়া "বাছা আয়, তোরে কোলে লইয়া প্রাণ জুড়াই" বলিয়া প্রগাঢ় আলিঙ্গন ও মধুর চুম্বন দানে তাহাকে কৃতার্থ করিবার জন্য মহাবেগে ধাবিত হইতেছেন। অতঃপর মার কোলে সন্তান সুখী এবং সন্তান কোলে পাইয়া মাও পরমানন্দিত। ইহাই প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধি ও ইহাই পরীক্ষার মর্য্যাদা সাধন। মা কৃপা করুন এইরূপে যেন পরীক্ষা বহন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

—০—

দুইখানি পত্র।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত ফকিরদাস রায় উপাচার্য্য মহাশয় শ্রীচরণেষু :—

কোচবিহার।

ভক্তিপূর্ণান্তরে প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন,

আজ উৎসবের দিন বিধাতার নির্দ্দেশে জানাইতেছি, আপনার প্রেরিত নববর্ষের উপহার এবং সস্নেহ সাদর সম্ভাষণ আমরা প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। বিধাতা কৃপা করিয়া আপনার সহিত যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিয়াছেন, আমাদিগের প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ, জ্ঞানতঃ, অজ্ঞানতঃ দোষে তাহা ছিন্ন হইবার নহে। আমরা বিধাতার কৃপায় আপনার মত সহযাত্রী অগ্রজকে মধ্যবিন্দুরূপে পাইয়াছি, যদিও আমরা মানব সুলভ দুর্ব্বলতা হেতু সকল সময়ে যথোপযুক্তরূপে গ্রহণে অসমর্থ হই, তথাপি সাধ হয় চিরদিন মধ্যবিন্দুর চারিধারে, বিধাতার নির্দ্দেশ অনুসারে, স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া নিজ নিজ জীবনকে উন্নত করিতে পারি এবং যাত্রিদলের অধ্যক্ষের আলোকে আলোকিত হইয়া সদলে পৃথিবীতে স্বর্গ ভোগ করিতে পারি। দেব! আমাদের এই সাধ পূর্ণ হয়, বিধানজননীর নিকট তাহাই প্রার্থনা করুন এবং আমাদিগকে অশীর্ব্বাদ করুন।

অমরাগড়ী নববিধান ব্রাহ্মসমাজ,
৬ই ফাল্গুন, ১৩০৪ সাল।

আপনার স্নেহানুগত স্থানীয় মণ্ডলীর উপাসকগণ—
(স্বাক্ষর) শ্রীশরৎচন্দ্র রায়।
শ্রীআশুতোষ রায়।
শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।
প্রভৃতি।

—

প্রীতিভাজন—শ্রীযুক্ত আশুতোষ রায়, হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায়, অখিলচন্দ্র রায়, ত্রৈলোক্যনাথ দাস প্রভৃতি। (অমরাগড়ী নববিধান ব্রাহ্মসমাজ)

শুভাশীর্ব্বাদ,

তোমাদের উৎসব দিনের পত্রখানি পাঠে প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। যে পবিত্র সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া এই তোমাদের অযোগ্য ভৃত্যকে আদর করিয়াছ, সে সম্বন্ধের গুরুভার বহনে মা কৃপা করিয়া অশীর্ব্বাদ করুন এবং তোমাদেরও প্রার্থনা ভিক্ষা করি। মার শ্রীহস্তের রচিত শুভ সম্বন্ধ তাঁহার কৃপায় সকল স্থলে সুরক্ষিত হউক। তাঁহারই বিশেষ অনুগ্রহে যেন আমরা প্রতিজনে এই সম্বন্ধে চির সম্বদ্ধ থাকিয়া তাঁহারই জয় ঘোষণা করিতে পারি। আমাদের সকল প্রকার ত্রুটি অপরাধ তাঁহাতেই বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার নামে শুদ্ধ হৃদয় হই এবং তাঁহারই প্রেমে চির সম্বদ্ধ হইয়া মার ভক্তমণ্ডলীর শ্রীপদতলের এক পার্শ্বে স্থান পরিগ্রহ করিতে পারি। এই দুর্জ্জয় সংসারে তিনিই প্রতিজনের বল হউন, তিনিই প্রতিজনের আশ্রয় হউন, এবং চির বন্ধন হউন। আমাদের পরস্পরের ভিন্নতা সত্বেও স্বাতন্ত্র্য তিরোহিত হউক এবং একত্ব চির প্রতিষ্ঠিত হউক। স্বাতন্ত্র্য বিরহিত প্রকৃতিতে ভিন্নতা পরস্পরের সাধনের উপকরণ হউক। কাহারও মুখ দেখিয়া কেহ আসি নাই, আসিয়াছি মার আদেশে, মিলিত হইয়াছি এবং মিলিত থাকিব তাঁহারই জন্য এই পবিত্র জীবন্ত বিশ্বাসের প্রতি নির্ভর করিয়া মার জয় গান করিয়া যেন বিদায় হইতে পারি, মা কৃপা করিয়া, এই আশীর্ব্বাদ করুন। ইতি—

কোচবিহার,
২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮।

কাঙ্গাল দাস—
শ্রীফকিরদাস রায়।

—•—

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত "ধর্ম্মতত্ত্ব" সম্পাদক মহাশয় সমিপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

গত মাঘোৎসবের দ্বিতীয় দিবস (১৬। ১। ২৭) প্রাতে স্নান করিতে যাইয়া পদ স্খলন হয় ও পড়িয়া যাই, এবং মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত লাগে তাহা হইতে Cellulitis হয় এবং ডাক্তার করুণা কুমার চট্টোপাধ্যায় ও দুর্গাপদ ঘোষ এবং জগৎ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের সুনিপুণ চিকিৎসায় এবং শ্রীভগবানের কৃপায় ও আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের শুভকামনায় দুইমাস যাবৎ শয্যাগত থাকিয়া অবশেষে আরোগ্য লাভ করিয়াছি। দীর্ঘ কাল রোগ-শয্যায় থাকিয়া স্নেহময়ী জননীর বিচিত্র প্রেমলীলা সম্ভোগ করিবার কত রকম সুযোগ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি এবং মার ইঙ্গিতে ১২৫ জন দর্শক আমায় দেখিতে ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রতিজনকে স্বতন্ত্র ভাবে প্রাণের কৃতজ্ঞতা অর্পন করা দুঃসাধ্য তাই এই পত্রিকা যোগে তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিতেছি।

২৮, যুগীপাড়া লেন — অযোগ্য সেবক—

কলিকাতা। ৪ বৈশাখ ১৩৩৪। — শ্রীঅনুকূল চন্দ্র মিত্র।

—•—

শ্রীনববিধান প্রচারাশ্রম ও মণ্ডলী।

(কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত)

প্যারী বাবুর শুশ্রূষার অযত্ন সম্বন্ধে কেবল প্রচারাশ্রমের অধ্যক্ষের দোষ দিয়া আমরা অব্যাহতি পাইতে পা'র না। আশ্রমবাসী সকলেই এ জন্য দায়ী এবং মণ্ডলীর সকলের ও দায়িত্ব বড় কম নয়। ইহাঁদের শৈথিল্যে কার্য্যাধ্যক্ষ আপনার সুবিধানুযায়ী কাজ করিতে সাহসী হন। জিজ্ঞাসা করি, প্যারী বাবুর সেবায় তোমরা কি করিয়াছ এবং এখন কি করা সম্ভব বিবেচনা কর। এখন অধ্যক্ষের দোষ গুণ বিচার না করিয়া প্যারী বাবুর শুশ্রূষার জন্য ব্যবস্থা করাই সর্ব্বাপেক্ষা কর্ত্তব্য ও প্রয়োজনীয়। আমার মনে হয় তোমরা কয়জন, আশ্রমবাসী কয়জনের সহিত মিলিত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে উঁহার সেবায় নিযুক্ত হও। একজন আশ্রমবাসীকে তত্ত্বাবধানের ভার দাও, এ সম্বন্ধে ব্যয় আছে, উহার অংশ সাধ্যানুযায়ী যৎকিঞ্চিৎ দিতে আমি প্রস্তুত আছি। এই সেবাসমিতির সহিত আশ্রম অধ্যক্ষের সম্বন্ধ রাখিতে পারিলে ভালই। তাহ'লে তিনি নিজ কর্ত্তব্য করিতে অধিকতর যত্নবান হইবেন।

·········অহঙ্কার অভিমান থাকিতে পক্ষপাতিত্ব অপরিহার্য্য। সংসারে কয়টী লোক "নির্ম্মমো, নিরহঙ্কার সম দুঃখ সুখঃ ক্ষমী ?" এই অহঙ্কারই সকল দোষের মূল, সকল পাপের জনক, তবু আমরা ইহারই দ্বারা পরিচালিত। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে বল দেখি ? পরহিত কামনা, পরসেবা সহানুভূতিতে এক প্রাণ হইতে চেষ্টা করিলে এই অপরিহার্য্য অহঙ্কার কিছু কমিতে পারে। যিনি মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত সমস্ত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিয়া তাহারই শরণাগত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহারই আজ্ঞায় পরিচালিত হন, কেবল তিনিই নিরহঙ্কারী হইতে পারেন, অথবা ভগবান তাঁকে নিরহঙ্কারী করিয়া পরমানন্দ সাগরে মগ্ন করিয়া রাখেন। পূর্ব্বানুশোচনায় কোনও ফল নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করা বিধেয়।

যুবকেরা উপাসনা বিমুখ কেন ? প্রথমতঃ তাঁহারা বিষয় সুখাভিলাষী। বিষয় সুখের অসারত্ব এখনো তাঁহারা অনুভব করিতে পারেন নাই। ত্রিতাপে তাপিত হইয়া এখনও তাঁহারা তাপ উন্মূলনকারী ভগবানের দয়া জানিতে পারেন নাই। যখন ঈশ্বর কৃপায় তাঁহারা ইহা বুঝিবেন তখন পরিবর্ত্তিত হইবেন। দ্বিতীয়তঃ যাঁহরা উপাসনা প্রমুখ তাঁহারা নিজের চরিত্রে এমন কিছু বিশেষ গুণ দেখাইতে পারেন নাই যাহাতে যুবকেরা আকৃষ্ট হইয়া উপাসনার উপকারিতা বা প্রয়োজন অনুভব করিতে পারে। উপাসনা প্রমুখ বৃদ্ধেরা যদি সংসারের অনুকূল স্রোতে ভাসিয়া যান তবে উপাসনার মাহাত্ম্য কোথায় থাকে ? কি দেখিয়াই বা যুবকেরা তাঁহাদের অনুকূল স্রোতের প্রতিকূলে যাইবে। "It is the man who is the missionary and not his words. His character is his message."

—•—

অতৃপ্তি।

ফুরায়ে গিয়াছে হাসি,
ফুরায়েছে প্রাণের গান।
এখন ভাঙ্গা প্রাণে পড়ে থাকি
উঠে না সে প্রেমের তুফান !
ভাঙ্গা বাঁশী বাজাবে না আর,
মন মাতান রবে তার,
ভাঙ্গা প্রাণের গান শ্রবণে,
প্রেমসিন্ধুতে না বহে উজান !
গেয়ে ক্ষীণ স্বরে গুণ তোমার,
(হয়ে) মিটিল না সাধ আমার ;
হয়ে মহা যোগে একাকার,
শেষে করি লীলা সমাধান।

—•—

সংবাদ।

নামকরণ—গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী ২৮।১ চক্রবেড়ে লেনে শ্রীমান্ আতর চাঁদ বাত্রার প্রথমা কন্যার অন্নপ্রাশন ও নবকুমারের জাতকর্ম্ম সুচারু রূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বেণী মাধব দাস উপাসনার কার্য্য করেন ও কন্যার নাম শ্রীরতি দেবী দিয়াছেন। মাতামহী সাবিত্রী দেবী প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দেবতার আশীর্ব্বাদ শিশু পুত্র কন্যা ও পিতামাতার উপর বর্ষিত হউক।

আন্তরিক সহানুভূতি।—নববিধান প্রচারশ্রম সম্বন্ধে আমাদের কোন স্নেহ ভাজনীয়া ভগিনী লিখিয়াছেন "আমার মনে হয় আমাদের প্রথম এবং প্রধান অভাব এখানে দায়িত্ব লইয়া কাজ করেন এমন কেহ নাই। এরূপ হইলে শোচনীয় অবস্থা। এ সম্বন্ধে একটী massmutiug করিয়া যদি সকল অবস্থার আলোচনা হয়, ভাল হয়। মহারাণী সুনিতী দেবীও তাহাই বলিতেছিলেন। আমার নিজের যেটুকু ক্ষমতা আমি প্রচারশ্রমের জন্য নিশ্চয় করিব। ভিক্ষা করিয়াও যদি টাকা তুলতে হয় চেষ্টা করিব।"

এবার অনেক সংবাদ প্রকাশিত না হওয়ায় আমরা বড়ই দুঃখিত। সহঃ সম্পাদক।

—০—

দেবমাতা অদিতি।

ভারতের আদিকালে লোকপিতামহ দক্ষ প্রজাপতির অন্যান্য কন্যাদিগের মধ্যে দিতি ও অদিতি নাম্নী দুই কন্যা, মহাতেজস্বী ঋষি কশ্যপের সহিত বিবাহিতা হন্। যথা সময়ে অদিতির গর্ভে ইন্দ্র, বরুণ, পবন প্রভৃতি দেবগণ জন্মগ্রহন করেন, এবং দিতির গর্ভে হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দানব বা অসুরগণ জন্মগ্রহণ করেন, এজন্য অদিতি দেবগণের আদিমাতা এবং দিতি অসুর বা দানবগণের আদিজননী। দক্ষ প্রজাপতির দুইকন্যা মহাতপস্বী স্বামী কশ্যপের সহধর্ম্মিনী হইলেও দুইভগিনী সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন প্রকৃতির। দেবমাতা অদিতি সম্পূর্ণরূপে সত্যগুনসম্পন্না তপস্যা, নিষ্ঠা, ভগবৎভক্তি, বিশ্বাসে স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিনী। তাই মহাতপস্বী স্বামীর ঔরসে উপরোক্ত দেবগনকে গর্ভে ধারণ করিয়া নিজের ত্যাগ বৈরাগ্য ও সর্ব্বজনে সমান স্নেহদানে, অহৈতুকী সন্তানবাৎসল্যে চিরস্মরনীয়া হইয়াছেন। মাতা অদিতি নারী সুলভ ঔদার্য্য গুণে, দেব-দানব উভয় কুলই তাঁহাকে পরম বন্দনীয়া আদিমাতা রূপে পূজা করিতেন।

ক্রমশঃ।

—০—

বিনীত নিবেদন।

আমাদের প্রিয় ধর্ম্মতত্ত্ব ৬২বৎসরে পদার্পন করিয়াছে। দীর্ঘ কালের এই পত্রিকাটী বর্ত্তমান সময়ে প্রধানতঃ অর্থাভাবে বড়ই শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। কয়েকটী অনিবার্য্য কারণে আমরা ঠিক সময়ে ধর্ম্মতত্ত্ব বাহির করিতে না পারিয়া গ্রাহক ও পাঠকদিগের নিকট বড়ই অপরাধী হইতেছি। আমাদের এই সঙ্কটসময়ে ধর্ম্মতত্ত্বের গ্রাহকগণ, যত্তপি তাঁদের নিকট যাহা প্রাপ্য হইয়াছে তাহা পাঠাইয়া দেন তাহাহইলে আমরা অত্যান্ত অনুগৃহীত হইব। গ্রাহকগণ অনেকেই আমাদের পত্রোত্তর পর্য্যন্ত দেন না ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। ধর্ম্মতত্ত্বের হিসাবে দেখা যায়, গ্রাহকগণের নিকট এ পর্য্যন্ত অন্যূন ৮০০৲ আট শত পাওনা হইয়াছে।

কলিকাতা | বিনীত সেবক
ধর্ম্মতত্ত্ব কার্য্যালয়। | শ্রীঅখিল চন্দ্র রায়
৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট। | সহঃ সম্পাদক "ধর্ম্মতত্ত্ব"

—০—

শ্রীনববিধান মণ্ডলীর ভাই ভগিনীদিগের ও পাঠক ও গ্রাহকদিগের অবগতির জন্য ধর্ম্মতত্ত্বের বিগত ১৯২৪। ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯২৫। ১৪ই জানুয়ারী অর্থাৎ বাং ১৩৩১ সালের পৌষ পর্য্যন্ত হিসাব নিম্নে প্রকাশিত হইল—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

আয়।-

গ্রাহকদিগের নিকট প্রাপ্ত মূল্য মোট ১০৮৵১০

ব্যয়।

১।	প্রেস	৩০০৲
২।	কাগজ	১১৮৷১০
৩।	ডাক টিকিট	১১১৲
৪।	সম্পাদক ভাই প্রিয় নাথের পাথেয় খরচ	৪১৷৷০
৫।	সহঃ সম্পাদকের পাথেয়াদি ...	৬৲
৬।	দরয়ানের বেতন	৩০৲
৭।	বিবিধ ক্ষুদ্র ব্যয়	৫৫৵১০
৮।	ধর্ম্মতত্ত্ব বাধান	৬৷৴১০
	মোট ব্যয়	৬৬৮৷১০
	হাতে মজুত— ১৯২৫। ১৪ই জানুয়ারী তারিখে	৪০৴০
		৭০৮৴১০

প্রণত সেবক শ্রীঅখিল চন্দ্র রায়
সহঃ সম্পাদক। ধর্ম্মতত্ত্ব।

ভ্রম সংশোধন—নববর্ষের অভিবাদন শীর্ষক প্রবন্ধে প্রেরিত প্রচারক মহাশয়দিগের যেখানে নাম উল্লেখ হইয়াছে তাহার মধ্যে শ্রীপ্রাণকৃষ্ণের নাম ও স্মরণীয় এবং সতী জগন্মোহিনী দেবী বিশেষ প্রণম্য। শ্রীমান করুনা চন্দ্র এবং মোহিনী দেবী, আচার্য্যদেবের প্রার্থনা ও পুস্তকাদি প্রচার করিয়া স্মরণীয় হইয়াছেন।

Edited. on behalf of the Apostolic Durbar, New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. [illegible]

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্যতে॥

৬২ ভাগ
৯ ১০ সংখ্যা

[illegible]লা ও ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ সাল, শক, ৯৮ ব্রাহ্মাব্দ
14th & 29th April, 1927.

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

হে দেবাদিদেব মহাদেব! লোকে তুমি অবাঙমনসোগোচর বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছ। তোমাকেই আবার কত লোকে অজ্ঞেয় দুর্জ্ঞেয় বলিয়া দেবমানব মধ্যে অতীব বিশাল ব্যবধান কল্পনা করিয়া আপনা আপনাদিগের মনোমতসাজে সজ্জিত করিতেছে এবং অন্যকেও তদ্রূপ সাজে সাজাইতে যত্নবান্ হইতেছে। নানাস্থানে নানাসময়ে এমত সুবহু চেষ্টা হইলেও মানবহৃদয় তোমাকে সতত দূরে কল্পনা করিতে পারেনা কেন? হে ভূমা মহান্ পরমেশ্বর! তোমার সহিত মানবের এমন কি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, যে সম্বন্ধজন্য সে সহস্র পাপাচারে কলঙ্কিত হইয়াও তোমাকে আত্মীয়বোধে দূরে পরিহার করিয়া সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না? তোমার কি এমন প্রকৃতি যাহার জন্য অস্পৃশ্য চণ্ডালাধম জীবের প্রতি কখনও উদাসীন হইতে পার না? মানব স্বকপোল কল্পিত রাজ্যের অধীশ্বর হইবে বাসনা করিয়া, কত যত্ন চেষ্টা করিল, কত বিদ্যাবুদ্ধির পরিচালনা করিল, কিন্তু সর্ব্বথা বিফলমনোরথ হইয়া পরাজিত চিত্তে সে যে পরিশেষে তোমাকেই একগতি বলিয়া তোমারই শরণাপন্ন হয়, ইহারই বা কারণ কি? যে আপন কর্ত্তৃত্বে সুখসমৃদ্ধি সম্ভোগ বাসনায় সদা প্রমত্ত ছিল, সে যে এক্ষণে দাসানুদাস হইয়া আপনাকে দুঃখপরীক্ষার অকূল পারাবারের মধ্যগত জানিয়াও আনন্দবিহ্বল চিত্তে তোমায়ই মহিমা মহিমান্বিত করিতে প্রাণমন ঢালিয়া দেয়, ইহার নিগূঢ় রহস্য, হে প্রভো! তুমি বিনা আর কে বলিবে? তাই তোমাকেই সে এক আপন জীবনসর্ব্বস্ব জানিয়া তোমারই মহিমা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়।

(স্বর্গীয় ভাই ফকিরদাস রায়)

—•—

প্রার্থনাসার।

হে পিতা! এক এক বৎসর যাইতেছে। কালের ঘণ্টা বাজিতেছে। জীবনের নৌকায় চড়িয়া আনন্দ সমুদ্রের উপর দিয়া যাইতেছি। একবৎসর গেল এক ঘাট ছাড়িলাম আর এক বৎসর গেল আরএক ঘাট ছাড়িলাম। যাইতেছি সেই স্থানে যে খানে অশরীরি আত্মা তোমার সঙ্গে মিলিবে। এক ঘাট ছাড়িয়া আর এক ঘাটে চলিলাম, বর্ষ হইতে বর্ষান্তরে লোক হইতে লোকান্তরে, অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে চলিলাম। এক জন্ম শেষ হইল, আর এক জন্মে চলিলাম। আমরা এই জীবন থাকিতে থাকিতে এমন জীবন সঞ্চয় করি যে জীবনের ক্ষয়

নাই। হে মাতঃ! দয়াকরে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অশরীরি আত্মা হয়ে তোমার সঙ্গে থাকিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

নববিধানের প্রেরিত ভক্ত শ্রীমৎ অমৃতলাল বসু।

(অমরাগড়ী নববিধান-মণ্ডলীর সহিত যোগ)

[সন ১৩২৮ সালের ১৬ই জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিতের পর]

নবভক্ত শ্রীব্রহ্মানন্দ প্রার্থনা করিলেন "পিতা! চিরপ্রেমের নববিধান, নব অনুরাগের নববিধান, সকলকে প্রেমে বাঁধেন"।

বাইবেল সাস্ত্রে আছে "যাঁ'রা অশ্রুপাত করেন। তাঁদের সহিত অশ্রুপাত কর। যাঁহারা আনন্দ করেন তাঁদের সহিত আনন্দকর"। বিগত ১২৮৯ সালের ফাল্গুন মাসে অমরাগড়ী নববিধানসমাজের উৎসবান্তে দীনাত্মা ফকিরদাস বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ করিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাইতেন ও নীজবাড়ী হইতে কিছুদূরে কাছারিবাড়ী নামক বাড়ীতে উপাসনা ও মধ্যাহ্ন ভোজন করিতেন, ঐ সময় একদিবস মধ্যাহ্ন ভোজনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কোন বিশ্বাসী লোক ফকিরদাসকে সংবাদ দেন যে স্থানীয় কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির প্ররোচনায় কয়েকজন দুষ্টলোক ফকিরদাসের প্রাণসংহারের সঙ্কল্প করিয়াছে এবং ইহাও তাহারা ঠিককরিয়াছে যে ফকিরদাস রাত্রিতে উক্ত কাছারি হইতে যখন নিজ বাড়ীতে গমন করিবেন সেই সময় ঐ দুষ্টেরা ফকিরদাসকে হত্যাকরিবে। ভক্ত ফকিরদাস ঐ সংবাদ পাইয়াই তাঁ'র কলিকাতাস্থ কোন বন্ধুকে উক্তসংবাদ দেওয়ায়, তিনি শ্রীমদাচার্য্য দেবকে উক্ত ভীষণ সংবাদ প্রদান করিলেন। এই সংবাদ পাইয়াই শ্রীমদাচার্য্যদেব ভক্ত অমৃতলালকে ডাকিয়া পাঠান। ওদিকে ভক্ত অমৃতলাল উলুবেড়িয়ার ডেপুটী-ম্যেজিস্ট্রেটকে সঙ্গে লইয়া অমরাগড়ীর যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া শ্রীমদাচার্য্য দেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজ সংকল্প তাঁ'কে জ্ঞাতকরায় উভয়ে অনেক কথাবার্ত্তারপর শ্রীমদাচার্য্যদেব উক্ত অমৃতলালকে বলেন "যখন অমরাগড়ীর মণ্ডলীর উপর এই ভীষণ পরীক্ষা আসিতেছে তখন পরীক্ষা বহনের ক্ষমতা বিধাতা পূর্ব্বেই দিয়াছেন সুতরাং আমরা কেহ তথায় গিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য গৌরবের অংশ লওয়া ঠিক নহে। দেখাযাউক, চিন্তা কি!" আচার্য্যদেবের ঐরূপ আশাবানীতে ভক্ত অমৃতলাল অমরাগড়ী যাবার সঙ্কল্প ত্যাগকরিয়া ঐ সময়ের উপযোগী একখানি সুন্দর উপদেশপূর্ণ পত্র ফকিরদাসকে লেখেন, দুঃখের বিষয় ঐ পত্রখানি ফকিরদাস হারাইয়া ফেলেন এবং অনেক অনুসন্ধান করিয়াও উক্ত পত্রখানি না পাইয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত ঘটনার কিছুদিনপরে সন ১২৯০ সালের আশ্বিনমাসে অমরাগড়ী নববিধান মণ্ডলীর শারদীয় উৎসব বেশ ধুমধামের সহিত চলিতেছে এবং ঐ সময় এক দিবস অমরাগড়ীর একটী প্রকাশ্য স্থানে বক্তৃতা হইতেছে এমত সময়ে প্রেরিতভক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়, সরলশিশু স্বভাব মাতৃভক্ত নন্দলাল বন্দোপাধ্যায়, বালেশ্বরের ব্রহ্মনিষ্ঠ ভগবান চন্দ্রদাস, বিধানবিশ্বাসী রাজমোহন বসু অকিঞ্চন সাধক মহেন্দ্রনাথ নন্দন প্রভৃতি ১৩টী বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া অমরাগড়ীতে আগমন করেন। তাঁহাদিগের শুভাগমন সংবাদ পাইয়া ফকিরদাস কতিপয় বন্ধুসঙ্গে তাঁহাদের অভ্যর্থনার্থ গমন করেন "প্রেরিত ভক্ত অমৃতলাল বন্ধুগণসহ সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে গ্রামে প্রবেশ করেন। সকলের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা সমাদর প্রদত্ত হইলে ভক্তিভাজন প্রেরিত অমৃত লাল বসু মহাশয় ঐ কার্য্যস্থানে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এদিকে বক্তৃতান্তে স্থানীয় বন্ধুগণ ও সংকীর্ত্তন আরম্ভ করেন। দুইদলে মিলিত হইলে মহানাদে সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। তখনকার দৃশ্য অতীব মনোহর। "মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার"। এই ভাবেই মহামত্ততার সহিত সংকীর্ত্তন হইতে থাকায় সে সময় আমার মত ক্ষুদ্রতম বালককেও সেই মহাসংকীর্ত্তনের আবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে হইয়াছিল। সেই ভক্তদলের সেই সংকীর্ত্তনের মধুরতা ও মত্ততা এখনও যেন নয়নের সম্মুখে ভাসিতেছে ও প্রাণকে আকৃষ্ট করিতেছে। ইচ্ছাহয় এই বৃদ্ধ বয়সে আবার সেই ভক্তদলের পদরেণু হইয়া তাঁদের সহিত নৃত্য করিয়া এই পাপ জীবনকে সার্থক করি।

সন ১২৯০ সালের ২৫শে পৌষ, শ্রীমদাচার্যদেবের স্বর্গারোহণের সংবাদ পাবামাত্র ভক্ত ফকিরদাস নীমতলার শ্মশান ভূমিতে গমন করিয়া তাঁ'র চিতাপার্শ্বে বসিয়া মা বিধান জননীর নিকট হইতে আদেশ প্রাপ্ত হন, যিনি তোমাদের, তাঁহার জন্য তাঁহার চিতানলে আত্মাহুতি দানকর, দুঃখ নাই, সেবাব্রত গ্রহণকর, দরিদ্র (পশ্চিম-বঙ্গ) প্রদেশে আমার শ্রীনববিধানের জয় ঘোষণাকর" এই আদেশ পাইয়া দীনভক্ত ফকিরদাস "তথাস্তু" বলিয়া মার শ্রীচরণ কমল বক্ষে ধারণ করিয়া প্রণত হইলেন। এই সময় দীনাত্মা ফকিরদাস মৃদুস্বরে গাহিলেন "দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে, কি ভয় সংসার শোক ঘোর বিপদ শাসনে"। তাই দীনাত্মা ফকিরদাস তাঁ'র নবজীবন প্রাপ্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "রোগশোক অনাদর, অনাহার ইত্যাদি নানাবিধ অবস্থা জনিত অবিরাম অশ্রুজলের শৈত্য এবং উপস্থিত ভক্তের চিতাগ্নির তাপ এতদুভয়ের সহযোগে মার শ্রীহস্তের পূর্ব্বপ্রোথিত (অর্থাৎ প্রেরিতভক্ত অমৃতলালের কাতর প্রার্থনার ফলস্বরূপ দীনাত্মা ফকিরদাসের অন্তরে যে আত্মত্যাগের ও সেবাব্রত গ্রহণের ভাব পূর্ব্বে বীজাকরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল) অমোঘবীজ আজ শুভক্ষণে অঙ্কুরিত হইল—দিব্যাবস্থা প্রাপ্ত হইল। ধন্য মা! তুমি ধন্য!

[ক্রমশঃ]

প্রণত—

শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

দেবমাতা অদিতি।

কথিত আছে ভক্ত প্রহ্লাদের মহাপরীক্ষার সময় ভক্তকে রক্ষারজন্য ভগবান নরসিংহরূপ ধারণ করিয়া মহাদুর্দ্ধান্ত অসুর হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছিলেন। ভক্তপ্রহ্লাদ ভক্তিতে মাতোয়ারা, কিন্তু প্রহ্লাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা অনুহ্লাদের হৃদয় হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুতে ক্রোধ, হিংসায়, ভগবৎবিদ্বেষে জ্বলিতে লাগিল। অপরদিকে ভক্তপ্রহ্লাদের ভক্তির তরঙ্গ তৎপুত্র বিরোচনের অন্তরকে উদ্বেলিত করিল, ভক্তের সন্তান, হরিগুণ কীর্ত্তন, শ্রীহরির অর্চ্চনা বন্দনায় দিবারাত্র বিভোর, তাই বিরোচন দৈত্য হইলেও, বৈরাগী, রাজা হইয়াও দীনভিখারী। বিরোচন যথার্থই ভক্তের উপযুক্ত পাত্র। প্রহ্লাদপুত্র বিরোচনই রাজ সিংহাসনের অধিকারী, কিন্তু তাঁর ঈদৃশসংসার বিরাগ ও ভক্তিমত্ততা দেখিয়া দৈত্যগণ মহাচিন্তাকুল হইলে অনুহ্লাদ দৈত্যগণকে সমবেত করিয়া বিরোচনপুত্র বলীকে রাজসিংহাসনে বসাইলেন। বলীও ভগবৎভক্ত, বুদ্ধিমান, স্থির প্রতিজ্ঞ, কিন্তু পিতা বিরোচনের মত হরিপ্রেমে পাগল নন। যাহাহউক অনুহ্লাদ পৌত্রকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া বলিলেন, "মহারাজ বলী! এখন তুমি এই ধরনীর সম্রাট, দৈত্যকুলের অভিষ্ট সিদ্ধিই তোমার প্রধানতম কর্ত্তব্য। তদুত্তরে মহারাজ বলী বলিলেন, "পিতামহ! এই অসংখ্য প্রজামণ্ডলী আমারই পুত্রকন্যা স্থানীয়। এই প্রজাগণের সুখদুঃখের আমিই প্রধান সহায়। যদিও আমি রাজা কিন্তু আমার হৃদয় প্রজাগণেরই সিংহাসন। আমি রাজা নই আমিই প্রজাগণের সেবক। পৌত্রের ঈদৃশ বিনয়মধুর সম্ভাষণে, অমিয়মাখা বচনে অনুহ্লাদ দুইহাত তুলিয়া মহারাজ বলীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং সমুদায় দৈত্যগণ মহারাজ বলীর জয়ঘোষণা করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে দৈত্যকুলের আদিমাতা দিতি সপত্নীপুত্র দেবগণের অতুল ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গের বিমলানন্দ দর্শনে হিংসাদ্বেষ ও অভিমানে জ্বলিতে লাগিলেন। দিতির এই ভীষণ অন্তর জ্বালার ইন্ধন স্বরূপ হইলেন দৈত্যপতি অনুহ্লাদ। তাঁহার অন্তর: দেবগণের প্রতি হিংসা, দ্বেষে পরিপূর্ণ। তাহারই ফলে এবং মাতা দিতির প্ররোচণায় দৈত্যগণ দেবগণের সহিত সমর ঘোষণা করিলেন, এবং কৌশল করিয়া দিতি তাঁহার পুত্রগণের পক্ষ সমর্থনার্থে তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া স্বামী কশ্যপের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া দৈত্যগণের জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন।

মহাতেজা তপস্বী কশ্যপ চিরদিনই সত্যগুণ সম্পন্ন, তিনি দিতি ও অদিতি বিভিন্ন প্রকৃতির স্ত্রীদ্বয়কে ভালরূপেই জানিতেন, সুতরাং মহর্ষি কশ্যপ দেবগণকে দুর্দ্ধান্ত অসুর দিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য, এই সময়ে মহা যোগবলে শত্রু-সংহারকারী একটি অমোঘ অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। মহা তপস্বী কশ্যপ ঐ অমোঘ অস্ত্র দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদানের জন্য ইতিপূর্ব্বেই দেবমাতা অদিতি সহ ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন।

এক্ষণে মহর্ষি কশ্যপের সিদ্ধাশ্রম প্রাঙ্গনে দেব ও অসুরবৃন্দ তাহাদের নিজ নিজ কুলের আদিমাতা অদিতি ও দিতি সহ উপস্থিত। এদিকে দেবমাতা অদিতি পুত্রগণ সহ, অন্যদিকে অসুরমাতা দিতি অনুহ্লাদ, বলী প্রভৃতি সহ দণ্ডায়মান। এক্ষণে মহর্ষি কশ্যপের মহাপরীক্ষা সমুপস্থিত, তিনি প্রথমে দেবরাজ ইন্দ্রকে বলিলেন—"পুত্র! এই অমোঘ অস্ত্র তুমি গ্রহণ করিয়া শত্রু সংহারে চিরবিজয়ী হও" তদুত্তরে দেবরাজ বলিলেন পিত! স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠভ্রাতা বলী এখানে উপস্থিত সুতরাং এ অমোঘ অস্ত্র বলীকেই প্রদান করুণ, কারণ কনিষ্ঠই পিতা ও জ্যেষ্ঠের স্নেহের দান পাইবার যোগ্যপাত্র, তদুত্তরে

মহারাজ বলী ভক্তি গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন, "না পিতা! জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতার সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের দাসমাত্র এ অস্ত্র দেবরাজ ইন্দ্রেরই প্রাপ্য। তখন অগত্যা দেবরাজ ইন্দ্র পিতা কশ্যপের হস্ত হইতে—আশীর্ব্বাদ স্বরূপ অমোঘ অস্ত্র লইয়া দৈত্যরাজ বলীকে ভ্রাতৃস্নেহে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—ভ্রাতঃ! এই লও আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ স্বরূপ পিতৃদত্ত অমূল্য উপহার, এই বলিয়াই বলীর হস্তে পূর্ব্বোক্ত অমোঘাস্ত্র দান করিলেন।

দেবগণ স্বর্গ সুখ সম্ভোগে মত্ত, হিংসাদ্বেষ বা আত্মপর তাঁরা জানেন না। তাই ভক্তিতে প্রেমেতে—সর্ব্বদা তাঁদের হৃদয় অভিভূত। পিতা কশ্যপ যে তাঁদেরই রক্ষার্থে অমোঘ অস্ত্র দিয়াছিলেন সে'কথা দেবগণ ভুলিয়া ভক্ত প্রহ্লাদের পৌত্র মহারাজ বলীর ভক্তিতে বিগলিত হইয়া অনায়াসে ভ্রাতৃস্নেহানুরোধে দেবরাজ ইন্দ্র সেই অস্ত্র বলীরাজকেই সমর্পন করিলেন। এইবার দৈত্যপতি বলীর পালা, তিনিও হরিগতপ্রাণ ভক্ত প্রহ্লাদের পৌত্র হরিপ্রেমে পাগল বিরোচনের পুত্র, সুতরাং বলী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবরাজ ইন্দ্রের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ কশ্যপ প্রদত্ত অমোঘাস্ত্র মস্তকে লইয়া মহারাজা বলী কৃতাঞ্জলী-পুটে দেবরাজ ইন্দ্রের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া বিবিধ উপচারে তাঁহার পূজা বন্দনা করিয়া পরিশেষে পিতাকশ্যপ প্রদত্ত পূর্ব্বোক্ত অমোঘ অস্ত্রটি ভক্ত উপহার স্বরূপ দেবরাজ ইন্দ্রের হস্তেই পুনরার্পণ করিলেন। এইবার দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যরাজ বলীর ভক্তিতে পরাজিত হইলেন। এই সময় কিছুক্ষণ ভ্রাতৃপ্রেম ও ভ্রাতৃস্নেহের স্বর্গীয় অভিনয় চলিতে লাগিল। দেব ও দানবের এক অপূর্ব্ব সৌহার্দ্দ্যে জগৎ স্তম্ভিত হইল। এই জন্যই নববিধানের ভক্ত কবি গাহিলেন "দাও প্রেম ষোলআনা সবে আপনা পাশরি ও ভাই প্রেমেতে নাই প্রবঞ্চনা প্রেমেতেই বিজয়ী হরি" দৈত্যরাজ বলীর অদ্ভুত আত্মত্যাগে মহামুনি কশ্যপ ও দেবমাতা অদিতি অপূর্ব্ব আনন্দে বিহ্বল হইয়া মনেমনে দৈত্যরাজকে কতই আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিন্তু দৈত্যমাতা দিতির অন্তর হিংসা ও দ্বেষে জ্বলিতে লাগিল। এই ঘটনার পর দেব ও দৈত্য স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া কিছুদিন শান্তিতে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। চিরদিন কাহারও সমান যায় না, ক্রমে দেবগণের ঐশ্বর্য্যের মত্ততা বাড়িয়া উঠিল দেব ও অসুর যে একই পিতার ঔরস জাত পুত্র তাঁহারা তাহা ভুলিয়া গেলেন। সম্বন্ধের শিথিলতার সঙ্গে সঙ্গে দৈত্যগণের প্রতি দেবগণের হিংসা প্রবল হইতেছে দেখিয়া মাতা অদিতি দেবগণকে সাবধান করিয়া বলিলেন, "দৈত্যগণ তোমাদেরই ভ্রাতা, তাহাদিগকে কোনরূপ হিংসা বা ঘৃণা করিওনা। সত্যই দেবগণের অবলম্বন, ঈশ্বরে বিশ্বাসই দেবত্বের মূল, ঐ দুইটী স্বর্গীয় ভাব দেবগণের স্বর্গ বাসের প্রধান সম্বল। তাঁহাদের এই স্বর্গীয় ভাবের ব্যতিক্রম দেখিয়াই মাতা অদিতি পুনঃ পুনঃ সন্তানদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া সত্বেও দেবগণ মাতৃ আদেশ অমান্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্যদিকে অসুর মাতা দিতি পুত্রদিগকে দেবগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে থাকায় দৈত্য পতি অনুহ্লাদ সুযোগ পাইয়া অসুরদিগকে দেবগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত করিলেন। যথাসময়ে দেবাসুরের সংগ্রামে মহাপরাক্রান্ত অসুরগণ দেবতাদিগকে পরাজয় করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিলেন। দেবগণ স্বর্গরাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, সঙ্গে সঙ্গে রাজলক্ষ্মী ও দৈত্যরাজ বলীর নিকট বিদায় লইতে আসিলেন, স্বর্গ লক্ষ্মীকে দেখিয়া দৈত্যরাজ বলী বলিলেন মা! তুমি কোথায় যাবে? আমি এখন স্বর্গের রাজা এখানে রাজলক্ষ্মী হয়ে তোমাকে থাকতে হবে, এই মা তোমাকে ভক্তি ডোরে বাঁধিলাম। রাজলক্ষ্মী বলিলেন "বৎস! আমাকে বন্দী করিলে কেন? দৈত্যরাজ বলী বলিলেন, মায়ের কাছে সকল সন্তানই সমান তুমি মা চিরদিনই স্বর্গের রাজলক্ষ্মী, সুতরাং তুমিতো স্বর্গ ছেড়ে যেতে পারবেনা" এই সময় রাজলক্ষ্মীর করুণ ক্রন্দনে স্বয়ং চক্রধারী নারায়ণ বলীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "বলী! তুমি লক্ষ্মীকে বন্ধন করিয়াছ কেন, অগ্রে আমাকে পরাস্ত কর তবে লক্ষ্মীকে পাইবে, তখন দানব রাজ বলিলেন" আমি তাহাতে প্রস্তুত, তুমি স্বয়ং নারায়ণ হইলেও চক্রের ভয় দেখাইয়া আমার হাত হইতে মা লক্ষ্মীকে লইতে পারিবেনা, তবে যদি ভিক্ষা চাও এখনই লক্ষ্মীকে তোমার হাতে সমর্পণ করিব" দানব রাজ বলীর সহিত নারায়ণের এইরূপ বাক্‌ বিতণ্ডা হইতেছে, ঠিক সেই সময় ভক্ত প্রহ্লাদ গলবস্ত্র হইয়া করযোড়ে নারায়ণের সম্মুখে উপস্থিত? তখন চক্রধারী নারায়ণ প্রহ্লাদকে দেখিয়া বলিলেন "ভক্ত প্রহ্লাদ তুমি এসময় কেন এলে? প্রহ্লাদ বলিলেন "চক্রধারী কাকে সংহারের জন্য চক্র ধরেছ, এযে আমার পৌত্র ও তোমার প্রেমে পাগল বিরোচনের পুত্র, তোমারই দাসানুদাস বলী" তখন ভক্তবৎসল শ্রীহরি বলিলেন "এখন আমাকে কি কত্তে হবে প্রহ্লাদ? ভক্ত প্রহ্লাদ বলিলেন "তুমি তোমার দাসানুদাসকে শ্রীচরণে স্থান দাও" তখন শ্রীহরি বলিলেন "ভক্ত আমার সর্ব্বস্ব, ভক্তই আমার হৃদয়, মন, প্রাণ, ভক্ত বিনা আমি কিছুই জানিনা ভক্তও আমা ভিন্ন কিছু জানেনা" এই বলিয়া ভগবান অন্তর্দ্ধান হইলেন।

স্বর্গের রাজলক্ষ্মীকে পাইয়া দানবরাজ বলী মহা দানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। মহারাজ বলীর দানযজ্ঞের মহিমা সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইল। ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই দানের বর্ণনা মানবের সামান্য লেখনীতে প্রকাশ করিবার নয়। যাহা হউক, দেবতাগণ স্বর্গভ্রষ্ট হইলেও দৈত্যরাজ বলীর এই অপরিসীম দানযজ্ঞ দেখিয়া তাঁহারাও মোহিত হইলেন। স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া দেবগণ কতই তপস্যা করিতে লাগিলেন, এবং অবর্ণনীয় দুঃখ ক্লেশে দেবতাদিগের কালাতিপাত হইতে লাগিল। দেবমাতা অদিতিও দেবপুত্রগণের ঈদৃশ দুরবস্থায় মহাকাতরা হইলেন বটে কিন্তু কি করিয়া পুত্রগণের এই দুর্দ্দশা যাইবে তাহার কোনও

উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। এই রূপে কিছুদিন অতীত হইলে দেবমাতা অদিতির গর্ভসঞ্চার হইল। মহর্ষি কশ্যপ বিবিধ বিধানে পত্নী অদিতির সেবা। ও সময়োপযোগী উপদেশদিতে লাগিলেন এবং তপস্যার বলে কশ্যপ জানিতে পারিলেন যে অদিতির এই গর্ভে একটী সর্ব্বসুলক্ষণ যুক্ত পুত্র জন্মিবে এবং এই পুত্রই মহারাজ বলীকে পরাজয় করিয়া দেবতাদিগকে পুনরায় স্বর্গরাজ্যে স্থাপন করিবেন। এই সংবাদ মহর্ষি কশ্যপ অদিতিকে দেওয়ায়, সন্তানবৎসলা অদিতি চমকিয়া উঠিলেন। দেবী অদিতি কাহাকেও কিছু না বলিয়া একদিবস সিদ্ধাশ্রম হইতে মহারাজা বলীর সমীপে উপস্থিত হইয়া সমস্ত দানবপুত্রগণের কুশল সংবাদ লইয়া বলিলেন "হে পুত্র! আমি জানিতে পারিয়াছি আমার গর্ভে সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ঐ পুত্র ভুমিষ্ট হইয়া যথা সময়ে তোমাদিগকে পরাজয় করিয়া দেবতাদিগকে স্বর্গরাজ্যে পুনঃ স্থাপন করিবে। আমি সকলের মাতা, আমার গর্ভস্থশিশু তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবে আমি তাহা কেমন করিয়া সহ্য করি? অতএব মনে মনে সংকল্প করিয়াছি স্বামীর সেবায় ও ত'ার শিক্ষায় আমি যে যোগবল প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই যোগবলে আমি আমার গর্ভস্থ শিশুকে গর্ভেই রক্ষা করিব, তাহাকে ভুমিষ্ট হইতে দিব না" মাতা অদিতি ও পুত্র মহারাজ বলীর এইরূপ কথোপকথন হইতেছে ইত্যবসরে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র বৃদ্ধ অনুহ্লাদ উপস্থিত হইয়া কঠোর বাক্যে অদিতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দেবমাতা-অদিতি! তোর গর্ভে অসুরকুল বিনাশকারী এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কৈ দেখি"? এই বলিয়াই অনুহ্লাদ মাতা অদিতির উদরে পদাঘাৎ করিলেন, দৈত্য অনুহ্লাদের পদাঘাতে তৎক্ষণাৎ মাতা অদিতি মুর্চ্ছিত ও হতচেতন হইয়া পড়িলেন। দৈত্যবীর করুণহৃদয় মহারাজ বলী এই ভীষণ ব্যাপার সন্দর্শনে অসহ্য যাতনা অনুভব করিয়া মর্ম্মাহতপ্রাণে তন্মুহূর্ত্তেই অন্যায়াত্যাচারী পিতামহ অনুহ্লাদকে বন্দী করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন, এবং দেবমাতা অদিতির চরণে পতিত হইয়া অতি কাতরভাবে করযোড়ে পিতামহকৃত এই ভীষণ অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মাতা অদিতি কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া বলিলেন "বৎস বলী! আমিযে সকলের মা। আমার নিকট দেবদৈত্য সকল সন্তানই সমান।" আমার হৃদয়ে সকল সন্তানের জন্যই স্নেহের স্রোত প্রবাহিত। আমিতো নিজ গর্ভ জাতপুত্র ও সপত্নীর গর্ভ জাতপুত্র, ভিন্ন ভিন্ন জানিনা ও কখন তা ভাবিওনা! মাতৃহৃদয় সর্ব্বদা সন্তানস্নেহে দ্রবিভূত, আমার প্রাণ যে সন্তান ভিন্ন কিছু জানেনা। এইরূপে দৈত্যপতি বলীকে মধুরবচনে আশ্বস্ত করিয়া মাতা অদিতি কিছু দিন দৈত্যপুরেই পুত্রবধূ বিন্ধ্যার সেবাশুশ্রূষায় অতিবাহিত করিলেন এবং যথাসময়ে মাতা অদিতি সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত বামনদেবনামে একটী সুলক্ষণাক্রান্ত সন্তান প্রসব করিয়া ছিলেন। সেই বামনদেবই মহারাজা বলীর নিকট ত্রিপাদভূমি ভিক্ষা করিয়া ভুবনবিখ্যাত দাতা মহারাজ বলীকে পাতাল পুরীতে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার দানযজ্ঞ পুর্ণ করিয়াছিলেন এবং অসুররাজের অচলা ভক্তিতে স্বয়ং ভগবানকেও তাঁ'র দ্বারের দ্বারি হইতে হইয়াছিল। এইজন্য ভগবান বলিলেন "ভক্তিভাবে ডাক্‌লে আমি রইতে পারি কৈ, ওরে যে ডাকে আমারে আমি তারি হয়ে রই, দারা সুত ধনপ্রাণ, যে করে আমায় অর্পণ, তাহার সকল ভার মাথায় ক'রে বই"

প্রণত সেবক—
শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

ধাঁধাঁ।

(শ্রীমতী শান্তিসুধা রায়)

আমারে বাঁধিতে হরি গড়িলে মোহন পাশ,
পালাতে নাপারি আমি এই তব বড় আশ;
শ্যামল গালিচা পাতি সাজায়ে পল্লব ফুলে,
নীল রেশমের ছাতি জড়ালে মানিক তুলে।

তারপর,
সখা বন্ধু পরিজন যতপারো অগণন
দিলে সখা,—
যত তব অনুচর বেশ ধরি মনোহর
দিলে দেখা—

একে একে,
যেখানে যা কিছু ছিল মনোরম মধুময়
সর্ব্বস্ব করিয়া ব্যয় দিলে মোরে প্রাণময়
দিলে না তোমারে শুধু সে তোমার পণ বঁধু
দেবে না সহজে তুমি ধরা।
সাধ তব ধনে জনে ভুলাইয়ে প্রাণ মনে
গড়িয়া তুলিবে মোর কারা!
তখন ভাবনি সখা কি অভাব অনর্থক
সৃজন করিলে তুমি; একটিও ক্রীড়নক।
হারাইয়া যায় যদি, গভীর বেদনা,
বাজিবে এ মর বুকে, ব্যথা সহিবেনা।
জানিতে কি তুমি এমন করিয়া
ভুলিব তোমারে খেলনা লইয়া
কহিব, "নিঠুর প্রেমময় নহ"
ভুলিব তোমার অপার করুণা।

তখন প্রেমিক সহিবে কি তুমি
আমার ব্যথায় দহিবে না স্বামী
করুণার খনি হৃদয় তোমার
তুচ্ছ করিবে প্রিয়ার বেদনা।
ভুলে গেছি বলে অভিমানে যদি মুখটি ফিরায়ে লহ
দেখিতে বেঁধেছ মোরে, পাবেনা দেখিতে, দেখিবকেমনে সহ?
ত্যজিতে অক্ষম তুমি
নিদারুণ প্রেম তব,
কত যে সহিছ প্রভু
এমুখে কেমনে কব?
বাঁধনে বাঁধিতে মোরে প্রভু-প্রিয়-প্রাণাধিক
যতন করেছ তুমি, হারিয়াছ ততোধিক
আপনি পড়েছ বাঁধা জন্মজন্মান্তর তরে
অরূপার কোন্ রূপে ভুলাল ও মনচোরে?
কে বলিবে?—কেবা জানে?—বিনা সেই কালামুখী—
কিছু নহে,—তুমি শুধু নিজ প্রেমে নিজে সুখী।
বাঁধন রচিয়া তাই
ওগো মোর চিত চোর
সহিছ বেদনা কত
নিজ গড়া প্রেমে ভোর।
প্রতিদান নাহি চাহ দাও শুধু প্রাণ ভরে
বিনিময়ে নিকরুণ ব্যথা দিই মনোহরে
পুনঃ বলি প্রিয়তম আপনি পড়েছ বাঁধা
তবুও বাঁধিতে চাহ এই মোর লাগে ধাঁধা।

স্বর্গীয় শ্রীমতী কুসুম কুমারী দেবী।

(শ্রাদ্ধ বাসরে পঠিত)

আজ প্রায় ৭৩ বৎসর হইল মা আমাদের যশোহর জেলার মহেশপুর গ্রামে ৺ ঋষিকেশ রায় চৌধুরী মহাশয়ের ঔরষে জন্ম-গ্রহণ করেন। তের বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। আমার পিতৃদেব তখন কুচবিহারে চাকুরি করিতেন, সে সময় কুচবিহার যাতায়াত সুকঠিন ছিল। রেলপথ হয় নাই, পথে ডাকাতের ভয় খুবই ছিল। শুনিতে পাই এই কারণে আমার মাতামহকুল ভীত হইতেছিলেন কিন্তু আমার মা সেই বয়সেই সাহসের পরিচয় দিয়া নিজের সম্মতি জানাইয়াছিলেন। পরজীবনে এই সাহসিকতার চিহ্ন অনেক দেখিয়াছি।

১৬।১৭ বৎসর পর্য্যন্ত মা আমার সুখে সচ্ছন্দে সংসার করিয়া-ছেন। তিনি ১১টী সন্তানের মা ছিলেন। তার পর ৩৩ বৎসর বয়সে তিনি বিধবা হন। এবং বিগত ৪০ বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে দুঃখ দারিদ্র রোগ ও শোক বিস্তর ভোগ করিতে হইয়াছিল। আমিই তাঁহার ১ম সন্তান। পিতৃদেব যখন ইহলোক ত্যাগ করেন তখন আমাদের স্বচ্ছল বৃহৎ পরিবার সহসা দারিদ্রে পতিত হইল। ২১১ জন জ্ঞাতি সেই সময় মামলা মোকদ্দমা আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমার বয়স কম হইলেও মা আমারই সঙ্গে পরামর্শ করিতেন। তাঁহার অনেকগুলি অলঙ্কার ছিল। মা স্থির করিলেন সে গুলি বিক্রয় করিয়া আমাদের দেশের জনৈক সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া প্রাপ্য সুদ হইতে আমাদের মানুষ করিবেন। আমিই গোপনে সে গহনা গুলি বিক্রয় করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ আনিলাম। মা আমাদের দারিদ্র্যের কথা কাহাকে ও জানিতে দিতেন না। কখন ও অন্য কাহারও নিকট দান লন নাই। আমাদের স্বচ্ছল সংসার পিতার অভাবে যখন মহাদারিদ্রে পতিত হইল মা আমার, আমাকে ভরসা স্থল করিয়া সমুদয় দাস দাসী বিদায় করিয়া দিলেন ও নিজেই গৃহ কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরেই পাঠদ্দশায় আমি কুচবিহারে উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম, মা এই সময় বহু নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন, মা আমার পরম স্নেহময়ী জননী ছিলেন। তিনি আমাকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। হয়তো তিনি বিশ্বাস করিতেন যে আমি এমন কোন অপরাধ করিনাই যাহার জন্য তিনি আমাকে বাটীতে স্থান দিলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। এই অপরাধে রাধানগরে সামাজিক শাসন আরম্ভ হইল। আমার অবিবাহিত ভগ্নীর বিবাহ স্থগিত করিবার বহু চেষ্টা হইল; ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত কিছুকালের জন্য বন্ধ হইল এবং অবশেষে আমি যখন বহুদূরে বর্ম্মায় বাস করিতেছি, তখন আমার একটী কনিষ্ঠ ভাইয়ের মৃত্যুতে মৃতদেহের সৎকারে বাধা দেওয়া হইয়াছিল। এবং মা আমার নীরবে সব সহ্য করিয়াছিলেন কিছুকালের জন্য বাটীত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে গিয়া বাস করিয়া ছিলেন। আমার ভগ্নীর বিবাহ ঈশ্বরের করুণায় নানা বিঘ্ন সত্বে খুব বড় ঘরে দিয়াছিলেন। স্কুলের ২১১ জন ছাত্র আসিয়া আমার ভাইএর মৃতদেহ সৎকার করাইয়াছিলেন। হে পরম জননী! তোমার করুণা কি আমরা স্মরণ রাখি!

শেষ জীবনে কৃষ্ণনগরের জন্য মার প্রাণ কাঁদিত। সেখানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, দরিদ্র নারায়ণের সেবা দুঃখী বালকের স্কুলের সাহার্য্য এবং কন্যাদায় গ্রস্তের অর্থ সাহায্য যাহা কিছু আমি করিয়াছি এ সবের জন্য তিনিই আমাকে তাড়না করিতেন। করুণাময়ী জগজ্জননীকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণাম করি, মা আমার কৃষ্ণনগর বাসীর সেবা করিয়া ধন্য হইয়া দিব্যধামে গমন করিয়াছেন।

মা কখনও গোঁড়ামি দেখান নাই। জাতিভেদ সম্বন্ধে তাঁহার মত উদার ছিল। যে কেহ তাঁহার বাটীতে আসিলে নিজে নিকটে বসিয়া অতি আদর যত্নে ভোজন করাইতেন "অস্পৃশ্য" কথাটা কখনও তিনি মনে ধারণা করেন নাই।

মা বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তার মধ্যে হরিদ্বারের কথা পুরীর জগন্নাথ ক্ষেত্রেরকথা এবং বৃন্দাবনের কথাই আগ্রহের সহিত বলিতেন। মা ইচ্ছাকরিলেই দুর্গোৎসবাদিপুজা সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিতে পারিতেন। কিন্তু কখনও তিনি সে রূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। ইহার পরিবর্ত্তে বহু অর্থব্যয় করিয়া বহুদিন ব্যাপী কথকতা দিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তন ও ব্রহ্মসঙ্গীত তিনি বড়ই সম্ভোগ করিতেন।

৭৩ বৎসরে মা আমার অনেক শোক ও বিচ্ছেদযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেণ। ১১টী ভাইবোনের মধ্যে আমরা দুভাই কেবল বর্ত্তমান। ৩।৪ বৎসর আগে দৃষ্টি শক্তি একেবারে লোপ পাইয়াছিল। কিন্তু কে বলিবে তিনি চক্ষে দেখেন না; তিনি গৃহের কোণে বসিয়া সমুদয় খোঁজ রাখিতেন। এই পৃথিবীর পরপারে চিরকাল তরে চলিয়া যাইবার অনতিপুর্ব্বে আমাদের মস্তকে অতি আদরের সহিত শেষ আশীর্ব্বাদ করিলেন যেন মনে হইল তিনি নিকাম হৃদয়ে এ গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইতেছেন। এবং আমাদের জন্ত যাহা দিবার অধিকার চিত্তে তাহা দিয়া নিমেষেচক্ষের পলকে ইষ্টদেবতার নাম জপিতে ২ দিব্য ধামে চলিয়া গেলেন। আমরা অবাক হইয়া রহিলাম।

হে বাঞ্ছিতের বাঞ্ছিত, এমন মৃত্যু দেখাইলে যাহাতে মৃত্যুভয় দূর হইল। পরকাল ও পরলোক সম্বন্ধে কত তর্ক যুক্তি শুনিয়াছি কিন্তু কৈ উপলব্ধিতো এ পর্য্যন্ত করিতে পারি নাই। মাআমার যাবার সময় দেখাইয়া গেলেন।

ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম
ভবজলধির পারে
জ্যোতির্ম্ময়"

হে পরম জননী আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের মায়ের মত দুঃখ কষ্ট রোগ ও শোকের মহাতাড়নার মধ্যে নির্লিপ্ত ভাবে কর্ত্তব্য কাজ সমাধা করিয়া এমনিই করিয়া যেন ভব পারে চলিয়া যাইতে পারি।

প্রণত-সন্তান:—
২৯শে বৈশাখ শ্রীবসন্ত কুমার হালদার।
১৩৩৪। রেঙ্গুন।

—•—

ভাবনা কেন?

(প্রাপ্ত)

মহর্ষি—ঈশা বলিলেন, "তুমি কল্যকার জন্ত চিন্তা করিওনা অন্ন অপেক্ষা জীবন এবং বস্ত্র অপেক্ষা শরীর কি গুরুতর নহে? তোমাদের যে এই সকল অভাব আছে তাহা তোমাদিগের স্বর্গস্থ পিতা জানেন।" বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম নববিধানে প্রচার ব্রত গ্রহণ কালে—ব্রত গ্রহণার্থীকে বিশ্বাসের সহিত প্রতিজ্ঞা করিতে হয়—"মানবাত্মা সকলকে ঈশ্বরের দিকে আনয়ন ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসায়ে ব্রতী হইব না। আমার যাবতীয় বিষয় কার্য্য মণ্ডলীর তত্বাবধানে থাকিবে, সাধ্যানুসারে এরূপকার্য্য এবং পরিশ্রম করিব যেন আমার জন্ত মণ্ডলীকে অর্থ সম্বন্ধে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে না হয়। দারিদ্র্য বিনয় ও আত্ম সমর্পণের সহিত আমি বৈরাগীর ন্যায় জীবন যাপন করিব।"

নববিধানমণ্ডলীর বর্ত্তমান অবস্থায় অত্যন্তব্যথিত হইয়া কোন মফঃস্বলবাসী বিধান বিশ্বাসী একখানি পত্র ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ জন্ত পাঠান ঐ পত্র খানি গত ১লা ও ১৬ই ফাগুনের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ পত্র পাঠে কিম্বা যে কোন কারণেই হউক মণ্ডলীর অগ্রণী, যুবক, বৃদ্ধ ও মাতা এবং ভগিনীগণের মধ্যে একটা আন্দোলন চলিতেছে। বাস্তবিকই সন্তানগণের দুঃখ দারিদ্র্য ও দুরবস্থা দেখিয়া মাতৃপ্রকৃতি যেমন সহজেই বিগলিত হয় তেমনই মাতা ও ভগিনীদিগের প্রাণ আকুল হইয়াছে ও হইতেছে। ইহা যে বাস্তবিকই জগন্মাতার প্রেমের আবেগ, বিশ্বাসনয়নে তাহা সহজেই দেখা যাইতেছে।

এই অযোগ্য ভৃত্য নববিধানমণ্ডলীর একজন পুরাতম পাপী। আমার এই পাপ চক্ষের সম্মুখে অনেক স্বর্গের শোভা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রেরিত প্রচারক জীবনের উচ্চ আদর্শ দেখিয়াছি, তাঁহাদের প্রেমের মত্ততা, আত্মত্যাগ, এই পাষাণ প্রাণকে বিগলিত করিয়াছে। তাঁদের পবিত্র চরণে স্থান ও তাঁদের চরণ ধূলিতে লুণ্ঠিত হইবার সুযোগও মা বিধান জননী দিয়াছিলেন। নববিধানের পূর্ব্বতনপ্রেরিত প্রচারকগণ সিংহবিক্রমে নববিধানের বিজয় ডঙ্কা বাজাইয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিকম্পিত করিয়া ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে মণ্ডলীর শীর্ষ স্থানীয় যাহারা আপনাদিগকে মনে করেন ও সেই উচ্চ অধিকার মণ্ডলী হইতে যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারা জীবনে আচরণে তাহা কৈ দেখাইতেছেন? সেই জন্তই মণ্ডলীর বিলক্ষণ অবনতি হইতেছে। কেননা উচ্চ আদর্শ রক্ষিত না হলেই অধোগতি হইবে ইহা স্থির নিশ্চয়। উপরোক্ত মফঃস্বলবাসীর পত্রের একাংশে প্রকাশিত হইয়াছে—"মণ্ডলীর এই ভীষণ দুরাবস্থার ভিতরেও মাঝে মাঝে মাতৃ প্রকৃতিধারিনী নারীদিগের মধ্যে ধর্ম্ম ও সেবা দেখিয়া মনে হয় ভক্ত কবি যে গাহিলেন "অমর ভকতগণ, অমর নূতন বিধান" তাহাই সত্য।"

অতএব আমার মত অযোগ্য ভৃত্যের করযোড়ে এই নিবেদন যে মণ্ডলীর অধ্যাত্ম জীবন রক্ষার ভার যাঁহাদিগের হাতে, তাঁহারা তাঁহাদিগের জীবনের উচ্চ ও গুরুতর দায়িত্বের বিষয় খুব ভাল করিয়া চিন্তাকরুন, ও উক্ত গুরু ভার বহনের উপযুক্তশক্তি সর্ব্বশক্তি-স্বরূপনী মাবিধানজননীর নিকট প্রার্থনা করিয়া নিজ নিজ পরিবার ও জীবন রক্ষার বিষয়ে মণ্ডলীর হাতে সম্পূর্ণ ভারার্পণ করিয়া

নির্ভয় ও নির্ভাবনা হউন। সতাই প্রচারব্রত গ্রহণ সময়ে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে "দারিদ্র্য বিনয় ও আত্মসমর্পণের সহিত বৈরাগীর ন্যায় জীবন যাপন করিব।" আশা করি পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া তদুপযোগী সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া উচ্চ বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত দেখাইতে সেবকগণ পশ্চাৎ পদ হইবেন না। মণ্ডলীর সেবকগণ আরও চিন্তা করিয়া দেখুন মাতৃপ্রাণ যদি সন্তানের জন্য আকুল হইল, তবে মায়ের আবেগময়ী সন্তানপালনী স্নেহকে বাধা দিয়া তাঁরা বা আমরা কেন ঘোরতর অবাধ্য পাষণ্ড সন্তানের ন্যায় আচরণ করিব? বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সকল প্রকার দুর্দ্দশা ঘুচাইবার জন্য মা স্বয়ং সকলভার নিজহাতে লইতে চাহিতেছেন, আমারা যেন বাধ্য ও বিশ্বাসী সন্তানের ন্যায় তাঁর হাতে সকলভার দিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইতে পারি। তিনি আমাদিগকে সেইরূপ শক্তি বিধান করুন। মার করুণার উপর নির্ভর করাই নববিধানের চরম সাধনা। তাই বলি ভাই, ভগিনীগণ। মা যদি সকল ভার লইতে চাহিতেছেন তবে আর বৃথা ভাবনা কেন?

অযোগ্য ভৃত্য
শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়—

ব্রহ্মযোগ।

ব্রহ্মযোগে যুক্ত আত্মাই ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করেন। যোগ শূন্য হইলে সমস্তই বিযুক্ত। গাছটা দাঁড়াইয়া আছে কিন্তু মূলের সঙ্গে যোগ না থাকিলে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। মূল কাটিয়া দাও গাছ পড়িয়া যাইবে। বড় বড় পাহাড়ের গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড এক সুদৃঢ় যোগে যুক্ত। প্রবল ঝঞ্ঝাবাত বিতাড়িত হইয়াও প্রস্তর খণ্ড স্থানচ্যুত হয় না। ব্রহ্মের সঙ্গে ব্রহ্মযোগীর সম্বন্ধ অত্যন্ত স্বাভাবিক। উপসাগরের সঙ্গে সাগরের সম্বন্ধ যেরূপ স্বাভাবিক ব্রহ্ম পিপাসুর সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ ও সেইরূপ। সাগরের সঙ্গে যোগ না থাকিলে উপসাগর শুকাইয়া যায়। ব্রহ্মের সঙ্গে যোগের অভাব হইলে মানুষ সেইরূপ শুকাইয়া যায়। ব্রহ্মযোগ অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন। নরদেহ ব্যবচ্ছেদ না করিলে দেহ-বিজ্ঞানের তত্ত্ব কেহ শিক্ষা করিতে পারেনা। কঠোর তপস্যায় তপস্বী ব্রহ্মলাভ করেন। তপঃ জপ তপস্বীর আহার ও পানীয়। নিজ শ্রমজাত শস্য লাভ করিয়া কৃষক যেরূপ সে শস্যের আস্বাদন লাভ করেন, অর্থব্যয় করিয়া ক্রেতা সেরূপ লাভ করেন না। জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া ডুবুরি অতলস্পর্শ জলধি গর্ভ হইতে মূল্যবান শুক্তি সঞ্চয় করেন, কিন্তু নাবিক সমস্ত সমুদ্র পর্যাটন করিয়াও তাহা প্রাপ্ত হন না। হিমালয়ের অনেক দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া পর্ব্বত পরিব্রাজক উত্তুঙ্গশৃঙ্গের স্নিগ্ধকর শৈত্য লাভ করেন। পর্ব্বতের পাদদেশে অসহ্য উত্তাপ। ব্রহ্ম সাধনের গভীরতম গুহায় ও অতলস্পর্শ জলধিতে প্রবেশ না করিলে ব্রহ্মলাভ হয় না। আমরা নিরাশ হই কেন? সে সাধনা নাই। "Seek and ye shall find", অন্বেষণ কর, প্রাপ্ত হইবে, আমরা এতত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছি। নৃপতির ধনাগারে এ ধন নাই। সুরম্য সুশোভিত ও মূল্যবান্ রত্ন খচিত হর্ম্ম্যালয়ে সে বস্তু নাই। ঋষির গিরি গুহায়, তপস্বীর পর্ণকুটীরে এবং সাধুর সন্ন্যাসাশ্রমে এই সাধনালব্ধ মূল্যবান বস্তু বর্ত্তমান। ইস্রায়েল জাতি মরু পথে চলিতে চলিতে সুস্বাদু আহার ও পানীয় লাভ করিয়াছিলেন। আয়াসসাধ্য ব্রহ্ম বস্তু বহু সাধনসাপেক্ষ। সাধনায় সাধকের ক্ষুৎপিপাসার পরিতৃপ্তি। অল্প জলে সফরী বিচরণ করে আর সুবৃহৎ তিমি সাগরের অতলস্পর্শ জলে বাস করে। সফরীর প্রতিকৃতি ক্ষুদ্র শিশুও দেখিতে পায় কিন্তু সুবৃহৎ তিমির প্রতিকৃতি বহু দূর-বিস্তৃত সাগর-বক্ষ বিচরণকারী নাবিক প্রত্যক্ষ করেন। যিনি অব্যক্ত তিনি সাধনায় ব্যক্ত এবং যিনি অপ্রত্যক্ষ তিনি সাধনায় প্রত্যক্ষ। সাধন মার্গের তত্ত্ব সাধকই জানেন। সাধক সাধককে চেনেন। জহুরিই জহর চিনিতে পারেন। ব্রহ্মযোগরত সাধকই তাঁহার পথের পথিককে চিনিতে পারেন। বাহিরে পরিচয় না থাকিলেও তীর্থযাত্রী তাঁহার পথের অন্য যাত্রীকেও চিনিয়া লন্। যাত্রীর পরিচয় যাত্রীই প্রাপ্ত হন। আকাশগামী বলাকা সেই আকাশপথে উড্ডীয়মান অন্য বলাকার গমন তত্ত্ব বুঝে। সাধন রাজ্যেও সেইরূপ। এখানে দেশ নাই কাল নাই পাত্র নাই। প্রাচ্য ঋষি পাশ্চাত্য ঋষিকে দেখিতে পান। এখানে মেরী ও মীরায় পরিচয়। এখানে এমার্সন ও যাজ্ঞবল্কেরপরিচয়। এখানকার পথ স্বতন্ত্র ও পরিচয় সাধনসাপেক্ষ। সাধক নিজেকেই চিনিতে পারেন না। "He knew not where he went away" তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন তিনি নিজেই তাহা জানেন নাই। এই অহং জ্ঞানের বিস্মৃতির পথেও নব বিধানের নূতন পন্থায় আচার্য্য কেশব চন্দ্র বলিলেন "The little bird "I" has soared away. I know not where" ছোট "আমি" পক্ষী,, উড়িয়া গিয়াছে, আমি জানিনা কোথায়। এই আমিত্ব শূন্য পথে পৃথিবীর যাবতীয় সাধু মহাজনগণের সঙ্গে একাত্মতা ও মহা আত্মিক যোগ। "আমি" কে না ভুলিলে স্বামীকে পাওয়া যায় না। "আমির রাজ্যে" পৃথিবীতে মহা সংগ্রাম। যেখানে স্বামী সেখানে পূর্ণ শান্তি। পৃথিবীর সমুদায় সাগর বারির মধ্যে যেমন পরস্পরের যোগ, অর্থাৎ কোন এক নির্দ্দিষ্ট উপকূল হইতে ভাসমান অর্ণব পোত সমুদয় পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আবার সেই উপকূল ভূমিতে উপস্থিত হইতে পারে, ব্রহ্মযোগে যোগী সেইরূপ জগদ্ব্যাপী ব্রহ্মের ভিতর দিয়া পৃথিবীর যাবতীয় সাধু মহাজন দিগের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া যোগে মগ্ন হইয়া থাকেন। নববিধান ভক্ত ব্রহ্মযোগী কেশব সেই পথে ভ্রমণ করিয়াছিলেন ও এখনও করিতেছেন। এপথ দেখিতে চক্ষুর প্রয়োজন। কররজু

যোগ চক্ষুদ্বারা ব্রহ্মযোগী ব্রহ্মকে সুস্পষ্ট দেখিতে পান। ব্রহ্ম দর্শন, ব্রহ্ম বাণী শ্রবণ, ব্রহ্মে গতি, ও ব্রহ্মে স্থিতি, মানুষকে আর এক 'মানুষ করিয়া তু'লে। ভগবান বলেন তোমার পথ আমার লোকেদের পথ নহে, "Thy ways are not the ways of my men" ব্রহ্মমুখবিনিসৃত এই ধ্রুব সত্য এখনও আমাদের ভিতর প্রবেশ করে নাই। আমরা সাধু ও ভক্তকে বিচার করি। ব্রহ্মযোগরত ব্রাহ্মের ভিতরে ব্রহ্মেরই কত রং ফুটীয়া উঠে। এক গাছে বিভিন্ন রঙ্গের ফুল। সান্ধ্য সমীরণ সংস্পৃষ্ট হইয়া এক জাতীয় একই তরু ও একই শাখায় শ্বেৎ ও লাল বর্ণের ফুল প্রসব করে। একই মৃত্তিকা একই জলবায়ু ও একই রসে পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট একই পুষ্পতরুতে এইরূপ বিচিত্র বর্ণ বিশিষ্ট ফুল ফুটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি তরুতত্ত্ব ও পুষ্পতত্ত্ব অধ্যয়ন করে নাই তাঁহার পক্ষে এ বিচিত্র অনুভূতি অসম্ভব ব্রহ্মতত্ত্ব অধ্যয়ন না করিলে বিচিত্র ভাবাপন্ন বিচিত্র পথের পথিক ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিকে চেনা সুকঠিন। এ তত্ত্ব কৃচ্ছ্র সাধনে সাধনীয়। সহজে ব্রহ্মবস্তু লাভ হয়না। অগ্নিসম উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে চলিতে ২ পথিক সেই বালুকা সমুদ্রস্থিত পান্থপাদপ হইতে তৃষ্ণাহারী সুশীতল সলিল লাভ করেন। সধনে সাধনীয় বস্তু সহজে পাওয়া যায় না। বিধাতার করুণায় সাধনার পথ সাধকের সমক্ষে ভীষণ তমসাচ্ছন্ন রজনীর প্রভাতে বিমল সূর্য্যরশ্মির মত ফটিয়া উঠে।

বহু শ্রমশীল কৃষক কর্ষিত নিম্নভূমি ভেদ করিয়া সুদীর্ঘ আকাশগামী নারিকেল তরু যে সুশীতল সলিল বিশিষ্ট ফল প্রদানকরে বৃক্ষের আরোহীকে তাহা বহু আয়াসে সংগ্রহ করিতে হয়। ব্রহ্মবস্তু ও ব্রহ্মপ্রসাদ লাভ সেইরূপ আয়াস ও সাধন সাপেক্ষ। ব্রহ্মযোগ কোথায়? সাধকের সাধনে। ইহা শব্দ নহে, শাস্ত্র নহে ইহা সাধনা। কোন পাশ্চাত্য, সাধু বলিয়াছেন "It is wise to look neither to the right nor the left. but firmly. with persistence to pursue our way by concentraing all our thoughts upon our work so as to make it advance with all our power. even through a night without stars. a day without a sun so that when the clouds dissipate, we may still be found in the path of duty without having strayed one iota from it Thus a ready in calmness and quittude to relish the joys of the solar brightness of the soft starry night of peace" এপথে দক্ষিণ কিম্বা বাম দিকে তাকাইয়া চলা জ্ঞানীর কার্য্য নহে। সমগ্র শক্তি লইয়া অগ্রসর হইতে হইলে নক্ষত্র-বিহিন রজনী, সূর্য্য-বিহিন দিবা এবং সমস্ত ঘন মেঘ অতিক্রম করিয়া এবং গন্তব্য পথ হইতে একটুও পদস্খলিত না হইয়া স্থির ও শান্তভাবের সহিত সেই কোমল নক্ষত্র খচিত রজনীর শান্তির আস্বাদন লাভ করিতে হইবে।" ভিতরে ব্রহ্মের অনুভূতি ও ভিতরে ব্রহ্মবস্তুর উপলব্ধি বিনা এ পথ কে ধরিয়া রাখিতে পারে? সাধক Gewmisee (জিউমিসি) তাঁহার সর্ব্বসাধনশীল সন্তানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "Is christ formed withiu? খৃষ্ট অর্থাৎ খৃষ্টের ধর্ম্মজীবন কি ভিতরে জন্মিয়াছে? আর এক পাশ্চাত্য সাধক বলিয়াছেন—Though christ a thousand times in Bethlehem be born, if he is not born in thee, thy soul is still forlorn" "যদি ঈশা সহস্রবার বৈথলেহমে জন্ম গ্রহণ করেন কিন্তু তোমার ভিতরে যদি তাঁহার জন্ম না হয় তাহা হইলে তোমার আত্মা চির অনাথ"। ভিতরে ঈশাভাব না জন্মিলে ঈশার সাধিত ধর্ম্মের সাধনা হইলনা। ভিতরে ব্রহ্মভাব না জন্মিলে ব্রহ্মসাধন হইলনা। সাধক Willian yelland বলেন এই অবস্থায় "you will hear his voice, and they that hear, shall live তুমি তাঁহার বানী শ্রবণ করিবে, যাঁহারা শ্রবণ করেন তাঁহারাই বাঁচিবেন" ব্রহ্মযোগে যোগী না হইলে ব্রহ্মসাধন হইলনা। নববিধান এই সংবাদ দিতে আসিয়াছেন। নববিধান ব্রহ্মপথে চলিষ্ণু পথিক কে ডাকিতে আসিয়াছেন। নববিধান ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়া ছিলেন। নববিধান এখনও মানুষের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাই বলিতেছি—

অই শুন ভাই নববিধানের ডাক্,
কেশবের মত ভাই, পাখী উড়ে যাক্॥

৩ মঙ্গেলস্ রোড,
পাটনা

সেবক—
শ্রীগৌরিপ্রসাদ মজুমদার

—০—

প্রাপ্ত।

মা, আমায় সুখের মত দুঃখে আসক্তি দাও। আমি যেমন সুখ পেলে জড়িয়ে পড়ে থাকি, দুঃখ পেলেও যেন সেইরূপ থাকতে পারি। মা; তুমি যে চরম দুঃখের উপরে, সুখসাগরের তীরে বসে আছ, এই কথাটা আমায় বুঝিয়ে দাও। যাদের তুমি তোমার চাপরাশ দিয়ে এখানে পাঠাও তাঁদের কাণে তুমি না কি গুরু হয়ে এই মন্ত্রটা দাও তাই তাঁদের দুঃখের প্রতি গোড়া থেকেই একটা আকর্ষণ। তাঁরা জানেন যে দুঃখের ভিতর দিয়েই সেই সুখের মন্দিরের রাস্তা! আবার এদুঃখ তাঁরা পরের সুখের জন্য যেচে নেন অপরে সহজে মাকে পাবে বলে তাদের দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত নিজের ঘাড়ে লন। তাইতো শ্রীবুদ্ধ বলেছিলেন "যতদিন একটা প্রাণী নির্ব্বাণ পেতে বাকী থাকবে, ততদিন আমি নির্ব্বাণ নেব না।" আর একদিকে পুণ্যতীর্থ নবদ্বীপে প্রেমের অবতারগণ

মার খেয়েও জগাই মাধাইকে প্রেম দিলেন ও তাদের পাপ নিজে নিলেন। সোনার অঙ্গ কালী হয়ে গেল ভ্রুক্ষেপ করলেন না। এইরূপে তাঁর প্রেরিত ভক্তেরা মার নাম করে, মার মুখের দিকে তাকিয়ে, মার ক্রিয়া কলাপ দেখে, মাতৃভাবাপন্ন হয়ে যান। জগদম্বার পূজা সহজ নয় দেখে, জগম্বাসীর প্রতি প্রেম করেন। সুতরাং জগদম্বাকে body guard রূপে পিছনে পিছনে দেখে ভক্ত বলেছেন—"শক্তিপূজা কথার কথা নয়।" মহাত্মা গান্ধীকেওতো তুমি এই মন্ত্রে দীক্ষিত করেছ। কোথায় হিন্দু মুসলমানে লাঠালাঠি কল্লে, আর তিনি সাতদিন প্রায়োপবেশনে রইলেন। এইতো ব্রহ্মজ্ঞান—ভারতবর্ষের গৌরবের জিনিষ মেঘমুক্ত দিবাকরের ন্যায় প্রকাশ পাচ্ছে। মা বড় লোভ হচ্ছে, আমাদের এই মন্ত্রে দীক্ষিত কর, জীবন ধন্য হয়ে যাক্।

সেবক শ্রীঅদ্বৈত
১লা পৌষ ১৩৩৩।

সাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধ।

বিগত ২৬শে চৈত্র প্রাতে ৯টার সময় অমরাগড়ীতে স্বর্গীয় শ্রীমৎ যশোদাকুমার রায়ের সমাধীমন্দিরে তাঁর তিরোধানের ষষ্ঠ-ত্রিংশ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। সেবক অখিলচন্দ্র রায় সময়োপযোগী সঙ্গীত ও প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঐ দিনকার উপাসনা ও প্রার্থনায় যশোদাকুমার যে ভক্ত ফকিরদাসের যথার্থ রামানুজ লক্ষণের ন্যায় অনুগত ও সকল সৎকার্য্যের সহায় ছিলেন তাহাই বিবৃত হয়। এদেশের বিবিধ প্রকার হিতকর কার্য্যে যথা, বালক ও বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন। মাদক নিবারিনী ও সুনীতি সঞ্চারিনী সভা ও সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃপ্রেম প্রচারের জন্য বন্ধু সম্মিলনী সভা ইত্যাদি স্থাপনে, যশোদাকুমার ফকিরদাসের দক্ষিনহস্ত স্বরূপ ছিলেন। ঐদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে রায়সাহেব ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র রায় প্রায় তিনশত কাঙ্গালীকে চাউল ও পয়সা বিতরণ করেন। সন্ধ্যার পর উপরোক্ত সমাধিমন্দিরে সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইলে শেষে স্থানীয় শ্রমজীবীদিগের জমাট সংকীর্ত্তন হয়।

জয়পুর ফকিরদাস হাইস্কুল স্থাপনের প্রথমাবস্থায় স্বদেশসেবক যশোদাকুমার অসহনীয়ক্লেশ সহ্য করিয়া স্কুলের জন্য একটী খড়্যা-ঘর করাইয়া ছিলেন এবং যে সময় কোন দুষ্টলোক ঐ স্কুলগৃহ পোড়াইয়া দেয় সেই ভীষণ সংবাদে যশোদাকুমার বজ্রাহতের ন্যায় কাতর হইয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। ভগবান তাঁর আশ্রিত সেবকদিগের প্রতি কৃপা করিয়া সম্বৎসর মধ্যেই ঐ স্থানেই একটী সুন্দর পাকাগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। উক্ত পাকাগৃহ নির্ম্মাণের তত্ত্বাবধান স্বয়ং যশোদাকুমারই করেন। ঐ সময় তাঁহাকে যে কত অসুবিধা ও অভাবের মধ্যে উক্ত বিদ্যালয়গৃহ নির্ম্মাণ করাইতে হইয়াছিল তাহার বিষয় শ্রীমৎ যশোদাকুমারের নিম্নলিখিত পত্র পাঠেই পাঠকগণ অবগত হইবেন।

প্রিয় আশুবাবু!

(কটক)

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার।

স্কুলের গাঁথুনীর কার্য্য খুব চলিতেছে তিন চারিজন রাজমিস্ত্রী প্রতিদিন কার্য্য করিতেছে। যদি এই সময় টালী বরগা আনিতে পারাযায় তাহা হইলে পৌষমাস মধ্যেই ছাদ শেষ হইতে পারে। প্রায় ২০০৲ শতটাকা আবশ্যক। এ পর্য্যন্ত ভিক্ষায় মোট ৫০০৲ টাকার বেশী জমাহয় নাই কিন্তু ১০০০৲ হাজার টাকার অধিক খরচ হইয়া গিয়াছে। ভগবান এই সমস্ত অভাব দূর করিয়াছেন। চারিদিক হইতে বন্ধুরা আমায় পত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, যে ৬ই ফাল্গুন স্কুলগৃহ পোড়াইয়া দিয়াছে সেই ৬ই ফাল্গুনই স্কুলগৃহ প্রতিষ্ঠা করা চাই। * * চারিদিকের এই শুভইচ্ছা আমার মনকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। কতক্ষণে ঘরখানি শেষ হয় এইজন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল। ভক্তিভাজন প্রচারক নন্দবাবু মহাশয় মনিঅর্ডারের কুপনে একসঙ্গে দ্বিতলের কার্য্য আরম্ভ করিতে লিখিয়াছেন। যদিও তহবিলে টাকা নাই কিন্তু এই সমস্ত কথায় এ অধমের একগুণ উৎসাহ দশগুণ হইতেছে, এক হাত বুক দশ হাত প্রশস্ত হইতেছে। লজ্জানিবারণ, হরিই লজ্জানিবারণ করিবেন।

অমরাগড়ী, ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১২২৯। শ্রীযশোদাকুমার রায়।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

গত২২শে ফেব্রুয়ারী মৌরভঞ্জের রাজর্ষি শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার রাজাবাগ ভবনে ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন মহারাণী সুচারুদেবী নিতান্ত পীড়িত শরীরেও গভীর শোকবিহ্বল হৃদয়ে প্রার্থনা করেন। শ্রীশ্রীমতীমহারাণী সুনীতি দেবীও অনেকগুলি প্রচারক সাধক সাধিকা যোগদান করেন ও পরে হবিষ্যান্ন ভোজন করেন।

গত ১লা মার্চ্চ প্রচারাশ্রমে শ্রদ্ধেয়ভাই উপাধ্যায় গৌর-গোবিন্দ রায়ের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে বিশেষ উপাসনা হয়। ঐদিন নব দেবালয়েও শ্রীমদাচার্য্যদেব পত্নীসতী জগন্মোহিনী

দেবীর স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান শ্রীশ্রীমতী মহারাণী সুনীতিদেবী সম্পন্ন করেন।

গত ১৭ই মার্চ্চ, গৃহস্থপ্রচারক ভ্রাতা নগেন্দ্রচন্দ্রমিত্রের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে তাঁহার সহধর্ম্মিনীর আবাসে ও ব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়।

গত ২০শে মার্চ্চ শ্রীমৎআচার্য্যদেবের জ্যেষ্ঠবধূ শ্রীমতীমোহিনী দেবীর স্বর্গারোহণদিন স্মরণে বিশেষ উপাসনা হয়। মোহিনী-দেবীর লিপীলীখন গুণেই শ্রীমদাচার্য্যদেবের অধিকাংশ প্রার্থনা লিপিবদ্ধ হইয়া রক্ষিত হইয়াছে, এজন্য তিনি নিশ্চয়ই সাধক মণ্ডলীর চির কৃতজ্ঞতা ভাজন।

সংবাদ।

তীর্থবাস। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক গত ১২ই ফাল্গুন হইতে ১৭ই ফাল্গুন ছাপরায় তীর্থবাস করেন। এবং পরোলোকগত ভ্রাতা লোকনাথের প্রবাস ভবনে তাঁহার গভীর শোকসন্তপ্ত সহধর্ম্মিনী ও মাতৃস্বসার সান্ত্বনার্থ উপাসনাদি করেন। শ্রদ্ধেয়-ভাই দুর্গানাথ রায়ও এই পরিবারে দুইদিন উপাসনা করিয়া ছিলেন।

সেবা—ভাই চন্দ্রমোহন দাস গত ২১মেমার্চ্চ বাগনান শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে শুভাগমন করিয়া সেবক ও সেবিকাকে লইয়া উপাসনা করিয়া কৃতার্থ করেন।

শুভ—গত ১লা বৈশাখ ১৩৩৪ সাল নারায়ণ ফার্ম্মাসির নববর্ষ উপলক্ষে শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা শ্রীঅখিল চন্দ্র রায় ২৮নং যুগীপাড়া লেনস্থ ডাঃ শ্রীঅনুকুল চন্দ্র মিত্রের বাসভবনে বিশেষ উপাসনা করেন প্রেমাস্পদ ডাক্তার মিত্র রোগ মুক্তির জন্য বিধাতার চরণে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সকরুণ প্রার্থনা করেন, তিনি নববৎসরে ২৲ দুই টাকা দান করিয়াছেন।

শুভবিবাহ—বিগত ৯ই মে, ২৬শে বৈশাখ সোমবার কলিকাতা নিবাসী রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত বিজয় কুমার বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কল্যানীয় শ্রীমান্ সুরেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর সহিত ভ্রাতা অনুকুল চন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যানীয়া কুমারী সুচারুর নবসংহিতা মতে শুভ বিবাহ হইয়াছে। এই বিবাহে ডাক্তার কামাক্ষ্যা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্য ও পৌরহিত্যের কার্য্য করেন। মার কৃপায় শুভবিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মঙ্গলময় দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

রোগশয্যায়—গত বৈশাখ মাসে কুচবিহারে উৎসব করিয়া ফিরিবার সময় ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক শিয়ালদহ ষ্টেশনে পড়িয়া গিয়া মাথায় বিশেষ আঘাত পান। তাহার পর হইতে মস্তিষ্কের পীড়ায় স্নায়ু দৌর্ব্বল্যে দিন দিন হীনবল হইতে থাকেন। প্রীতিভাজন, ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় পরীক্ষা করিয়া দেখেন তাঁহার রক্ত শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, তাঁকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত ও পরিশ্রম হইতে বিরত থাকিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু তাই যে সমুদয় কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়া অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন তাহার চিন্তায় বিরত হইতে পারেন নাই। তিনি যদিও বাগনানে অবস্থান করেন সেখান হইতে প্রতিদিন প্রাতে কলিকাতায় আসিয়া কমলকুটীরে নবদেবালয়ে উপাসনা করিতেছিলেন। তাহার পর স্বহস্তে রন্ধন করিয়া কোনদিন আহার করিয়া কোনদিন বা অনাহারে থাকিয়াও সমস্ত দিন ধর্ম্মতত্বের ও ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটীর কার্য্য করিতেন। তাহার পর আবার রাত্রে বাগনানে গিয়া সেখানকার হাই স্কুলের গৃহ নির্ম্মান ও অন্যান্য বিষয়ে কার্য্য সম্পাদন, বালিকা বিদ্যালয়ের কার্য্যের ব্যবস্থা, ডাক্তারখানা, স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ ও আশ্রম সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার প্রতিষ্ঠানের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাহার উপর আবার সম্প্রতি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবিয়োগ ও একটী স্থানীয় যুবক ব্রাহ্মের আকস্মিক মৃত্যু হওয়াতে বিশেষ শোকাঘাত সহ্য করেন ও তাঁহার ভ্রাতৃপত্নীর নানাপ্রকার বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক সেবা সাধনের জন্য নিতান্ত চিন্তিত ও পরিশ্রান্ত হন। এই সকল কারণে তাঁহার স্বাস্থ্য নিতান্ত ভগ্ন হইয়া পড়ে। ডাক্তারের পরামর্শ মত নিতান্ত নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিয়াও সম্পূর্ণ কার্য্য হইতে অবসর লইতে ও চিন্তাশূণ্য হইতে পারেন নাই। কাজেই ক্রমে ক্রমে রোগ ও দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি হইয়া অনিদ্রা হজম শক্তির হীনতা বশতঃ একবারে উত্থান শক্তি-রহিত এবং মাঝে মাঝে দুই একদিন হৃদপিণ্ডের শক্তি বন্ধ হইয়া যাইবার মত হইয়াছিল। ভগবানের কৃপায় আপাততঃ এই মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া কবিরাজী চিকিৎসার প্রভাবে অতি অল্প অল্প করিয়া বললাভ করিতেছেন। এখনও প্রায়ই শয্যাগত রহিয়াছেন। এবং নিজ কার্য্যভার গ্রহণের উপযুক্ত হন নাই। কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে যদি কোনও উপায়ে যাইতে পারেন বোধ হয় পুনরায় স্বাস্থলাভ করিয়া নিয়োজিত সেবার ভার লইতে পারেন। ইতিমধ্যে যাঁহারা তাঁহার প্রতি সহানুভূতি করিয়া অর্থাদি, ও কায়িক পরিশ্রমাদি দ্বারা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা ও ঔষধ পথ্য সেবাদিয়াছেন তিনি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। তাঁহার অসুস্থ অবস্থায় কয়েকবার ধর্ম্মতত্বের পরিচালন কার্য্য তিনি নিজে সম্পূর্ণ পরিদর্শন করিতে পারেন নাই, এসম্বন্ধে তাঁহার যে ত্রুটী হইয়াছে তজ্জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। এক্ষণে শ্রীদরবারস্থ অগ্রজগণ এবং অন্যান্য বন্ধুগণ ধর্ম্মতত্ব পরিচালনায় তাঁহাকে সাহায্য করিলে তিনি কৃতার্থ হইবেন।

পরীক্ষা। উচ্চরাজকর্ম্মচারী মহাশয়বৃন্দের সাহায্যে বাগনান পল্লিতে জুয়াখেলা বন্ধ করাতে স্থানীয় কতিপয় দুষ্টলোক ভাই প্রিয়নাথকে হত্যা করিয়া তাহার আশ্রমে অগ্নি দিবার

ষড়যন্ত্র করে। ভগবানের কৃপায় এবং রাজকর্ম্মচারী ও পুলিশের সাময়িক সহায়তায় দুরাভিসন্ধিকারীগণ কৃতকার্য্য হইতে পারেনাই। ধন্য মা জগতজননী ধন্য মা তোমার অযাচিত করুণা।

গভীর শোকসংবাদ। গত ২৬শে ফাল্গুন বাগনান নিবাসী ভ্রাতা রসিকলাল রায়ের পুত্র শ্রীমান্ সুধীরচন্দ্র রায়ের আকস্মিক ভাবে আন্ত্রিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া প্রায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রাণবিয়োগ হয়। শ্রীমান সুধীর মাত্র ২৪দিন আমাদের কোচবিহারের প্রিয়ভ্রাতা নবীনচন্দ্র আইচের কনিষ্ঠ কন্যা জ্যোৎস্নাময়ীর সহিত বিবাহিত হইয়াছিলেন। সুধীর তাহার ভগ্নীকে হাবড়া ষ্টেসনে রেলে উঠাইয়া দিতে আসিয়া সেখানেই রোগাক্রান্ত হন। এই গভীর আকস্মিক শোকে সন্তপ্ত উভয় পরিবারস্থ পরিজন বিশেষভাবে দুঃখিনী বিধবাকে ও তাঁহার পরিবারবর্গ এবং বন্ধুবান্ধবদিগকে আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। মা বিধানজননী পরোলোকগত প্রিয় সন্তানকে নিত্য শান্তিবিধান করুণ এবং সকল শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা দান করুন।

গত ২০শে মার্চ্চ পরলোকগত সুধিরচন্দ্রের আদ্যকৃত নবসংহিতার পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়। ভাই চন্দ্রমোহন ও ভাই প্রিয়নাথ একযোগে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। ভ্রাতা রসিকলাল ও নবীনচন্দ্র আকুল প্রাণে প্রার্থনা করেন। সাম্বৎসরিক গত ৫ই চৈত্র ভাই প্রিয়নাথের প্রথম কন্যার সমাধি তীর্থে নিজ গ্রামে বিশেষ উপাসনা করেন।

শোকসংবাদ—গত ২১শে মে ঢাকার হেমেন্দ্র নাথ রায়ের তৃতীয় ভ্রাতৃবধূ শ্রীমতী বিদ্যুৎলতা তাঁহাদের পরিবারকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। মঙ্গলময় পরলোকগত কন্যাকে তাঁর শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দান করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—বিগত ১৭ই বৈশাখ শনিবার শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার হালদার মহাশয়ের মাতৃদেবী অমরধামে পরমজননীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তদুপলক্ষে ২৯শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার প্রাতে ৮ ঘটীকার সময় তাঁহার আদ্যকৃত্য কলিকাতায় নবসংহিতা অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রমথ লাল সেন আচার্য্য ও ভাই অক্ষয় কুমার লধ এবং ডাক্তার কামাক্ষ্যা নাথ বন্দোপাধ্যায় অধ্যেতার কার্য্য করিয়াছেন।

বিগত ২০শে মে সন্ধ্যা ৭টারসময় ভাগলপুরে স্বর্গীয় বিনয় ভূষণ বসুর সাম্বৎসরিক স্মরণ উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয় শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা প্রেমসুন্দর বসু উপাসনার কার্য্য করেন শ্রীমান্ দেবাশীষ বসু লিখিত একটী প্রার্থনা পাঠ করেন স্থানীয় সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা উপাসনায় যোগদান করেন ধর্ম্মতত্ত্বের ঋণ পরিশোধার্থে ৪৲ দান স্বীকার করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র নন্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত আনন্দ মোহন নন্দী গত ১৯শে বৈশাখ কুচবিহার টাউনে অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করায় নিবারণ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ নিখিল চন্দ্র জ্যেষ্ঠ তাতের আদ্যকৃত্য গত ২১শে মে তাঁদের হ্যারিসন রোডস্থ ভবনে নবসংহিতার পদ্ধতি মতে সম্পন্ন করিয়াছেন। ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন, শ্রীমান্ নিখিল চন্দ্র প্রধান শোককারীর প্রার্থনা করে। ভগবান পরলোকগত আত্মাকে স্বর্গধামে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত আত্মীয় স্বজন গণের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন। এই উপলক্ষে নববিধান প্রচার আশ্রমে ২৲, অনাথ আশ্রমে ১৲, আতুর আশ্রমে ১৲, গিরিধি নববিধান সমাজে ১৲, কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ১৲ এবং ভোজ্য ১টা বস্ত্র ১খণ্ড ও গৌরিক ৩খণ্ড দান করা হয়।

আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান—গত ২৫শেমার্চ্চ শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে পরোলোকগত ভ্রাতা লোকনাথের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হয়। শ্রদ্ধেরভাই গোপালচন্দ্র গুহ, ভাই অক্ষয়কুমার লধ ও ভ্রাতা অখিলচন্দ্র রায়ের সহযোগতায় অনুষ্ঠান করেন। ভাই প্রিয়নাথ আকুলপ্রাণে প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে নিস্তাকালী বিদ্যালয়ে ও দরিদ্র সেবার জন্য কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করাহয়।

ভ্রাতৃনিকেতন প্রতিষ্ঠা—স্বর্গীয়ভ্রাতা লোকনাথ শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমের বিশেষ পৃষ্ঠ পোষক ছিলেন, এইজন্য তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষে অভ্যাগত ভ্রাতাদিগের জন্য এই আশ্রমের একটি নবনির্ম্মিত প্রকোষ্ঠ প্রার্থনাযোগে তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বিনীত নিবেদন

আমাদের প্রিয় ধর্ম্মতত্ত্ব ৬২বৎসরে পদার্পন করিয়াছে। দীর্ঘ কালের এই পত্রিকাটী বর্ত্তমান সময়ে প্রধানতঃ অর্থাভাবে বড়ই শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। কয়েকটী অনিবার্য্য কারণে আমরা ঠিক সময়ে ধর্ম্মতত্ত্ব বাহির করিতে না পারিয়া গ্রাহক ও পাঠকদিগের নিকট বড়ই অপরাধী হইতেছি। আমাদের এই সঙ্কটসময়ে ধর্ম্মতত্ত্বের গ্রাহকগণ, যত্যপি তাঁদের নিকট যাহা প্রাপ্য হইয়াছে তাহা পাঠাইয়া দেন তাহাহইলে আমরা অত্যান্ত অনুগৃহীত হইব। গ্রাহকগণ অনেকেই আমাদের পত্রোত্তর পর্য্যন্ত দেন না ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। ধর্ম্মতত্ত্বের হিসাবে দেখা যায়, গ্রাহক গণের নিকট এ পর্য্যন্ত অন্যূন ৮০০৲ আট শত পাওনা হইয়াছে।

কলিকাতা বিনীত সেবক

ধর্ম্মতত্ত্ব কার্য্যালয়। শ্রীঅখিল চন্দ্র রায়

৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট। সহঃ সম্পাদক "ধর্ম্মতত্ত্ব"

Edited. on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটস্থ "নববিধান প্রেস" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬২ ভাগ
১১।১২ সংখ্যা

১লা ও ১৬ই আষাঢ়, ১৩৩৪ সাল, শক, ৯৮ ব্রাহ্মাব্দ
16th June & 1st July, 1927.

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

হে ব্রহ্ম, তুমি যখন ব্রহ্ম ছিলে, বা যখন আমরা তোমাকে ব্রহ্ম বলিয়া আরাধনা করিতে শিখিয়াছিলাম, তখন জানিতাম, তুমি এক অদ্বিতীয়, তোমার কোন রূপ নাই। পুরাণের রূপবর্ণনা তখন কল্পনা বলিয়াই মনে করিতাম। মূর্ত্তি তো কল্পনাই বটে, কিন্তু বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম-বিধানে যখন তুমি মাতৃরূপে আমাদিগের নিকট আত্ম-প্রকাশ করিলে, তখন হইতে দেখিতেছি, কতই তোমার রূপ। পুরাণের তেত্রিশ-কোটী রূপবর্ণনাও তোমার কাছে হারিয়া গিয়াছে। তুমি আমাদের নিকট নিত্য যেন নব নব রূপ ধরিয়া দেখা দিতেছ। আবার তোমাকে কেবল শুভ্র জ্যোতি-র্ম্ময়ী বলিয়া মনে করিতাম, তাহাও নয়। তুমি কখনও কখনও ভয়ঙ্কর কালমূর্ত্তি ধরিয়াও আত্মপ্রকাশ কর। সুখদায়িনী, আনন্দময়ী জননী যেমন তুমি, আবার রোগ শোক দুঃখ বিপদ পরীক্ষা, এমন কি মৃত্যুর ভীষণ রুদ্রমূর্ত্তিও যে তোমার রূপ, কে জানিত? কিন্তু মা, যে রূপই তুমি ধর না কেন, একই মা তুমি, সকল রূপের ভিতরেই তোমার মঙ্গল রূপ, স্নেহময় মাতৃরূপ নিহিত করিয়া রাখিয়াছ। তোমার আলো রূপ যেমন, তোমার কালো রূপও তেমনি ভালো, ইহা বিশ্বাস করিয়া, তোমার নব নব রূপে মোহিত হইয়া, আমরা যেন তোমারই স্নেহক্রোড় জড়াইয়া থাকিতে পারি, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

—•—

প্রার্থনাসার।

হে দীনদয়াল, আগে আমরা তোমাকে যেমন দেখিতাম, তেমনি করিয়া দেখি কিনা বল। ঈশ্বর আছেন, তিনি তো চিরকাল সমান, কিন্তু প্রাপ্ত ঈশ্বর তিনি কি সমান? তবে ধর্ম্ম কর্ম্ম যাক্। আমার হরি, যা ছিলে তুমি তাই কি না? তোমার সম্বন্ধে তুমি তাই থাক, আপত্তি নাই। যদি না থাক, আপত্তি আছে। কিন্তু আমার সম্বন্ধে যদি সমান থাক, আমার দ্বারা লব্ধ হরি যদি চিরকাল সমান থাক, তবে আমার মরা ভাল। এখনও সেই ব্রহ্মচিন্তা, শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞান? আমি এ মানি না। আমি মানি, নূতন নূতন পরিবর্ত্তন, রোজ নূতন নূতন ঈশ্বর। মা, তুমি যে এক হয়ে মাতৃরূপ হও। এক হরির কত লীলা।

নাথ, তুমি চিরকাল ভক্তরাজ্যে বিচিত্রতা প্রকাশ করিও। একটা প্রকাণ্ড সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্যামী অদ্বিতীয় দেবতা রোজ মুখে বলে গেলাম, তাতে তো হবে না।

নববিধানের ঠাকুর যে নবীন। আমরা রোজ মাকে দেখি যে, মা নূতন কাপড় পরে আসেন। দয়াময়ী, কেন এত রকম রূপ ধরে কাঁদাচ্ছ, মাতাচ্ছ? তোমার রূপ যে আর ফুরাবে না। কত রূপ তোমার! এক মা, লক্ষ মা। কোটী কোটী রূপ তোমার, তুমি চির নবীন। দয়াময়ী, নবীন-ভাবদায়িনী, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন চিরদিন নবীন ভাবে তোমাকে পূজা করিতে পারি, এবং নবীন যে তুমি, তোমাকে সকলকে দেখাইয়া কৃতার্থ করিতে পারি।

"নিত্য নূতন হরি"। দৈঃ প্রাঃ ৪র্থ।

—•—

গৃহ-মন্দিরে, দেহ-মন্দিরে—ব্রহ্ম-মন্দিরে।

সময় ছিল, যখন আমরা ব্রহ্মকে কেবল ব্রহ্মমন্দিরে পূজা করিতে শিখিয়া ছিলাম। ব্রহ্ম কেবল ব্রহ্মমন্দিরে নিবদ্ধ, ইহাই যে আমাদের ধারণা ছিল। ব্রহ্ম সর্ব্বত্র বিদ্যমান, যদিও তাহা মতে স্বীকার করিতাম, কথায় বলিতাম, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা সত্য উপলব্ধি করিতে তেমন শিখি নাই। তাই তাঁহাকে কেবল মন্দিরে বা উপাসনার স্থানে বা কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। তখন গৃহত্যাগ এবং শরীর-নিগ্রহ প্রধান ধর্ম্ম মনে করিতাম।

ব্রহ্ম ব্রহ্মমন্দিরে যেমন, গৃহ-মন্দিরে, দেহ-মন্দিরে এবং সর্ব্বত্র সকল স্থানে তেমনি তিনি বিদ্যমান, ইহা বিশ্বাস করিয়া, তাহা কার্য্যতঃ উপলব্ধি করিতে কয় জন চেষ্টা করেন? মতে ইহা স্বীকার করিলেও, গৃহকে ব্রহ্মের গৃহ ও দেহকে তাঁহার মন্দির জ্ঞান করিয়া, গৃহে বা দেহে তিনি যে নিত্য প্রতিষ্ঠিত তাহা আমরা কই দেখি এবং গৃহকে বা দেহকে ব্রহ্মের মন্দিররূপে দর্শন করিয়া গৃহের ও দেহের তেমন সেবা করি কই; এই জন্যই গৃহকর্ম্ম সমুদয় অনেক সময় আমরা আমাদের ইচ্ছা, রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে সম্পন্ন করিয়া থাকি। গৃহের প্রত্যেক অনুষ্ঠান যে ব্রহ্মের পূজা, তাহাত আমরা মনে করি না। বাস্তবিক এই নিমিত্ত আমাদের "গৃহধর্ম্ম যে পরম সাধন" তাহা কার্য্যতঃ হয় নাই। আমাদের পরিবার, গৃহ সংসার এই জন্যই যেন পাপের আগার হইয়া পড়িয়াছে।

তেমনি আমাদের এই দেহ যে ব্রহ্মের মন্দির, তাহাও কই আমরা উপলব্ধি করি? "শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্" ইহাই আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি। শরীর যেমন রোগের মন্দির, তেমনি পাপের মন্দির, প্রবৃত্তির মন্দির, কামনা বাসনা রিপুর আগার ভাবিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে অনেকে ইহাকে দমন করিতেই অধিক প্রয়াসী হন। কামনা বাসনা, প্রবৃত্তি দমন করিতে গিয়া শরীরকে নির্য্যাতন করিতে ধর্ম্মসাধকগণও অধিক চেষ্টা করেন। বাস্তবিক শরীর যখন ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তখন সে ব্যাধি নিবারণের জন্য ঔষধ সেবন ও উপবাসের প্রয়োজন হয়। তেমনি মনের প্রবৃত্তি দমনের জন্য ও মানসিক সংযম সাধনের নিমিত্ত, যতটুকু শরীরের ত্যাগ-সাধনের প্রয়োজন, ততটুকু করিতে পারি।

কিন্তু শরীরে যে সেই আত্মময় পরব্রহ্ম নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস চক্ষে দর্শন করিয়া এবং সেই ভাবে শরীরকে ব্রহ্মের মন্দির জানিয়া সেবা করিতে না পারিলে যথার্থ ধর্ম্মসাধন ও ব্রহ্মপূজা হইবে না।

এ গৃহও আমার গৃহ নয়। এ গৃহ সেই পরম-দেবতার মন্দির, ইহাই উপলব্ধি করিয়া, এই গৃহের সমুদায় অনুষ্ঠান তাঁহারই সেবার জন্য সম্পাদন করিতে হইবে। গৃহের প্রত্যেক কর্ম্মেই তাহা হইলে ধর্ম্ম-সাধন হইবে। অন্যথা গৃহ নীচ সংসার ও পাপের আগারে পরিণত হইবে।

তেমনি এ দেহও সেই ব্রহ্মেরই মন্দির জানিয়া, দেহের সেবা যে তাঁহারই পূজা, ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" ইহা কেবল শাস্ত্রে নিবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না। অতএব শরীর রক্ষার জন্য আহার, পান, ব্যায়াম, স্নান, বিশ্রাম, এ সমুদায়ই ব্রহ্মপূজা মনে করিয়া বিধিপূর্ব্বক সাধন করিতে হইবে। তাহা না করিলেই, ব্রহ্মের মন্দির যে শরীর, তাহা ব্যাধির মন্দির হইবে।

ব্রহ্ম যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান, ইহা কেবল মতে বিশ্বাস করিলে চলিবে না। ব্রহ্মের পূজা কেবল মন্দিরের

উপাসনায় বা কেবল পারিবারিক বাহ্য অনুষ্ঠানে নিবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না।

যাঁহারা ব্রহ্মের যথার্থ উপাসনা করিবেন, তাঁহারা ব্রহ্মোপাসনার সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্ম্ম-সাধন এবং শরীরের স্বাস্থ্য-বিধানও উপাসনার অঙ্গ জানিয়া যেন তাহার সাধন করিতে অবহেলা না করেন। "ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া গৃহধর্ম্ম সাধনকর; কি আহার কর, কি পান কর, যাহা কিছু কর, সকলই ঈশ্বরের গৌরবার্থে সাধন কর।"

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

হাসি কান্না।

মানুষ স্বপ্ন দেখিয়াও অনেক সময় হাস্য করে, ক্রন্দন করে ও চীৎকার করে। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে সে হাস্য, ক্রন্দন ও চীৎকার যে সত্য নয়, ইহা বুঝিতে পারে। তেমনি সংসারের হাসিকান্না, ইহাও মানুষের স্বপ্নের ন্যায় অলীক। সজ্ঞানে, সচৈতন্যে ও ব্রহ্ম-প্রেরণায় যে হাস্য ও ক্রন্দন, তাহাই সত্য। যোগের হাসিই হাসি, ভক্তির ক্রন্দনই ক্রন্দন।

তাপসবর সুফিয়ান সুরি বলিয়াছেন—তত্বজ্ঞ ব্যক্তিই প্রকৃত মনুষ্য, সংসার-বিরাগী ব্যক্তিই যথার্থ রাজা। সত্যই যাঁহারা ভগবানকে দেখেন ও তাঁর আদেশ পালন করেন, তাঁরাইতো মনুষ্য নামের উপযুক্ত। যাঁরা হরিধনে ধনী, হরি সুখে সুখী হইয়া অসার সংসারকে তুচ্ছ করিতে পারিয়াছেন, তাঁরাইতো প্রকৃত রাজা।

অধিক কথা বলিওনা, সর্ব্বদা সংযতচিত্ত ও সংযতবাক্ না হইলে, বাজে কথায় জীবনটা শূন্যগর্ভ হয়। একজন জীবন্ত পুরুষ সর্ব্বদা তোমার সম্মুখে বর্ত্তমান, কেবল তাঁরই কথা শোন ও তিনি যা বলিতে, বলেন কেবল তাহাই বল।

সর্ব্বৌষধি।

কবিরাজী চিকিৎসায় মকরধ্বজ এক প্রধান ঔষধ। এই ঔষধ প্রায় সকল দৈহিক রোগ উপশমের জন্য কবিরাজগণ প্রয়োগ করেন; কিন্তু ভিন্ন অনুপান দ্বারা এই ঔষধ সেবনে ভিন্ন ভিন্ন রোগ আরোগ্য হয়। যেই অনুপান যোগে ইহা সেবন করা হউক, মধু দিয়া এই ঔষধ মিশ্রিত করিতে হইবে। নববিধানকে সেইরূপ "মা-করধ্বজ" বা মার হস্তের ধ্বজা এই নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। ইহা সর্ব্ব-ব্যাধি-নিবারক মহৌষধ। মাতৃ-পূজারূপ মধুতে সংমিশ্রিত করিয়া, এক এক অনুপান যোগে ইহা সেবন করিলে বা আত্মস্থ করিলে, এক এক অধ্যাত্ম রোগ উপশম হইয়া থাকে, এবং দেহ-মন-আত্মা নবজীবন লাভ করে। যেমন ঈশার চরিত্ররূপ রস অনুপান যোগে ইহা সেবনে স্ব-ইচ্ছা রোগ দূর হয়, পরীক্ষা-ক্রুশ বহনের শক্তি-সঞ্চার হয়, এমনি মুষা-রস অনুপান যোগে অবিশ্বাস-রোগ যায়, গৌরাঙ্গ-রস অনুপান যোগে অভক্তি ও অহং রোগ যায়, বৌদ্ধরস অনুপানে চিন্তারোগ বিনষ্ট হয় এবং ব্রহ্মানন্দরস অনুপান যোগে ইহা সেবনে সর্ব্বব্যাধি জরা বার্দ্ধক্য নিবারণ হয় এবং নবশিশুর জীবন সঞ্চার হয়।

দেবানুগ্রহ।*

বংশ ও জন্মভূমি স্মরণে গৌরব। ভারতে অদ্বৈততত্ত্বের প্রাদুর্ভাব, অদ্বৈতবাদের দোষ সত্ত্বেও নিরাকারের প্রতিষ্ঠার যত্ন। সেই ভারতে জড়বাদ বা জড়ের একাধিপত্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কি সংসারে, কি ধর্ম্মরাজ্যে, সর্ব্বত্র জড়ের আধিপত্য। বংশাদির গৌরব হইতে ভ্রষ্ট হওন। এইরূপে জড়-পরিবেষ্টিত জীব মৃত্যু-মুখে নিপতিত হয়, মৃত্যু-যাতনা ভোগ করে। এই যাতনা আশার লাঞ্ছনা হইতে। আশার উপযুক্ত বিষয়ে সংযোগ না হওয়াতে এই লাঞ্ছনা-ভোগ। সংসারে বিবিধ বিষয়ে আশার সংযোগ। এই আশার চরিতার্থতা অসম্ভব। এই আশা প্রকৃতির সুজাতা কন্যা। ইহার যাতনায় সংসার বা নিকৃষ্ট আমি উদাসীন। এই আশাকে ক্ষিদামানা দেখিয়া দেবানুগ্রহের অবতরণ। আশাকন্যাকে দেবানুগ্রহ বিবাহ করিলে "বিশ্বাস" নামক তনয়ের জন্ম হয়। মৃত্যু ভয় বিমুক্তি লাভের আশায় জীবের অমৃত প্রস্রবণের দিকে গমন। মনুষ্য সংসারে বীতরাগ হয়, কেননা তিনি যে অমৃতধামের যাত্রী। "বিশ্বাস" এইরূপে সংসার হইতে বহির্গত হইয়া অমৃতধামের দিকে গমন করে; কিন্তু এই বিশ্বাস নানাস্থানে ও পাত্রে বা বিভিন্ন অবস্থাতে নানারূপে প্রকাশিত হয়। সাধারণত ইহাকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। বিশ্বাস এই তিন শ্রেণীতে তিন প্রকার সত্য সাধন করে। সত্যস্বরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস সাধারণতঃ এই তিন অবস্থাতে সাধিত হয়।

(১) মানুষ সত্যেতে বিশ্বাস প্রথমতঃ আপনাতে আবদ্ধ রাখে, অন্যত্র যাইবার অবসর থাকেনা বা যাওয়ার প্রয়োজন বুঝে না। আপনাতেই সত্য সাধন করিয়া তুষ্ট হয়। প্রথমতঃ কতকগুলি মানুষ এই অবস্থাতে অবস্থিতি করে। ইহারা যদিও অন্যত্র সত্য দর্শন করিতে যায়, তাহা দর্শন মাত্র; হয় তাহারা আপনার সত্য অন্যকে তাহার আপনার দিক হইতে বুঝাইতে চায়, নচেৎ তাহার আপনার সত্যবিশ্বাসকে পরীক্ষা ও প্রমাণদ্বারা দৃঢ় করিতে চায়। ইহারা সংকীর্ণ, সুতরাং ইহারা সম্প্রদায় রচনা করে। এখানে সাম্প্রদায়িকতা আসা অনিবার্য্য।

* কোচবিহার নববিধান সমাজের মাঘোৎসবে (১৩৩৪-সালের ১২ই মাঘ) স্বর্গীয় ভাই ফকিরদাস রায়ের বক্তৃতার সারাংশ।

(২ এই অবস্থার বা এই দলের লোক সত্যবিশ্বাস সাধন করিতে গিয়া সংসার হইতে যাত্রা করিয়া অমৃত প্রস্রবণের দিকে অগ্রসর হয় বটে, কিন্তু কিছু দূর যাইয়া আর ঐ দিকে সহসা অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করে না। ইহারা সদা সাবধান হইয়া স্থল পথে ভ্রমণ করে। এই অবস্থায় ইহারা সত্যের সহিত ঈশ্বরের সহিত সতত আপনাকে সংযুক্ত করিতে চায় না। ইহারা আপনাদের গতি ঈশ্বরের উপর এবং আপনাদের আমিত্বের উপর রাখিয়া চলিতে চায়। কতক ঈশ্বরের, কতক আপনার, এই ভাব। ইহারা অন্তের প্রতি সদা সংশয়যুক্ত। ইহারা ঈশ্বরের সহিত আমিত্বকে সদা কর্ত্তারূপে বরণ করে বলিয়া ইহাদের বিশ্বাসকে সদা সংশয়যুক্ত বা অবিশ্বাসযুক্ত বলা যাইতে পারে। ইহারা নির্ভরশীলতাকে ঘৃণা করে। আপন গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে সতত যত্নবান, ইহারা ঈশ্বরকে সতত দূরে রাখিতে চায়। সকল কার্য্য তাঁহার সংশ্রবে রাখিতে চায় না।

(৩) এই তৃতীয় অবস্থার বা তৃতীয় দলের লোক সত্য-সাধন করে অন্ত প্রণালীতে। ইহাঁরা একেবারে অমৃত প্রস্রবণের নিকটস্থ হয়; ঐ প্রস্রবণের ঐশ্বর্য্য দর্শনে ভাবাবেশের সঞ্চার হয়। ইহাঁরা আপনাকে আর আপনার বশে রাখিতে না পারিয়া আত্মত্যাগ বা আত্মোৎসর্গ করেন। এই অবস্থায় তাঁহারা স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দেন। ইহাঁদের পথে ঈশ্বরই একমাত্র গতি। মৃত্যুর দুর্গন্ধ নাই। ইহাঁরা আপনাতে সত্য বা ঈশ্বর সাধন করেন, অন্যেতেও ঈশ্বর সাধন করেন। ইহার এক সাধারণ ভাব আছে, বিশেষ ভাব আছে; বিশেষ ভাব, আপনাতে ঈশ্বর সাধন ও অন্যেতে ঈশ্বর সাধন। বিধাতা আমাতে আমার প্রকৃতি বা তাঁহার স্বীয় ইচ্ছা পূরণের জন্য যে ভাবে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন, সেই ভাবে প্রকাশিত হয়েন; সেইরূপ অন্যেতে অন্যের প্রকৃতি বা অন্যের প্রতি তাঁহার যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছা পূরণ করিতে তাঁহার ভাব অনুসারে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। সুতরাং সেই ভাবে তাঁহাকে অন্যেতে সাধন করিতে হইবে। এখানে আপনার মধ্যে অন্যকে গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী। এইরূপে পরস্পর গ্রহণ প্রণালী জন্য, ইহাঁদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা আসিতে পারে না। এখানে কাহাকেও ত্যাগের বিধি পাপ বলিয়া গণ্য। এই অবস্থায় একজন স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া যখন মা বলিয়া ডাকেন, অন্যজন সেই অবস্থায় সেই স্বর শুনিয়া আপন আত্মীয় বলিয়া বুঝিতে পারে। এইরূপেই আত্মপরিচয় ও এই পরিচয় হইতেই দল-বন্ধন। ইহা সাম্প্রদায়িকতা নহে, কারণ ইহাতে ত্যাগবিধি কখনই আসিতে পারে না। অন্যকে গ্রহণ না করিলে, অন্যেতে আপনার বিধাতার একাংশ দর্শন না করিলে, সেইভাব আত্মস্থ না করিলে, আপন মূর্ত্তি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে না এবং আপনার ঈশ্বরও সাধিত হইবেনা। এই ব্যবস্থাতে সাম্প্রদায়িকতা অসম্ভব। নববিধান এইরূপ বিশ্বাসে সত্যসাধনের আদেশ করেন। অমৃত-প্রস্রবণের ঐশ্বর্য্য-দর্শনে যাঁহারা বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার করুণাস্রোতে প্রাণ ঢালিয়া দেন, তাঁহারাই এই জলপথে যাত্রা করিয়া, জীবনের বিচিত্র অবস্থার মধ্যে শত্রু মিত্রের আদর, অনাদর, নিন্দা, প্রশংসা ইত্যাদির ভিতর বিধাতার ইঙ্গিত বুঝিয়া, সেই অমৃত সিন্ধু পানে গমন করেন। সেই অমৃতসিন্ধুতে কত তরী দেহ-বিসর্জ্জন করিয়াছে। কতই বিচিত্রতা! সেই অমৃতধামের কি অপূর্ব্ব আনন্দ! সেই সুন্দর ধামের সংকীর্ত্তন ধ্বনি শুনিয়া কতপ্রাণ সমুদায় বিসর্জ্জন করিয়া, ঐ দেখ কত সাধু সজ্জনগণ মা, মা, বলিয়া চলিয়া যাইতেছেন। এই বিশ্বাস সাধনে মনুষ্য কৃতার্থ এবং ধন্য হয়। ইহাই বর্ত্তমান বিধানের যুগে দেবানুগ্রহ।

সিদ্ধার্থ-গৌতম

শ্রাবস্তিই শ্রীবুদ্ধদেবের প্রধান বিহার ভূমি ছিল। বর্ষা-কালে বহু শিক্ষার্থী এখানে একত্রিত হইতেন এবং শিক্ষা ও সাধনতত্ত্ব অবগত হইয়া নির্ব্বাণের পথ গ্রহণ করিতেন। এখান হইতে তিনি বৈশালীর মহাবন বিহারে বাস করেন। তথায় উগ্রসেন নামে এক সামান্য যাদুকরকে স্বধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত করেন। ঐ ব্যক্তি নাকি চমৎকার দড়িবাজী জানিত।

ইত্যবসরে পিতার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া তিনি পুনরায় কপিলাবস্তুতে আসিলেন। উপস্থিত হইয়া দেখেন, রাজা শুদ্ধোধন মুমূর্ষু প্রায়, শোক তাপ ও বার্দ্ধক্যে জীর্ণ-শীর্ণ। তখন তাঁহার বয়স ৯৭ বৎসর হইবে। অন্তিমকালে গুণধর পুত্রকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আশান্বিত হইলেন। পরদিবস প্রাতে রাজা এই নশ্বর কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিলেন। বুদ্ধদেব স্বয়ং পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

এই বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুর পর শাক্যবংশের প্রায় সমুদায় যুবা সন্ন্যাসী হইয়া সিদ্ধার্থের অনুসরণ করাতে বংশ বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গেল। রাজপরিবারস্থ রমণীগণ নিতান্ত নিরাশ্রয়া অসহায়া হওয়াতে বুদ্ধ তাঁহাদিগকে মহাবন বিহারে লইয়া আসিলেন। প্রজাবতী গৌতমী, যশোধরা গোপা, ও অপরাপর পুরবাসিনীগণ অনুরাগের সহিত তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। অনিরুদ্ধ মাতা সন্দ ও তাঁহার ভগ্নী রোহিণীও তাঁহাদের সঙ্গিনী হইয়াছিলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রিয়তম শিষ্য আনন্দের অনুরোধে ইহাদিগকে লইয়া একটি অভিনব সন্ন্যাসিনীদল সংস্থাপন করিলেন। স্বীয় পত্নী গোপা তাঁহার প্রধান নেত্রীপদে

অভিষিক্তা হইলেন। এই বৈরাগিনীদিগকে ভিক্ষুকী নামে অভিহিত করা হইল। শাক্যসিংহ যে ধর্ম্মানুরোধে গৃহের আত্মীয়বর্গকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আবার সেই ধর্ম্মতে সকলকেই পাইলেন। স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগ্নী বিমাতা একে একে তাঁহারই শরণাগত হইলেন। যশোধরা গোপার হৃদয়নদী শাক্যের গভীর জীবন সমুদ্রে আসিয়া একীভূত হইয়া গেল। স্বামী স্ত্রী উভয়ে দুই প্রকৃতির আদর্শ হইলেন। রাহুলমাতা শাক্যমুনির প্রিয়তম শিষ্যা মধ্যে পরিগণিতা হইলেন। একেবারে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন।

মুনিবর-শাক্য পরে ইঁহাদিগকে মহাবন বিহারে রাখিয়া কৌশাম্বীর মকুল পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন। ঐ স্থানে তিনি একাকী নির্জ্জনতা জনিত অপার ধ্যান সমাধির সুখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেব মধ্যে মধ্যে একা থাকিতে ভালবাসিতেন।

এই ভাবে মকুলগিরিউপরি বিশ্রাম করিয়া শাক্য রাজগৃহে পুনরায় উপনীত হইলেন। বিম্বসার-পত্নী রাজ্ঞী ক্ষেমা এই অবসরে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ করিলেন, অতুল ঐশ্বর্য্য রাজ্য ও সুখ বিসর্জ্জন দিয়া সন্ন্যাসিনীর জীবন সার করিলেন। এই ব্যাপারে রাজ্যমধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। বুদ্ধদেবের উপদেশের এমনই মোহিনীশক্তি ছিল যে মনদিয়া একবার নির্ব্বানতত্ত্ব শুনিবে সে আর গৃহে থাকিতে পারিত না।

রাজগৃহে তাঁহার এক শিষ্য অদ্ভুত ক্রিয়াদ্বারা ভিক্ষাপাত্র লাভ করিয়াছে বলিয়া চতুর্দ্দিকে জনরব উঠিল। বুদ্ধদেব তাহা অবগত হইয়া তাহার পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং অদ্ভুত কার্য্য করিতে তাহাকে নিষেধ করিয়া দিলেন। তিনি এজন্য বিশেষ সতর্ক হইলেন যে কোনরূপ প্ররোচনাতে যেন লোকে তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ না করে।

পর বৎসরে বর্ষাকালে তথাগত কপিলাবস্তুর নিকটে সংসুমার পর্ব্বতে বিহার করিতে আসিলেন। ঐ স্থানে নকুল ও মগালির পিতামাতা তাঁহার ধর্ম্মগ্রহণ করেন। এখান হইতে তিনি দ্বিতীয় বার কৌশাম্বীতে যান।

মগালি ইঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অতিশয় বক্র প্রকৃতির লোক, কোন কারণে গৌতম ও আনন্দের বিষম বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল, সন্ন্যাসাশ্রম ভগ্ন করিবার উপক্রম করিল, বেশ দুই পক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। উভয় পক্ষ মধ্যে মিলন সংস্থাপন করিতে তিনি যত্নবান হইলেন কিন্তু মনোরথ পূর্ণ হইল না। অগত্যা নিতান্ত দুঃখিত মনে তিনি একা পারিলেয়ক বনে চলিয়া গেলেন।

এই স্থানে গ্রামস্থ লোকেরা নিভৃত বনে তাঁহার জন্য এক পর্ণকুটীর নির্ম্মান করিয়া দেয়। ঐ স্থানে তিনি বর্ষার চারি মাস অবস্থিতি করেন। এ দিকে ভিক্ষুগণ লজ্জিত ও বিষন্ন হইয়া অবশেষে গুরুর শরণাগত হইয়া পড়িলেন ও অতি কাতর ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আসিবা মাত্র দয়ালু গৌতম অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন, "যাহারা বিষয়ের তুচ্ছত্ব অবগত নহে তাহারা বিবাদ করিতে পারে। যে ব্যক্তি দূরদর্শী সুধীর প্রশান্ত জ্ঞানীর সঙ্গ পাইয়াছে সে ইচ্ছা করিলে সুখে বিহার করিতে পারে কিন্তু যাহার সঙ্গ ইহার বিপরীত বরং অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন, তাহার পক্ষে একা থাকাই শ্রেয়ঃ। অতএব তোমাদের সঙ্গে আর আমার প্রয়োজন নাই। আমি একাকী জীবন যাপন করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিব; তোমরা আমার কার্য্যের বিশেষ প্রতিবন্ধক"। তাঁহার এই কথা শুনিয়া তাহারা অনুতপ্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন তিনি তাহাদিগের সহিত শ্রাবস্তি নগরে উপনীত হইলেন, এবং তথা হইতে মগধে পুনরায় চলিয়া যান। এখানে বীজ বপকের আধ্যাত্মিকা দ্বারায় ব্রাহ্মনতনয় ভরদ্বাজকে স্বীয় পথে আনয়ন করেন। এই ব্রাহ্মণের কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, তিনি কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। একদা সিদ্ধার্থ ভিক্ষা পাত্র হস্তে লইয়া ইঁহার দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তেজস্বী পুরুষ দেখিয়া গৃহের অপরাপর সকলে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া সমাদর করিলেন কিন্তু ভরদ্বাজ সন্ন্যাসী দেখিবামাত্র অগ্নিসম হইয়া উঠিলেন। গৃহ হইতে বহিঃ প্রাঙ্গনে আসিয়া বলিলেন, "দেখ শ্রমণঠাকুর, আমি ভূমি কর্ষণ করিয়া তাহাতে বীজ বপন করি, তাই শস্য হয়, আর আহার করিয়া শরীর রক্ষা করি। তুমিও যদি ভিক্ষা-বৃত্তি ছাড়িয়া কর্ষণ কর ও বীজ বপন কর, তাহা হইলে সহজে আহার পাও, এরূপ দুঃখ পাইবার কোন প্রয়োজন নাই।" তদুত্তরে শাক্য বলিলেন, ওহে ব্রাহ্মন্, আমিও যে কৃষিকার্য্য করি ও বীজ বপন করিয়া থাকি তজ্জন্যই আহার উপস্থিত হয়। ভরদ্বাজ তাহা শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন বেশ; তুমি বৈরাগী তুমি আবার কৃষক কিরূপে? তোমার বলদ নাই, বীজও নাই, হলও নাই, তবে কৃষিকার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে? ইহা শুনিয়া শাক্য বলিলেন, বিলক্ষণ, কেন? বিশ্বাস আমার বীজ, যাহা আমি মানবের হৃদয়ক্ষেত্রে বপন করিয়া থাকি, সাধু কার্য্য আমার জলসেচন, ইহা যত করি তত ভূমি উর্ব্বরা হয়, জ্ঞান ও বিনয় আমার ফাল এবং চিত্ত পরিচালক রজ্জু। আমি ধর্ম্মরূপ হল; মুষ্টিতে ধরিয়া আছি ব্যাকুলতাই আমার তাড়ণী, পরিশ্রম আমার বলদ। এইরূপে আমি কৃষিকার্য্য করিয়া থাকি, ইহাতে ক্ষেত্রজ অবিদ্যাকণ্টক তরু সকল বিনষ্ট হইয়া যায়, তৎপরে নির্ব্বাণের অমৃতময় ফল উৎপন্ন হয়। দেখ এবংবিধ কৃষি কার্য্যে দুঃখের অবসান হয়। এই আখ্যায়িকা তাহার চিত্ত কাড়িয়া লইল, তদ্দণ্ডেই ব্রাহ্মণ স্বীয় জীবন বুদ্ধের চরণে সমর্পণ করিলেন এবং কৃষিকার্য্য ও বলদ হল ছাড়িয়া ভিক্ষুর নূতনবিধ কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

নূতন সঙ্গীত।

অসুখে-সুখ।

("কার মা এমন দয়াময়ী"—সুর)

কে বলে অসুখ আমার
অসুখ আমার নয় এ বিসুখ,
বিশেষ সুখ দিতে বুঝি মা
হ'তে দেছেন আমার অসুখ!
আপন দোষে আন্‌লাম অসুখ
ভাব্‌লাম মা হয়েছেন বিমুখ,
(ওমা) দেখাইয়ে আপন শ্রীমুখ
এবে দেখালেন অসুখে কি সুখ।
(আবার) স্ত্রী সন্তান আত্মজন লয়ে
চিকিৎসক বন্ধু মিলায়ে
ঔষধ পথ্য সেবায় দিলেন অসুখে
উৎসবের সুখ।
অসুখে নিরাশ্রয় হয়ে
যাই কাঁদি মা মা বলিয়ে
তখনি মা গায় হাত বুলায়ে—
দেন যে আমায় নির্ব্বাণের সুখ॥
(তবে) অসুখে যদি এত সুখ
কি সুখে চাব অন্য সুখ?
যে সুখে পাঁচ ভূতে কিলোয়—
তাই ত মা যত অসুখ
তাই চাই না মা সুখ
চাই না অসুখ
চাই কেবল দেখ্‌তে ও শ্রীমুখ
যা দাও তাইতে যেন ভুক্তি—
সশরীরে স্বর্গের সুখ॥

সেবক—
শ্রীপ্রিয়নাথ

চাতকের মহত্ত্ব।

চাতকই পক্ষীদের মধ্যে 'তপস্বী,' কারণ তাহার "সাধনা," ত্যাগের" উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ "একমনা"। তাহার "আসন", সাম্যের উপর স্থাপিত, ও তাহার "মন্ত্র" "ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং"। সে বৃষ্টির জল ব্যতীত অন্য জল পান করে না। জীব! তুমি "চাতক" হও। মাতৃদান ব্যতীত অন্যদান গ্রহণ করিও না। উদাহরণঃ—শিশু ভূমিষ্ট হইবার পূর্ব্বে মাতৃস্তন্যে দুগ্ধ সঞ্চার আবশ্যক বা অভাবের পূর্ব্বেই আসিয়া থাকে। সেইরূপ দানই আমার দান জানিবে।

মণ্ডলীবদ্ধ সাধন।

(১৯১১ খৃষ্টাব্দে ৩০শে এপ্রিল তারিখে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে স্বর্গগত শ্রদ্ধাস্পদ ব্রজগোপাল নিয়োগী মহোদয় প্রদত্ত উপদেশ)

আমরা ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলী—আমরা আসি ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা কর্‌তে। কিন্তু ব্রহ্মমন্দিরে কেন? বাড়ীতে বসে উপাসনা হয় না? এর সত্য জবাব দিতে হ'লে ব'লতে হয়—না, ঠিক হয় না। সংসারে পাপ, তাপ, অবিশ্বাস, নাস্তিকতা—সেই ভয়ে ছুটে আসি ব্রহ্মমন্দিরে। মনের কোণে একটু বিশ্বাস আছে—ঘরে যা পাই না, তা এখানে পাব। ঘরে জড়, স্থূল, রক্ত-মাংস—অহরহ এদেরি চিন্তা; যে খানে ভগবানকে ভাবি না সেখানে পুণ্য আনন্দ বিশ্বাস—এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না। তাই মনে করি ব্রহ্মের মন্দিরে এসে ভগবানকে মনপ্রাণ ছেড়ে দেব; তাঁর চরণে প্রণাম করে কৃতার্থ হব।

ভাল কথা কিন্তু শুধু এইটুকুতে হবে না। ২৪ঘণ্টার এক ঘণ্টা, সাত দিনের একদিন—এতে কিছু হবে না। নিজের কথা বলি। যত দিন যাচ্ছে—তত মনে হচ্ছে পাপ যেন বেড়েই চলেছে। ঈশ্বর-বিমুখ ভাব, জড়তা-অবিশ্বাস—চা'রদিকে কিল্‌বিল্ কর্‌চে। আগে এমন ক'রে পাপ দেখ্‌তে পেতাম না; উপাসনা করে এই হয়েছে যে পাপবোধ বেড়েছে। পাপের জ্বালায় ছট্‌ফট্ কর'ছি। তবে কি উপাসনা ত্যাগ করব? ভগবানের নামে পাপের জ্বালা বেড়ে চলেছে—তবে কি নাম ত্যাগ কর্‌ব এ দুর্ম্মতি আমাদের যেন কখনও না হয়। ভগবান কৃপা করে একটু পাপবোধ জাগিয়ে দিয়েছেন—নিজেদের অধমতা একটু একটু বুঝ্‌তে পার্‌চি। এ কৃপার জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হব না? নিজেদের দুর্দশা আরো ভাল করে বোঝবার জন্য কি তাঁকে আরো ব্যাকুল হ'য়ে ডাকব না?

তাই বলি—এ টুকুতে হবে না। একটু পথ এগিয়ে এসেছি—কিন্তু এই খানেই দাঁড়িয়ে গেলে চলবে না। আরো এগুতে হবে। বিশেষ সাধনের ব্রত নিয়ে, ধর্ম্ম সাধন করতে হবে। যে ধর্ম্মের কৃপায় স্বর্গের সৌন্দর্য্য বোধ কর্‌লাম, শুদ্ধতার আস্বাদন অনুভব করলাম—সেই ধর্ম্মের পথে এগিয়ে চল্‌তে কি চেষ্টা করব না? তবে কি বলব না—এস সকলে আমরা ভাল করে ভগবানের পূজা করি? চিরজীবন যাতে তাঁর সঙ্গে থাক্‌তে পারি—তার চেষ্টাই কি আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হবে না? এক সময়ে যেমন প্রাচীন সমাজ ত্যাগ করে নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করবার জন্য কত ব্যাকুলতা দেখা গিয়াছে—এখন তেমনি ভাব্‌তে হবে শুধু নবধর্ম্ম গ্রহণ করলেই উদ্ধার হবে না। সে ধর্ম্ম সাধন করতে হবে।—শুধু সাপ্তাহিক উপাসনায় যে সে সাধন সম্পন্ন হবে তা হবে

না। সাপ্তাহিক উপাসনা ছাড়া আরো বিশেষ উপায় অবলম্বন কর্‌তে হবে—বিশেষ সাধন গ্রহণ করতে হবে।

এখনি উপদেশে শুন্‌লাম—যদি সংসারের দাস হয়েচি তবে আবার ক্রমাগত হরি হরি বলে, হরিদাস হব। অভ্যাসে ওটা হয়েচে, অভ্যাসে এটাও হবে। জন্মকালে তো কোন বন্ধন থাকে না—ক্রমে সংসার সংসার করে সংসার বন্ধনে জড়িয়ে পড়্‌তে হয়। সংসার ভেবে ভেবেই নিত্যকে ভুলে অনিত্যে আবদ্ধ হয়েচি। এখন আবার ভগবানেরই কৃপায় ভুল বুঝতে পেয়েচি। সেই সঙ্গে মুক্তির উপায় ও বুঝেচি। দুঃস্থ পাপী তাপী উদ্ধারের জন্ম ব্রহ্মকৃপা অবতীর্ণ হয়েচেন। তিনি আমাদের মোহ পাপ অবিশ্বাসের হাত হতে মুক্ত করে আপনার কোলে স্থান দেবেন।

যদি যথার্থই প্রাণে পাপের জ্বালা বোধ হয়ে থাকে, তবে ভগবানের প্রেমের টান ও বোঝা হয়েচে—তাঁর কৃপার আস্বাদনও পাওয়া হয়েচে। এখন বুঝেচি—এই ব্রহ্মপদে পড়ে থাকতে পারলেই সব দুঃখ সব জ্বালা দূর হয়ে যাবে। এতে সন্দেহ থাকে তো পরীক্ষা করে নিন্‌। ইতিহাস দেখুন, নিজের গত জীবন ভাবুন—সদ্যঃ ফল লাভ হবে। দূর ভবিষ্যতে পরজীবনে—এর ফললাভ হবে—সে সব মিথ্যা কথা। ব্রহ্ম সহবাসের ফল—সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্গলাভ, ব্রহ্মলাভ তা হবেই হবে।

আমরা আছি সহস্র পাপ দুঃখের মধ্যে পড়ে। এ কথা গোপন করলে চ'লবে না যে এটা নরক। এ নরকে আর প্রাণ থাকতে চায় না। প্রাণ চায়—মুক্তি, প্রাণ চায়—স্বর্গ। যে তাঁর কৃপায় একটু তাঁর সহবাস সুখ পেয়েছে, সে কি থাকতে পারে আর এ নরকে? সমস্ত দিন যেখানে কেবল জড়, টাকা, মান, ধন—সেখানে বিশ্বাসী থাকতে পারে না। সেখানে তার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। এ হতে মুক্তি লাভ করতে হ'লে—বিশেষ সাধন ব্রত নিয়ে কল্যাণপ্রদ ধর্ম্মের দিকে চ'লতে হবে।

যদি কেউ শোনে—আসামে সোনার খনি আছে; কেউ যদি বাঘ ভালুকের ভয় এড়িয়ে সেখানে যেতে পারে, তবে সে সেই খনির অধিকারী হবে—যদি কেউ এ কথা শোনে, তা হ'লে কে না চেষ্টা করে সেখানে যেতে? ধনের জন্য কত কষ্ট ভোগ ক'রতে হয়—কত সুখ বিসর্জ্জন দিতে হয়। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু যাতে পরম ধন লাভ করা যায় সে দিকে চেষ্টা কি স্বাভাবিক নয়? নববিধান বলচেন—ব্রহ্ম ধন কে লাভ করা যায়। তবে কেন সে দিকে ব্যাকুল হব না? সকলেরই তো এ ধনের প্রয়োজন আছে; অনেকের আবার আকাঙ্খাও আছে। কিন্তু বিনা আয়াসে কি এ ধন লাভ হবে? বিনা ক্লেশে সামান্য ধনও লাভ হয় না পরমধন লাভ হ'বে? এ ধন লাভ করতে হলে—নিতে হবে সাধন। তবে, নাও সাধন; কিছু করতে হবে। কালক্ষেপ বৃথা, পরামর্শ বৃথা।

সু অভ্যাস গঠন কর। এমন সঙ্গ ক'রত হবে, যাতে তাঁর কথা সর্ব্বদা স্মরণ থাকে। ভগবান সত্য, ন্যায়, প্রেম পবিত্রতা রূপে দেখা দিয়াছেন; যাতে এই সকল জীবনের সর্ব্বাবস্থায় বজায় থাকে, সেই সাধন নিতে হবে। কেন নেবে না এই সাধন? স্বর্গ যারা চাও, পাপ দেখে যাদের জ্বালা বোধ হ'য়েচে তাদের বলি—শুভ সময় এসেচে। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে বল—"ভাই, তোমরা সব সাক্ষী থাক, আমি দাস ব্রত নিলাম; দেখো যেন আমার জীবন সত্যভ্রষ্ট না হয়।"

বিলাত যাত্রার সময় লোকে অন্যান্য বিলাতে যাত্রীদের সঙ্গে পথে আলাপ পরিচয় ক'রে নেয়। যদি ব্রহ্মের পথে দল মেসে তবে এ পথের পথিকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে নাও। এক ব্রতধারীদের পরস্পরের সাহায্যে মিলিত হ'তে হবে। ভগবান আপনাকে দিতে চাচ্ছেন; যে পথ ধরলে তাঁকে পাওয়া যায় সেই পথ নিতে হবে। যাদের সঙ্গে মীলে একাজে সুবিধা হয় তাদের প্রাণের ভাই ব'লে আলিঙ্গন ক'রতে হবে। তাদের ব'লতে হবে—ভাই, আমি দুর্ব্বল; যদি প্রতিজ্ঞা ভুলি, তবে তোমরা বল দিও; তোমরা হাতে ধ'রে আমাকে টেনে নিয়ে যেও।

একটী দল গ'ড়ে নিতে হবে; এক পুণ্যপথের যাত্রীর মণ্ডলী গড়তে হবে। এ না হ'লে উপাসক মণ্ডলীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। এক ব্রতধারী দল গঠন করে চ'লতে পারলেই পূর্ব্ববর্ত্তী সাধকগণের আশীর্ব্বাদ লাভ হবে। মণ্ডলীবদ্ধ ভাবে সাধন করলে সকল যুগের সাধক মণ্ডলী এ শুভ ইচ্ছায় আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করবেন—তাঁদের পুণ্যবল পশ্চাতে থেকে আমাদের দুর্ব্বল আত্মাকে সবল ক'রে তুলবে।

প্রভু এ বিষয়ে আমাদের সুমতি দান করুন্‌।

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

অমৃতাঞ্জলি

[কবির, দাদু, তুলসী, নানকাদির দোঁহা হইতে]

(শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক, এম-এ, বি এল)

পরমেশ দরবারে উচ্চ নহে জাত।
উচ্চ শুধু নয়নের প্রেমবারি পাত॥

* * *

বেঁচে থেকে মনে প্রাণে মরে থাক ভাই।
আপনি মরিবে সব রিপুর বালাই॥

* * *

সোণাতে কলঙ্ক নাহি ধরে,
লোহাতে না ধরে কভু ঘুণ
সেইরূপ হরি ভক্ত নরে
ধরে নাকো পাপ নিদারুণ ॥

*   *   *

পেলব তনু দুর্ব্বলা যে নারী
সেও সে মহামায়ার শক্তি বলে।
কটাক্ষেতে অসীম বলধারী
বীর পুরুষে বসায় চরণ তলে ॥

*   *   *

তুষ আর চাল মিলে হয় গোটা ধান,
সগুণ নির্গুণ মিলে গোটা ভগবান্।
চাল ফেলে যারা শুধু খুটে খায় তুষ
তারা গো জাতীয় কভু নহেত মানুষ ॥

*   *   *

হরিনাম দীপ রাখ রসনার দ্বারে।
ভিতর বাহির আলো হবে একেবারে ॥

*   *   *

লোহার সাঁড়াশি গড়ি যেমন কামার
আগুনে তাতায় আর জলেতে ডোবায়।
সেইরূপ সুখে দুখে ফেলি বার বার
বিধাতা খেলেন লয়ে সংসারী জনায় ॥

*   *   *

মুখের ভিতরে জিভ যেই ভাবে থাকে
সেই ভাবে থাক তুমি সংসার ভিতরে।
এত চিনি খায় জিভ এত ঘৃত চাখে
করকরে ধার তার তবুও কি মরে ?

*   *   *

ভিতরেতে তাঁরই আছে ভেরা,
বাহিরেতে খোঁজে সবে তায়।
ভ্রম রূপ পরদায় ঘেরা,
তাই কেহ দেখিতে না পায় ॥

*   *   *

কি দিয়া তোমার পূজা করিব গোঁসাই,
সুপবিত্র উপচার খুঁজে নাহি পাই।
বাছুরের এটো দুধ ভ্রমরের ফুল,
মীনের সলিল এঁটো নাহি তাতে ভুল।
বিষধর কলুষত মলময় দেহ,
শুদ্ধ ভক্তি তাই শুধু ঘাঁটে নাই কেহ ॥

*   *   *

স্নান করিলে মিলতো যদি হরি
মিলতো তবে কাছিম মৎসদের।
ফল খেয়ে দের মিলতো যদি হরি
বাদুর বাদর খাচ্ছে ত ফল ঢের ॥
ঘাস পাতাড়ি খেলেই যদি মেলে
ছাগল গরুর মিলবে না কোন দোষে।
মিলতো যদি থক্‌লে নারী ফেলে
খোজাদেরই মিলতো ঘরে বসে ॥
দুগ্ধ খেলেই মিলতো যদি তবে
নাচতো পেয়ে বাচ্চা বাছুর পাল।
কয় মীরাবাই প্রেমছাড়া না তবে
কারোর ভাগ্যে মিলবে নন্দলাল ॥

—•—

জয়গীত।

(১)

করিলেন হরি, দর্পহারী ভগবান্,
পাষণ্ড দলন, ন্যায়দণ্ড দান করি;
দেশাসুর যুদ্ধানল হইল নির্ব্বাণ,
উদিল বিধানচন্দ্র নব বেশ ধরি।
জয় বিধানের জয়, জয় হরি দয়াময়,
জয় জয় ভক্তবৃন্দ সাধু মহাজন;
বিধাতার শুভ ইচ্ছা হউক পূরণ।

(২)

দেখিয়া ধর্ম্মেরাজয়, অসুর পতন,
স্বর্গের দেবতাগণ আনন্দে ভাসিল;
পূরিল মঙ্গল রবে অমর ভবন,
হরিপ্রেম সুধারসে জগত মাতিল।
জয় হরি দয়াময়, নববিধানের জয়,
বল আজ উর্দ্ধশিরে হিমাদ্রি অচল;
গভীর নির্ঘোষে গাও অবনীমণ্ডল।

(৩)

ধন্য! ধন্য! জগদীশ অখিলের পতি,
বলিহারী পরাক্রম মহিমা তোমার;
তব পদে বার বার করি স্তুতি নতি,
কতই দেখালে তুমি বিচিত্র ব্যাপার
জয় বিধানের জয়, জয় হরি দয়াময়,
ভারত সাগর ঘোষো ঘন গরজনে;
তুলিয়া তরঙ্গ মালা সুনীল গগনে।

(৪)

মহাযোগ সমন্বয় করিলে স্থাপন,
প্রতিষ্ঠিলে ঋষিধর্ম্ম মানস মন্দিরে;
দর্শন সমাধি যোগ নিগূঢ় সাধন,
যাহাতে জীবন্ মুক্তি হয় সশরীরে।
জয় প্রভু দয়াময় নববিধানের জয়,
গাও ঘনাবলী আজ অসীম অম্বরে;
বিদ্যুৎ অশনি সহ দিগ্‌-দিগন্তরে।

(৫)

বেদের সহিত পুরাণের পরিণয়,
বিজ্ঞানে বিশ্বাসে, দোঁহে করে কোলাকুলি ;
বেদান্ত দর্শন হ'ল প্রেম রসময়,
ভক্তিদেবী দিব্যজ্ঞানে ডাকে ভাই বলি।
জয় বিধানের জয়, জয় ধর্ম্মসমন্বয়,
এই সুসংবাদ লয়ে যাও প্রভঞ্জন ;
দেশে দেশে ঘরে ঘরে কর বিতরণ।

(৬)

গৃহাশ্রমে যোগধর্ম্ম ইন্দ্রিয় বিরতি ,
কর্ত্তব্য জ্ঞানের সহ ভক্তির উচ্ছ্বাস,
পরস্পর বিপরীত ভাবের সংহতি,
কলিকালে হল সত্য যুগের প্রকাশ।
হরিনামে সব হয়, জয় বিধানের জয়,
অজা ব্যাঘ্র এক ঘাটে করে জল পান
অন্ধ দেখে, খঞ্জ হাটে, মৃতে পায় প্রাণ।

(৭)

যোগের অটল শান্তি—প্রেমের মত্ততা,
একাধারে সমাবেশ কিবা চমৎকার !
মিতাচার ইষ্টনিষ্ঠা ভোগের সমতা,
স্বভাবের সামঞ্জস্য কেমন উদার !
জয় বিধানের জয়, জয় জগদীশ জয়,
তুমি সিদ্ধিদাতা শুভ সংঘটনকারী,
বিধানের প্রবর্ত্তক ভক্তবিঘ্নহারী।

(৮)

প্রত্যক্ষ আদেশ ধর্ম্ম নীতিশাস্ত্র সার,
অখণ্ড, অভ্রান্ত, আঁছে হৃদয়ে অঙ্কিত,
প্রতি কাজে হরি বাক্য ঝরে অনিবার,
মানব-প্রকৃতি সত্যরত্নে খচিত।
গাও বিধানের জয়, ঘুচিল সকল ভয়,
অনন্ত আকাশে চন্দ্র তারকা নিকর ;
অগণ্য জগত সৌর তপন প্রখর।

(৯)

আপনি ঈশ্বর মধ্যবিন্দু—প্রাণাধার,
মুক্তিদাতা গুরু ভবপারের কাণ্ডারী,
জীব ব্রহ্ম মাঝে কেহ নাহি অবতার,
চিরদিন মোরা তাঁর দ্বারের ভিখারী।
জয় বিধানের জয়, জয় জয় দয়াময়,
তোমার প্রসাদে মুক্ত হইল বন্ধন ,
খুলিল স্বর্গের দ্বার শান্তি প্রস্রবণ।

(১০)

ব্রহ্মকৃপাবলে সাধু সঙ্গ লাভ হয়,
সাধু সহবাস—স্বর্গপ্রাপ্তির সোপান ;
তাঁদের স্বভাবে হয় একেবারে লয়,
মিশে যাব রক্ত মাংসে যেন এক প্রাণ।
জয় বিধানের জয় জয় হরি রসময়,
এইত—প্রকৃত—সাধুভক্তির—লক্ষণ ;
এমন সুন্দর—কথা— শুনিনি কখন।

(১১)

ধর্ম্ম রাজ্যপতি অদ্বিতীয় ভগবান্,
তাঁর প্রতিনিধি সাধু ভকত সমাজ ;
এক একজন এক ভাবের প্রধান,
হরিসঙ্গে নিত্য তাঁরা করেন বিরাজ।
জয় দেব দয়াময় নববিধানের জয়,
নবরসে সুরঞ্জিত নব ভাবময়:—
বহু মূল্য অভিনব সত্য সমুদয়।

(বিধান ভারত)

—•—

স্বর্গীয়া শ্রীমতীহরবালা দেবী

পরলোকগমন, ২৫শে জুন, ১৯২৭।

প্রায় ৬৭বৎসর পূর্ব্বে আমার মা ৺হরবালা দেবী বিক্রমপুরের নাগরভাগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যখন সবেমাত্র আট বৎসর বয়স সেই সময়ে তাঁহার বিবাহ হয়। পিতা তখন বার বৎসরের বালক মাত্র। আমার পিতৃদেব ৺গোবিন্দবন্ধু গাঙ্গুলী অবস্থাপন্ন পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান বিক্রমপুর মাঝপাড়া গ্রামে।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গালার সামাজিক জীবন তখন বিশৃঙ্খলতায় পূর্ণ—ধর্ম্মের নামে অনেক অমানুষিক ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইত। আমার পিতামহ ৺জগবন্ধু গাঙ্গুলী মহাশয় বড় উদারপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি মৃত্যু সময়ে আমার পিতা মহীকে এসব ব্যাপার হইতে যথাসাধ্য বিরত থাকিবার জন্য উপদেশ দিয়া যান আমার পিতামহীও স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার উপদেশ পালনের জন্য যথাসাধ্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। পিতার তখনও উপযুক্ত বয়স হয় নাই, ভগ্নী দুটী বালিকা মাত্র, এমন সময়ে ব্রাহ্মসমাজের ডাক সেই সুদূর পল্লিগ্রামে গিয়া পৌছিল। ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম ও আচরণ লোকমুখে এবং সংবাদপত্রাদিতে শুনিয়া পিতামহী মুগ্ধ হন এবং উহা গ্রহণের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন। কিন্তু সেকাল ও একালের পার্থক্য সহজ ছিল না। একটী অবস্থাপন্ন পরিবারের বিধবা নারী সমস্ত আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বালকপুত্র, বালিকা পুত্রবধূ ও কন্যাদুটী সহ চিরন্তনধর্ম্ম ও সমাজ ছাড়িয়া অন্য সমাজে আসা বড়ই বিপজ্জনক ও

দুরূহ ছিল। কিন্তু দারিদ্র্য-দুঃখ কিম্বা কোন ভাবনাই তাঁহাদের বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। আত্মীয় স্বজন, বাড়ী ঘর সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্যই তাঁহারা বিপদ ও সংগ্রামের ভিতর ঝাঁপ দিলেন। সে সময়ে বহু ব্রাহ্মের যে দশা হইয়াছিল আমার পিতা মাতারও তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু তবু তাঁহারা ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া অটল ছিলেন।

কিছুদিন পরে পিতা ময়মনসিংহ নগরে একটী চাকুরী পান এবং কয়েক বৎসর সেইখানেই ছিলেন। অল্পদিন পরেই মায়ের সুখের সংসার ভাঙ্গিল। দুই শিশুকন্যাসহ মা বিধবা হইলেন। সে সময়ে পিতার বয়স ২৯বৎসর মাত্র ছিল। মার বয়স ও অল্পছিল। যাহা হউক, দিন কাহারও জন্য অপেক্ষা করেনা। আমাদের লালন পালনে এবং শিক্ষা ইত্যাদিতে মারওদিন কাটিতে লাগিল। অতঃপর তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় ঢাকা সহরে বাস করিয়া ছিলেন।

এখন মার কথা কিছু বলি। ঠিক্ এখনকার হিসাবে দেখিতে গেলে, মা যে খুব শিক্ষিতা নারী ছিলেন, তাহা বলা যায় না—কিন্তু শিক্ষার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ভাল ভাল বাংলা পুস্তক ও সংবাদ-পত্রাদি তিনি আজীবন পাঠ করিতেন এবং সন্তানাদি ও নাতি নাতিনী সম্পর্কিত সকলে যাহাতে পাঠে মনোযোগী হয়, সেদিকেও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কলিকাতায় গতবৎসর তাঁহার গুরুতর পীড়ার সময়ও এ বিষয়ে উৎসাহ দেখা গিয়াছে।

তাঁর জীবনের কথা বলিতে গেলে, প্রথমেই কতকগুলি সদ্‌গুণের কথা মনে পড়ে। পার্থিব দুঃখ কষ্ট যে মানবকে পরের দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা দেয়, ইহা তাঁহার জীবনে আমরা স্পষ্টই দেখিয়াছি তাঁহার দানশীলতার কথা মনে হইলে আমি অবাক্ হইয়া যাই। আবশ্যক হইলে সর্ব্বস্ব দান করিতেও তিনি দ্বিধা করিতেন না। পরের দুঃখ মোচনের জন্য নিজের বস্ত্রাদি যাহা থাকিত সমস্তই দান করিতেন, যতবারই তিনি, তাঁহার পিত্রালয়ে যাইতেন, ততবারই দেশের দরিদ্র বালক বালিকাদের দুরবস্থা দেখিয়া আমাদের পুরাতন বস্ত্রাদি পাঠাইয়া দিতে বলিতেন। তিনি নাতি নাতিনীদের বলিতেন, "তোমরা জান না, ওদের হাসিমুখ দেখিলে আমার কত আনন্দ হয়"।

আর একটী কথা মনে পড়ে—তিনি পরকে কিরূপ আপন ও নিকট করিতে পারিতেন। স্বর্গীয় কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের পত্নী মাকে কন্যারূপে অভিহিত করিতেন এবং তদনুরূপ ব্যবহারও করিতেন। মা ও তাঁদের এত ভালবাসিতেন যে, তাঁহাদের ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। এমন কি, আমরাও সম্পূর্ণ জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত জানিতাম না যে, তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন রক্তের সম্পর্ক নাই। দুইটী সম্বন্ধ-বিহীন পরিবারে এরূপ হৃদয়ের বিনিময় ও সহানুভূতির ভাব আজকাল দুর্লভ।

শ্রদ্ধেয় বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ মহাশয়ের পত্নী যখন স্বর্গারোহণ করেন তখন চারিটী শিশুকন্যা লইয়া ঘোষ মহাশয় অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়েন। কোলের কন্যাটী তখন মাত্র এক বৎসরের শিশু; বিশেষতঃ এই কন্যাটী লইয়া বৈকুণ্ঠবাবু অতিমাত্রায় চিন্তিত হন। মা তখন স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সেই শিশুকে নিজ কন্যার ন্যায় স্নেহ ও যত্নে লালন পালন করিতে থাকেন। সেই বয়সে ও সময়ে একটী শিশু কন্যার ভার লওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। কিন্তু যেখানে পরের দুঃখে হৃদয় কাঁদে সেখানে কোন বাধাই কষ্টকর মনে হয় না।

তাঁহার কাছে সাহায্য চাহিলেই পাওয়া যায় জানিয়া, সকলেই তাঁহার কাছে আসিত। প্রসঙ্গ-ক্রমে আর একটী কথা মনে পড়িল। সেই সময়ে হিন্দুসমাজের একটী ছেলে ব্রাহ্ম-সমাজে দীক্ষা গ্রহণ করে। আত্মীয় স্বজন তাহাকে ত্যাগ করিলে আমার মাতা তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। পরে যখন ছেলেটী দূরদেশে চাকুরি পাইয়া যাইতে প্রস্তুত হয়, মা তাহাকে তাঁহার সম্বল যাহা কিছু ছিল দিয়া দিলেন। পরে অবশ্য ছেলেটী উপযুক্ত হইয়া মার অর্থ ফিরাইয়া দেয়। একথা মা নিজে কখনো বলেন নাই। ছেলেটীই কথা উঠিলে ঘটনাটী বলিয়া থাকে। নিজে অভাবে থাকিয়াও পরের অভাব মোচনের স্পৃহা মা'র বড়ই বলবতী ছিল।

বিধবার যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া, বুঝিয়াছিলেন, প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর দীর্ঘ বৈধব্যাবস্থায় তিনি সজ্ঞানে কখনো তাহা পরিত্যাগ করেন নাই। স্বর্গীয় বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় আমার পিতার বাৎসরিকে যতবার উপাসনা করিতেন, মা'র চরিত্র-বলের বিষয়ে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতেন।

এই কর্ম্মনিষ্ঠা তাঁহাকে বিশেষ রকম আত্ম নির্ভরশীল করিয়া ছিল। তাঁহার কন্যাদের অসুখে, সঙ্কটাপন্নাবস্থায়ও তিনি অবিচলিত থাকিয়া সেবা শুশ্রূষা করিয়া যাইতেন। আত্মীয় স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী সকলে উদ্বিগ্ন হইলেও, তিনি নিরুদ্বিগ্ন চেতা হইয়া থাকিতেন, এবং কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিতেন। ধর্ম্ম-জীবনের উচ্চতম স্তর ভিন্ন উহা সম্ভব হয় না।

জীবনের শেষ ভাগে শরীর যখন দুর্ব্বল, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠাকন্যা পরলোক গমন করেন। কন্যার মৃত্যু সংবাদে তিনি অশ্রুপাত করেন নাই, কিন্তু তাঁহার দেহ মন ভাঙ্গিয়া পড়ে। মৃত্যুকে তিনি পর ভাবিতেন না—তাঁহার শয়নগৃহে লিখিত আছে "সর্ব্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাক।" তিনি সত্য সত্যই প্রস্তুত ছিলেন।

গতবৎসর কলিকাতায় আসিয়া দীর্ঘ আট মাস তিনি কঠিন রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। তিনি ঢাকা অত্যন্ত ভালবাসিতেন তাই একটু সুস্থ হওয়া মাত্রই তিনি ঢাকা চলিয়া যাইতে

ব্যগ্র হইলেন। সেখানে তাঁহার পাড়াপ্রতিবেশীরা বলেন যে পাড়ার সকলের দুঃখ, শোক, রোগ ভোগ তিনি আপন করিয়া লইতেন। সেখানে তাঁহার একটী বৃহৎ পরিবারের মত ছিল। মৃত্যুর পর ঢাকা হইতে আমাকে শ্রদ্ধেয় বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠাকন্যা লিখিয়াছেন "তুমি যেমন মাতৃহীনা হইয়াছ আমার অবস্থাও সেইরূপ মনে হইতেছে। বাস্তবিকই কায়েতটুলী পাড়ার সকলেই মনেরমত লোকটীকে হারাইয়া প্রাণে খুবই কষ্ট অনুভব করিতেছেন সকলেরই শোকে দুঃখে তিনি কত ক'রেছেন এবং সান্ত্বনা দান করেছেন।"

শ্রদ্ধেয় বিহারিলাল সেন মহাশয় লিখিয়াছেন "ইনি ঢাকায় প্রচারক এবং ব্রাহ্মপরিবার সকলের তত্ত্বাবধান করিতেন। মনটী বড় ভাল ছিল—সকলের দুঃখে দুঃখী ছিলেন।"

রেঙ্গুন হইতে তাঁহার পুত্রস্থানীয় ডাক্তার প্রসন্নকুমার মজুমদার লিখিয়াছেন "ব্রাহ্ম হওয়ার পর স্বদেশ ও আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যখন নানা প্রকার কষ্টে পড়িয়া ছিলাম তখন মা আসিয়া নীজের স্নেহ ভালবাসা দিয়া সমস্ত দুঃখ কষ্ট মুছিয়া ফেলিলেন। নিজে দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও নিজ কোলে টানিয়া লইলেন।"

ঢাকা হইতে শ্রদ্ধেয় বঙ্কবিহারী কর মহাশয় লিখিয়াছেন "আমাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন দেখা হইলে গরীব দুঃখিনী স্ত্রীলোকদের কথা, তাদের কিরূপে সাহার্য্য করা যাইতে পারে সেই সব কথা বলিতেন। দুঃখিনী স্ত্রীলোকদের দুঃখ দেখিয়া তাঁর প্রাণ বড় ব্যাথিত ছিল।"

তাঁহার প্রিয় ঢাকাতেই ২০।২২ দিন জ্বরে ভুগিয়া ২৫শে জুন ৬টা প্রাতে শান্তভাবে ও স্বজ্ঞানে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

হে মাতার মাতা পরম জননী! আমার মাকে তুমি তোমার শান্তিক্রোড়ে আশ্রয় দাও! যেখানে তাঁর প্রিয় আত্মীয় স্বজন, প্রিয়তম স্বামী সেই অমরধামে তোমার চরণে তিনি আশ্রয় লাভ করুন। পৃথিবীর সকল দুঃখ, সকল তাপ আজ তাঁহার পশ্চাতে, আজ কেবলি আনন্দ ও শান্তি।

আজ তিনি উর্দ্ধলোকে তোমার চরণে। এ জীবনে মায়ের কাছে যত অপরাধ করেছি তিনি তাহা ক্ষমা করুন তাঁর আত্মা শান্তিধামে তোমার চরণে বিশ্রাম লাভ করুক এই প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

মিসেস্ কে, ডবলিউ, ব্যানার্জ্জি

স্বর্গাধিকারী।

য়িহুদী দিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রে আছে আদম ও ইভ স্বর্গোদ্যানে বাসকরিতেন, তথায় শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধফল ভক্ষণ করায় স্বর্গভ্রষ্ট হইলেন। বিধাতা তাঁর পবিত্র স্বভাবে মানবাত্মাকে সৃষ্টিকরিয়া বলিলেন "তুমি আমার মনের মত হও, আমার ইচ্ছানুসারে জীবন পথে চলিতে থাক, আমি তোমার, তুমি আমার"। কিন্তু মানবাত্মা যাই আত্মজ্ঞান লাভ করিল, অমনি একমহান জীবন্ত দেবতা যে তাহাকে আবেষ্টন করিয়া আছেন তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। কিন্তু সে অপনি যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তাহা যদি জ্ঞান ও বিশ্বাসনয়নে দেখিয়া তাহার স্রষ্টার চরণে ভক্তিভরে লুণ্ঠিত হইত তাহা হইলে তাহার আর পতন হইত না। মানুষ আপনার অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব দেখিল এবং অপনি একজন হইয়া নিজ কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিতে যাইয়া তাহার জীবনের মূলাধার পরম দেবতাকে ভুলিয়া গিয়া ক্রমে ক্রমে পতনের দিকে চলিতে লাগিল, ফলে হইল জীবনে অশান্তি, ও নানা প্রকারের পাপ দুর্ব্বলতা।

এইরূপে মানবের অশেষ দুর্গতি দেখিয়া, সন্তানবৎসলা জননী থাকিতে না পারিয়া স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া নিজ সন্তানকে কোলে লইয়া, সন্তানের যে কত উচ্চ অধিকার তাহাই দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। এরই নাম প্রেমের লীলা বা প্রেমের বিধান।

এক্ষণে মা স্বর্গেশ্বরী স্বয়ং তাঁর মনুষ্য সন্তানকে বুঝিতে দিলেন তাঁর ইচ্ছাজাত মানব সন্তানই দেবত্বের অধিকারী। এইরূপে ব্রহ্মকৃপায় মনুষ্য সন্তানের দেবত্বের দিকে একটা স্বাভাবিক গতি চলিতে থাকায় মানব জীবনে বিবিধ প্রকারের পরীক্ষা আসিতে লাগিল। কখন রোগ, কখন শোক, কখন বন্ধুবিচ্ছেদ, কখন বা প্রিয় জন দিগের দিক হইতে কঠিন ও নির্ম্মম ব্যবহার আসিতে লাগিল; এমনকি মানুষ যাহাদিগকে অতি প্রিয়তম বোধ করিতেছিল তাহারাই তাহার বক্ষে পদাঘাত করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইসব কঠিন হইতে কঠিন পরীক্ষা যে অন্তরকে নির্ম্মল করে, অন্তরস্থিত অহৈতুকী প্রেমের স্রোত খুলিয়া দেয় বিশ্বাসী ভক্ত তাহা দিব্য দৃষ্টিতে দেখিয়াই বলিলেন "সহ্যকর এবং ভাল বাস এবং বিনয়ে অবনত হইয়া পদাঘাতকারীর পদচুম্বন করিয়া অকিঞ্চনা ভক্তি ধনে ধনী হও"। তাই বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম বিধানের একজন অকিঞ্চন সেবক ভক্তিভরে গাহিলেন—
"যারা নির্য্যাতিত, শোক সন্তাপিত তাদের আর কেবা আছে
লয়ে শান্তি কোলে, সুখের অঞ্চলে, মুছিছ নয়ন বারিহে (তাদের)।"
বিশ্বাসী মানবের এইরূপ কঠিন পরীক্ষায়, প্রেমময়ী মার প্রেম-উথলিত হইয়া নির্য্যাতিত, শোকাহত সন্তানকে কোলেকরিয়া মা বলিতে থাকেন "বৎস! ভয় কি এইযে আমি তোমাকে বুকে করে আছি"। সত্যই বিশ্বাসী ভক্তের বক্ষের আঘাত মা ভক্ত জননী নিজেই বুক পাতিয়া লইয়া তাহাকে কৃতার্থ করেন। এই

ভীষণ পরীক্ষায় পড়িয়া বিশ্বাসী ভক্ত সজ্ঞানে বিগলিত হৃদয়ে মা, মা, মা বলিয়া মাতৃবক্ষাশ্রয় করিয়া স্বর্গের আনন্দ উপভোগ করেন।

নববিধানের নবভক্ত শ্রীব্রহ্মানন্দ উচ্চপ্রেম ও পবিত্রতার আদর্শ রক্ষিত হইল না দেখিয়া কতই কাঁদিয়া ছিলেন। এখন আমাদের জীবনে কিরূপে নববিধানের বিশ্বাস, প্রেম, পবিত্রতা ও বৈরাগ্যের উচ্চ আদর্শ সাধিত হইবে তাহাই চিন্তা ও আলোচনার বিষয় মহর্ষি ঈশা ও ব'লয়া ছিলেন "বিশ্বাসীদিগের অন্তরেই স্বর্গ।" ও নির্ম্মল অন্তঃকরণেরাই স্বর্গে স্থান পাইবে। আমরাও ঘোরতর পাপী হইয়া যখন পবিত্রাত্মার প্রভাবের মধ্যে আপনাদিকে ছাড়িয়া দিই তখনই আমরা সশরীরে স্বর্গাধিকারী হই। সত্যই ভগবৎ বিশ্বাসীগণ যখন হরিপ্রেমে বিভোর হইয়া অন্তরে বাহিরে দেব মানবের মহা সম্মিলন দেখিয়া হরিপ্রেম রসে মাতোয়ারা হইয়া পাগলের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকেন তখনই তো ধরায় স্বর্গ দর্শন হয় এবং দিব্যনেত্রে স্বর্গের শোভা দেখাযায়। তাই নববিধানের বিশ্বাসী সেবক বলিতে থাকেন "এই তো স্বর্গের শোভা, ভক্ত জন মনলোভা।"

একজন তৃষিত সেবক।

—•—

বিশ্বসংবাদ।

তামাকের অপকারিতা।

তামাক-জনিত অন্ধতা—ম্যঞ্চেষ্টার রয়েল আই হস্পিট্যাল নামক চক্ষুরোগের হাসপাতালের বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ ম্যাকনব্ বলেন যে, সপ্তাহে ১৷৹—২ আউন্স আতস তামাক ব্যবহারে দৃষ্টি শক্তির হ্রাস হয় এবং ক্রমশঃ অন্ধতা আসিয়া উপস্থিত হয়। ডাক্তারী কথায় ইহাকে টোব্যাকো—এ্যামারোসিস পীড়া বলে।

(খ) তামাক-জনিত পক্ষাঘাত।—পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে তামাক ব্যবহারে শরীর অবসাদ গ্রস্ত হয়। চিকিৎসকেরা বলেন যে "ক্রিপিং প্যারালিসিস" বা মৃদু পক্ষাঘাত নামক পীড়া অনেক সময়ে তামাক সেবনের ফলেই হয়। অত্যধিক ব্যবহার করিলে লোকোমটর এটাক্সিয়া বা কশেরুকা মজ্জার ক্ষয় নামক রোগ জন্মিতে পারে; এই রোগাক্রান্ত রোগী হাঁটিবার সময় ঠিক ভাবে হাঁটিতে পারে না মাতালের ন্যায় টলিতে থাকে।

(গ) ধুম্রপান-জনিত কষ্টকর রোগ— অতিরিক্ত ধুম্রপানকারীদের ক্যান্সার বা কর্কটীকা রোগ হইতে পারে। ইহাকে স্মোকার্স ক্যানসার বলে। ইহা সাধারণতঃ ওষ্ঠে বা জিহ্বার অগ্রদেশে প্রকাশ পাইয়া থাকে যদিও ইহা সকলেরই হয় না তথাপি যাহা বিপদ্জনক তাহা সর্ব্বতোভাবে ও সর্ব্বসময়েই পরিত্যাজ্য।

(ঘ) ধুম্রপানের পরিণামে যক্ষ্মা ও কাশ রোগ—ঘরে ধুম লাগিলে যেরূপ ঝুল পড়ে, ঠিক সেই রূপই তামাকের ধুমে শ্বাসনলীতে ও ফুস্‌-ফুস্‌ মধ্যে এক প্রকার পীতনীলাভ ময়লা পড়ে। এইরূপে অনেক সময়ে ইহা হইতে নানাবিধ শ্বাস যন্ত্রের পুরাতন পীড়া, কাশরোগ এমন কি অসাধ্য যক্ষ্মা রোগও উৎপন্ন হইতে পারে।

(ঙ) তামাক নাড়ী সমূহের পীড়ার(nervous disease) উৎপাদক—আমেরিকার তামাক নিবারণী সভা বলেন যে তামাক দ্বারা নানাবিধ নাড়ী বিকার বা তথাকথিত স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে ভুগিয়া থাকে।

(চ) তামাক অজীর্ণ রোগোৎপাদক—বহু অজীর্ণ রোগেরও মূল কারণ—তামাক সেবন।

—•—

সংবাদ।

বিগত ১০ই ও ১১ই এপ্রেল বালেশ্বর ব্রহ্মমন্দিরে নিম্নলিখিত ৪টীভগিনী নবসংহিতানুসারে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন দীক্ষার্থিনীগনের নাম। শ্রীমতীশঙ্করী, কুমারীউষাবতী ও কুমারী মনোরমা এবং শ্রীমতী তুলসীদেবী, এই দীক্ষানুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় ভগবানচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য ও কটক নিবাসিনী মিস কুন্তলাকুমারী সাবত তাঁহার সহকারীনীর কার্য্য করেন। উড়িষ্যার ভাই ভগিনীগণ বর্ত্তমানে সর্ব্বজনীন পরিত্রাণপ্রদ নববিধানের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন ইহা অত্যন্ত সুখের সংবাদ। মঙ্গলময়ী মা নব দীক্ষার্থিনীদিগকে আশীর্ব্বাদ করুণ।

বিগত ১৬ই মে ২রা জ্যৈষ্ঠ পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতা প্রচারাশ্রম উপাসনা লায়ে আমাদের বৃদ্ধবন্ধু শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ শী নববিধানে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী উপাসনার প্রথমাংশ সমাপন করিলেন অবশিষ্টাংশ ভাই প্রমথলাল সম্পাদন করেন। বিষ্ণুপদ শী মহাশয় শান্তিপুর নিবাসী, অনেক দিন হইতে ব্রাহ্মসমাজের সহিত ইহাঁর যোগ বিধাতা দীক্ষার্থীকে আশীর্ব্বাদ করুণ।

শুভবিবাহ—বিগত ১৩ই মে তারিখে বালেশ্বর নববিধান মন্দিরে উক্ত সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বিশালের সহিত নবদীক্ষিতা কটকনিবাসিনী—কুমারী উষাবতীর শুভবিবাহ নব সংহিতানুসারে সুসম্পন্ন হইয়াছে ঐ শুভানুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় ভগবানচন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্য ও ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় পৌরহিত্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। মঙ্গলময় বিধাতা ইহাঁদিগের দাম্পত্য জীবনের সহায় হউন ও আশীর্ব্বাদ করুণ। কুমারী উষাবতী খ্রীষ্টীয় সমাজ হইতে কিছুদিন পূর্ব্বে নববিধান মণ্ডলীতে যোগদান করিয়াছিলেন।

Edited, on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্ "নববিধান প্রেস" বি, এন্ মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥
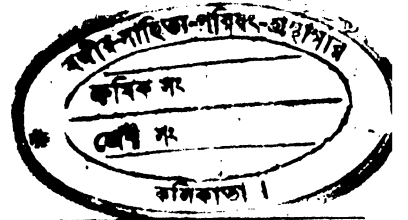
৬২ ভাগ
১৩।১৪ সংখ্যা

১৬ই শ্রাবণ, ১৩৩৪ সাল, শক, ৯৮ ব্রাহ্মাব্দ
17th July & 1st Augest, 1927.

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲ ।

প্রার্থনা।

মা দয়াময়ী জননী! গ্রীষ্মকালে কৃষক ক্ষেত্র কর্ষণ করে। "হা জল! হা জল!" বলিয়া আকাশের বারির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল, কখনও বা আকাশ হইতে দুই এক বিন্দু বারিবর্ষণ হইল বটে, কিন্তু কই তাহাতে ক্ষেত্র সিঞ্চিত হইল? যখন বর্ষাকাল আসিল ধারার শ্রাবণে অবিরল ধারে বারিবর্ষণ হইতে লাগিল। কৃষককে আর "হা জল! হা জল" করিয়া কাঁদিতে হইলনা। অযাচিত বারি বর্ষণে ক্ষেত্র প্লাবিত হইয়া গেল। আশায় আনন্দে কৃষক সেই বারি ধারায় সিঞ্চিত হইয়া ক্ষেত্রে কতই শষ্য সংগ্রহ করিল। এইরূপ যখন আমরা ব্রাহ্ম-সমাজে আসিয়া ছিলাম "দয়াল এসহে, দয়াল এসহে" বলিয়া কতই কাঁদিয়াছি কখনও তোমার কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি, কখনও বা শুষ্ক হৃদয়ে নিরাশ হইয়া অবসন্ন হইয়াছি। কিন্তু এখন তুমি নববিধানে মা হইয়া তোমার উচ্ছ্বসিত প্রেমে অবিরল ধারে কৃপাবারি বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তবে এখন ও কি আমাদিগকে "হা-জল! হা জল" করিয়া কাঁদিতে হইবে? তুমি যে নববিধানের "বড্ডভাল মা, তুমি যে আকাশ ভরা প্রেম মেঘ, আশীর্ব্বাদ কর আমরা তোমার এই প্রেমের বিধান নববিধানে বিশ্বাসী হইয়া, তোমারই কৃপাবারিতে আমাদের হৃদয় মনকে অভিষিক্ত এবং প্লাবিত হইতে দিই এবং যেন তাহা হইতে যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম জ্ঞানের প্রচুর শষ্য সংগ্রহ করিয়া জীবনে তোমার নববিধান সম্ভোগ করিতে পারি।

শান্তি, শান্তি, শান্তি,

—•—

প্রার্থনাসার।

হে পিতা, হে উজ্জ্বলবর্ণ, তোমার অধ্যাত্ম রাজ্য এ শতাব্দীতে এত স্পষ্ট হইল কিরূপে জানিনা। এখন দেখছি রাস্তা ঘাটে, গাছের পাতায়, ফুল ফলে ঈশ্বর বেড়াচ্ছেন। তখন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম আলো আলো ছায়া ছায়া ছিল, পরিষ্কার বুঝিতে পারিতাম না কিন্তু এখন স্পষ্টা স্পষ্টি। আর তুমি আমাদের নিকট গোপন করিতে পারনা। নিজগুণে দেখিতে পাইনা কিন্তু হরির গুণে। নববিধান এসে বলিলেন, ধরা পড়েছে। অল্পদর্শীরাও এখন বেলার গুণে তোমায় খুব দেখছে। তুমি যখন চক্ষের অঞ্জন হয়ে রয়েছ, আর নববিধান সূর্য্য উদয় হয়েছেন, তখন দেখব বই কি খুব পরিষ্কার রূপে! হে মঙ্গল ময় আমরা যেন বিশ্বাসের দিনে বিশ্বাসের আলোয় খুব উজ্জ্বল রূপে তোমাকে দেখিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই।

হে প্রেমানন্দ, হে গভীর সুখ, এধর্ম্মে স্বর্গ নগদ ধারে নয়। সাধন তো কেবল তপস্যা নয়, এ ধর্ম্মে সাধন আনন্দ। হে ঈশ্বর, আর এখন হ'তে কঠোর তপস্যা নয়, আনন্দ সাগরে ডুবিয়া থাকিব তোমাকে ল'য়ে। যখন টান্ পড়েছে, যখন ভক্তিনদী একটানা গঙ্গার মত হয়েছে, তখন আর তো সে দিন মনে থাকবেনা। ভাদ্র মাসে কি আর সে ভাবে ভাঁটা আসবে কখন, বাতাস অনুকূল হবে কখন? এ সকল ভাবনা কি ভক্ত ভাবেন? এ নদী চলুক, চলুক, আনন্দময়ী আনন্দবক্ষে এস, আনন্দের বাজার খোল। দুঃখ যন্ত্রনাকে চির দিনের জন্য ফাঁকি দিয়ে চির সুখে সুখী হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক।

ব্রাহ্মসমাজ হইতেই নববিধানের অভ্যুত্থান। যদিও ব্রাহ্মসমাজকে পশ্চাতে রাখিয়া নববিধান উচ্চতর নূতনতর অভিব্যক্তিতে আত্ম প্রকাশ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মসমাজকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বজনীন ধর্ম্মসঙ্ঘ সমুত্থিত হইয়াছেন তথাপি ব্রাহ্মসমাজের সহিত ইহঁার যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহা আমরা কখনই অস্বীকার করিতে পারিনা। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসব সমাধানের জন্য যে আন্দোলন উঠিয়াছে তৎসম্বন্ধে আমরা একেবারে উদাসীন কেমন করিয়া হইতে পারি।

ব্রাহ্মসমাজের শতবর্ষ কবে পূর্ণ হইবে ইহা লইয়া নানা জনে নানান কথা তুলিতেছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন রাজা রাম মোহন রায় ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে এই সভার সূত্রপাত করিয়া ছিলেন, সুতরাং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ইহার শতবর্ষ পূর্ণ হইবে।

এ সম্বন্ধে যথার্থ ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে রাজা রাম মোহন ব্রাহ্মসমাজ নামভিধানে কোন সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তিনি তাঁহার হৃদিস্থিত একেশ্বর বাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য প্রথমে "আত্মীয় সভা"নামে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে একটী সভা সংগঠন করেন।

তিনি স্বধর্ম্ম ত্যাগি হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহাকে বিষয় অধিকার চ্যুত করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন, ইহাতে রাম মোহন সেই "আত্মীয় সভা" বন্ধ করিয়াদেন। এই সময় কিছু দিন তিনি তাঁহার বন্ধু বান্ধব দিগের সহিত একেশ্বর বাদী খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের উপাসনাদিতে যোগদান করিয়া ছিলেন। এইরূপ বিদেশীয় সভায় যোগ নাদিয়া আপনাদের একটী স্বতন্ত্র দেশীয় সভা সংগঠন করিবার জন্য তাঁহার কোন বন্ধুদ্বারা অনুরুদ্ধ হইলে তিনি কতিপয় বন্ধু সহ কলিকাতা চিৎপুর রোডে একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে একটী প্রার্থনা সভা মাত্র আরম্ভ করেন। এখানে বেদ এবং উপনিষদ পাঠ হইত। একজন পণ্ডিত কিছু বক্তৃতা করিতেন এবং সংগীত হইত কিছুদিন এই সভা চলিলে পর, রামমোহনের পুত্রের নামে একটী মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহা লইয়াই তিনি ব্যস্ত থাকেন সুতরাং উক্ত প্রার্থনা সমাজ অনেকটা মৃত প্রায় অবস্থাতে পরিণত হয়। তাহার পর সাধারণের নিকট হইতে অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া এক্ষণে যে বাড়ীতে আদি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত আছে তাহা ক্রয় করিয়া এই খানেই ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘ প্রকাশ্য ভাবে "ব্রাহ্মীয় সভা" সংস্থাপন করেন। ইহাকেই যথার্থ ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি বলা যাইতে পারে।

সমগ্র ব্রাহ্মসমাজে একাল পর্য্যন্ত যে ১১ই মাঘের উৎসব হইয়া আসিতেছে তাহা এই দিন হইতেই গননা করা হইয়াছে, সুতরাং এইদিন হইতেই ব্রাহ্মসমাজের শত বার্ষিকীও প্রকৃত প্রস্তাবে গননা হওয়া কি উচিত নয়?

এ বিষয়ে শ্রীমদাচার্য্য দেব ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে পাক্ষিক "ইণ্ডিয়ান মিরারে" রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লেখেন তাহাতে তিনি স্পষ্ট লিখিয়াছেন" চিতপুর রোডে অস্থায়ীভাবে একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া ১৭৫০ শকের ভাদ্র মাসে সাধারণের জন্য প্রার্থনা সভা প্রতি শনিবারে আরম্ভ হয়। এই উপাসনা চারি অংশে বিভক্ত, ২জনা তেলিগু ব্রাহ্মণ বেদের শ্লোক উচ্চারণ করিতেন, উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ হইতে কিছু কিছু পাঠ করিতেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীস উপদেশ দিতেন এবং পরে সংগীত হইত। অতঃপর যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সংগৃহীত হইলে রামমোহন রায় এবং তাঁহার সহযোগীগণ বর্ত্তমান সমাজ গৃহ ক্রয় করিতে সক্ষম হইলেন এবং এই খানেই ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘ (১৮৩০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে) সমাজ

যথানিয়মে প্রকাশ্যভাবে প্রতিষ্ঠা করা হইল, বাবু রমানাথ ঠাকুর বাবু বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী, এবং রাধা প্রসাদ রায় এই সমাজ গৃহের প্রথম ট্রাষ্টী নিযুক্ত হন এবং এখানে যে ভাবে উপাসনাদী হইবে তাহা এই ট্রাষ্টিডিডে বিশদরূপে বিবৃত করাহয়।" ইহাইযে ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় সঙ্গত সংগঠন তাহা কেনা স্বীকার করিবে? পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহা অস্থায়ী এবং নিয়ম সঙ্গত সমাজ রূপে গঠিত কিছুতেই বলা যাইতে পারেনা। এই জন্যই ১৭৫১ সালের ১১ই মাঘ হইতেই ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক দিন আজ পর্য্যন্ত গননা হইয়া আসিতেছে।

শ্রীমদাচার্য্য দেব নববিধান ঘোষণার সময়ও বলিয়া ছিলেন "৫০ পঞ্চাশশত বৎসর ব্রাহ্মসমাজের গর্ভে যে ধর্ম্ম বিধান গঠিত হইতেছিল, তাহাই নববিধান নবশিশুরূপে প্রসুত হইল।

তাই ব্রাহ্মসমাজকে নববিধানের মাতারূপে শ্রীমদাচার্য্য দেব বরণ করিয়া গিয়াছেন। আমরাও সেই ভাবে ইহাঁকে আদর ও বরণ করিব। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের শত বার্ষিকী অনুষ্ঠাণ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দেই অনুষ্ঠিত হওয়া সমুচিত মনে করি।

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

চিন্তা সংযম।

পাপচিন্তা, অসার চিন্তা, অহিত চিন্তা অসংযত চিন্তা, বা যখন তখন যাহা তাহা চিন্তা মনকে ক্লিষ্ট করে, শরীর কে ক্লান্ত করে, আত্মাকে রুগ্ন ও জরাজীর্ণ করে। ঈশ্বর চিন্তা, ধর্ম্মচিন্তা, সচ্চিন্তা আত্মা মনকে সুস্থ এবং সবল করে। কিন্তু অসংযত চিন্তা করিয়া যেমন দুর্ব্বল হয় মন ধর্ম্মচিন্তা করিতে করিতেও অন্যমনস্ক হইয়া অসার চিন্তায় আত্মহারা হইয়া থাকে। এই জন্য চিন্তার সংযম সাধন শারীরিক ব্যায়ামের ন্যায় নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব যখন চুপকরিয়া বসিয়া থাকিবে তখন নিশ্চিন্তা বা নির্ব্বাণ সাধন করিবে। উপাসনার সময় কেবল উপাসনার চিন্তা এবং যখন যে কাজ করিবে তখন সেই কাজের বিষয়েই চিন্তা করিবে। কিছুদিন এই সাধন অবলম্বন করিলে চিন্তা নিশ্চয় সুসংযত হইবে।

—•—

আত্মদৃষ্টি।

দৃষ্টি বহির্ম্মুখীন হইলে আমরা অপরের দোষ গুণ দেখিয়া কতই বিচার করি। দৃষ্টি অন্তর্ম্মুখীন হইলে বা আত্মদৃষ্টি খুলিলে আপনার দোষ দেখিয়াই আপনি লজ্জিত এবং অবসন্ন হইয়া বলি, "সবসে হাম বুরে, ম্যায়ত্যজি ভলা সবকৈ" সকলের অপেক্ষা আমি মন্দ, আমি ছাড়া সকলেই ভাল। তখন আর অপরের দোষ বিচারের অবসর কই পাই?

—

উপাসনায় অরুচি।

ক্ষুধার সময় না খাইলে ক্ষুধা মন্দা হয়, পিত্ত বৃদ্ধি হয়, উপাসনার সময় ও উপাসনা নাকরিলে সংসার চিন্তা মনকে কলুষিত করে। আত্মাকে দুর্ব্বল ও রুগ্ন করে এবং ক্রমে উপাসনাতে অরুচি উৎপন্ন করে। অতএব সাবধান! নিত্য আহার পানের ন্যায় নিত্য উপাসনা করিবে।

—•—

বিপদপরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

চিকিৎসা বিজ্ঞান বলেন জ্বর কোন রোগ নহে, ভিতরে যে রোগের বীজানু আছে, তাহা নষ্ট করিবার জন্যই যে রক্তের উত্তাপ হয় তাহারই নাম জ্বর, তেমনি মানবের রোগ, শোক, বিষাদ পরীক্ষা মানব অন্তরে যে পাপ প্রবৃত্তির বীজানু রহিয়াছে তাহা ধ্বংশকরিবার উপসর্গ মাত্র, মানবাত্মাকে শিক্ষিত সংযত দীন ভাবাপন্ন এবং ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভর শীল করিবার জন্য ইহাঁরা স্বর্গের প্রেরিত দেবদূত।

—•—

প্রাচীন ও নূতন বিধান।

আকাশ বাতাসে সর্ব্বদাই পূর্ণ, কিন্তু সকল সময় সে বাতাস সবার গায়ে লাগেনা, কেহবা হাত পাখা নাড়িয়া বাতাস খায়, কেহবা ইলেকট্রীক পাখায় বাতাস সম্ভোগ করে, নিতান্ত দীন দুঃখী যাহারা তাহারা আকাশের বহমান বাতাসই সম্ভোগ করিয়া ধন্য হয়। প্রাচীন বিধানের পুরুষকার সাধন হাতপাখার বাতাস সম্ভোগের ন্যায়, ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা অনেকটা ইলেকট্রীক পাখার বাতাসের সাহত তুলনা করা যাইতে পারে, এবং নববিধানের উপাসনা স্বর্গের প্রবাহিত বাতাসের ন্যায় কেবল দীনাত্মাগণ বিনা আয়াসে ব্রহ্মকৃপাবলে ইহা সম্ভোগ করিতে সক্ষম হয়।

—•—

"আমরা মায়ের, মা আমাদের"।

এ পৃথিবীতে মানবাত্মা নানা প্রকার পাপমোহে নিমগ্ন হইয়া বিনষ্ট হইতে চলিলে স্বর্গের দেবতা আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে অবিশ্বাসী পাপী মানবকে বলেন—"সাবধান মানব-সন্তান! আমি আছি, আমাকে

অস্বীকার করিয়া পাপ পঙ্কে ডুবিও না" পরম দেবতার এই সুগম্ভীর বাণীতে মানবাত্মার মোহঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং সে চারিদিকে তাকাইতে তাকাইতে, "কোথায় দেবতা, কোথায় দেবতা," বলিয়া ডাকিতে থাকে। এইরূপে ডাকিতে ডাকিতে সে বাহ্য জগতে দেখে আকাশে এক মহা শক্তি বাতাসে এক অপূর্ব্বশক্তি, প্রজ্জলিত অগ্নিতে ভীষণ শক্তি খেলা করিতেছে কিন্তু কে যে তার মোহ-ঘুম ভাঙ্গাইল, তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া আরো ব্যাকুল হইয়া তাঁর অন্বেষণে ছুটীতে ছুটীতে ক্লান্ত হইলে ক্রমে একটুক আত্মস্থ হইয়া দেখিতে পায় কেমন অন্তর হইতে মৃদুমধুর স্বরে বলিতেছেন "বৎস! এই যে আমি তোমার প্রাণের প্রাণ প্রাণাধার হইয়া আছি" এইরূপে ব্যাকুল আত্মা প্রাণের মূলে প্রাণদায়িনীকে দেখিয়া তাঁর অপরূপ রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁর শ্রীচরণে লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে থাকে "মা! আমি যে তোমার"। ব্যাকুল ও তৃষিত আত্মার এইরূপ আকুলতা দেখিয়া মা জগৎ প্রসবিনী আর আপনাকে গোপন রাখিতে না পারিয়া আপনার চিন্ময় রূপমাধুরী সন্তানের নিকট প্রকাশ করিয়া বলেন "বাছা তুমি যে আমার, আমি যে তোমার" মাও সন্তানের মধ্যে পুনঃ পুনঃ মধুর সম্ভাষণ ও আলাপনে এক অপূর্ব্ব আনন্দের লহরী উঠিতে থাকিলে মা তাঁর সন্তানকে কোলে করিয়া বলেন "বৎস! এইযে অসংখ্য, অসংখ্য, বিশ্ব-মানব, ইহারা সকলেইযে আমারই পুত্র,কন্যা, ইহারা আমার ইচ্ছাজাত আমাকর্ত্তৃক লালিত' পালিত, রক্ষিত, আমি ভিন্ন এই সন্তানমণ্ডলীর আর কেহ নাই, কিছুই নাই, তুমি ইহাদের সহিত মিলিত হইয়া মহা প্রেমের ধর্ম্মসাধনকর" মা জগৎ-প্রসবিনীর ঈদৃশ কৃপা লাভ করিয়া মানব-সন্তান মা'র আদেশে সমস্ত বিশ্ববাসীর সহিত প্রেম যোগে যুক্ত হইয়া তিনি আর আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিতে পারিলেন না তাঁর যাহা কিছু আমিত্ব, স্বামিত্ব ও স্বাতন্ত্র ছিল সমস্তই বিশ্বাসের সহিত বিশ্ব-জননীর শ্রীচরণে উৎসর্গ করিয়া, জগৎ-বাসীর সহিত একপ্রাণ একহৃদয় হইলেন। এবং তিনি মহাপ্রেমে প্রমত্ত হইয়া জগৎবাসী নর-নারীর সহিত হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতে করিতে বলিতে থাকেন "আমরা মায়ের মা আমাদের" এই যে মহামিলন, এমিলনের দৃশ্য, বর্ত্তমান নববিধানে শ্রীব্রহ্মানন্দকেশবচন্দ্রের সহিত মাতৃভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মিলন আমরা দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। নিরাকারা চিন্ময়ী জননীকে দেখিয়া, শুনিয়া, তাঁর প্রেমে পাগল হইয়া শ্রীব্রহ্মানন্দকেশবচন্দ্রই এযুগে সদলে মহানৃত্য কীর্ত্তন করিয়া ছিলেন। যখন শ্রীব্রহ্মানন্দের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংশ দেব হাত ধরাধরি করিয়া পাগলের ন্যায় নাচিতে নাচিতে গাহিতেন "আমরা মায়ের, মা আমাদের, আমরা মায়ের, মা আমাদের" তখনকার স্বর্গীয়দৃশ্য যাঁরা দেখিয়াছেন তাঁরাই ধন্য হইয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে নরনারী জড়াসক্ত ও মাটী পূজা করিয়া মাটী হইতে ছিল; তাই জগতের এই অশেষ দুর্গতি দূরকরতঃ সমস্ত মানব জাতিকে এক মহাপ্রেমে প্রমত্ত করিয়া ধরায় স্বর্গরাজ্য স্থাপনের জন্য চিন্ময়ী মা স্বয়ং আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া তাঁর নবভক্ত শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে সদলে এই মাতৃ প্রেমের মহাসাধনায় নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীব্রহ্মানন্দদেবের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মিলন সত্যই ধরায় স্বর্গের শোভামা দেখাইয়াছেন। অতএব যতই আমরা আত্মপর ভুলিয়া বিশুদ্ধ প্রেমে ভাই ভগিনীর সহিত মিলিয়া বলিতে পারিব "আমরা মায়ের মা আমাদের" ততই আমরা ধরায় স্বর্গদর্শনে কৃত-কৃতার্থ হইব। অতএব প্রার্থনা করি মা আমাদের সকলের নীচতা হীনতা ধ্বংস করতঃ তাঁরই প্রেমে আমাদিগকে চির সম্মিলিত করিয়া সকল প্রকার ভেদাভেদ ঘুচাইয়া দিন।

অযোগ্য—অকিঞ্চণ সন্তান।

প্রাপ্ত।

(লক্ষ্ণৌস্থ মহিলাদিগের উপাসনায় পঠিত।)

গীতায় লিখিত আছে—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে একদা একটী প্রশ্ন করেন, হে সখা, আজ আমার মনে বড়ই মর্ম্মভেদী কাতর বেদনা অনুভব করিতেছি এই বিরাট যুদ্ধে এত অসংখ্য প্রাণ হানি হইল ইহাতে আমার লাভ হইল কি! হে বন্ধু এই স্বজাতি নিধনে এই এত হাহাকারে বড়ই ব্যথিত হইতেছি, (যুদ্ধ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ যে সকল উপদেশ দেন তাহার ব্যাখ্যা গীতায় সবিস্তারে লিখিত আছে এস্থানে সে সকলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন ও অনেক সময় সাপেক্ষ) শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"হে অর্জ্জুন তুমি যাহা ব'ললে তাহা অতি সত্য কথা, কিন্তু জানিও অর্জ্জুন! আমার কোন কার্য্য বৃথা হয় না, সখা! আমি তোমার জন্য এত করিলাম অথচ তুমি বন্ধু হইয়া আমাকে প্রশ্ন করিলে আমার কি লাভ হইল? যাহা হউক, তুমি আমাকে যতই অবিশ্বাস কর না কেন আমি কিন্তু তোমায় ভালবাসি আমি তোমার বন্ধু এবং তুমি আমার বন্ধু এ আমার অন্তরের কথা।" তখন অর্জ্জুন অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিলেন "হে সখা আমায় ক্ষমা কর, আমি এই প্রশ্ন করিয়া অত্যন্ত অপরাধী হইয়াছি তুমি যখন আমাকে ভালবাস, আমি সর্ব্বস্ব হারাইয়াও তোমাকে পাইয়া সুখী, তুমি যখন আমার হৃদয়বন্ধু আমি সকল শোক তাপ পাশরিব সকল বিচ্ছেদ সহ্য করিব, তোমাকে বন্ধুরূপে পাওয়া এ আমার পরম সৌভাগ্য"

শ্রদ্ধেয়া ভগিনীও প্রিয়তমা কন্যাগণ! এই যুগধর্ম্ম বিধানে পুনরায় আমরা এই কথাই শুনিলাম পরম ভক্ত শ্রীকেশব

চন্দ্র সহযাত্রীগণ সহ সঙ্গীতে গাহিলেন,—"ওহে তোমারে লইয়ে সর্ব্বস্ব ছাড়িয়ে পর্ণকুটীর ভাল, যখন তুমি হৃদয়নাথ, আমার হৃদয় করহে আলো, আমি সবদুঃখ যাই পাশরিয়ে" সত্যই ভগবান মানবকে বন্ধুরূপে দেখা দিবার জন্য এক একটী ভক্ত জীবনে প্রকাশিত হন—আমরা যদি এই ভাবে নিজ নিজ জীবনে শ্রীভগবানকে বন্ধুরূপে সহায়রূপে দেখিতে চেষ্টা করি নিশ্চই দেখিতে পাইব। সেদর্শন দিবার উৎকৃষ্ট পথ ও উপায় তিনি স্বয়ং আমাদের নিকট প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই পথও উপায় প্রতিদিন ভক্তি ভাবে ব্যাকুল অন্তরে ব্রহ্মপূজা করা, এই পূজায় আমরা অন্তরে বল পাই, বিশ্বাস পাই এই উপাসনাকে সঙ্গী করিয়া আমরা সারাজীবন শান্তিতে কাটাইতে পারি, ও ভক্তিতে নিজ নিজ জীবনকে সরস রাখিতে পারি। জীবনে এমন অনেক ভয়াবহ অবস্থা আসে, যাহা জীবনের সকল মধুময় ভাবকে শুকাইয়া ফেলে, পরে মরণের পথে অবিশ্বাসের পথে অগ্রসর করাইয়া দেয়, তখন এই পূজা উপাসনা আমাদের সেই সকল সঙ্কটাবস্থা হ'তে রক্ষা করে। তাই আজ বিনীত ভাবে এই নিবেদন করিতেছি, প্রতি-দিন এই উপাসনা সাধন করুণ, আপনারা সকলেই দেখিতে পাইবেন, সংসার সংকটে জীবন সংগ্রামের দিন তিনি কত নিকটে তিনি কত সত্য সহায়, তিনি কত করুণাময় হইয়া আছেন।

যাঁহারা এখন জীবনের প্রথম সোপানে উপস্থিত হইয়া আছেন, তাঁহারা যদি নিজ নিজ সন্তানকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নিজেদের এই উপাসনা প্রতিদিন জীবনে সাধন করিতে হইবে, তবে সন্তানেরা তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া শিখিবে, যাহা আমরা নিজেরা কখনও করি নাই, তাহা কেমন করিয়া সন্তানদের নিকট কামনা করিব? যেমন আজ কালকার দিনে চিকিৎসা বিজ্ঞানে, ইন্‌জেকসান দেওয়ার একটী প্রধান উপায় হইয়াছে, যে কোন মারাত্মক সংক্রামক রোগ হোক না কেন, ইন্‌জেকসন নেওয়া থাকিলে সহজে কোন রোগ ধরিতে পারে না, এই তার উদ্দেশ্য, আমার মনে হয় আমরা যদি প্রত্যেকে হরি-নামের ইন্‌জেকসন নিজেরা লই ও সন্তানদের দেই, তাহা হইলে, এই মহাজীবন সংগ্রামের দিনে, নানা ভয়াবহ চিন্তার মধ্যে, নানা মানসিক ব্যাধির হাত হতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিতে পারিব ও ভবিষ্যতে সন্তানরাও পারিবে পুত্রকন্যারা নিজ নিজ জীবনে অটল বিশ্বাস ভক্তি লাভ করিয়া আপনারা ধন্য হইবে, পরিবারের সুনাম রক্ষা করিবে, পিতা মাতার হৃদয়ের আনন্দ বৃদ্ধি করিবে ও সৎপথে থাকিয়া এক একটী সুখী পরিবার রচনা করিয়া শ্রীভগবানের নাম গৌরবান্বিত করিতে এবং তাঁহাকে বন্ধু ও সহায়রূপে দেখিতে সক্ষম হইবে।

লক্ষ্ণৌ, বুধবার, সেবিকা—নির্ম্মলা বসু
২৭।৭।২৭

শিশু ও মানব

প্রশ্ন:—"মানব" ও শিশুর ব্যাবধান কি?

উঃ—শিশু মরিয়াই মানব হয়,—অর্থাৎ মানবই "শিশুর বিকার" বা পরিণতি। এই বিকার কাটাই "স্বধর্ম্ম"। দুগ্ধ বিকৃত হইয়াই দধি হয়। গুরুই কেবল এই বিকার কাটাইতে পারেন।

প্রশ্ন:—শিশু কিসে মানবে পরিণত হয়?

উত্তর:—১ম। লজ্জা, ২য়। ঘৃণা ও ভয়।

"মানব" হইতে লজ্জা, ঘৃণা ও ভয় বাদ দাও, সে আপনিই গুরুকৃপায় "শিশু হইয়া পড়িবে।

"Religiou" অর্থে Re-back, legion go, অর্থাৎ "পূর্ব্বাবস্থায় (শিশুত্বে) ফিরিয়া আসা। প্রিয়ভক্ত ঈশা বলিয়াছেন—If you want to enter the Kingdom of Heaven, be a little child.

সঙ্গীতাচার্য্য গাহিয়াছেন:—

ভক্ত শিশুদলে, ভকতবৎসলে!
মিশাইয়ে কেন দাও না আমায়
মিশে সেই দলে, বসে তব কোলে
প্রাণ আমার এখন খেলিতে চায়॥

একটী অকিঞ্চন।

উড়িষ্যায় ব্রহ্মোৎসব

উড়িষ্যা হইতে আসিয়া অবধি তাহার জন্য আমার প্রাণে অভাব বোধ হইতেছে। ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহারই কথা মনে পড়িতেছে। আসিয়াই আমি জ্বরে শয্যা লইয়াছিলাম, রোগ শয্যায় উড়িষ্যার ছবিখানি ভাসিয়া উঠিয়াছে। কোন কোন দেশের কথা ভোলা যায় না, তাহার শোভা সম্পদের জন্য যেমন দার্জ্জিলিং তার মেঘ, তার অপূর্ব্ব ধনশ্রী, তার স্বর্ণা মনের আশে পাশে স্বপ্নের মত একটা অতৃপ্তি জাগায়। কিন্তু উড়িষ্যা বালেশ্বর অথবা ময়ুরভঞ্জের বারিপদা সেরূপ শোভা সম্পদ ভূষণা নয়, তবে—তবে কিসের জন্য ইহার আকর্ষণ? মন কেন ইহাকে ভুলিতে পারিতেছে না? তাহা এই দেশবাসীদিগের সরল প্রাণেরস্মৃতি। আমি তিনটি ছোট ছোট শিশু লইয়া বালেশ্বর উৎসবে যাইতে ভয় পাইতে ছিলাম, বালেশ্বর রেলওয়ে ষ্টিসনে পৌঁছিতে সে ভয় অন্তর্হিত হইল। পরম উৎসাহী শ্রদ্ধাভাজন বাবু নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে লইতে ষ্টিসনে উপস্থিত হইয়া তিনি সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তিনি একা পুরুষ-মানুষ কত বিবেচনা করিয়া বালেশ্বর ব্রহ্মমন্দিরের প্রকোষ্ঠে আমাদের

জন্য সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া ছিলেন ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। উড়িষ্যা বড় দরিদ্রদেশ। প্রেরিতভক্ত নন্দলালের উৎসাহে সেখানকার মন্দিরটি যতখানি তৈয়ারি হইয়াছিল তাঁহার পরলোকেরপর আর কেহ তাহাকে সমাপ্ত করিতে তেমন যত্নবান হন নাই। এখন নগেন্দ্রবাবু মন্দিরের কাজ সুসম্পন্ন করিতে যত্নবান হইয়াছেন। বালেশ্বর ব্রহ্মমন্দির সংলগ্ন বিস্তর জমি আছে, তাহাতে যদি ফল ও আনাজের চাষ করা যায়, মন্দিরের রীতিমত আয় হয়। কেহ যদি সেই মন্দিরের প্রকোষ্টে থাকিয়া দেখিয়া শুনিয়া, চাষাদী করান তাতে মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি হয়। শ্রদ্ধেয় নগেনবাবু একাকী বালেশ্বর ও বারিপদা উভয় স্থানে সমাজের কাজ পরিচালনা করিতেছেন। বালেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গনে ভক্ত নন্দলালের সমাধি আছে। উৎসবের বিবরণ কিবা দিব? মুষ্টিমেয় লোকে কিরূপ জমাট উৎসব হইতে পারে যদি কেহ দেখিতে চান বালেশ্বর উৎসবে যাইবেন। (নিয়ে)

বালেশ্বরের নববিধান সমাজের উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

গত ১৩ই জুলাই বুধবার সকালে বালেশ্বর ব্রহ্মমন্দিরেই উৎসবের উদ্বোধন হয়। ১৪ই জুলাই বৃহস্পতিবার সকালে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ও সন্ধ্যায় নুতন বাজারে প্রচার যাত্রা হয়। ১৫ইয়ের কার্য্যের বিষয় জানিনা, ১৬জুলাই শনিবার সকালে বার বাটী শ্রদ্ধেয় ভগবান-দাসের ভবনে উপাসনার কার্য্য সেবক অখিলচন্দ্র রায় করেন। ১৭ই জুলাই রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে সমস্তদিন ব্যাপি উৎসব। প্রাতে শ্রদ্ধেয় সেবক ভাই অখিলচন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে নীতি বিদ্যালয়ের উৎসবে ডাক্তার শ্রীকৈলাসচন্দ্র রাও সাস্থ্য বিষয়ের কথা ও অন্যান্য কেহ, কেহ, কিছু বলেন। শেষে সকলকে জলযোগ করাণ হয়। রাত্রীতে শ্রদ্ধেয় ভগবান বাবু ও প্রেমেন্দ্র বাবু মিলিত ভাবে উপাসনাদী করেন। ১৮ই জুলাই সোমবার সকালে মহিলা উৎসব হয়। শ্রীমতী ছায়ামমী দেবী উপাসনা করেন, আমি সঙ্গীত ও পাঠের ভার লইয়া ছিলাম। বৈকালে নগর সংকীর্ত্তন ও মতিগঞ্জ বাজারের সম্মুখে বক্তৃতা। শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র দাস হিন্দিতে শ্রদ্ধেয় ভাই অখিলচন্দ্র রায় বাঙ্গালায় ও শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রনাথ রায় বিশুদ্ধ উর্দ্দুতে বক্তৃতা করেন। ১৯শে জুলাই প্রাতে উপাসনা ও সন্ধ্যায় বালেশ্বর ব্রহ্মমন্দিরের সাধারণ সভ্য মণ্ডলীর সভায় কার্য্যানির্ব্বাহক সভা পুনঃগঠন ও সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচন। নগেন বাবু সভাপতি ও সম্পাদক শ্রীমতী ছায়ামমী দেবী ও বাবু স্যামসুন্দর বিশাল সহকারী সম্পাদক এক বৎসরের জন্য মনোনীত হইলেন। এই উৎসবের বিশেষ বিশেষ দিনে যতগুলি প্রাণী মন্দিরে সমবেত হইতেন, সকলে যে দিন যাহা জুটিত একত্র বসিয়া আহার করিতেন এরূপ কি কোনস্থানে হয়? প্রত্যহ দুইবেলা একত্র ভগবানের নাম গ্রহণ পুর্ব্বক যৎকিঞ্চিৎ যাহা থাকিত বা জুটিত তাই প্রসাদ পাইতাম। যোগী ভক্ত পদ্মলোচন দাসের নাতি জামতা শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র পাণ্ডা, সুমধুর কণ্ঠে হরিনাম কীর্ত্তনে মন্দির ছাইয়া দিতেন। হয় নন্দলাল বাবুর না হয় পদ্মলোচন বাবুর ভক্তিরসাত্মক গানগুলি উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন হইত। এ কলিকাতার উপাসনা প্রারম্ভের সামান্য কীর্ত্তন নয়, এ সব কটী প্রাণের প্রাণের ভিতর দিয়া একমনে আত্মনিবেদন, গোবিন্দ বাবুর কীর্ত্তনের আশ্চার্য্য ক্ষমতা। তাঁহার গানেরদল বারিপদা উৎসবেও গিয়া-ছিলেন। সেখানেও সুমধুর কীর্ত্তনে গোবিন্দ বাবু মনপ্রাণ ভরিয়া দিতেন। বালেশ্বরের ভক্তিভাজন বৃদ্ধ ভগবানচন্দ্র দাসের পুত্রবধু ছায়াময়ী দেবীর কথা ভুলিবার নয়। আমার তিনটি মেয়ে তাঁহাকে যে কি প্রকার ভাল বাসিয়াছে ভাবিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। আমার গায়ত্রী কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিতে চাহেনা। তিনি কি যত্ন সেবা করিয়াছে আমি একমুখে বলিয়া শেষ করিতে পারি না, তিনি নিজের গৃহ ও ছোট ছোট ছেলে গুলিকে ছাড়িয়া আমাদের সহিত বারিদায় উৎসব করিতে গিয়াছিলেন। সেখানেও তাঁর সেবাপরায়ণ—হৃদয়ের ভালবাসা অজস্র পাইয়াছি।

বালেশ্বরের আর এক মধুর স্মৃতি, নবদীক্ষিত ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র রাও ও তাঁহার পত্নী তুলসী দেবী, তুলসীদেবীর ভক্তিশাস্ত্রানুসারে আর এক নাম হরিপ্রিয়া। আমার এ তুলসী দেবীরও অন্তর বাহির মধুর রসে ভরা। আমি ক্ষনিকের দেখায় এত সেবা ভালবাসা কোথাও পাই নাই। বালেশ্বর তাঁহার স্মৃতির জন্য আরও মধুর হইয়াছিল। তৎপর বালেশ্বরে উৎসবের পর আমরা তিনদিন তথায় ছিলাম। ডাক্তার কৈলাসবাবু তাঁহার বাড়ীতে লইয়া রাখিবার জন্য কত আগ্রহ অনুরোধ। অন্যান্যস্থানে দুইবেলা, নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়া তাঁহার বাটীতে বাসকরা হয় নাই। নিমন্ত্রণে যথেষ্ট আহার করাইয়া তুলসী দেবী পরিতৃপ্ত হন নাই। বাটীতে রাখিবার তাঁহার আগ্রহ মনে হইলে মনে হয় তাঁহার নিকট দুইদিন গিয়া থাকি। বালেশ্বর হইতে যেদিন আমরা বারিপদা যাই, সে দিন ভোর রাত্রি হতে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল সেই বৃষ্টিতে মেয়ে তিনটাকে নিয়া ভিজিতে ভিজিতে বারিপদা পঁহুছিলাম। বারিপদায় প্রত্যহদিনই বৃষ্টি হইত। কিন্তু উৎসব প্রবলবেগে চলিয়াছিল। গোবিন্দবাবুর কীর্ত্তন নগেন বাবুর উৎসাহ জমাট উৎসব না করিয়া ক্ষান্ত হইত না। আর অখিল দার জলন্ত উপাসনা ও কি উৎসাহ। বালেশ্বর নগর সংকীর্ত্তনের দিন রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়া ও তথাকার মতিগঞ্জের বাজারের সম্মুখে প্রকাশ্য বক্তৃতা হয় সেখানেই অখিলদার শরীর বেশী খারাপ হইয়াছিল তিনি ও ভগবানবাবু এবং শ্রীযুক্তপ্রেমেন্দ্র নাথ রায় হিন্দু মুসলমান সকলেই যে এক ঈশ্বরের উপাসক, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ এসম্বন্ধে সকলেই পরস্পরের ভ্রাতা এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। আশ্চর্য্য সমবেত জনগণ একেবারে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বক্তৃতার প্রত্যেক কথা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করেন। শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রবাবু গলায়

হারমোনিয়ম লইয়া কি উৎসাহে নগর কীর্ত্তন। আমার বিস্ময় বোধ হইয়াছিল তাহার অপূর্ব্ব শক্তি দেখিয়া। বারিপদার নগর কীর্ত্তন সহর ঘুরিয়া রাজবাড়ীতে যাওয়া হইবে কথা ছিল কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় মুসলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সন্ধ্যা হইতে মন্দিরে কীর্ত্তন হইল বৃষ্টি আর থামেনা তারপর রাত্রি প্রায় ৯টার সময় বৃষ্টির বেগ থামিল তখন কীর্ত্তন বাহির হইল। কীর্ত্তন ঘুরিয়া আসিয়া নগেনবাবুর বাটীতে সমবেত হইল, সেখানে খুব মত্ততার সহিত প্রায় একঘণ্টা কীর্ত্তন হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্ব দিন আমাদের অক্ষয় দা বারিপদা পঁহুছিয়া ছিলেন তিনিও সমস্ত দিন উৎসবের সায়ং কাল ও নগরকীর্ত্তনেরদিন প্রাতে উপাসনা করেন নগেন্দ্রবাবুর বাটীতে বারিপদায় তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও পুত্রবধু আপনার লোকের ন্যায় আদর যত্ন করিয়াছিলেন। নগেন্দ্রবাবুর কত যে ভাবনা আমাদের জন্য। তারপর বৃষ্টিতে বারিপদায় নদীতে বান ডাকিল। সেজন্য উৎসব অন্তেও বারিপদার কদিন আমি থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। (নিম্নে)

বারিপদার উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বারিপদার উৎসব ২৩শে জুলাই হইতে আরম্ভ হয়। সেইদিন সন্ধ্যায় আরতি হইয়া উদ্বোধন হইল। নিশানের চতুষ্পার্শে আলোক জ্বালাইয়া জয় মাতঃ জয় মাতঃ গানটি হইল। ২৪শে প্রাতে স্বর্গীয় ভক্ত নন্দলাল বন্দোপাধ্যায়ের একবিংশ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের বাটীতে উপাসনা হয়। শ্রদ্ধের ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। নগেন্দ্রবাবু বিশেষ প্রার্থনা করেন। বৈকালে সেই-স্থানে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রনাথ রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে উপাসনা হয়। "কর হে নববিধান মূর্ত্তিমান এজীবনে এই গানটী হইয়াছিল, সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত প্রমেন্দ্রনাথ রায় উপাসনা করেন। ২৫শে সোমবার প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনান্তে অপরাহ্নে নীতি-বিদ্যালয়ের উৎসব হয়। ময়ুরভঞ্জ ষ্টেটের ডেপুটীমেজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার রাও সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও সন্ধ্যায় মহিলা উৎসব শ্রীমতী ছায়াময়ী দেবী উপাসনা করেন ও শ্রীমতী বনলতা হালদার পাঠ ও সঙ্গীত করেন। ২৬শে জুলাই সমস্ত দিনব্যাপি উৎসব প্রাতে ও সন্ধ্যায় উপাসনা এবং অপরাহ্নে পাঠ আলোচনা প্রাতে শ্রদ্ধের ভাই অখিল-চন্দ্র রায়, সন্ধ্যার ভাই অক্ষয়কুমার লধ আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২৭শে জুলাই সন্ধ্যাহইতে ৯টা পর্য্যন্ত বৃষ্টি সত্বেও ব্রহ্ম-মন্দিরে হইতে নগরসংকীর্ত্তন বাহির হইতে নগেনবাবুর বাড়ীতে শেষ হয়, ও বন্ধুগণ প্রীতিভোজন করেন।

বারিপদার মন্দিরটি অতীব সুন্দর, এখন তাহার চূড়াটী অসমাপ্ত আছে। বারিপদায় নগেন্দ্রবাবু ব্যতিরেকে কেহ নববিধান বিশ্বাসী নাই। কিন্তু মন্দিরে লোকের কিছুমাত্র অভাব ছিলনা। মন্দিরটির চারিপাশে অনেকখানি জমি আছে। তাহাতে একটী Library and a Night School করিবার ইচ্ছা নগেন্দ্রবাবুর আছে। তিনি যেরূপ উৎসাহী ও কর্ম্মী পুরুষ ভগবান তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করুণ। তাঁহাকে দীর্ঘ জীবি করিয়া উড়িষ্যা প্রদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করান। বালেশ্বর ও বারিপদার সরল বিশ্বাসী ও ভক্তিভাজন গুলিকে স্মরণ করিয়া আমি বারবার নমস্কার করি। আর যাঁহার দয়ায় তাঁহাদের সহিত আমার এ ক্ষণিক পরিচয় তাঁহাকে বারবার কৃতজ্ঞতার সহিত নমস্কার করি। এই কলিকাতা সহরে নগেন্দ্রবাবুর মত উৎসাহী দু একটী বিশ্বাসী যদি থাকিত আজ নববিধানমণ্ডলী নববিধানকে না বুঝিয়া তাহাতে নববি-ধান দেবীর পূজা ও প্রতিষ্ঠা না করিয়া মিথ্যার দুয়ারে আত্মাহুতি দিতে অগ্রসর হইত না। নববিধান সমাজের বিশিষ্ট বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, প্রেরিতদিগের বংশধর হইয়া কোন মুখে কি আস্পর্দ্ধায় কলিকাতার নববিধান মণ্ডলীর কতিপয় ব্যক্তি নববিধানকে অপমান করিতে সাহসী হইল কে বলিবে? ভগবান তাঁহাদিগকে শুভমতি দিন। নববিধান কি তাঁহারা বুঝুন। হেলায়রত্ন হারাইবেন না এই অনুরোধ। যদি ভগবানের ইচ্ছা থাকে শত শত উৎসাহী এখনো জাগিবে। অবিশ্বাসী হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইবে। অকৃতজ্ঞতা দূরে যাইবে। এখনো ভক্তি নিষ্ঠা লোপ পায় নাই তাহা মফঃস্বলে একবার গেলেই সকলে বুঝিবেন। ভক্তি নিষ্ঠা কলিকাতার প্রত্যেক নববিধান মণ্ডলী ভুক্ত ব্যক্তির জীবনে ফুটুক এই প্রার্থনা। যাহারা নববিধান রাখিবে যাঁহারা নববিধানের রক্ষক, শ্রীআচার্য্যদেব তাঁহার নব-শিশুকে যাঁহাদের হাতে দিয়া গিয়াছেন তাঁহারাই ভক্ষকের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন কি আশ্চর্য্য! ভগবান ভক্ষকদের তীব্র ক্ষুধা প্রশমিত করুন। মফঃস্বলবাসীদিগের ভক্তি ও উৎসাহের এক এক কণা এই সমুদয় ভক্ষকদিগের অন্তরে সঞ্চারিত হউক। তাহারা নববিধানের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিয়া তাঁহাকে নতশিরে প্রণাম করুক। জয় নববিধানের জয়, জয় ভক্তবৃন্দের জয়, জয় মা আনন্দময়ীর জয়।

কলিকাতা, নিবেদিকা :—
শ্যামবাজার, শ্রীমতী শান্তি সুধা রায়।

—•—

নূতন সঙ্গীত।

(হাওড়া বাঁটরা নিবাসী শ্রীমৎ সূর্য্যকুমার দাসের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে।)

১। উঠন (আজ) উজল হয়ে মহাবিশ্বের পরপারে
অরুণ কিরণে
ঐ দেখ সব আপনার জন তাকিয়ে আছে এলোক পানে।

২। নাবিয়ে নিতে তরী হতে মুক্তি নদীর ঘাটে ক্লান্ত শ্রান্ত
তাপিত জনে
দাঁড়িয়ে আছে কতদিন হতে লয়ে যেতে মঙ্গল নিকেতনে

৩। হারিয়ে যাবে সুপ্তি ধামের হাটে বুকভরা আলিঙ্গনে
পূর্ণ সান্ত্বনার মাঝে আপনাকে খুঁজে পায়না সেথানে।

৪। সেথায় মহানন্দে বিভোর হয়ে আছে সব মগন ধ্যানে
একে একে নীলসাগরে শয়ান সবে নির্ব্বাক নিশ্চিন্ত মনে

৫। অপূর্ব্ব শোভায় পূর্ণ বিরাট নগর মুখরিত শ্যাম গানে
মুগ্ধ নিয়ত কত শত ঋষি মুনিগণ বসে যোগাসনে।

শ্রীদিননাথ সরকার।

"আমিত্ব"।

(নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে—সুর)

আমার আমিত্বে সদা মত্ত আমি,
তাইতে শুনি না তোমার কথা ;
তব নামে করি নিজেরে প্রচার
তাইতে জীবনে এ ঘোর নীচতা !
যখন না পাই নিজ বাঞ্ছিত,
পদে পদে মনে ভাবি লাঞ্ছিত ;
তোমার ইচ্ছার হলে অনুগত,
ক্ষতি অপমানে লাগিত না ব্যথা।
মুখে বলি প্রভু তব পূজা করি,
মনে মনে পুষি কত মিত্র অরি ;
যদি চলিতাম তব লক্ষ্য ধরি,
হেরিতাম ভবে কেবল মিত্রতা ;
তব আঁখি আছে চেয়ে অনিমেষে,
বিলায় সান্ত্বনা আস্তিকে নাস্তিকে ;
ও আঁখিতে যেই চলে আঁখি রেখে
সে দেখে এ বিশ্বে অখণ্ড একতা।

শ্রীবিনয় ভূষণ সরকার :—

—০—

কৃষকসন্তানের ধর্ম্মজীবন।

বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম নববিধানে যেমন সাধুভক্ত দিগের সমাবেশ হইয়াছে তেমন দীনদরিদ্র কৃষকের সন্তানদেরও ধর্ম্ম-জীবন লাভ হইয়াছে। আমরা সকল বিষয় না জানিয়া অনেক সময় বৃথা ধর্ম্মাভিমানে স্ফীতবক্ষ হইয়া মনে করি আমরা উচ্চ জাতি, উচ্চশিক্ষিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় উপাধিধারী ধর্ম্মটা আমাদেরই এক চেটে এবং আমরাই এই ধর্ম্মরক্ষা করিব ও ইহাকে আমাদেরই উচ্চাধিকার। যদিও কেহ কেহ ঐরূপ স্পর্দ্ধা প্রকাশ্যে বড় একটা দেখান না, কিন্তু আকারে ইঙ্গিতে ভাবে ভঙ্গিতে সেরূপ আভাষ অনেক স্থলে পাইয়া থাকি সুতরাং মর্ম্ম ব্যথাও অনুভব করি। যাহা হউক এই পরিত্রাণপ্রদ নববিধানের যুগে নববিধান ঘোষণায় অতি অল্প সময় মধ্যে বাঙ্গালার সুদূর পল্লিতে এক দরিদ্র কৃষকের গৃহে একটী বালকের ধর্ম্ম-জীবন লাভের বিষয় যতটা সংক্ষেপে পারি তাহা বিবৃত করিয়া বিশেষ ভাবে মণ্ডলীর ভাই-ভগিনীদিগের হস্তে সেই কৃষকসন্তানের ক্ষুদ্রজীবনী উপহার দিয়া ধন্য হইব। এইটী অন্তরের সাধ' মা! সে সাধ পূর্ণ করুণ এই প্রার্থনা।

হাওড়া জিলার কোন দরিদ্র পল্লিতে এই কৃষক-সন্তান সন ১২৭৩ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন্। সন্তানের পিতা ও মাতা সরল প্রকৃতির ধর্ম্ম-ভীরু লোক ছিলেন, দরিদ্র কৃষক চাষ আবাদ ও মাঝে মাঝে কোন ধনীর অধিনে সামান্য বেতনের চাকুরি করিতেন। এই শিশুটী তাঁদের তৃতীয় সন্তান, শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে ক্রমে ক্রমে শশীকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, বালকটী শৈশবে বেশ হৃষ্টপুষ্টই ছিল। শিশুর যখন ৩।৪ তিন চারি বৎসর বয়স সেই সময় এক দিবস পাড়ার অন্যান্য ছেলেদের সহিত কতকগুলি খাজুর লইয়া খেলা করিতেছিল এমন সময় একদল হনুমান, পরস্পরে খুব ঝগড়া ও চেঁচামেচি এবং মারামারি করিতে করিতে সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে শিশুর হস্তে খাজুর দেখিয়া একটী বীর হনুমান তাহা কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিল, শিশু নির্ভয়ে খাজুরগুলি মুষ্টীবদ্ধ করিয়া থাকায় শ্রীরামচন্দ্রের পরম-ভক্ত বীরহনুমান তখন ক্রোধান্ধ হইয়া বালকের বামহস্তটী দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া দন্ত দ্বারা একখণ্ড মাংস কাটীয়া লইয়া পলায়ন করিল। এই ভীষণ আক্রমনে শিশু রক্তাক্তকলেবরে ভূপাতিত হইয়া যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। ঐ ভীষণ ব্যাপারে অন্যান্য বালক বালিকারা ভয়ে চিৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিতে থাকায় শিশুর মাতা দৌড়িয়া তথায় উপস্থিত হন এবং শিশুকে মৃতপ্রায়াবস্থায় দেখিয়া শোকাকুলিত চিত্তে তাহাকে কোলে করিয়া কাঁদিতে থাকায় সমস্ত পল্লিতে হাহাকার পড়িয়া গেল। এই সংবাদে বালকের পিতা, খুল্লতাত ও জেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতি মাঠ হইতে ছুটীয়া আসিয়া শিশুর জীবন রক্ষা কিসে হইবে এই চিন্তায় চিকিৎসকের অন্বেষণে চারিদিকে ছুটাছুটী করিতে লাগিলেন। পল্লিগ্রামের নিরক্ষর অনেক হাতুড়ে রোজা আছে, পল্লিবাসিনী গিন্নিরাও সমব্যাথা প্রকাশ করিয়া যিনি যা পারিলেন ঔষধ দিতে লাগিলেন। এতো যে সে রোগ নয়, এ যে রামভক্ত হনুমানের দংশন যাতে তাতেকি ভাল হইবে, শিশুর অবস্থা ক্রমেই মন্দর দিকে চলিল। হনুমানের আক্রমন তো সামান্য নয় তাতে ও যে বিষ আছে, ক্রমে ক্রমে ক্ষত স্থান পচিতে লাগিল। ছেলেবেলা থেকে আমি ও অনেক বার বৃদ্ধদের কাছে শুনেচি "মারে হরি রাখে কে! রাখে হরি মারে কে?" এক্ষেত্রে তাই হইল, লীলাময় শ্রীহরিনাকি এই সামান্য নগন্য বালককেও তাঁর যুগধর্ম্ম বিধানের ক্ষেত্রে লইয়া কিছু নয় কিছু করিবেন! তাই অনেক অনুসন্ধানে অনেক দূর হইতে একটী গ্রাম্য চিকিৎসক

আসিয়া বালকের চিকিৎসার ভার লইয়া তিনি বেশ দক্ষতার সহিত গাছ গাছড়া ও তৈলাদীর দ্বারা শিশুর চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, তাঁর চিকিৎসায় ক্রমে ক্রমে প্রায় ছয় মাস পরে বালকটী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। তারপর হইতেই কিন্তু শিশুটীর সাস্থ্য ভঙ্গ হইল, রোগা ছেলের উপর মা বাবার ও বিধবা পিসিমার আদর যতন তখন হইতে কিছু বেশীরকম দেখা যাইত। শ্রী—চিরসঙ্গী।

(ক্রমশঃ)

—০—

বিধানে বিশ্বাস।

বিধানে বিশ্বাস করা, আর করতলে মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া একই কথা। সুতরাং বিধানে বিশ্বাস করা অতিশয় গুরুতর ব্যাপার। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেবকের নিবেদনে বলিলেন, "দুর্ব্বোধ্য নববিধান।" নববিধান দুর্ব্বোধ্য হইল এই জন্য যে, এখানে সমুদয় ব্যাপার শুধু বিশ্বাসের উচ্চ এবং বিস্তৃত ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। "বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি" অর্থাৎ বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল। একটী বিশাল বটবৃক্ষ যেমন ক্ষুদ্রবীজ হইতে উৎপন্ন হয় এবং যথাকালে আপনার শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া, নানা-দিগ্‌দেশাগত পক্ষী সকলের। আশ্রয় হইলেও এবং মনুষ্য ও পশুগণের আরামপ্রদ ছায়া দান করিলেও উহা আপনার অধিষ্ঠান-ভূত পৃথিবীতলে মূলকে অবলম্বন করিয়াই স্থিতিকরে, তদ্রূপ বিধান রাজ্যের ব্যাপার সকল মূলে বিশ্বাসের উপরে সংঘটিত হইয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্র বলেন, "আদৌ শ্রদ্ধা"। মহর্ষি ঈশা বলিলেন "Faith is one thing need-ful" অর্থাৎ বিশ্বাস একটী অতিশয় আবশ্যকীয় বস্তু। গুরু নানক বলিলেন, "তাঁহাকে বিশ্বাস করিলে মোক্ষদ্বার লাভ হয়। বিশ্বাস করিলে সপরিবারে উদ্ধার হওয়া যায়। বিশ্বাস করিয়া গুরু এবং শিষ্য উভয়ে তরিয়া যান। নানক কহেন, বিশ্বাস করিলে ভবে আর ভিক্ষা করিতে হয় না।" চীনদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বলেন, "বিশ্বস্ততা ও সারল্য এই দুইকে সর্ব্বপ্রথম তত্ত্বরূপে গ্রহণ কর। অতএব বিশ্বাসের প্রাধান্য সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে স্বীকৃত হইয়াছে এবং চিরকাল হইবে। বিধানে যাঁহারা বিশ্বাস স্থাপন করেন, বলা বাহুল্য যে, তাঁহারা জীবন্ত জাগ্রত, পূর্ণ কর্ম্মঠ ঈশ্বরে বিশ্বাসী। যে ঈশ্বর জীবন্ত জাগ্রত, পূর্ণ কর্ম্মঠ নহেন, তিনি জীবের পরিত্রাণের জন্য ব্যস্ত নহেন, সুতরাং জীবের হিতের জন্য, পাপ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য, তিনি কোন ধর্ম্ম-বিধান প্রকটন করেন না। অতএব বিধানে বিশ্বাস করিলেই তাহার বিধাতা বা প্রেরয়িতা ঈশ্বরকে জীবন্ত পূর্ণ কর্ম্মঠ এবং পরিত্রাতা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বিধাতা আমার পরিত্রাণের জন্য এই বিধান প্রকটন করিয়াছেন যিনি এরূপ বিশ্বাস করেন, তাঁহাকে গুরুতর পরীক্ষার ভিতর দিয়া অনন্ত জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হয়। কেন না যেমন জীবন্ত ঈশ্বরে, তেমনি তাঁহার বাহন প্রেরিত বিশ্বাসীতে এবং বিশ্বাসী দলে এবং ক্রমশঃ জীবন-পথে অগ্রসর হইতে তাঁহাকে প্রতি নরনারীতে বিশ্বাসী হইতে হয়। বিশ্বাসের এই বিশেষ লক্ষণ যে, ইহা কাহাকেও অবিশ্বাস করিতে জানে না। যে বিশ্বাস ধর্ম্মের মূল তাহা শুধু মূলে থাকে না। বৃক্ষ যেরূপ মূলদ্বারা যে রস পৃথিবী হইতে আকর্ষণ করে, তাহা শুধু মূলে না থাকিয়া, বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্পে, ফলে বিকীর্ণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীবন্ত ঈশ্বরে এবং তাঁহার পরিত্রাণপ্রদ ধর্ম্মবিধানে বিশ্বাসী ব্যক্তির বিশ্বাস কোথাও সীমাবদ্ধ ভাবে থাকিতে পারে না। বিশ্বাস প্রকৃত বিশ্বাস সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শন। অর্থাৎ বিশ্বাসী দেখেন, জীবন্ত ঈশ্বর বর্ত্তমান থাকিয়া সমুদয় ব্যাপার সম্পাদন করিতেছেন। ঈশ্বর আমার স্রষ্টা, আমার প্রতিপালক এবং পরিত্রাতা। তিনি আমাকে সৃষ্টি করিবার জন্য এবং প্রতিপালন করিবার জন্য অগ্রে আমার পিতামাতা ও পূর্ব্ব পুরুষদিগকে সৃষ্টি করিলেন। তিনি আমাকে পরিত্রাণ দিবার জন্য সত্য-ধর্ম্মের জ্যোতিঃ আমার অন্তরে বিকীর্ণ করিলেন, যুগ-ধর্ম্ম বিধান করিয়া পরিত্রাণের ব্যাপার অতি নিকটে উপস্থিত করিলেন। পিতা মাতা ব্যতিরেকে যেমন আমার পক্ষে জন্ম লাভ এবং সাংসারিক পরিবার-লাভ অসম্ভব ছিল, তদ্রূপ যাঁহারা পরিত্রাণপ্রদ বিধানের বাহক হইয়া আমার নিকট স্বর্গের সুসংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছেন, তাঁহারা না হইলে আমার গতি, লাভের কোনও উপায় ছিল না। প্রত্যেক শিশুসন্তানের পক্ষে যদ্রূপ পিতামাতাকে বিশ্বাস করা এবং তাঁহাদের উপর নির্ভর করা স্বাভাবিক, তদ্রূপ বিধান-বিশ্বাসীর পক্ষে বিধানের প্রেরিত মানুষে অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষে এবং তাঁহার সহযোগীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ধর্ম্মজীবনের স্বাভাবিক ব্যাপার। আর যদি আমি ঈশ্বরে এবং তাঁহার প্রেরিত পুরুষে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই পরিতুষ্ট থাকি, তাহা হইলেও আমার বিশ্বাস প্রকৃত বিশ্বাস নামের যোগ্য হইল না। কেননা প্রকৃত বিশ্বাস জীবন্ত ঈশ্বরকে 'এখন এবং এখানে' বর্ত্তমান দেখে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে, শুধু মহাপুরুষে বিশ্বাস করিলেও খণ্ডকরা হয়। তিনি মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষলতা, জড়বস্তু সকলেতেই অবতীর্ণ বিধান বিশ্বাস করিলে তাঁহাকে সর্ব্বত্র পূর্ণ কর্ম্মঠ রূপে বর্ত্তমান দেখিতে হয়। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা জীবন্ত ঈশ্বরের পরিত্রানপ্রদ বিধানে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার লীলা দর্শন করেন। এস্থলে আমরা আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের একটী উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাব শেষ করিতেছি। "এই নববিধানকে টানিতে গেলে জড়রাজ্য মনোরাজ্য ধর্ম্মরাজ্য

সমস্ত সঙ্গে সঙ্গে আকৃষ্ট হয়। বস্তু বিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান রাজ্য বিজ্ঞান, ধর্ম্মবিজ্ঞান সকলই প্রকার বিজ্ঞান নববিধানের অন্তর্গত। ইনি যোগ, ভক্তি জ্ঞান, সেবা ফকিরী, বৈরাগ্য প্রভৃতি ধর্ম্মের সমুদয় অঙ্গকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করেন। নববিধান সজন, নির্জ্জন, পারিবারিক, সামাজিক, সকল প্রকার সাধন ভজনের প্রতি অনুরাগী। ইনি ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, সাধু অসাধু, অসভ্য, সুসভ্য সকলকেই আপনার আশ্রয় দেন। ইনি ঈশ্বরের কোন সন্তানকে অবজ্ঞা করেন না। "মাঘোৎসব পৃঃ৯১০ বস্তুত বিধানের বিশ্বাসেই এই ঋষি দৃষ্টি খুলিয়া যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন।
ঢাকা।

—•—

প্রচারক-সভার নির্দ্ধারণ।

(শ্রীআচার্য্যদেবের দেহাবস্থান সময়)

১লা পৌষ ১৮০১শক।

ইভানস্ সাহেবের পত্র প্রচারক সভায় অর্পিত হইয়া এই নির্দ্ধারণ হইল।

আচার্য্য মহাশয়ের প্রতি প্রচারকদিগের ব্যবহার সম্বন্ধে সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে ও হইতেছে। এজন্য এতৎ নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা বলিয়া সাধারণের মনের ভ্রান্তি দূরকরা কর্ত্তব্য। কোন নিষ্পাপ ও অভ্রান্ত ব্যক্তি আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে অবতীর্ণ হইয়াছেন আমরা এরূপ বিশ্বাস করি না। কোন বিশেষ ব্রাহ্ম, মধ্যবর্ত্তীহইয়া আমাদের কল্যানার্থ প্রার্থনা করিলে তাঁহার খাতিরে ঈশ্বর আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন, নতুবা করিবেন না এরূপ আমরা বিশ্বাস করি না। মনুষ্য মাত্রেরই ভ্রম ও অপবিত্রতা আছে, সুতরাং ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ পূর্ণ-সত্যের আদর্শ হইতে পারেন না। তবে আচার্য্য মহাশয় ঈশ্বরের আদেশে আমাদের ধর্ম্ম ও সংসারের ভার লইয়া ছেন এ জন্য তাঁহাকে আমরা ধর্ম্ম ও সংসার উভয় সমাজে বন্ধু ও আচার্য্য বলিয়া শ্রদ্ধা করি।

২০শে মাঘ—সভাপতি বলিলেন, বিধানের জন্মের পর একটী শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গরূপে সকলে অভিন্ন হৃদয় একহৃদয় হইয়া প্রচার করুণ। সমস্ত প্রণালী একীভূত হয়। বিচ্ছেদ বিভিন্নতা স্বাতন্ত্র্যতা বিবাদ না থাকে। কি গান, কি বস্ত্র পরিধান ইত্যাদিতে একতা দৃষ্ট হউক। আমরা এক, আমরা প্রচার করিতেছি এক ধর্ম্ম। নগরকীর্ত্তন, উপাসনা প্রভৃতিতে একতা থাকিবে। কথা, মতবিশেষ রাখিয়া মূলে ঐক্য চাই। যাঁহারা প্রচারের অঙ্গ, থান তাঁহাদের মুখ্য কার্য্য প্রচার। একা প্রচার করা যাইতে পারে, সকলের আশীর্ব্বাদ লইয়া যাইতে হইবে। দলই মূল।

—•—

প্রেরিত ভাই নন্দলাল বন্দোপাধ্যায়।

(একবিংশ সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত)

তারিখ ২৪শে জুলাই ১৯২৭।

বিধান বিধাতা বর্ত্তমান যুগের অবিশ্বাসী, দুরাচারী পতিত দিগের উদ্ধারের জন্য যে পরিত্রাণপ্রদ নববিধান প্রেরণ করিয়াছেন এই বিধানের পরিত্রাণ দায়িনী শক্তি যাহাদিগের অন্তরের মহাপরিবর্ত্তন ঘটাইয়া ছিল এবং যাঁরা নিজেরা এই বিধানের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া ছিলেন, সরল ভক্ত নন্দলাল তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। নববিধানাচার্য্য শ্রীব্রহ্মানন্দকেশবচন্দ্র যেসময় তাঁর অনুগামী ভক্তবন্ধুদের লইয়া নববিধানের নিশান হস্তে ব্রহ্মনামের বিজয় ডঙ্কা বাজাইয়া ভারত বক্ষকে বিকম্পিত করিতে ছিলেন, সেই সময় ভক্ত নন্দলাল আসিয়া প্রথমে প্রেরিত ভক্ত অমৃতলালের শ্রীসহযোগে ব্রহ্মানন্দদলে যোগদান করেন। তাঁর পরিবর্ত্তিত জীবন পাপী তাপীর পক্ষে আশার আলোক, শুষ্ক প্রাণে রস স্বরূপ। ভক্ত নন্দলাল ঋষি কুলোদ্ভব, তাঁর পিতা একজন অতি নিষ্ঠাবান পরদুঃখকাতর উচ্চ কুলের ব্রাহ্মণ। ভক্ত নন্দলালের জীবনের শৈশব ও যৌবনকালের ঘটনা আমরা অপরিজ্ঞাত হইলেও তাঁর পরিণত জীবনের প্রভাব আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনে যাহা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া আমরা কতই আরাম পাই ও কতই আশান্বিত হই। সরল ভক্ত যে সময় হাওড়া জিলায় দরিদ্র অমারগড়ীব ক্ষুদ্র মণ্ডলীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া নববিধান প্রেরিত ভাই অমৃতলাল বসুর সহিত অমরাগড়ীতে গমন করেন তখন মনে হইয়াছিল শ্রীমহাপ্রভু গৌরাঙ্গ আবার সাঙ্গ পাঙ্গ লইয়া বঙ্গবাসীর দ্বারে দ্বারে মধুমাখা হরিনাম বিলাইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রাণগৌরাঙ্গ বলিয়াছিলেন "আমি আবার আসিয়া হরি নামে সকলকে মাতাইব" প্রেরিতভক্ত অমৃতলালের মুণ্ডিতমস্তক হস্তে কমণ্ডলু নবীন সন্যাসীর সাজ, তাঁর সঙ্গে ভক্ত নন্দলালের বিশাল বক্ষ সুদীর্ঘ শ্মশ্রু, উজ্জল নয়ন; তাঁদের উভয়ের ভক্তি গদগদ কণ্ঠের মধুমাখা হরিনাম শুনিয়া সত্যই মনে হইয়া ছিল বর্ত্তমান নবযুগে আবার গৌর নিতাইয়ের ন্যায় ইহাঁরাও দুই ভাই হরিনাম সুধা বিলাইতে আসিয়াছেন। আমার সেইমাত্র শৈশব জীবন অতিক্রম হইয়াছে সেই শুভ সময়ে অকিঞ্চণ ভক্ত ফকিরদাসের সহিত উপাসনা প্রার্থনায় ও মধুমাখা হরিনামে অল্প অল্প আকৃষ্ট হইতেছি, আমার ধর্ম্মজীবনের সেই উষাকালে দেখিয়াছি প্রেরিত ভক্ত

অমৃতলালবসু মহাশয়ের সৌদামিনীভক্তি ভক্তনন্দলালের হৃদয়ের উদ্ভাসিত সরল হরিভক্তি, গঙ্গা যমুনার মিলনের ন্যায় মিলিত হইয়া তরঙ্গ তুলিয়া নাচিতে নাচিতে নববিধানের নবভক্তি মহাসিন্ধুর দিকে ছুটীয়াছে। তাই তাঁরা মধুর স্বরে মত্ততার সহিত গাহিলেন—"তোরা আয়রে পুরবাসীগণ আনন্দেতে করি সংকীর্ত্তন। তোদের ব্রহ্মধামে লয়ে যেতে এসেছেন পতিত-পাবন, ঐ দেখ সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছেন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।"

যখন সরলভক্ত নন্দলাল গাহিলেন—

"এস করিহে হরি নাম সংকীর্ত্তন, দয়াল হরি নাম, বড় মধুর নাম, নামে হইবে সকল দুঃখ বিমোচন" তখন সরল প্রাণে ভক্তদিগের কণ্ঠ নিসৃত এই মধুর নাম শুনিয়া প্রাণউদাস হইল। স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইলাম, ধরায় স্বর্গের আবরণ দেখিয়া ও নাম সুধা পান করিয়া তাপিত প্রাণে শান্তি পাইলাম। ফল হইল ভক্তানুরাগ ভক্তসঙ্গ লাভের আশা। ভগবান সে সুযোগ দিলেন ভক্তসঙ্গে পথের ভীখারী করিয়া ঘরের বাহির পথের কাঙ্গাল করিলেন।

সে আজ প্রায় ৪০বৎসরের কথা, অমরাগড়ীর ব্রহ্মমন্দিরের ও স্কুলের জন্য ভিক্ষারী হইয়া আমরা পাঁচটী বন্ধু প্রথমে কাঁথি মেদিনীপুর হইয়া এই উড়িষ্যার পথে ভক্ত নন্দলালের সঙ্গে বালেশ্বরে আসিয়া দীর্ঘকাল অবস্থিতি করি। সেই উড়িষ্যার সহিত তাঁহার অত্যধিক যোগ হয়, সে সময় হইতেই বালেশ্বরের সহিত আমাদের যোগ ভক্ত যোগী শ্রীমৎপদ্মলোচনের দাসের যোগাশ্রমে গমন ও তথায় ব্রহ্মোপাসনা, হরিগুন কীর্ত্তন, বারবাটীতে ব্রহ্মসাধক শ্রদ্ধেয় ভগবানচন্দ্র দাসের আতিথ্য ও তাঁর পরিবারবর্গের সহিত ব্রহ্মোপাসনা করিয়া এবং বালেশ্বরের বন্ধুদিগের সহিত আত্মিক ভাবের বিনিময় ভক্ত নন্দলালের কৃপাতেই উপভোগ করিয়াছিলাম। তিনি পথে মাতার ন্যায় অন্ন ও রুটী প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইতেন, সঙ্গে করিয়া উপাসনা ও সংকীর্ত্তন করিতেন। মাতা যেমন নিজঅঙ্কে সন্তানকে রক্ষা না করিলে কিছুতেই পরিতৃপ্ত হন না, আমাদের সম্বন্ধে তাঁর সেই রূপই মধুময় স্নেহপূর্ণ ব্যবহার ছিল। আমরা তাঁর সঙ্গে উপাসনা করিয়া কিযে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম তাহা এখন বর্ণনা করিতে অক্ষম। ভাই, ভগিনীগণ! মাতা, সন্তানগণ! ভক্ত নন্দলাল যেমন সরল ভক্তিতে গদ গদ হইয়া গাহিতেন—"হরিনামে কত সুখ পাই, তাই করেছি কণ্ঠের হার পাছে ভুলে যাই" আমরাও এস, মধুমাখা হরিনাম গান করি। এবং তাঁরমত হরিনাম সুধা বিলাইয়া ভাই, ভগিনী-দিগকে ধন্য করিয়া নিজেরা ধন্য ও কৃতার্থ হই। আমাদের মা বর্ত্তমানযুগে শ্রীব্রহ্মানন্দদলে এই শিশু-প্রকৃতি ভক্তকে মিলাইয়া নববিধানের নবভক্তি সাধন ও তাহা প্রচার করাইয়া এই উড়িষ্যাকে ধন্য করিয়াছেন। এবং বিধান মণ্ডলীর জন্য সরল হরিভক্তির সহিত মাতৃভক্তিরূপ অমূল্য রত্ন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। বিধান বিশ্বাসীদের জন্য মা বিধানজননী যে ভক্ত-চরিত্র রচনা করিলেন আশাকরি বিশ্বাসীদল এই ভক্তজীবনের রহস্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভক্তচরিত সুধাপানে নিজেরা ধন্য হইবেন ও ধন্য করিবেন।

প্রণত—

শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

—•—

প্রেরিত পত্র।

স্বর্গীয় শ্রীমৎফকিরদাস রায় মহাশয়ের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে:

"স্মৃতি-পূজা।"

শ্রীভগবান লোক শিক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে এক একজন মহাপুরুষকে পৃথিবীর স্থানে স্থানে প্রেরণ করেন। হাওড়া জেলার অন্তর্গত অমরাগড়ী গ্রাম নিবাসী পুণ্যাত্মা ৺সূর্য্যকুমার রায়ের পুত্র ৺ফকিরদাস রায় তাঁহাদের মধ্যে একজন। বাল্যকালে সুখ ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিত হইলেও প্রতিবাসীগণের হীন চরিত্র, দীন ও কুসংস্কারাপন্ন জীবন তাঁহাকে ব্যথিত ও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। কিরূপে তাহাদের অবস্থার উন্নতি করা যায় এই এক চিন্তা ও চেষ্টাই তাঁহার জীবনের সাধনা হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ঠিক এই ভাবটী বুদ্ধ, ঈশা, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের জীবনে পরিস্ফুট দেখা যায়। বুদ্ধ, ঈশা প্রভৃতি মহাপুরুষগণ শ্রীভগবানের ইঙ্গিতে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়া ছিলেন; সাধু ফকিরদাস আর্য্যঋষিদিগের অনুসৃত পথ অবলম্বন করিয়া স্ত্রীপুত্রাদির মধ্যে বাস করিয়া দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরার্থে আত্মনিয়োগ করিয়া তিনি পারিবারিক কর্ত্তব্য যথাযথ ভাবে পালন করিতে পারিয়া ছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার উপযুক্ত কারন রহিয়াছে।

অমরাগড়ী ব্রাহ্মসমাজ, জয়পুর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় ঈশ্বরচন্দ্র হাজরা দাতব্য চিকিৎসালয়, অমরাগড়ী বালিকা বিদ্যালয় কর্ম্মবীর সাধু ফকিদাসের সাধনা সিদ্ধির নিদর্শন স্বরূপ আজিও বর্ত্তমান। তাঁহার সমধর্ম্মাবলম্বী বন্ধুগণ তাঁহার সাধনার যথেষ্ট সাহায্য করিয়া ছিলেন সত্য কিন্তু তাঁহার প্রেরণা ব্যতীত ঐ সকল প্রতিষ্ঠান একটীও মাথা তুলিয়া উঠিতে পারিত না ইহা সুনিশ্চিত। তাঁহার অবর্ত্তমানে ঐ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই স্বেচ্ছাচারিতা, বিশৃঙ্খলা ও বিবাদের বীজ প্রবেশ করিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ তাঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ ও নিঃস্বার্থ সেবক দ্বিতীয়কেহ নাই। তাই আজ ব্রহ্মমন্দিরে ফাল্গুনমাসের উৎসবের সময় দিগন্তব্যাপী জয়গান ও আনন্দ উচ্ছাসের পরিবর্ত্তে নিরুৎসাহ ও নিরানন্দের নীরবতা উপলব্ধি হয়। তাই উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয় ও ইংরাজী

বিদ্যালয়ের চতুঃসীমার ভিতরেই শৃঙ্খলা ও সুনীতির পরিবর্ত্তে বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে।

আজ ২৭ সাতাশ বৎসর অতিত হইল তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিয়াছেন, কিন্তু আজিও তাঁহার সহাস্য সৌম্য মূর্ত্তি এবং স্নেহ মাখা ব্যবহার, ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে দেশের কল্যাণেরজন্য সকরুণ প্রার্থনা এবং মত্ততাপূর্ণ নগর সংকীর্ত্তনের মধ্যে তালে তালে নৃত্য আমাদের মানস-চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছে। জীবনে সেরূপ ব্যবহার পাইয়াছি ও দেখিয়াছি, কীর্ত্তনের সময় সাধকের সেরূপ আত্মভোলা মধুর নৃত্য কখনও কখনও দেখিয়াছি কিন্তু বিপথগামী ভাইকে শ্রীহরির চরণে টানিয়া আনিবার জন্য তাঁহার নিকট সজল নয়নে তেমন কাতর প্রার্থনা কখনও শুনিনাই আর কখনও শুনিতে পাইব কি না জানি না।

বাল্যাবস্থায় নিত্য প্রাতঃকালে যখন তাহাকে উপাসনা করিতে দেখিয়াছি তখন তাঁহাকে "শিবসুন্দর চরণে মনমগ্ন হয়ে রও রে" এই গানটী গাহিয়া উপাসনা আরম্ভ করিতে দেখিয়াছি। তখন ছেলে মানুষ তত বুঝিতাম না। এখন তাঁহার জীবনের কার্য্যাবলী বিশ্লেষণ করিয়া বেশ বুঝিতে পারি তিনি শ্রীহরিতে প্রাণমন সমর্পন করিয়াছিলেন তাহার প্রতিদান স্বরূপ শ্রীহরিও তাঁহাকে অসাধারণ কর্ম্মশক্তি এবং অন্যের চিত্তকে আকর্ষণ করিবার জন্য মোহিনী শক্তি দান করিয়াছেন। ভাই নরনারীর আর্থিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দুরবস্থা দেখিলে তাঁহার চক্ষুদ্বয় স্নেহে ও সমবেদনায় অশ্রুতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। আমরা তাঁহার ও তাঁহার যোগ্য তৃতীয় যশোদাকুমারের অযোগ্য আত্মীয়, বংশধরগণ ও ধর্ম্মবন্ধুগণ, স্বার্থচিন্তায় ও আত্মসেবায় মগ্ন থকিয়া তাঁহাদের সমুচ্চ সেবাব্রত ভুলিয়া গিয়াছি, মানব-জীবন ধারণের বৈশিষ্ট ও বীজমন্ত্র ভুলিয়া গিয়াছি। এ জীবনের চুয়াল্লিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, যেন জীবনের শেষ ভাগ জন-সেবায় নিয়োগ করিয়া সুখী ও কৃতার্থ হইতে পারি।

অনুজ সেবক—

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র রায়।

অমরাগড়ী।

—০—

সংবাদ।

১৮০৬শকের ১লা কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়া ছিল।

"আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণের পর মহিলাগণ মধ্যে যোগের ভাব বিশেষরূপে কার্য্য করিতেছে। নারীজাতি স্বভাব বশতঃ ভক্তিপ্রধানা। তাঁহাদিগের মধ্যে যোগের প্রবেশ ভিন্ন ভক্তি-মূল বিহীনা হইয়া উৎপাতের কারণ হয়। নববিধানে মীরা করমতী বাই প্রভৃতির ভক্তি এবং বৈদিক সময়ের ব্রহ্মবাদিনী গণের যোগ ও তত্ত্ব জ্ঞান একত্র মিলিত হইয়া নারীচরিত্রের পূর্ণতা হইবে।" দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ ভাবে আমাদের মণ্ডলীর ভগিনী ও মাতাগণের মধ্যে অনেকেই নববিধানের উচ্চ আদর্শরূপ জীবন যাপনে বিমুখ হইয়া সংসারের বিবিধ ব্যাপার আপনাদিগকে এমন করিয়া জড়ীভূত করিয়াছেন না, যে তাঁরা প্রাণ ভরিয়া নিত্য বিধানজননীরপূজা অর্চ্চনা করিতে পারেন, "নিত্য উপাসনা কর এবং দান কর ও ঈশ্বর নিষ্ঠ হও" এই শাস্ত্র-বাক্যের প্রতি তাঁরা বড়ই অমন-যোগী।

শুভ সংবাদ—আমাদের আশ্রমবাসী প্রিয়দর্শন শ্রীমান্ হরেন্দ্রকৃষ্ণ বিশ্বাস বিগত জুনমাসে ক্যাম্বেল মেডিক্যালস্কুল হইতে যোগ্যতার সহিত শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৬মাসের জন্য ক্যাম্বেল হসাপিটালের হাউসফিজিসিয়ানের কার্য্য পাইয়াছেন। শ্রীমানের এই সিদ্ধির জন্য আমরা মঙ্গলময় বিধাতার শ্রীচরণে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্পন করিয়া ভ্রাতা হরেন্দ্রনাথের জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

শিক্ষার পুরস্কার—আমাদের স্বর্গীয় প্রেরিত ভাই দীন-নাথ মজুমদার মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত পূর্ণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার বিহার ও উড়িষ্যা শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টার কর্ত্তৃক কটক রাভেন্স কলেজের উদ্ভিদ বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। পূর্ণ্যেন্দ্রনাথ একজন উৎসাহী ধর্ম্মানুরাগী যুবক, আশাহয় জীবনে পিতামহের উচ্চ ধর্ম্মের আদর্শ দেখাইয়া ধন্য হইবেন। মঙ্গলময় বিধাতা যুবক বন্ধুর ধর্ম্মজীবনের সহায় হউন।

ভ্রম সংশোধন—আমরা বিগত ১লা ও ১৬ই আষাঢ়ের ধর্ম্মতত্ত্বে মান্যবর শ্রীযুক্তসতীশচন্দ্র ঘটক এম, এ, বি, এল মহাশয়ের লিখিত "অমৃতাঞ্জলী" নামক প্রবন্ধ সাম্মিলনী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়া ছিলাম। উহা যে "উদ্ধৃত," তাহা লেখা হয় নাই। আশাকরি ঘটক মহাশয় ভক্তবৃন্দের অমৃত-ময় বানী ঐরূপ প্রকাশ করিয়া মঙ্গলময় শ্রীহরির প্রতি জনসাধারণের চিত্ত আকৃষ্ট করিবেন। আমরা তাঁর অমৃতাঞ্জলী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

স্থানাভাবে এবার ও অনেক সংবাদ বাহির হইলনা এজন্য আমরা দুঃখিত।

সানুনয় প্রার্থনা।

দেখিতে দেখিতে ধর্ম্মতত্ত্বের বর্ত্তমান বর্ষের ৭ সাত মাস অতীত হইল, শারদীয়া পূজা নিকটবর্ত্তী, দুঃখের বিষয় গ্রাহকগণ এখনও অনেকেই তাঁদের দেয় মূল্য দেন না। "ধর্ম্মতত্ত্বের মূল্য অগ্রিম দেয়" ইহা আমাদের ভাই ভগিনীরা ভুলিয়া গিয়াছেন। আরো দুঃখের বিষয় কোন কোন গ্রাহক তিন চারি বৎসরের মূল্য বাকী রাখিয়া এই সেবকদিগের অবস্থার প্রতি বড়ই উদাসীনতা দেখাইতেছেন। অধিক আর কি জানাইব, বৃদ্ধবয়সে যদি আমরা ধর্ম্মতত্ত্ব অর্থাভাবে চালাইতে না পারি তাহা হইলে মণ্ডলীর নিকট যে ঘোরতর অপরাধী হইব।

বিনীত সেবক—

শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

সহঃ সম্পাদক। "ধর্ম্মতত্ত্ব"

Edited. on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্ "নববিধান প্রেস" বি, এন্ মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধৰ্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬২ ভাগ
১৫ ১৬ সংখ্যা

১লা ও ১৬ই ভাদ্র, ১৩৩৪ সাল, ১৮৪৯ শক, ৯৮ ব্রাহ্মাব্দ
18th August, & 2nd September 1927.

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

মা নববিধান বিধায়িনী জননী, তোমার নববিধান নিত্য নব নব উৎসবের বিধান। মৃতকে নবজীবন দিবার জন্য, নির্জ্জীবকে সজীব করিবার জন্য, নিরানন্দকে নিত্যানন্দে উৎসবানন্দে পূর্ণ করিবার জন্যই তুমি এবার নববিধান লইয়া বিশ্বমন্দিরে লীলাবিহার করিতেছ। এই বিশ্বমন্দিরে বারমাসই তুমি তোমার ভক্তদিগকে লইয়া কতই উৎসব করিতেছ। প্রকৃতিতে যেমন ঋতু, মাস, গ্রীষ্ম, বর্ষা শারদীয়, বসন্তের উৎসব তেমনি প্রতি গৃহ-মন্দিরে জন্মোৎসব, বিবাহোৎসব, রোগোৎসব, শোকোৎসব, শ্রাদ্ধোৎসব আবার ধৰ্ম্মমন্দিরে মন্দিরে ধর্ম্মসম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যত যত উৎসব সকলই নববিধান বিশ্বাসীদিগের জন্য নববিধানের মহোৎসবে সম্মিলিত। ভাদ্রোৎসব মাঘোৎসব বিশেষভাবে সাধন ও সম্ভোগের জন্য এবং তোমার প্রেমে উন্মত্ত করিবার জন্য তুমি প্রেরণ করিয়াছ। ভাদ্রমাসে আকাশের বারি যেমন ক্ষেত্রকে সিঞ্চিত করিয়া শস্য শ্যামলা ও সুজলা করে আবার মাঘ মাসে সেই শস্য সংগৃহীত ও সঞ্চিত হয় ও কৃষক তাহা উপভোগ করিয়া বিক্রয় করিয়া আদান প্রদান করিয়া ধন্য হয়, তেমনি ভাদ্রোৎসবে আমরা মাতৃ কৃপায় যে সাধন সুধা হৃদয়ে সঞ্চয় করি, মাঘোৎসবে তাহা সম্ভোগ ও পরস্পরকে আদান প্রদান করিয়া জীবনে ধন্য হই। আশীর্ব্বাদ কর আমরা এবার তোমার ভাদ্রোৎসবে সর্ব্বোৎসবের মিলনোৎসব সুধা হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়া যেন তোমার মহাপ্রেমের নববিধানে সর্ব্বজনে মিলিয়া এবং আমি আমার একেবারে ভুলিয়া সকলপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া তোমার ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়া যাই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

—•—

প্রার্থনাসার।

দয়াসিন্ধু, তোমার এই লোকগুলি মধুকরের দৃষ্টান্তে যেন চলে। গোলাপের প্রতি আকৃষ্ট হয় যেন। ভাদ্রোৎসব, মাঘোৎসব তোমার বাগানের গোলাপ। শ্রীহরি, বেদের ব্রহ্ম, উপাসনা আর কি? তোমার জলে মিশে এক হওয়া। মা, এই ভিক্ষা চাই, মদের কাছে এতক্ষণ বসে থাকি, যেন মদের ঘোরে প্রাণ আচ্ছন্ন হয়। স্বর্গের ভাঁটিতে চুঁইয়ে চুঁইয়ে কি মদই করেছ! পাঁচ রকম নেশা এক করে একটা মাদক দ্রব্য হোলো, তার নাম দিলেন নববিধান। একটা নেশায় একটা মদে যোগীর যোগ চৈতন্যের ভক্তি, বুদ্ধের নির্ব্বাণ, পাহাড়ে যাওয়া, বৈরাগী হওয়া, গৌরের মত নৃত্য করা, সব একেবারে। এবার কে কত পান করবি করে নে। ঐ মদের নেশায় একবার পড়লে

একেবারে সব সোজা করে দেবে। ঐ মা, সুরেশ্বরীর পায়ের তলায় পড়ে থাক্‌ব। বৃন্দাবনের কালী কালীঘাটের নয়। যে কালীতে হরি আছে, যে হরিতে কালী, আছে। নেশা যত বাড়িবে তত আনন্দ বাড়িবে। দেমা দে অন্নদে মোক্ষদে, নেশা দে, যোগের নেশা, ভক্তির নেশা, নির্ব্বাণের নেশা, জ্ঞানের নেশা, বিজ্ঞানের নেশা দে। হে করুণাময়ী, এই কালী সন্তানদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন নেশায় বিহ্বল হইয়া সকল প্রকার পাপকে অসম্ভব করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই। "মদমত্ততা"

ভাদ্রোৎসব।

ভাদ্রোৎসব [illegible] ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠারউৎসব, পৃথিবীতে ইতিপূর্ব্বে নানা দেব দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু নিরাকার পরব্রহ্মের "মন্দির" কুত্রাপি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

রাজা রামমোহন যদিও বর্ত্তমান যুগে প্রথম নিরাকার ঈশ্বরের স্তব স্তুতি বন্দনার জন্য ব্রাহ্মীয়সভা স্থাপন করেন কিন্তু যে গৃহে তাহার স্থাপন হয় তাহাকে সমাজ গৃহ নাম দিয়াছিলেন এবং অন্যান্য নিরাকার বাদীগণও তাঁহাদের ভজনালয় বা বক্তৃতালয়কে তাঁহাদের ভাবানুসারে সমাজ বা "প্রার্থনালয়" ইত্যাদী নাম করণ করিয়াছেন, একমাত্র ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরই জগতে প্রথম "ব্রহ্মমন্দির" নামে আখ্যত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যিনি বিশ্বমন্দিরে নিত্য বিরাজিত সেই নিরাকার পরমব্রহ্মকে জীবন্ত ব্যক্তিরূপে পূজা করিবার জন্য নবভক্ত ব্রহ্মানন্দহৃদয় "ব্রহ্মমন্দির" নামে এক ব্রহ্মোপসনার মন্দির ধরায় প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন এবং তখন হইতেই এই ভাদ্রোৎসব প্রবর্ত্তন করেন।

রাজা রামমোহন এই ভাদ্রমাসেই খৃষ্টীয় একেশ্বর বাদী সমাজ হইতে বিচ্ছিন্নহইয়া একটি দেশীয় একেশ্বরের প্রার্থনা সভার সূত্রপাত করেন সত্য; কিন্তু তাহার স্মরনার্থ ইতিপূর্ব্বে কোন উৎসব হইত না। কয়েক বৎসর মাত্র ভারতবর্ষীয়ব্রাহ্ম সমাজের ভাদ্রোৎসবের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবে ঐ দিনের স্মরনার্থ প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাহ্ম সমাজে ভাদ্রোৎসব হইতেছে; যথার্থ ভাদ্রোৎসব নববিধানের সূচনার উৎসব।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের "হিন্দু একেশ্বর বাদের গণ্ডী হইতে ব্রাহ্মসমাজ যখন প্রথম মুক্ত হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামাভিধানে অভিব্যক্ত হইল, হিন্দু শ্রোত্রোক্তে একেশ্বর তত্ত্ব ব্যাখানের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের স্থানে বিভিন্ন ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে শ্লোক সংগ্রহ গ্রন্থ রচিত এবং তদ্বারা সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ের প্রথমালোক ব্রাহ্মসমাজে দেখাদিল তখন হইতেই ব্রহ্মানন্দ নবভক্ত আকাশের ব্রহ্মকে গৃহ মন্দিরে প্রত্যক্ষ্য পূজা করিয়াভাদ্রোৎসব সাধনে প্রবৃত্ত হন।

ভাদ্র মাসের একটানা গঙ্গায় বাণ ডাকিলে যেমন তাহা উজান বহিয়া যায় ও একুল ও কুল দুকুল উচ্ছসিত করে, তাহাতে তরণী পোত সকল কতই আন্দোলিত হয় এবং কতই ক্ষুদ্র তরী হয়ত ডুবিয়াও যায়, তেমনি ভাদ্রোৎসব ব্রাহ্মসমাজের ভাটায়, ব্রহ্মকৃপার বাণ আনিয়া, তাহাতে উজান বহাইয়া স্বর্গের বিধানের উচ্ছাসে উচ্ছসিত আন্দোলিত করিতে এবং দীন জীবনতরণী সকলকে তাহাতে চির নিমজ্জিত করিবার জন্য প্রবর্ত্তিত।

বাস্তবিক ব্রাহ্মধর্ম্মকে নববিধানের মহাপ্রবাহে প্রবাহিত এবং ব্রাহ্মসমাজকে অখণ্ড মানব পরিবারে পরিণত করিবার জন্য এই ভাদ্রোৎসব প্রথম অনুষ্ঠিত। প্রত্যেক দেহমন্দিরকে প্রত্যেক গৃহমন্দিরকে ব্রহ্মমন্দির করিবার জন্য যেমন ব্রহ্মমন্দির ধরায় প্রতিষ্ঠিত, তেমনি সেই নিরাকার পরব্রহ্মকে জীবন্তরূপে দেহে, গৃহে এবং বিশ্বে প্রত্যক্ষ্য দর্শন করিয়া, সর্ব্বশাস্ত্রে শকল শব্দে ও সকল ঘটনায় তাঁহারই বাণী শ্রবণ করিয়া, সকল আমিত্ব স্বামীত্বের নীচতা তাঁহারই প্রেমের বাণে ভাসাইয়া দিয়া, আমরা নববিধানের নবজীবনে ডুবিব, উঠিব, আনন্দিত হইব এই জন্যই ভাদ্রোৎসব অবতীর্ণ। মা আশীর্ব্বাদ করুন যেন এবার তাঁহার ভাদ্রোৎসবের যথার্থ মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া, সাধন করিয়া, সম্ভোগ করিয়া আমরা নিত্য উৎসবে মত্ত হইতে পারি।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

খাঁটি উপাসনা।

খাঁটি উপাসনা খাঁটি দুগ্ধের ন্যায়, খাঁটিদুগ্ধ পান করিলে যেমন তাহাতে রক্ত সঞ্চয় হয় ও দেহে বলবৃদ্ধি হয়, খাঁটি উপাসনাতেও তেমনি নিশ্চয় আত্মাও মনের বল বৃদ্ধি হইবেই হইবে এবং জীবন নবশক্তিতে সমৃদ্ধ হইবে। অসার শাক সবজী আহারে যেমন অজীর্ণ হয় এবং উদরের পীড়া আনিয়া দেহকে দুর্ব্বল করে, মৌখিক উপাসনাতেও তেমনি আত্মা ও মনকে ক্লীষ্ট ও দুর্ব্বল করিয়া থাকে।

নির্ব্বাণ সাধন।

সুনিদ্রার পর যেমন শরীরের নূতন বল শক্তি সঞ্চার হয়, নির্ব্বাণ বা নিশ্চিন্ততা সাধনেও মনের চিন্তাতেও তেমনি শক্তি আসিয়া থাকে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রণালীতে পূর্ব্ব ঔষধের ক্রিয়া নষ্ট করিয়া নূতন ঔষধ দিবার পূর্ব্বে চিকিৎসকগণ Sulphur ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ নির্ব্বাণ সাধনও সেইভাবে চিন্তা শক্তিতে নূতন বল সঞ্চারের জন্য প্রযুক্ত হইতে পারে উপাসনার উদ্বোধনের প্রারম্ভে এইরূপ কিছুক্ষণ নিশ্চিন্ততা সাধন করিলে সংসার চিন্তা প্রশমিত হয়। এবং মনে উপাসনার চিন্তাশক্তি সবল হয়। তেমনি আবার ধ্যানের পূর্ব্বেও কিছুক্ষণ নির্ব্বাণ সাধন করিয়া আরাধনার চিন্তা প্রসারিত করিতে পারিলে ধ্যানযোগে ব্রহ্ম দর্শন সহজে লাভ হয়।

—•—

হৃদয়োদ্যান।

মানবজীবন এক একটী রমণীয় উদ্যান স্বরূপ! যখন বিশ্বের অধিপতি উদ্যানের প্রভু রূপে ইহার রক্ষার ভার গ্রহণ করেন ও তাঁহার বিহার ক্ষেত্র করেন তখন পরম আদরের সামগ্রী হয়, মানব হৃদয়ের বৃত্তি সমূহ পুষ্প ও ফল বৃক্ষস্বরূপ হয়, ভক্তিরূপ জলাশয় ইহাতে বিরাজিত থাকে। কিন্তু যখন আমি আমার হস্তে এই উদ্যানের রক্ষার ভার লই, তখনই রিপুকুল প্রবল হইয়া ইহাকে ছারখার করে, হৃদয়োদ্যান শ্রীভ্রষ্ট হইয়া ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যায়। (প্রাপ্ত)

—•—

ব্রাহ্ম-সমাজ ও নববিধানের মিলন।

নববিধান সর্ব্বধর্ম্ম এবং সর্ব্বসম্প্রদায়ের মিলন সমাধানের জন্য অবতীর্ণ। নববিধান কোনও সম্প্রদায় বা সমাজ নহে। সকল সমাজকে এক অখণ্ড সমাজে পরিণত করিবার জন্য নববিধান সমাগত। সুতরাং ইহাকে যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের একশাখা বলিয়া মনে করেন তাঁহারা নববিধান কি তাহা ধারণা করিতে পারেন না।

নববিধান এবং ব্রাহ্ম-সমাজ পরস্পর এক বৃক্ষের শাখা সম্বন্ধে সম্বদ্ধ নহে। বীজ হইতে বৃক্ষ যেমন উদ্ভূত হয়, ব্রাহ্মসমাজ হইতে নববিধানের তেমনি উদ্গম হইয়াছে। বীজ বৃক্ষাকারে পরিণত হইলে তাহার অস্তিত্ব যেমন বিনষ্ট হয়, নববিধানের অভ্যুদয়ে ব্রাহ্মসমাজও তেমনি তাহাতে একীভূত হইয়া গিয়াছে। তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নববিধান আর স্বীকার করেন না।

নববিধানের প্রাথমিক অবস্থা বা গঠনের অবস্থা যাহা ব্রাহ্মসমাজও তাই। পক্ষীশাবক যখন ডিম্বাকারে থাকে তখন তাহার এক অবস্থা, যখন ডিম্ব ফুটিয়া শাবক নৃত্য করিয়া বেড়ায় তখন কি ডিম্বের বাহ্য আবরণের বিশেষত্ব কিছু থাকে? তেমনি যখন আমরা ব্রাহ্ম-সমাজে ছিলাম তখন আমাদের যে অবস্থা নববিধানে আমাদের সে অবস্থা নয়।

তাই আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ বলিলেন—"যখন কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম মানিতাম তখন অবস্থা এক রকম ছিল দায়িত্ব কম ছিল। যখন নববিধান বিশ্বাস করি, এখন আর এক অবস্থা দায়িত্ব বড়। বিধান মানা ভয়ানক ব্যাপার। যদি এ মানুষের ধর্ম্ম হইত, সামান্য ভাবে ধর্ম্ম করিতাম কিন্তু যখন বিধান আসিল ইহাতো সামান্য ব্যাপার হইলনা।"

অন্যত্রে বলিলেন "সেই পুরাতন ব্রাহ্মসমাজের দিন চলিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ হইতে নববিধান বহুদূরে। আমরা আগে মনে করি নাই যে এত বড় প্রকাণ্ড ধর্ম্ম হইয়া উঠিবে। পৃথিবী ইহার রাজধানী হইবে। প্রথমে আমরা ব্রাহ্ম হইলাম। তৎপর ঈশা মুশায় প্রতি একটু ভক্তি হইল, তারপর হরিনামের সুধা আরও গড়াইল। তুমি আমাদিগকে খেলা ঘর করিতে ডাকিয়া আনিয়া শেষে কোথায় ফেলেছ। এখন দেখি শাস্ত্র, মন্ত্র তীর্থ হোম, জলসংস্কার প্রকাণ্ড একটী ধর্ম্মবিধি। এখন আর ছেলেখেলা নয়, সত্য ধর্ম্ম আসিয়াছে।"

এই সকল উক্তি দ্বারা নববিধান আচার্য্য স্পষ্টই বলিয়াছেন "ব্রাহ্মধর্ম্মই নববিধানরূপে অভিব্যক্ত। এখন আর ইহা মানুষের ধর্ম্মনয় অর্থাৎ ব্রাহ্মদের ধর্ম্মনয় ইহা বিধাতার ধর্ম্ম বিধি।"

অতএব নববিধানকে ব্রাহ্মসমাজের এক শাখা বলিয়া যাঁহারা নির্দ্ধারণ করেন, তাঁহারা যে নববিধান সম্বন্ধে বড় ভ্রান্ত সংস্কার সম্পন্ন, তাহা বলিতে পারা যায়।

যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে ব্রাহ্মসমাজ অভিহিত ছিল তখন তাহাকেও ব্রাহ্মসমাজের এক শাখা বলিতে পারি না। আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ অভিব্যক্ত, শাখানহে। সুতরাং শাখা শব্দ প্রয়োগ করা নিতান্তভ্রম একই ধর্ম্ম বিধানবৃক্ষের ক্রমে বিকাশের এক এক স্তর বা অবস্থা, একত্রক সমাজ ইহা বলাই ঠিক। যাহা হউক ব্রাহ্মসমাজের মিলন আকাঙ্খা প্রশংসনীয় হইলেও তাহাতে নববিধান বিশ্বাসিগণ সমসাধকরূপে যোগদান করিতে পারেন না। কেন না ব্রাহ্মসমাজ অভিব্যক্ত হইয়া নববিধানে যে বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহা পরিহার করিয়া পিছাইয়া না আসিলে কিরূপে প্রকৃত মিলন সম্ভব হইতে পারে? নববিধানবিশ্বাসিগণ নববিধান ত্যাগ করিয়া আত্ম প্রত্যাহার করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মে বা ব্রাহ্ম-সমাজে পুনর্গমন পূর্ব্বক মিলনে পরস্পরের সহিত যথার্থ

মিলন সমাধান করিতে পারেন। অন্যথা মিলন কি করিয়া হয়?

প্রথমতঃ শাখায় শাখায় মিলন হওয়া বিজ্ঞান সঙ্গত নহে। বৃক্ষ হইতে যখন শাখার উদ্গম হয় তখনই তাহারা স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন আকার ধারণ করে। তবেই মিলন সম্ভব যদি তাহারা সেই বৃক্ষের অভ্যন্তরে প্রত্যাহিত হইতে পারে। অথবা তাহাদিগকে ছেদন করিয়া চুল্লিতে নিক্ষেপ করিলে এক অগ্নিকুণ্ডে তাহাদের মিলন হইতে পারে। অন্যথা যথার্থ মিলনের সম্ভাবনা কোথায়?

ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত মিলন যদি চাহিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এক নববিধান অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইলেই হইবে। নববিধান সেই মিলন সমাধান করিবার জন্যই আসিয়াছেন, বিভিন্ন নদী সকলের সাগরসঙ্গমে যে মিলন, নববিধান সকল ব্রাহ্ম-সমাজের এবং সকল ধর্ম্মসমাজের সেই সমন্বয় মিলন সংঘটন করিতে অবতীর্ণ। নববিধান সকল ব্রাহ্মসমাজের এবং সকল ধর্ম্মসমাজের মিলন সংঘটন করিতে অবতীর্ণ। নববিধান বাহ্যিক মিলনকে মিলন বলেন না। যদি প্রকৃত মিলন করিতে হয় ব্রাহ্মসমাজ নববিধানে আত্ম-নিমজ্জন করিলেই পূর্ণ মিলন হইবে।

বস্তুত যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের তিনশাখার মিলন প্রার্থী, তাঁহারা ছাব রফা করিয়া নববিধানকে কাটছাট বাদ দিয়া নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই এই মিলনের ধুয়া তুলিয়াছেন, ইহাই আমাদের বিশেষ সন্দেহ। সীতাকে প্রলুব্ধ করিয়া হরণ করিবার উদ্দেশ্যে রাবণ যেমন যোগীর বেশ ধারণ করিয়াছিল, নববিধান বিশ্বাসী-সতী-সাধ্বী-দিগকে বৃথা মিলনের ভান দেখাইয়া নব-বিধান দুর্গ হইতে হরণ করিবার জন্যই কি এই প্রচেষ্টা মনে হয় না? বিশ্বাসিগণ! সাবধান হউন।

—•—

সাধক সাধনের পথে।

সাধকের অবস্থা সাধনের পথে আর একরূপ। সম ভূমিতে ভ্রমণকারী যে ভাবে চলিতে থাকেন, দুরারোহ পার্ব্বত্য পথে তাঁহার গতি অন্যরূপ। কোথাও অরণ্য-জন্তু পরিপূর্ণ ভীষণ অরণ্যানী, কোথাও পিচ্ছিল ও বন্ধুর শিলাখণ্ড এবং কোথাও বা ভীষণ নিনাদপূর্ণ নির্ঝর-নিঃসৃত প্রবল বারিধারা। এ পথ অতিক্রম না করিলে সুশীতল হিমানী পূর্ণ ও সুগন্ধ সমীরণ সমন্বিত হিমালয় বক্ষে আরোহণ ও ভ্রমণ অসম্ভব। সাধনা-সাপেক্ষ ধর্ম্ম-জীবনের পথও সেইরূপ। কেবল ধর্ম্মের নাম লইয়া কয়জন সাধক হইয়াছেন? নাম ও সাধন দুইই স্বতন্ত্র গোলাপের নাম লইয়া কয়জন গোলাপের সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন? কণ্টকাকীর্ণ গোলাপ-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যিনি পুষ্পচয়ন করিতে পারিয়াছেন, তিনি যেরূপ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন, প্রাসাদ-বাসী প্রাসাদস্থিত সুসজ্জিত গৃহে পুষ্পাধারে রক্ষিত গোলাপের সে সৌন্দর্য্য ও সে সুগন্ধি উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। সাধনা সাধক-জীবনে সৌন্দর্য্য ও সৌরভ বিধান করিতে থাকে! সুকোমল শতদলের সৌন্দর্য্য কখন? পদ্মের মৃনাল যখন পূতিগন্ধময় পঙ্কিল সলিল অতিক্রম করিয়া প্রভাতে প্রভাতালোকে সরোবরবক্ষে বহ্বায়াস-নিঃসৃত সুন্দর সুকোমল বস্তুকে মানব চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত করে, তখন মৃণালের সাধনা পূর্ণ হয়। মক্ষিকা যখন কণ্টকাকীর্ণ ভীষণ অরণ্য হইতে বহু আয়াস-লব্ধ পুষ্প-মধু আহরণ করিয়া মধু-চক্রে সঞ্চিত করে, তখন তাহার সাধনা তাহাকে সে আহরণের মিষ্টতা বিধান করে। সাধনায় সাধকের জন্ম। সাধনা প্রতি-জীবনে সাধন-সাপেক্ষ। এক দিনে কৃষক তাহার রোপিত-শস্যের ফল লাভ করিতে পারেনা। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে উপ্ত বীজ যখন স্বীয় অস্তিত্ব বিনাশ করিয়া তাহার ভিতর হইতে কোমল স্তম্ব নিঃসরিত করে এবং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত-হইয়া ফল বিধান ও সূর্য্যোত্তাপসাধিত সুপক্ক শস্য প্রদান করে, তখন সেই উপ্ত বীজের আত্ম-বিনাশ-জনিত ফলের আস্বাদন বর্ষার বারিধারা-সিক্ত ও তপন-তাপে তাপিত কৃষকের নিকট কত প্রিয়। কৃষক যদি তাহার কর্ষণ-সাধনার মিষ্টতা না পাইত আর সে সাধনের পথে চলিতে পারিত না তবে মক্ষিকা মধু না পাইলে তাহার আয়াস এক দিনেই শেষ হইয়া যাইত। পক্ষীমাতা যদি তাহার পক্ষোত্তাপতাপিত অণ্ড হইতে পক্ষিশাব-ককে বাহির হইতে না দেখিত, সে আর আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, তাহার ক্ষুদ্র কুলায়ে আবদ্ধ থাকিতে পারিতনা। সাধনার রাজ্যে সাধকের অবস্থা সেইরূপ। সাধক নীরব থাকিতে পারেন না। তাঁহার সাধন ও সংগ্রহ দৈনিক; বিধান সাধক ধন মানের বাধা মানিতে পারেন না। পথের কাঁটা খোঁচা দেখিয়া ফিরিয়া আসিতে পারেন না সাধক ডুবুরির মত ডুবিয়া যান। ডুবুরি সমুদ্রের জলের গভীরতা জলজন্তু সমূহের ভীষণতা অনুভব করিয়া তাহার করণীয় কার্য্য হইতে বিরত হয় না। মূল্যবান মণিমাণিক্য লাভের আকাঙ্খায় তাহাকে সেই বিপদ-সঙ্কুল সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে প্রলুব্ধ করে। শ্রীবুদ্ধ ধনরত্ন সমন্বিত প্রাসাদকে পশ্চাতে রাখিয়া কেন চলিয়া গিয়াছিলেন? কেন সূত্রধর সুত হাসিতে হাসিতে শত্রু-হস্তে প্রাণ দিতে ছুটিয়াছিলেন? কেন আরবের মরুভূমি প্রসূত ইস্‌লাম্-সুত শত্রু ভয় ভুলিয়াগিয়া মরুভূমিতে দাঁড়াইয়া তাঁহার সাধনীয় সত্য ঘোষণা করিয়াছিলেন? কেন সেই অমুসজ ভূমিস্থিত কুটীরবাসী হরিসাধক তাঁহার জননী, জায়া ভুলিয়া গিয়া হরিনাম কীর্ত্তনে বাহির হইয়াছিলেন? তাঁহারা যাহা দেখিয়াছিলেন এবং যে রস পান করিয়া ছিলেন তাঁহাতে তাঁহারা শিকল-কাটা পাখীর মত না উড়িয়া থাকিতে পারেন নাই। পাখী যেখানে তাহার আহার পানীয় পায়, সেখানে

নাপ্রিয়া কুলায় আবদ্ধ থাকিতে পারে না। সাধকের অবস্থা সেইরূপ। সাধকের পথ স্বতন্ত্র। আমার তোমার পথে আনিতে গিয়া সাধক অপরিচিত থাকিয়া যান। পিঞ্জরের পাখীর এক প্রকৃতি, আর উড়া পাখীর আর এক প্রকৃতি। বহুদিন আবদ্ধ পিঞ্জরের পাখীকে ছাড়িয়া দিলে সে আর উড়িতে পারেনা, যে ব্যক্তি সাটীন্ কাপড় প্রস্তুত করে, সেই ব্যক্তিই প্রস্তুতির সন্ধান করিতে পারে। কত দর্শক মল্‌বেরি (Mulberry) পত্র দেখিয়াছেন কিন্তু তাহার ভিতরে যে সাধন সাপেক্ষ সাটীন্ বস্ত্র নিহিত তাহা কয়-জন অবগত আছেন? নববিধান সাধনা-সাপেক্ষ ধর্ম্ম! সাধনা ব্যতীত নববিধান হইবেনা কই সে সাধনা, যে সাধনায় ব্রহ্মানন্দ নববিধান দেখিলেন? কই সে সাধনা, যে সাধনায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ হইতে ভক্তগণ আসিয়া মক্ষিকার মত এক মধুচক্রে বাস করিলেন? কই সে সাধনা, যাহাতে তাঁহারা কল্যকার চিন্তা পরিহার করিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিলেন? কই সে সাধনা, যে সাধনায় তাঁহারা সই যুবক বয়সে পৃথিবীর ভাবী-উন্নতি ও পৃথিবীর সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধায়ক বৈষয়িক যোগ ছিন্ন করিয়া ভিখারীর মত আসিয়া বসিলেন? কই সে ভিক্ষা, যে ভিক্ষায় তাঁহারা আকাশ হইতে বর্ষিত বারিধারার মত নব দীক্ষা ও নবশিক্ষা লাভ করিলেন? কই সেইরিপু সংহার? কই সেই শিশুত্ব ও দীনতার সাধন? কই সেই দন্তে তৃণ খণ্ড গ্রহণ? কই আমিত্বের বিনাশে স্বামিত্বের প্রতিষ্ঠা? দেখ ভাই, আজ্ আমরা কোথায় যাইতেছি!!

দেখ ভাই! দেখ মোরা কোথায় চলেছি,
ধন মান বিত্ত, ভাই, কেবল বুঝেছি,
কই আমাদের সেই আমিত্ব-সংহার,?
কই প্রতিষ্ঠিত সেই স্বামিত্ব তাঁহার,?
কই সে দীনতা ভাই, শিশুত্ব কোথায়?
হবেনাক এবিধান কেবল কথায়।
কই ভাই "ব্রহ্মানন্দ" আদর্শ জীবনে?
কই চলিলাম, ভাই, কই সে সাধনে?
কথা নয়, ভাষা নয় এ নববিধান,
শ্রীকেশব করিলেন সুসংবাদ দান,

কই সে সংবাদ আমাদিগের ভিতরে পৌঁছিল? কই সেই প্রত্যাদিষ্ট ব্রহ্মানন্দের ভেরীরব আমাদিগের সুপ্ত প্রাণকে আবার নবজাগরণে জাগাইয়া দিতেছে? কই সেই ব্রহ্মের জীবন্ত প্রকাশ (Revelation) সেই প্রত্যাদেশ (Inspiration) ও সেই দীক্ষা (Initiation), আমাদিগকে সেরূপ ব্যাকুল ও ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে? কই সেই ব্রহ্মনামের জোয়ার আসিয়া আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে? কই সেই বংশীধ্বনি আবার আমাদিগকে ভক্তি-যমুনায় টানিয়া আনিতেছে? কই সে ব্রহ্মনাম যাহা একদিন ইউরোপ ও আমেরিকাকেও জাগাইয়া তুলিয়াছিল? সাধনার অভাবে আজ আমাদের এই অবস্থা। সেই নববিধান আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, যাহাতে ধন মান ও মানুষের মুখাপেক্ষিতা ছিলনা। ভগবান ও মানুষ উভয়ের ঘনীভূত সম্বন্ধ এবং সেই মহাসাধনার পথেই নববিধান আসিয়াছিলেন। আজ আমিত্বের নিকট আমাদের দাসত্ব, আজ ধনমানের আমরা ক্রীতদাস আজ তাঁর আলোক অনুসরণ ও আদেশ পালন উপন্যাসে পরিণত হইয়াছে! আজ এ উপনিষদ উপহাসের বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। আমরা মায়ামোহ ও ধনমানের অন্ধতায় ও স্বার্থের প্ররোচনায় যাহা করিতেছি, সেই অবিশ্বাস ও অল্প বিশ্বাস-জনিত কার্য্যে যেন তাঁহাকে অনুমোদন করিতে বাধ্য করিতেছি! হায় সাধনার অভাবে আমাদের এই অবস্থা! এখনও ব্রহ্মানন্দের নববিধান ও আদর্শ আমাদের সমক্ষে। তাঁহার হোমাগ্নি আমাদের সমক্ষে এখনও প্রজ্বলিত। এখনও তাঁহার কঠোর তপস্যা, কঠোর বৈরাগ্য ও কঠোর সাধনা মানচিত্রের ন্যায় সম্মুখে বর্ত্তমান। সমবিশ্বাসী ও সমসাধক, আমাদের কি সে দিকে তাকাইবার সময় আসেনাই? সময় আসিয়াছে; নিদ্রা ভাঙ্গিতেছেনা। কোকিল ডাকিতেছে, ঘুম ভাঙ্গেনা। তাই বলিতেছি:—

বিনা সাধনায় ভাই, নহে পরিত্রাণ,
সাধনায় হয় ভাই এনববিধান।
আদর্শ কেশব ভাই, আদর্শ তোমার,
এনববিধানে, তাই, সাধনাই সার।

সেবক—
শ্রীগৌরী প্রসাদ মজুমদার

—০—

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্র।

"শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রহ্মানন্দ" কেশবচন্দ্রের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে পরমহংসদেবের আধুনিক শিষ্য প্রশিষ্যগণ আপনাদের গুরুকে বাড়াইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া ও পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়া কতই তাহাদের রচনা শক্তির ও ঔপন্যাসিক কল্পনা-শক্তির পরিচয় দিতেছেন, তাহা বলা যায় না। এই সকলের প্রতিবাদ না হওয়াতে তাঁহারা ক্রমেই বড় বাড়াবাড়ি করিতেছেন এবং সহজ বিশ্বাসী লোকদিগকে গভীর ভ্রম প্রমাদে ও মিথ্যা সংস্কারে নিবদ্ধ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের মিলন পরস্পরের সহযোগ যেমন একটী ঐতিহাসিক ঘটনা, তেমনি ইহাতে অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিহিত। তাঁহাদের পরস্পরের মিলন দেখিয়াছেন ও কথোপকথন শুনিয়াছেন এমন সকল ব্যক্তি দেহে এখনও বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও লেখকগণ সেই মিলন ঘটনা ও কথোপকথন বাক্য আপন কল্পনা-যোগে

আপনাদের মনের ধারণা বা অন্ধবিশ্বাস অনুসারে এমনই রং চং দিয়া সাধারণ পাঠকগণের মনে তাঁহাদের আপনাদের অন্ধবিশ্বাস অন্ধভাবে গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে তাহা ভাবিলে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইতে হয়।

লেখকগণ যদি কেবল তাঁহাদের গুরু দেবকে যে উচ্চচক্ষে বা অন্ধ বিশ্বাসে দেখিতেন, তাহাই দেখিয়া আপন গুরুর মহত্ব, মাহাত্ম্য, দেবত্ব মহিমান্বিত করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহাতে আমাদের বলিবার কিছু থাকিলেও আমরা হয়ত তাহার আলোচনা নাও করিতে পারিতাম। ভারতে এমন ত কত শত সহস্র লোক আছেন যাঁরা আপনাপন গুরুকে এখনও অদ্বিতীয়, অতুলনীয় দেবতা মনে করিয়া পূজা করিতেছেন। লেখকগণও তাঁহাদেরই শ্রেণীর বলিয়া আমরা হয়ত তাঁহাদের অন্ধ গুরুভক্তির প্রতি যে ভাব রক্ষা করা উচিত তাহাই করিতাম। কিন্তু তাঁহারা নাকি সে ভক্তি দেখাইতে গিয়া কেশবচন্দ্রকে ও টানিতেছেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধ বিচার করিতে গিয়া সত্যধর্ম্ম এবং ইতিহাসের অবমাননা করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। সুতরাং আমরা জ্ঞান এবং প্রকৃত বিশ্বাসমতে যাহা সত্য, যাহা ধর্ম্ম যাহা ইতিহাস বলিয়া জানি, তাহা যথাযথ লিপিবদ্ধ না করিয়া কেমনে এই সকল লেখকের এবং তাহাদের লেখা যাহারা পড়েন তাহাদের ভ্রম ধারণা পোষণে প্রশ্রয় দিতে পারি? আমাদিগের সে ধারণা অপনোদন করা কর্ত্তব্য বোধেই এ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমতঃ লেখকগণ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে "সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের প্রবর্ত্তক উদার পুরুষপ্রবর" বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাঁহার সমসাময়িক ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দুসমাজের অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শন বিষয়ে যাহা সিদ্ধান্ত করিতেছেন তাহা অধিকাংশই তাঁহাদের কল্পনাপ্রসূত। লেখক মহাশয়গণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোন্ উক্তি বা কোন্ কার্য্য হইতে তাঁহাকে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের প্রবর্ত্তক" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন তাহাওত আমরা জানি না।

তাহার পর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পরস্পর সম্বন্ধ ও কথোপকথন ইত্যাদি যাহা উল্লেখ করিতেছেন তাহা তাঁহারা কোথা হইতে ইবা পাইলেন? তাহারা কি তাঁহাদের সঙ্গ সহবাস করিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানে তাঁহাদের নিজমুখে শুনিয়া লিখিয়াছেন, না লোকমুখে শুনিয়া বা পরের অতিরঞ্জিত অন্ধবিশ্বাস কাল্পনিক লেখা সকল পড়িয়া তাহাই প্রতিধ্বনিত করিতেছেন?

যদি লেখকগণের ঐতিহাসিক সত্যে কিছু আস্থা থাকিত তাঁহারা কখনই শ্রীরামকৃষ্ণকে "সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের প্রবর্ত্তক" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে সাহসী হইতেন না।

কেননা ইতিহাস পাঠকমাত্রেই জানেন বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বধর্ম্মে ঐক ঈশ্বরত্বের আভাস সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহনই জ্ঞানযোগে দেখাইয়া যান। অথবা যুগধর্ম্ম বিধাতা তাঁহারমনে তাহার প্রথমালোক সঞ্চার করেন।

তাহার পর স্বয়ং বিধাতাই পূর্ণভাবে ধর্ম্ম সমন্বয় সাধন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনে করাইয়া তাঁহাকে এই সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়রূপ যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তকরূপে প্রেরণ করেন এবং তাঁহারই দ্বারা ইহা নববিধান বলিয়া ঘোষণা করান। কেশবচন্দ্র যে এজন্য সত্যই "চাপরাশ" পাইয়াছিলেন তাহা শ্রীরামকৃষ্ণও বরাবরই সবার কাছে স্বীকার করিয়াছেন।

পরমহংসদেবের সহিত কেশবের দেখা হইবার বহুপূর্ব্বে যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ১৮৬৬ সালে সংস্থাপিত হয় তখনই সর্ব্ব-ধর্ম্ম-শাস্ত্র হইতে শ্লোক সংগ্রহ গ্রন্থ রচিত হইয়া এই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের সূত্রপাত হয়। তাহার পর ১৮৬৯খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র ভবিষ্যৎ মণ্ডলী Future church বিষয়ে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে ইহার আভাস স্পষ্টই দিয়াছিলেন। ১৮৭৫অব্দের জানুয়ারী মাসে Behold the light of Heaven in India বক্তৃতায় তিনি স্পষ্টরূপে এই সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় বিধান নববিধান বলিয়া ঘোষণা করেন। এই ১৮৭৫ সালের জুনমাসে কেশবের সহিত রামকৃষ্ণের প্রথম মিলন হয়, তবে কেমন করিয়া রামকৃষ্ণের নিকট হইতে কেশবের এই ধর্ম্ম সমন্বয় শিক্ষা হইতে পারে? সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় এই শব্দই শ্রীকেশবচন্দ্রের রচিত এবং কেশব যে এ সম্বন্ধে কৃপাসিদ্ধ তাহা শ্রীরামকৃষ্ণদেব কত ভাবেই কত জনের নিকট এবং আমাদেরও নিকট স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার সম সাময়িক অনুচর দিগের মধ্যে কে না ইহা জানেন?

শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যখনই কেহ কোন উপদেশ চাহিয়াছেন তখনই কি তিনি বলেন নাই "এ আধারে নয় সে আধারে অর্থাৎ উপদেশ দেবার অধিকারী আমি নয় কেশব?

শ্রীরামকৃষ্ণ কতবারই আমাদের সম্মুখে কেশবকে বলিয়াছেন তুমিত বট গাছ, কত লোককে ছায়া দিচ্ছ, কত পক্ষীকে আশ্রয় দিচ্ছ আর আমিত রাঁড়া তাল গাছ, কোন রকমে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছি" "তুমিত জাহাজ, আপনিও ঝক ঝক করে চলেছ, আর কত গাধা বোটকে টেনে নিয়ে যাচ্ছ। আর আমি একটা কলার মান্দাস একটু ভার পড়লেই টুব করে ডুবে যাই।" একবার দক্ষিণেশ্বরে কেশবের ষ্টীমারে উঠিয়াই তাঁকে জড়াইয়া ধরিয়া "তুমি শ্যাম আমি রাধা, তুমি শ্যাম আমি রাধা" বোধ হয় শত বার বলিতে বলিতে একেবারে ভাবে বিভোর হইয়া সমাধিস্থ হন।"

ইহাতে কি মনে হয় না তিনি কেশবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন? আমরা কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ কে অশ্রেষ্ঠ, ইহা বিচার করা অপরাধই মনে করি, কেন না আমরা যে জীবন্ত ঈশ্বরের বিধানে বিশ্বাস করি, সেই বিধাতাই ইহাঁদের যাঁহার যাহা বিশেষত্ব, স্বয়ং দিয়া

বর্ত্তমান যুগে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাই আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব।

সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় বিধানের ঘোষণা যে শ্রীকেশবচন্দ্র করিয়াছেন ইতিহাস তাহার প্রমাণ। কই শ্রীরামকৃষ্ণত কখনই সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের কথা আমাদিগের নিকট বলেন নাই? তিনি বৈরাগ্য, ধ্যান, ধর্ম্মসাধন ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন হিন্দু সাম্প্রদায়িক ভাবের সাধন হইতে উপমাযোগে শিক্ষা দিতেন।

তাই আমরা বিশ্বাস করি "সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের মধ্যে হিন্দু ভাব প্রদর্শন করাই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বিশেষ ভাব। ভক্তি যোগ ও বৈরাগ্যের প্রাধান্যই তিনি তাঁহার জীবনে প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সাধারণ হিন্দু যেরূপ উদার ভাবে ওলাবিবি ও সত্যনারায়ণের সিন্নি দেন, সেই উদারতাও তাঁহার জীবনে উচ্চতর ভাবে সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু পূর্ণভাবে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিতে যে সংসার বৈরাগ্যের সমন্বয় করিতে হয়, খ্রীষ্টধর্ম্মের সেবাও বর্ত্তমান জ্ঞান বিজ্ঞানের সহিত যোগ ভক্তি বৈরাগ্যে সমন্বয় করিতে হয়, তাহা এক কেশব বিনা আর কে জীবনে প্রদর্শন করিয়াছেন? শ্রীরামকৃষ্ণ যে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী ছিলেন তাহাকেনা জানে? কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর ব্রহ্মশক্তি বিরাজিত দেখিয়া যে ভাবে সংসারে তাহাদের ব্যবহার করা উচিৎ, তাহাকি তিনি দেখাইয়াছেন? বরং বরাবর তদ্বিপরীত ভাবেই প্রদর্শন করিয়াছেন এবং কামিনী কাঞ্চনের সংশ্রবই ধর্ম্মবিরুদ্ধ ইহাই উপদেশ দিয়াছেন। জনকের ন্যায় কেশব কৃপাসিদ্ধ এই জন্যই তাহারপক্ষে ইহা সম্ভব তিনি বলিতেন আর কাহারও পক্ষে তাহা যে সম্ভব ইহা তিনি বিশ্বাসও করিতেন না।

অপর পক্ষে এ সম্বন্ধে যোগ ভক্তি শিক্ষার্থীদিগকে কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দেন তাহাতে "নিবৃত্তি" যে কেবল উপায় মাত্র, ইহা উদ্দেশ্য নয় ইহাই বলিয়া "ত্যাগের" উপর যে ভোগ তাহাই তিনি নিজ জীবনে সাধন করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। কেশবচন্দ্র বলেন "বিরাগ-সম্ভূত ভাবই বৈরাগ্য, ত্যাগেতেই ফল নহে, আদেশানুসারে ত্যাগ করিলে ফল হয়, পরিত্যাগ করিলেই যোগ হয় না। ষোল আনা সংসার কিন্তু যোগী নির্লিপ্ত শ্রেষ্ঠ বৈরাগীর অভিধানে ত্যাগ এ শব্দই নাই। সম্পূর্ণ নিষ্কাম হইবে। নিবৃত্তিতে থামিবে না। এই নিবৃত্তি তোমায় ব্রহ্ম-সহবাসের ভিতরে ফেলিয়া অপার আনন্দসাগরে ডুবাইয়া দিক্। ইহাই কেশবের জীবনের অভিজ্ঞান। তিনি বলিলেন "পাঁচ রকম নেশা একটা মাদকদ্রব্য হইলে তার নাম হইল নব-বিধান। একটা নেশায় একটা মদে যোগীর যোগ। চৈতন্যের ভক্তি, বুদ্ধের নির্ব্বাণ, পাহাড়ে যাত্রার বৈরাগী হওয়া, গৌরের মত নৃত্যকরা সব একেবারে। কেশবের মতে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় অর্থে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ বেদ বাইবেল কোরাণ পুরাণের, ঈশা গৌর শাক্য মোহম্মদ, যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান ইত্যাদি সমুদয়ের রাসায়ণিক সমন্বয় সাধন। রাসায়ণিক প্রক্রিয়ায় যেমন বিভিন্ন বাষ্প সংমিশ্রিত হইয়া জল হয়, তেমনি এই সমুদয় মিলিয়া এক নূতন বিধান; কেশবই, ইহাত নিজ জীবনে প্রদর্শন করিয়া বলিলেন "ঈশা আমার ইচ্ছাশক্তি, চৈতন্য আমার হৃদয়, সক্রেটিস আমার মস্তক, হিন্দু ঋষিগণ আমার আত্মা এবং পরোপকারী হাওয়ার্ড আমার দক্ষিণ হস্ত"। রামকৃষ্ণদেব কি এভাবে কখনও সর্ব্ব ধর্ম্মসমন্বয় সাধন বা প্রদর্শন করিয়াছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ যে খ্রীষ্টের প্রতি শেষে শ্রদ্ধার্পণ করিয়াছেন তাহাও যে কেশবের জীবনেরই প্রভাবে বরং ইহা বিলক্ষণ বলা যাইতে পারে। উভয়ে উভয়ের জীবনের প্রভাব যে অনুভব ও গ্রহণ করিয়াছেন ইহা অবশ্যই আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

কিন্তু লেখকগণ যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব হইতে কেশবের সকলই বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন ইহা নিতান্তই মিথ্যা ও কাল্পনিক। Prof. MaxMuller ও যে রামকৃষ্ণের প্রভাবেই কেশবের জীবনের শেষ পরিবর্ত্তন বলিয়াছেন তাহাও তিনি শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ দত্ত বা বিবেকানন্দের মুখে শুনিয়া লিখিয়াছিলেন, ইহাত প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাঁহার কথাইযে অকাট্য বা অভ্রান্ত প্রমাণ তাহা কে বলিল।

বিশেষতঃ এই যুগই বিধাতার উদার ধর্ম্ম সমন্বয়ের যুগ। সকল দেশে সকল সম্প্রদায় মধ্যে বিধাতা এই উদার ধর্ম্ম সমন্বয়ের হাওয়া বহাইতেছেন। তাই পাশ্চাত্যে বাহাই সম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছে এবং সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় মধ্যেই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যান এবং উদারতার ভাব দেখা যাইতেছে, তেমনই এই একই সময়ে ভারতে বিধাতা একজন নিরক্ষর ব্রাহ্মণ সন্তানকে ধর্ম্ম পিপাসায় পাগল করিয়া জ্ঞান বিচার প্রধান ব্রহ্মসমাজে গঠিত কেশবচন্দ্রেরসহত মিলন সম্পাদন করিয়া পরস্পরকে পরস্পরের ভাব গ্রহণে আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম বন্ধুতাসূত্রে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সরল ধর্ম্মপিপাসু, আত্মসাধনাসিদ্ধ, তাই তিনি যাহার কাছে যাইলে ধর্ম্ম লাভ হয় ব্যাকুল অন্তরে অনুসন্ধান করিতে করিতে কেশবের কাছে গিয়া উপস্থিত হন। সাকার ধর্ম্মসাধনাবলম্বী রামকৃষ্ণ কেশবের কাছে প্রথমে নিরাকার ঈশ্বর দর্শন কি, তাহাই জানিবার বা শিখিবার জন্য পিপাসিত হইয়া গিয়াছিলেন।

কিন্তু কেশবের নির্ভর এক তাঁহার ব্রহ্মের উপর। তিনি বলিয়াছিলেন "আমার গুরু জগৎগুরু, এক প্রার্থনা হইতেই আমি সব পাইয়াছি।" ব্রহ্মই বিধাতারূপে তাঁহার নিকট প্রকট হইয়া সাধন ও সিদ্ধির জন্য যখনই যাহা প্রয়োজন হইত তাহা তিনিই স্বয়ং আনিয়া দিতেন। Seek ye first the kingdom of God and all things else shall be added unto you. কেশবের আধ্যাত্মিক ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনাকাঙ্খা চরিতার্থ জন্যই তিনি ঈশ্বরের শরণ লইয়াছিলেন এবং তাঁহার যাহা কিছু

পাইবার পাইবেন। শ্রীঈশার এই উক্তিইত তাঁহার জীবনে প্রমাণিত হইয়াছিল।

যখন কেশব বেলঘরিয়ার তপোবনে সবান্ধবে তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন, বিধাতাই তাঁহার নিকট শ্রীরামকৃষ্ণকে আনিয়া ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজনও এখন জীবিত রহিয়াছেন তিনিও যাহা বলিলেন এবং যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও একজন অর্থাৎ কোরানশরিফ অনুবাদক ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, ঘটনার বিবরণ যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলেই বুঝা যাইবে কেমন শ্রীকেশব ও রামকৃষ্ণ প্রথম দর্শনেই পরস্পরে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি লিখিয়াছেনঃ—

এই সময়ে তপোবনে পরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎকার হয়। পরমহংস আপনার ভাগিনেয় হৃদয় সহকারে কেশবচন্দ্রকে দেখিবার জন্য কলুটোলাস্থ ভবনে গমন করেন। সেখানে শ্রবণ করেন যে, কেশবচন্দ্র তাঁহার বন্ধুগণ সহ বেলঘরিয়া উদ্যানে সাধনে নিযুক্ত আছেন। কেশবচন্দ্রকে দেখিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়াছিল সুতরাং পরদিন প্রাতে ভাগিনেয়কে সঙ্গে করিয়া তপোবনে আসিয়া উপস্থিত প্রথমতঃ তিনি একখানি ছেকড়া গাড়ীতে উদ্যানে প্রবেশ করিয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণস্থ ঘাটে ভাগিনেয় সহ হস্তপদাদি শৌচ করিবার জন্য অবতরণ করিলেন। তাঁহার পরিধেয় রাঙ্গা পেড়ে বস্ত্রমাত্র ছিল, উত্তরীয়াদি কিছুই ছিল না। তাঁহাকে দেখিতে অধিক দিনের পীড়িতাবস্থার ব্যক্তির ন্যায় বোধ হইল। পূর্ব্ব দিকের বৃহৎ ঘাটে কেশবচন্দ্র বন্ধুগণ সহ উপবিষ্ট ছিলেন স্নানের উদ্যোগ হইতেছিল। এই সময়ে পরমহংস তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয় সহ কেশব চন্দ্রের নিকট উপনীত হইলেন। ভাগিনেয় হৃদয় বলিলেন "আমার মাতুল আপনার সঙ্গে হরিপ্রসঙ্গ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আপনার গৃহে গিয়াছিলেন, সেখানে শুনিলেন আপনি এই উদ্যানে আছেন, তাই তিনি এখানে আপনার নিকট উপস্থিত" তাঁহাকে দেখিয়া কাহারও মনে তত শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই। সমাগত বলিয়া উভয়কে বসিবার আসন প্রদত্ত হইল। সমাগত পরমহংস (তখন আর পরমহংস বলিয়া কে জানিত) প্রথমেই বলিলেন বাবু! "তোমরা নাকি ঈশ্বর দর্শন কর? সে দর্শন কিরূপ আমি জানিতে চাই।" প্রসঙ্গ হইতে হইতে প্রসঙ্গের ভাবোপযোগী একটী রামপ্রসাদী গান তিনি ধরিয়া দেন, গাইতে গাইতে তাঁহার সমাধি হয়। ভাগিনেয় হৃদয় ভট্টাচার্য্য ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিতে থাকেন এবং ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিতে সকলকে অনুরোধ করেন। পরমহংসের চক্ষুদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু উদ্গম হইল, মধ্যে মধ্যে হাসিতে লাগিলেন, পরিশেষে সমাধি ভঙ্গ হইল। এ ব্যাপারেও প্রচারকবর্গের মনে বিশেষ কোন ভাবোদয় হয় নাই। পরিশেষে তিনি যখন সাধারণ উপমাযোগে অধ্যাত্মতত্ত্ব বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সকলে অবাক্ হইয়া গেলেন। "যখন লুচিভাজা যায় তখন টগবগ করিয়া উঠে, ক্রমে অধিক জ্বাল হইলে আর শব্দ বাহির হয় না। এইরূপ জ্ঞান পরিপক্ক হইলে আর আড়ম্বর থাকে না; অল্প জ্ঞানেই আড়ম্বর। "বানরের ছানা মার বুক জড়াইয়া ধরিয়া থাকে, বিড়ালের ছানা ম্যাও ম্যাও করিয়া থাকে। প্রথমটী নির্ভরের ভাব দ্বিতীয়টী প্রার্থনার ভাব।" ব্যাঙাচির ল্যাজ খসিয়া গেলেই ব্যাঙ্ হইয়া লাফাইয়া বেড়ায় সেইরূপ আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হইলেই সামান্য মানুষ মুক্তি লাভ করে।" এইরূপ অনেকানেক কথা কহিয়া পরিশেষে প্রথমে তাঁহার প্রতি যে প্রকার ব্যবহার হইয়াছিল পরে যে প্রকার ব্যাপার হইল, তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "গরুর পালে কোন জন্তু আসিয়া ঢুকিলে সকল গরুতে মিলিয়া; তাহাকে গুঁতাইয়া তাড়াইয়া দেয়, কিন্তু কোন গরু আসিলে প্রথমে গা শোঁকাশুঁকি করে, পরে আপনার জাতি জানিয়া গা চাটাচাটি করিয়া থাকে, ভক্তে ভক্তে এইরূপ মিলন হয়।"

(ক্রমশঃ)

বিজয় সঙ্গীত

পরজ—ঝাঁপতাল।

বিশ্ব-বিজয়ী হতে এসেছে নববিধান।
এবিধান আশ্রয়ে পাবে পাপী পরিত্রাণ।
শতধর্ম্ম নাহি রবে, একধর্ম্ম হবেই হবে,
উড়িবেই উড়িবে ভবে মহা-সমন্বয় নিশান।
এ আদর্শ বুকে ধরে, রাখি যদি যাব তরে;
না রাখি শতধিক্কার, শত অপমান,—
আমাদের পাপানলে, আমরা মরিব জ্বলে,
কার সাধ্য করে আর বিধানে কলঙ্ক দান?
এদেশে নয় অন্য দেশে, এবেশেনয় অন্যবেশে,
এবংশে নয়, ভাবী বংশে, জন্মীহবে এবিধান,—
অতীত আঁধার ঘোরে আমরা যাইব স'রে,
(তখন) উঠিবে পৃথিবী ভ'রে বিধানের জয়-গান।

(স্বর্গীয় ভাই কাশীনাথ ঘোষ রচিত)

—•—

বিবেক ও স্বাধীনতা।

"আচার্য্য বলেন, ধর্ম্মপদার্থ কি দূরে? আমি ধার্ম্মিক হইতে চাই, আর দেখ, ধর্ম্ম করতলস্থ।" এই তত্ত্বটী চীনদেশীয় শাস্ত্র হইতে গৃহীত। আমরা ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া এ তত্ত্ব একটু পরিগ্রহ করিতে সুযোগ পাইয়াছি। কেননা 'সত্যধর্ম্ম অন্তরে' ইহা আমরা জানিতাম না ব্রাহ্মসমাজের গুণে জানিয়াছি।

শুধু 'ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিক' এই নিম্নস্তরের বিষয়ে দুই একটী কথা মাত্র বলিতে যত্ন করিব। নিম্নস্তর এই জন্য বলিতেছি যে, এই স্তরে মনুষ্য, পশু, পক্ষী বৃক্ষ, লতা, অগ্নি, জল, বায়ু মৃত্তিকা, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র সকলই অবস্থিতি করে। সৃষ্ট জগতের প্রতি মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে দেখা যায়, মনুষ্য ব্যতিরেকে অন্যান্য সকলই আপন আপন স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া নীরবে স্রষ্টার আদেশ শিরোধার্য্য পূর্ব্বক স্ব স্ব কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে। মনুষ্য স্বাধীন জীব এবং তাহার বিবেক বুদ্ধি আছে। এ'জন্য বলা হইয়াছে "তুমি মঙ্গলের জন্যে, দিয়েছ সন্তানে, মহামূল্য ধন বিবেক স্বাধীনতা।" এই বিবেক এবং স্বাধীনতা পাওয়াতেই, মনুষ্য সৃষ্ট অন্যান্য সকল হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে এবং তজ্জন্য অন্যান্য সকল হইতে তাহার দায়িত্বও স্বতন্ত্র, এবং সেই দায়িত্বের গুরুত্বও অত্যন্ত অধিক। এই বিবেক ও স্বাধীনতার ব্যবহারেই মানুষ মানুষ এবং যে মনুষ্য এ দুইটীর সদ্ব্যবহার জানে না এবং সদ্ব্যবহার করে না সে প্রকৃতপক্ষে মনুষ্য-নামের বাচ্য হইতে পারে না। বিবেক সত্যাসত্য, ন্যায়ান্যায়, নিত্যানিত্য বুঝিবার শক্তি। স্বাধীনতা ইচ্ছাপূর্ব্বক সজ্ঞানে ও সুস্থমনে অসত্য, অন্যায় এবং অনিত্য ত্যাগ পূর্ব্বক সত্য, ন্যায় এবং নিত্য মনোনীত করিয়া আশ্রয় করা। এ সম্বন্ধে কঠোপনিষদের একটী পদ্যে আছেঃ—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥ কঠ ২।২।

অর্থাৎ "শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়, ধীর ব্যক্তি সম্যক বিবেচনা করিয়া এই দুইকে পৃথক্ করেন। ইহার মধ্যে ধীর ব্যক্তি প্রেয়কে ত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, আর মন্দ ব্যক্তি লাভ ও লব্ধ বিষয়ের রক্ষার্থ প্রেয়কে গ্রহন করে।" এখানে বিবেক এবং স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার কেমন সুন্দর রূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে। প্রথমতঃ সত্যাসত্য, ন্যায়ান্যায় এবং নিত্যানিত্য মনুষ্যকে যে সকল অবস্থাতেই আশ্রয় করিয়া আছে, তাহার প্রতি মনযোগ প্রয়োজন। আমাতে পাপ নাই এরূপ মনে করিলে, আমি আত্ম-বঞ্চনা করি। সুতরাং পাপবোধ না জন্মিলে বিবেকের ব্যবহার হয় নাই বুঝিতে হইবে। যথার্থ পাপবোধ জন্মিলে অর্থাৎ বিবেকের সদ্ব্যবহরটী সম্যকরূপে হইলে, স্বাধীন ভাবে ইচ্ছা পূর্ব্বক পাপ-পরিত্যাগের জন্য যত্ন অল্প আয়াসেই উপস্থিত হয়। এই অবস্থাতে প্রার্থনা মানুষের দুর্ব্বলতা মধ্যে তাহার সহায় হইয়া থাকে। মানুষের কার্য্য যখন শেষ হয়, তখন ঈশ্বরের কার্য্য আরম্ভ হয়। মানুষ যখন স্বীয় বিবেক, বুদ্ধি ও স্বাধীন ইচ্ছার সদ্ব্যবহার করিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়, তখন সে ভগবৎ-কৃপা প্রাপ্ত হয়। এজন্যই ভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেন, "আমি সহজে মিলিত হই পাপীর সনে, যদি ডাকে সে একবার আমায় কাতর প্রাণে। অহঙ্কারী পাপী যারা, আমার দেখা পায়না তারা, দীন জনের বন্ধু আমি সকলে জানে, ভগ্ন হৃদয়বাসী আমি সকলে জানে।" যে মানব আত্ম-চিন্তা করেনা, নিজের ভিতরে মহামূল্য ধন বিবেক স্বাধীনতার তত্ত্ব রাখে না, সুতরাং তাহাদের সদ্ব্যবহারেও উদাসীন, তাহার পক্ষে ধর্ম্মজীবন আরম্ভই হইতে পারে না। কেননা সে জড়-বাদী, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ এবং মোহপ্রযুক্ত অহঙ্কারী হইয়া বিচরণ করে। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি বহির্মুখী হইয়া ইন্দ্রিয় গ্রামে বিচরণ করে, তাহার সম্বন্ধে ধর্ম্ম দূরাৎসুদূরে স্থিতি করে। আর যিনি অন্তর্মুখী হইয়া আপনার প্রকৃতিগত বিবেক ও স্বাধীনতা দর্শন করেন এবং তজ্জন্য দয়ালু দাতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া কৃপার ভিখারী হন এবং তাঁহার উপরে বিশ্বাস ও নির্ভর স্থাপন পূর্ব্বক তাহাদের সম্যক্ ব্যবহারের জন্য অনুদিন যত্ন করেন, তাঁহার পক্ষে ধর্ম্ম পদার্থ আর দূরে থাকে না, করতল ন্যস্ত অমলকবৎ ধর্ম্ম তাঁহার করতলস্থ তিনি দেখিতে পান।

মহর্ষি ঈশা বলিলেন "তোমরা সত্যকে জানিবে এবং সত্য তোমাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিবে।"

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন।
ঢাকা।

অষ্টপঞ্চাশত্তম ভাদ্রোৎসব।

বিগত ২৯শে শ্রাবণ সায়ংকালে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন। ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনার কার্য্য করেন।

৩০শে শ্রাবণ স্বর্গীয় ভাই গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে প্রাতে ৭টায় নববিধান প্রচারাশ্রমে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন ও সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে তাঁর জীবনী সম্বন্ধে প্রসঙ্গ হয়। প্রাতের উপাসনায় তাঁর আত্মিয়ের মধ্যে কেহ কেহ যোগদেন।

৩১শে শ্রাবন সায়ং ব্রহ্মমন্দিরে সংকীর্ত্তন শ্রীমান্ সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত সংকীর্ত্তনের নেতৃত্ব করেন। অনেকগুলি যুবক এই সংকীর্ত্তনে যোগদেন।

৩২শে শ্রাবণ বুধবার প্রাতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে নববিধান প্রচারাশ্রমে উপাসনার কার্য্য ভাই অক্ষয় কুমার লধ সম্পন্ন করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা ও বক্তৃতা হয়।

১লা ভাদ্র বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে মহিলাদিগের উৎসব মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী উপাসনার কার্য্য করেন অনেকগুলি ব্রাহ্মিকা যোগদেন।

২রা ভাদ্র শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে প্রাতে নববিধান প্রচার আশ্রমে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনার কার্য্য করেন। সায়ং

কালে ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়ে মহিলাদিগের উৎসব। প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্তা নির্ভর প্রিয়া ঘোষ ও তাঁর সহকারিনী শিক্ষায়িত্রী এবং ছাত্রীগণ বেস আয়োজন করিয়া ছিলেন এইদিন শ্রীমতী মণিকা মহালানবিশ উপাসনার কার্য্য করেন।

৩রা ভাদ্র জেনারেল বুথের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনার কার্য্য করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্ম মন্দিরে জেনারেল বুথের অনুগামী মুক্তি ফৌজের দল, ইংরাজীতে সঙ্গীত ও প্রার্থনা করেন।

৪ঠা ভাদ্র রবিবার প্রাতে প্রেরিত প্রতিপালক স্বর্গীয় ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র ও ভাই বলদেন্ত নারায়ণের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে প্রচারাশ্রম উপাসনালয়ে ভাই প্যারিমোহন চৌধুরী উপাসনার কার্য্য করেন, এই বিশেষ উপাসনায় অনেকেই যোগদিয়া ছিলেন অদ্য সায়ংকালে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে প্রফেসার ভ্রাতা রাজেন্দ্রনাথ সেন বেদীর কার্য্য করেন। তাঁর উপাসনাও উপদেশে কিছু দীর্ঘসময় লাগিয়াছিল। তিনি খুব ভাবের সহিত উপদেশ দিয়াছিলেন।

৫ই ভাদ্র সোমবার, সায়ংকালে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসক মণ্ডলীর একটী Informal meetingএ কার্য্য নির্ব্বাহক সভার বিগত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আলোচনা হয়। অদ্য অনেকেই প্রাণ খুলিয়া তাঁদের ভুল ভ্রান্তির বিষয় স্বীকার করিয়াছিলেন।

৬ই ভাদ্র মঙ্গলবার সায়ংকালে, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ডাক্তার বি, সি, ঘোষ মহাশয় বেদীর কার্য্য করিয়া খুব বিশ্বাস ও অনুরাগের সহিত উপাসনা করেন, তাঁর উপাসনা ও উপদেশ বেশ প্রাঞ্জল ও সুমিষ্ট হইয়াছিল।

৭ই ভাদ্র বুধবার ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সদলে যে সামাজিক উপাসনা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তদুপলক্ষে প্রাতে ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও সায়ংকালে শ্রীযুক্ত বেনীমাধব দাস এম, এ, মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। অদ্য দুইবেলাই অনেকগুলি ভাই ভগিনী যোগদিয়া ছিলেন। ক্রমশঃ

ব্যথিত দিগের ভাদ্রোৎসব।

নববিধান বিশ্বাসীগণের মধ্যে অনেকেই জানেন তিনটী শাখা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের কার্য্যপ্রণালী ও বিজ্ঞাপন পাইয়া নববিধান সমাজের কয়েকটী ব্যথিত ভাই ভগনী গত ৮ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার সায়ংকালে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উৎসবের আয়োজন করেন (অবশ্য ইহা প্রকাশ্য উৎসব নয়) তাঁরা প্রায় ২০।২৫টী ব্যথিত ভাই ভগিনী ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সমবেত হইয়া প্রথমে সংগীত ও পূর্ণাঙ্গ উপাসনা ও আলোচনা করিয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসনের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্তা নির্ভর প্রিয়া ঘোষ ও তাঁর সহকারিণী শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীগণ অতি মনোরম করিয়া সদ্য-প্রস্ফুটিত শ্বেত ও রক্তপদ্মে ব্রহ্মমন্দিরেরবেদী ও সম্মুখস্থ স্থানটী সাজাইয়াছিলেন এবং নির্ভর প্রিয়া তাঁর সহকারিনী শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীগন বিশেষ ভাবে যে সুমধুর সঙ্গীতটী গাইয়া উপাসনা ও প্রার্থনাকে মধুময় করিয়া ছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সঙ্গীত।

যদি অভ্রভেদী হিমাদ্রী মহান যোগমগ্ন নিনিমেষ
অনাদি তুহিন ধীরে বহিল যে পায় আপনার শেষ,
ধরনীর মায়া সোণার স্বপন ভাঙ্গে যদি একদিন,
দেবতার এই দিব্য বিধান অক্ষয় মরণ হীন।
এই পতাকারি পরশ-মাধুরী কৃতার্থ আত্মাগুলি,
লহ আজ মেখে মুখে মস্তকে প্রেমতীর্থের ধূলি।

জননীর মত সকল বিধানে লয়েছে বক্ষে করে,
শতাব্দীর শত সংকৃত সঙ্গীত বাজে এর তারে তারে।
সব চিরন্তন করিয়া আপন এযে গো সর্ব্বগ্রাসী,
বিশ্ববাহিনী নবস্বরূপনী আজ এরি মাঝে আসি।
এই পতাকারি পরশ-মাধুরি কৃতার্থ আত্মাগুলি,
লহ আজ মেখে মুখে মস্তকে প্রেমতীর্থের ধূলি।

দিকে দিকে চাহি সর্ব্বজীব শুভ উচ্চারি নিঃশ্বাসে,
দেব দানবেরে প্রেমের পাথারে ভাসায়েছে পাশে পাশে
হাজার যুগের হরিলীলা গাথা এ চির-নববিধান
হবে এর জয়, নাই নাই ভয় দুঃখের অবসান।
এই পতাকারি পরশ মাধুরী কৃতার্থ আত্মাগুলি
লহ আজ মেখে মুখে মস্তকে প্রেম তীর্থের ধূলি।

নববিধান মণ্ডলীর পুরাতন ভৃত্য সেবক শ্রীঅখিলচন্দ্র রায় ব্রহ্মমন্দিরের বেদী সম্মুখ করিয়া বেঞ্চিতে বসিয়া উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন, অবশ্য তিনি স্বীকার করেন "নববিধানের দেবতার জীবন্ত বর্ত্তমানতা উপলব্ধি করিয়া উপাসনা গম্ভীর ও ভক্তি ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল," আমরা ও উক্ত উপাসনায় যোগদিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। আচার্য্যদেবের দৈনিক প্রার্থনার ৪র্থ ভাগ হইতে "পবিত্রাত্মার বিধান বিষয়টী পাঠ করিয়া সেবক অখিল চন্দ্র ঐ ভাবেই কাতর প্রার্থনা করেন। উপাসনার শেষাংশের উপরোক্ত সঙ্গীতটি যে সময় গীত হয় ঐ সময় ২টী ছাত্রী নববিধানের বিজয় পতাকা হস্তে করিয়া জয়গীত গাইয়া ছিলেন, উহা আমাদের নিকট অতীব মনোরম ও স্বর্গীয় দৃশ্য অনুভূত হইয়াছিল। উপাসনার পর নববিধানের উচ্চ তত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা হয়, ভ্রাতা প্রেমেন্দ্র নাথ রায় ভক্তি অনুরাগের সহিত বলিলেন, "আমরা আমাদের অন্ধ ভাই, ভগিনীদের ও এই নববৃন্দাবনে আনিতে চাই, তাঁরা কেন নববিধানের বিরোধী হইয়া

অন্ধকারময় নরকে পড়িয়া থাকিবেন। আমরা যে নববিধানের নব বৃন্দাবনের বিমলানন্দ ভোগ করিতেছি আমরা কেন এই উচ্চ ধর্ম্মের সত্যকে খাট্ট করে তাঁদের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করতে যাই তাতে যে তাঁদের ও অকল্যান ও আমাদের ও অধোগতি হইবে। সেবক অখিলচন্দ্র বলেন "নববিধান পবিত্রাত্মার বিধান, যাঁরা এই বিধানেবিশ্বাস করেন তাঁহাদিগকে এই কয়টী সত্যে বিশ্বাস করতে হবে।

(১) জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস।

(২) তাঁর প্রত্যাদেশে বিশ্বাস।

(৩) প্রেরিত ভক্ত শ্রীকেশবচন্দ্র, ও তাঁর সহযাত্রী প্রেরিত গণকে বিশ্বাস।

(৪)। নববিধান বর্ত্তমান যুগের পরিত্রাণ প্রদ ধর্ম্ম তাহা পূর্ণ রূপে স্বীকার কত্তে হবে।

এ যুগে ইহাই পরিত্রাণ প্রদ ধর্ম্ম, কাঁট ছাঁট দিয়া এধর্ম্মকে খাট করে মিলন হয় না, তারপর ব্রাহ্মসমজের বিভিন্ন শাখার মিলিত উৎসব এর অর্থই হয় না, বর্ত্তমান ৩টি সমাজকে যদি শাখা বলা হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের মূল বৃক্ষ কোথায়? আমরা বিশ্বাসের সহিত বলিতে চাই, নববিধান সমাজই ব্রাহ্মসমাজের মূলবৃক্ষ, যাঁরা এই স্বর্গীয় পরিত্রাণপ্রদ বিধানকে অস্বীকার করিয়া বিছিন্ন আছেন তাঁরা এখানে আসুন, এই নববিধানে বিশ্বাস স্বীকার করিয়া, শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে নববিধানে ঈশ্বর প্রেরিত আচার্য্য ও তাঁর সঙ্গীদিগকে ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করুন, আমরা তাঁহাদিগকে বুক পাতিয়া লইব।" উপস্থিত ভগিনী দিগের মধ্যে কেহ কেহ ঐ ভাবের প্রসঙ্গ করেন। প্রায় ২ঘণ্টা কাল ঐ রূপ ভাবে সঙ্গীত উপাসনা ও আলোচনাতে অতিবাহিত হইয়াছিল। আমরা মণ্ডলীর বর্ত্তমান অবস্থায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া যেমন কাতর প্রাণে মার শ্রীমন্দিরে গিয়াছিলাম, তেমনি মা তাঁর তৃষিত ও ব্যথিত সন্তান সন্ততিগুলিকে স্বর্গের প্রসাদ দানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। জয় মা নববিধান বিধায়িনীর জয়।

প্রণত :—

একটি দীন উপাসক।

—০—

প্রাপ্ত।

সাকার-নিরাকার।

নাতি :—দাদু তুমি কি বলছিলে গা?

"মা" তুমি সর্ব্বময় পরিব্যাপ্তা, সকল বস্তুর সার, সকল কার্য্যের ফলস্বরূপিনী। তুমি অপরূপা অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী তোমার রূপের তুলনা নাই গুনের সীমা নাই, তুমি নিরিকারা নিরাকারা "মা"। তোমায় কি দিয়ে পূজা কর্ব্বো, কি দিয়ে সেবা কর্ব্বো? আমি দীনাতিদীন, আমার কি আছে মা আমি তোমার মঙ্গলপ্রদ রাজিব চরণে সহস্র সহস্র প্রনাম করি।

বাহারে বাহা! মা যদি নিরাকারই হলেন তবে তাঁর চরণ এল কোথা হতে?

দাদু :—ভাই! এ প্রশ্নের সদ্‌উত্তর তুমি বড় হলে আপনা আপনিই বুঝতে পার্ব্বে।

নাতি :—না দাদু! তোমায় বলতেই হবে এর তাৎপর্য্য কি?

দাদু :—ভাই! মায়ের কথা মাই জানেন, তবে কৃপাময়ী মা কৃপা করে তাঁর যে সন্তানকে তাঁর কথা জানিয়ে দ্যান তাঁর অপূর্ব্ব অব্যক্ত উপমাতীত জ্যোতিরাশির কণা মাত্রও দেখাইয়া দেন তিনিই তাঁর বিষয় উপলব্ধি করতে পারেন। তবে আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করছি; এর উত্তর দাও যে স্বচ্ছ সলিলের কোনও রূপ আছে কি না?

নাতি :—না, জলের নিজের কোনও আকার না থাক্‌লেও জলকে যখন যে পাত্রে রাখা যায় তখন যে সেই পাত্রেরই আকার ধারণ করে।

দাদু :—বাস্, তা হইলেই গোল মিটে গেল। ব্রহ্ম সকল বস্তুতে বিরাজমান অথচ সকল বস্তু ঠিক একই রকমের নয় কিন্তু একই ব্রহ্ম এ সবারই ভিতর বিরাজমান।

এখন ব্রহ্মকে সাকার বলতে পারাযায় মাত্র কিন্তু ধ্যান ধারনার দ্বারায় সূক্ষ দৃষ্টিতে সত্য বস্তুর অনুসন্ধান করলে আর সাকার থাকে না, তখন আমিও নিরাকার আর তিনিও নিরাকার, এই যে অনন্ত রূপরাশি তখন সবই এক অপূর্ব্ব জ্যোতির অব্যক্ত আনন্দ প্রবাহ। সাকারের ক্ষয়, বৃদ্ধি, জন্ম, মৃত্যু উৎপত্তি নিবৃত্তি আছে, কিন্তু নিরাকার পরব্রহ্ম, সকল শাস্ত্রের আকর, নির্গুন ত্রিগুনাতীত সত্য বস্তু হ্রাস বৃদ্ধি নাই তাঁর জরা ব্যাধি নাই, তিনি নিত্য সত্য এক অপূর্ব্ব অব্যক্ত-জ্ঞান, প্রেম, আনন্দ ও শান্তি স্বরূপ।

নাতি :—দাদু? তবে আর কি, আমি মাত্র চুপকরে বসে থাকিনা কেন? ঈশ্বর উপাসনার দরকার কি! আমিও ত ব্রহ্ম।

দাদু :—না ভাই তা হয় না। তুমিও ব্রহ্মশক্তি বিশিষ্ট বটে, কিন্তু সেই শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে তাঁকে চিনে নিতে হবে।

নাতি :—কি করে চিনে নেব? তিনিতো বহু বিরাট অনন্ত হতে পারেন।

দাদু :—হতে পারেন কেন? তিনি একই বস্তু আবার বহুই এক তাঁর নিকট মন প্রাণ সমর্পন করিয়া প্রার্থনা করলে তাঁর প্রিয়কার্য্য (জীবে দয়া সেবা ইত্যাদি) সাধন করলে, তিনি প্রসন্ন হয়ে অন্তররাজ্যে প্রেমের হাট বসিয়ে দেন; আর জীবগণ (সাধকগণ) সেই অফুরন্ত আনন্দ প্রবাহে ভেসে যায়। সে আনন্দের কুল নাই কিনারা নাই, শুধু—

মধু—মধু—মধু

ব্রহ্মরাজ্যে অমাবস্যা পূর্ণিমা নাই, সেথায় চির স্নিগ্ধ স্থির জোছনায় ফিং ফুটে থাকে প্রাণ আকুল কর। মন মাতান সংগীতে পূরিত কল্পনার অতীত মন মুগ্ধ করে আপন ভোলা সৌন্দর্য্যে সুশোভিত সে শোভা দেখলে চক্ষু পলক হীন, স্থির হয়ে থাকে মন প্রাণ মধুময় হ'য়ে যায়।

তখন মায়ের সন্তান মাকে চিনে নিতে পারে। "মা" বিরাট অনন্ত হলেও সন্তানের কাছে তাহা থাকেনা তার কাছে "মা" শুধুই "মা" সেই মায়ের চরণই একমাত্র সার, একমাত্র লক্ষ একমাত্র উপাস্য একমাত্র মোক্ষপ্রদ।

জয় জয় মা আনন্দময়ী!

সেবক—

কেশবলাল হাজরা।

নূতন সঙ্গীত

[শ্রীমৎ সূর্য্যকুমার দাসের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে—]

১। অন্তরে চলেছে ঝড়ের খেলা,
বাহিরে সহসা অশনি বাজে
এমন দিনে অনাথের বন্ধু
কে আর মোদের আছে।

২। ঝলসে গেছে হৃদয় মন
বিচ্ছেদ ব্যাথার ঘায়ে
কে এল অন্তর মাঝে
ব্যগ্র ত্বরিৎ পায়ে।

৩। কে আর মোদের তোমার মত
বাসবে ভালো সকল দিয়ে
নিবিড় অন্ধকারে কে দেবে
নেভান প্রদীপ জ্বালিয়ে।

৪। যাবে বলে মহাসভার নিমন্ত্রণে
সেজে দাঁড়িয়ে ছিলে পথে
যেমান এলো অমনি উঠলে
বিধানপুরের বিমান রথে।

৫। কার প্রকাশ আজ মনের মনে
সাড়া দিয়ে গোপন সারে
মুছিয়ে দিতে শোকের দহন
শান্ত শীতল বায়ে।

শ্রীদীননাথ সরকার।

সংবাদ।

নামকরণ—বিগত ১২ই ভাদ্র সোমবার সায়ংকালে হাওড়া ব্যাটরা নিবাসী শ্রীযুক্তবসন্তকুমার দাসের পুত্র শ্রীমান ধীরেন্দ্র কুমার দাসের কন্যার নামকরণ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ আচার্য্যের কার্য্য করেন। কন্যার নাম "আরতি" রাখা হইয়াছে। এই উপলক্ষে কন্যার পিতা প্রচার ফণ্ডে ৫৲টাকা দান করিয়াছেন। মঙ্গলময় নবকুমারীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—বিগত ৩রা শ্রাবণ হাওড়া ব্যাটরা নিবাসী শ্রীমৎ সূর্য্যকুমার দাসের আদ্যশ্রাদ্ধ তাঁহার ১৯৮নং বেলিলিয়াস রোডস্থ ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। ডাক্তার কামক্ষ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্য ও ভাই অক্ষয়কুমার লধ এবং বাবু দেবেন্দ্রনাথ বসু অধ্যেতার কার্য্য করেন। সূর্য্যকুমার দাস মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ সন্তোষকুমার দাস প্রধান শোককারীর প্রার্থনা ও পিতার সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন। আমরা দীননাথ সরকার সময়োপযোগী নূতন সঙ্গীত রচনা করিয়া গান করেন। অনেকগুলি আত্মীয় এই আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন স্বর্গীয়ভ্রাতা সূর্য্যকুমারের জীবনী বারান্তরে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। মা বিধান জননী স্বর্গগত আত্মাকে তাঁর শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দান করুণ।

স্থানাভাবে এবারও কয়েকটী সংবাদ প্রকাশ হইলনা।

কাতর নিবেদন

ইতিপূর্ব্বে কতবারই ধর্ম্মতত্ত্বের গ্রাহকমহোদয় দিগকে আমাদের অবস্থা জানাইয়াছি, কেহ হয়তো আমাদের "সানুনয় প্রার্থনা"টী পাঠ করিয়াছেন আবার কেহ, কেহ, হয়তো ঐদিকে দৃষ্টিকরাও উচিৎ মনেকরেন না। সেদিবস প্রেসের প্রধান অধ্যক্ষ মহাশয় বলিলেন "যদি হাত পর্য্যন্ত ধর্ম্মতত্ত্ব ছাপানোর দরুণ পাওনা মিটাইয়া না দেন তাহা হইলে আমরা ধর্ম্মতত্ত্ব ছাপিবনা" গ্রাহকগণ এখন একটুক চিন্তাকরিয়া দেখুন, আমরা তাঁহাদের ও ধর্ম্মমণ্ডলীর সেবাকরিতে যাইয়া কিরূপ বিপন্ন হইয়াছি। যদি গ্রাহকগণ তাঁদের নিকটে যাহা পাওনা হইয়াছে তাহা হাত পর্য্যন্তও মিটাইয়া দেন তাহা হইলে আমরা এবিপদ হইতে রক্ষা পাই, অনেক গ্রাহকই জানেন তাঁরা কতদিন মূল্য দেন না।

সেবক—

শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়

সহঃ সম্পাদক "ধর্ম্মতত্ত্ব"

Edited. on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্ "নববিধান প্রেস" বি, এন্ মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬২ ভাগ | ১লা আশ্বিন, ১৩৩৪ সাল, ১৮৪৯ শক, ৯৮ ব্রোহ্মাব্দ | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।
১৭ সংখ্যা | 18 September 1927.

প্রার্থনা।

হে প্রেমসিন্ধু, হে দয়ার আকর, নীচ হৃদয়ের নীচ কথা আমাদিগকে কখন যেন উচ্চ কাজ হইতে নিবৃত্ত না করে। হে পিতা, মনুষ্যহৃদয়ের নীচ চিন্তা সর্ব্বদাই নীচকার্য্যে প্রবৃত্ত করে, কখন কখন উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত করে। পিতা, আশীর্ব্বাদ কর যদি আমরা প্রেমের সাধনে নিযুক্ত হইয়াছি, কখন যেন আমরা কুমন্ত্রনা শুনিয়া নীচ না হই। বর্ত্তমান সময়ে যারা আমাদের আক্রমণ করে তারা যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করে। সত্য যেমন যুগে যুগে একই, তেমনি বিরোধী শত্রু, উৎপীড়ণকারী, বিদ্বেষ, হিংসা, রাগ, ইহারাও যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করে। সত্য প্রবল হইতেছে অসত্য মারিবার জন্য, আবার অসত্য প্রবল হইতেছে সত্যকে মারিবার জন্য। পৃথিবীতে সত্যের জন্য উৎপীড়িত হইতে হয়। তোমার প্রসাদে আমরা যদি নব-প্রেমের ধর্ম্ম পাইয়া থাকি, তবে ইহা নিশ্চয় যে বিরোধিরা শত্রুরা এ প্রেমের ধর্ম্ম বিনাশ করিতে চেষ্টা করিবে। যাহাতে প্রাচীন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার হইবে, সকল বিধানের গৌরব বাড়িবে, এমন উচ্চ কাজ যদি ধরে থাকি, তবে যেন পাঁচজনের আক্রমন শত্রুতা ও কুমন্ত্রনায় ভীত না হই। পৃথিবী বিবাদ বিসংবাদ সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম চায়। সেই বিবাদ নির্ব্বাণ করিয়া আমরা সকল ধর্ম্মের মিলন করিতেছি, ইহা লোকেরা সহিবে কেন? তাদের পক্ষে প্রীতিকর হইবে কেন? তারা যে সাম্প্রদায়িকতা সঙ্কীর্ণতা বিবাদ চায়। হে মাতঃ উচ্চ কর্ম্ম মানুষের মন বড় করিতে চায় না, যদি আমাদের প্রবৃত্তি হয়েছে উচ্চ ব্রতে, তাহাযেন না ছাড়ি। ধন্য ধন্য আমাদের পিতা মাতা, যাঁরা এ শুভ সময়ে আমাদিগকে পৃথিবীতে আনিয়াছেন। ধন্য আমাদের মাতৃভূমি, ধন্য ধন্য নববিধান, যাঁর জন্য আমরা এত ধর্ম্মের রহস্য দেখিতে পাইতেছি। আর ধন্য ধন্য মা, তোমার দয়া, যে আমরা এত উচ্চ ব্রতে নিযুক্ত হয়েছি। প্রেম আসিয়া কুশল শান্তি বিস্তার করিতে-ছেন। দয়াময়, আমরা যেন অন্যের কুমন্ত্রণায় এ সব পথ না ছাড়ি। হে করুণাময়ী, কি জানি কখনও যদি কুবুদ্ধি মনে আসে। যদি এ কল্পনা, ভ্রম বলিয়া সন্দেহ হয়, তবে যে তখনি মরিব। হে দয়াময় ঐ সকল যুক্তি শুনিতে দিও না। কেবল তুমি আমাদের প্রিয় হও। তোমার ধর্ম্ম আমাদের আদরণীয় হোক্। প্রানেশ্বরী, তোমার আশ্রিতদের বাঁচাও। এরা যেন যারা কুবুদ্ধি দিতেছে তাদের দিকে কাণ না দেয়। আমাদের মনকে সতেজ কর। আমরা যেন সত্যকে সন্দেহ না করি। তোমার এই আজ্ঞা যে সাম্প্রদায়িকতা উপধর্ম্ম থাকিবেনা। হে করুণাময়ী,

হে মঙ্গলময়ি, তুমি দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার প্রদত্ত নববিধানে প্রাণ মন সমর্পন করিয়া অটল নিষ্ঠার সহিত, অপ্রতিহত বিশ্বাসের সহিত, এই উচ্চ ব্রত পালন করি, মা, তুমি অনুগ্রহ করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। (দৈনিক প্রাঃ ১ম ভাগ।)

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

নববিধান সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক।

উদ্ধৃত

নববিধানে কখন সাম্প্রদায়িকতা আসিতে পারে না। যেখানে সমুদায় সম্প্রদায় মিলিত হইয়াছে, যেখানে বিবাদ বিসংবাদ ভুলিয়া গিয়া সমুদায় ধর্ম্ম সর্ব্বসামঞ্জস্যে একীভূত হইয়াছে, যেখানে হিন্দু বৌদ্ধ, যিহুদা খ্রীষ্ট মুসলমান ধর্ম্ম স্বস্ববিরোধী ভাব পরিহার করিয়া পরস্পরে মহামিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে, যেখানে জ্ঞান ভক্তি, যোগ, কর্ম্ম, প্রেম ও পুণ্য একাধারে নিত্য প্রতিভাত হইতেছে, সেখানে সাম্প্রদায়িকতা কি প্রকারে আসিবে? যদি সাম্প্রদায়িকতা অসম্ভব হইল, তবে কেন ভিন্নভিন্ন দল অনিবার্য্য হইয়া পড়িতেছে। কেন হইতেছে, আজ আমরা তাহার উত্তর দিতে প্রস্তুত।

সকলেই জানেন, মানবজাতি একেবারে উন্নত অবস্থা লইয়া পৃথিবীতে সমাগত হয় নাই। আদিমাবস্থা হইতে আজ পর্য্যন্ত তিল তিল করিয়া বাড়িয়া উহা বর্ত্তমান উন্নতাবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। এক একটী বিধান সম্মুখ ও পশ্চাতের বহু সহস্র বৎসর বক্ষে লইয়া সমাগত হয়। ভূতকালে যাহা হইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতে যাহা হইবে, বিধান মধ্যে এ দুই অন্তর্ভূত থাকাতে, এতদ্বারা যে সকল লোক আকৃষ্ট হয়, তাহাদিগের মধ্যে যে বিবিধ শ্রেণী হইবে ইহা কিছু বিচিত্র ব্যাপার নহে। বিধানের বিকাশ একেবারে হয় না; ইহারও ক্রমে বিকাশ আছে। সুতরাং এক বিধানের অন্তর্গত এমন সকল লোক থাকে, যাহারা ইহার এক এক বিকাশে আবদ্ধ, অন্য বিকাশে অনুপস্থিত। ভিন্ন বিকাশে স্থিতি নিবন্ধন একই বিধানের মধ্যে বিভিন্ন দল হইয়া পড়ে। কিন্তু এই সকল বিভিন্ন দল ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন।

এখন এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে, যদি বর্ত্তমান বিধান সম্বন্ধে এই প্রকার বিভিন্ন দল কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে কোন একটী প্রাচীন বিধানেও যে আত্মসম্বন্ধে সাম্প্রদায়িকতা আছে, ইহা বলা যাইতে পারে না। এক বিধান অন্য বিধানের প্রতি বিমুখ হইয়া বিপরীত বিধানের বিরোধে সর্ব্বপ্রকার মিথ্যা দোষারোপ করিতে থাকে, ইহা যেমন সাম্প্রদায়িকতা তেমনি এক সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন পথাবলম্বী লোক সকল যখন মূল মত সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তৎপরিবর্ত্তে অন্য কতকগুলি নূতন মত অবলম্বন করে, তখন এক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিন্ন সম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়া সাম্প্রদায়িকতা উপস্থিত হয়। খ্রীষ্ট, শৈব, বৈষ্ণবাদি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত অবস্থিতি করিতেছে। যেখানে মৌলিক মত সকল স্থির থাকে, তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয় না, কেবল ক্রমোন্নতিতে যে সকল মত পূর্ব্ব মত সহ সংযুক্ত হয়, সে সকল কতকগুলি লোক গ্রহণ করে, কতকগুলি লোক গ্রহণ করে না, সেখানে দল হইল ভিন্ন সম্প্রদায় হইল না। শেষোক্ত লোক সকলের উন্নতি স্থগিত হইয়া গিয়াছে, তাহারা আর অগ্রসর হইতে পারে না, সুতরাং পূর্ব্বাবস্থাতে থাকিয়া যাহারা অগ্রসর হইল, কালে তাহাদিগের মধ্যে যাঁহাদের গতি স্থগিত হইবে, তাহারা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে, কতকগুলি লোক অগ্রসর হইয়া যাইবে। এইরূপ ক্রমোন্নতির নিয়মে স্থগিতগতি লোক সকল পূর্ব্বাবস্থায় অবস্থিত এবং উন্নতির নিয়ত অনুসরণকারীগণ অগ্রগামী, ইহা প্রকৃতগত সুতরাং চিরকাল চলিতে থাকিবে। কিন্তু মূলদেশে যে মত আছে, তাহার কোন বিপরিবর্ত্তন না হওয়াতে এরূপ অবস্থায় সাম্প্রদায়িকতা উপস্থিত হয় না। (ক্রমশঃ)

—০—

দুর্গোৎসব—শারদীয় উৎসব।

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম আমাদিগকে শিখাইয়াছিলেন, সকল ধর্ম্ম হইতে সত্য গ্রহণ করিতে হইবে। নববিধান শিখাইয়াছেন, সকল ধর্ম্মই সত্য। ধর্ম্ম যাহা তাহা ধর্ম্ম, বিধান যাহা তাহা বিধান। যখন ধর্ম্মবিধান ঈশ্বরের বিধান সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের বিধান তখন তাহা সত্য ভিন্ন আর কি হইতে পারে।

এই জন্য নববিধান সর্ব্ব ধর্ম্ম বিধানকে আপন অঙ্গে আলিঙ্গন দান করিয়াছেন। সর্ব্বধর্ম্মের পূজা অর্চ্চনা, সাধন বন্দনা, ভক্তি বিশ্বাস, সদাচার অনুষ্ঠান সকলই নববিধানে অঙ্গীভূত। দুর্গোৎসব শারদীয় উৎসব, নববিধান সকলই অনুষ্ঠান করেন।

বেদের ব্রহ্ম উপনিষদের পরমাত্মারূপে যিনি পূজিত, তাঁহাকে ব্যক্তিরূপে উপলব্ধি ও দর্শন করিবার জন্যই পৌরাণিক বিধান প্রেরিত। মৃন্ময় আধারে চিন্ময়ী মাতৃরূপ দর্শন ইহাই পৌরাণিক সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই বৈদিক ক্রিয়াকলাপ যাহা পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠীত হইয়াছে তাহার আধ্যাত্মিক ভাব ও মর্ম্ম অতি উচ্চ এবং গভীর।

"যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই, পেলেও পেতেপার লুকান রতন," সুলভ সমাচারে আমরা ইহাই শিখিয়াছিলাম। বাস্তবিক জড় পৌত্তলিক পূজা অনুষ্ঠান বলিয়া যাহা এক সময় আমরা পরিহার করিয়াছি যদিও জড়বাদ ও জড় পূজা অনাবশ্যক এবং বর্জ্জনীয় আমরা এখনও বিশ্বাস করি, কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে যে লুকান রত্ন রহিয়াছে, যে গভীর সত্য রহিয়াছে, যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং সাধনের বিষয় রহিয়াছে, যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা তাহা আমরা কেননা গ্রহণ করিব এবং তদ্দ্বারা কেন না সমগ্রদেশ বাসীকে তৎসাধনে উন্মুখীন ও আকৃষ্ট করিব।

বিজ্ঞান যেমন জড়কেও পূর্ণ ধ্বংসশীল বলেন না, প্রত্যেক পদার্থ হইতে রাসায়নিক যোগে নির্য্যাস বাহির করিয়া উপভোগ্য বস্তুতে পরিণত করেন, কয়লা হইতেও চিনি বাহির করিয়া আহারীয় রূপে প্রদান করেন, তেমনই পৌত্তলিক জড়ানুষ্ঠান জড়পূজা হইতেও নববিধান সারসত্য গ্রহণ করিতে এবং তাহা হইতে আধ্যাত্মিক জীবনের সম্বল সংগ্রহ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন।

তাই দুর্গোৎসবে আমরা আধ্যাত্মিক দুর্গোৎসব সাধন ও সম্ভোগ করিয়া কতই ধন্য হইতেছি। আমাদের নিকট সত্য-স্বরূপিনী যিনি তিনিই আদ্যাশক্তি ভগবতী এবং তিনিই নিত্য ভক্ত-সিংহহৃদয় বাসিনী হইয়া বিরাজমানা রহিয়াছেন এবং পাপ আমিত্ব-অসুরকে পদতলে দলন করিতেছেন।

জ্ঞান স্বরূপিনী যিনি, তিনিই ভক্তহৃদয়-কমল-বাসিনী, বিবেক বীণা বাদিনী রূপে অধিষ্ঠিত।

প্রেমস্বরূপিনী সর্ব্বমঙ্গল-বিধায়িনী যিনি তিনিই মা লক্ষ্মীরূপে গৃহদেবালয়ে প্রকাশিত।

আর একদিকে মাতৃসন্তান বেদজ্ঞগণ শ্রেষ্ঠ গণেশ আর একদিকে বৈরাগ্য ব্রতধারী শূর সেনাপতি সংসার বিজয়ী কার্ত্তিকের আদর্শরূপে অবস্থিত। স্বর্গের দেবদেবীগণ সঙ্গে মহাদেব চিদাকাশে চিত্রিত।

এই প্রতিমার উপমা হইতে আধ্যাত্মিক মাতৃপূজা সাধন করিয়া আমরা কেমন নূতন দুর্গোৎসব সম্ভোগ করি।

যথার্থ দুর্গতিহারিনী আদ্যাশক্তি মা দুর্গার পূজা করিয়া আমরা ভক্তসিংহ প্রভাবে আমাদিগের আমিত্ব পাপ অসুর নিধনে সক্ষম হইব এবং তাহাতে নিশ্চয়ই আমরা দিব্যজ্ঞান-দায়িনী স্বরস্বতী ও মঙ্গল বিধায়িনী লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভে ধন্য হইব, এবং ব্রহ্মসন্তানত্বের ধর্ম্মজ্ঞান এবং বীরত্ব ভূষণে ভূষিত হইয়া নব কার্ত্তিক গণেশ জীবন লাভ করিব। ইহাই আমাদের আধ্যাত্মিক দুর্গোৎসবের উদ্দেশ্য। আশাকরি ক্রমে সমগ্র দেশবাসী জড় দুর্গোৎসবে রত ভক্তগণও এই আধ্যাত্মিক দুর্গোৎসব সাধনে উন্মুখীন হইবেন এবং সমগ্র জগতে ক্রমে ইহা প্রসারিত হইবে।

শারদীয় উৎসবে ও শরচ্চন্দ্রের প্রভাবে যেমন প্রকৃত ধরা শস্যশ্যামলা এবং সৌন্দর্য্যে ভূষিত হয় আমরাও তেমনই আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য পূর্ণ মা লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়া সংসারকে লক্ষ্মীর সংসার করিব এক উৎসবে আমিত্ব নাশ অপর উৎবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে জীবন সৌন্দর্য্যপূর্ণ ইহাই যেন আমাদের আকাঙ্খা হয় এবং মার কৃপায় তাহা পূর্ণ হয়। আশীর্ব্বাদ করুন দুর্গোৎসব এবং শারদীয় উৎসবের সুফল লাভে আমরা যেন ধন্য হইতে পারি।

নববিধান কি ?

উনবিংশ শতাব্দীতে, প্রেমময় এ জগতে,
করেছেন যে লীলা বিধান।
অক্ষয় অনন্দধাম, তাঁহা'র পবিত্র নাম,
সুধাময় নবীন বিধান॥

জগতের দুঃখ পাপ, অবিশ্বাস মনস্তাপ,
বিরোধি অনৈক্য হিংসা দ্বেষ।
নাশিবারে সমুদয়, হরিলীলা রসময়,
ধরিয়া চিন্ময় পুণ্য বেশ॥

পাপী জগতের তরে, ভক্ত সহ প্রেমভরে
অবতীর্ণ হইয়া এবার।
নিজ মুখে নিজ বিধি, প্রচারিয়ে নিরবধি,
পাপী তাপী করেন উদ্ধার॥

মর্ত্তবাসী নারী নরে, পবিত্র মধুর স্বরে,
করিছেন শ্রীহরি আহ্বান।
এস প্রিয় বৎসগণ, আনন্দে কর গ্রহণ,
সুধাময় নূতন বিধান॥

আমি তোমাদের তরে, এনেছি আদর ক'রে,
সরগের পবিত্র অমৃত।
যে সুধা পানে নিয়ত, স্বর্গের দেবতা যত,
অনুক্ষণ আছে বিমোহিত।

যুগে যুগে দেশে দেশে, আমারি মঙ্গলাদেশে,
যত ভক্ত যত সাধুজন।
আসিয়া ধরণীতলে, প্রাণ দিয়া কুতূহলে,
নববিধি করিল ঘোষণ॥

সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়, করি আমি এ সময়,
রচিয়াছি অপূর্ব্ব বিধান।
আমার সন্তানগণে, যেন মন নিকেতনে,

অনায়াসে সদা লভে স্থান ॥
যাহে নর নারীগণ, করে মোরে দরশন,
নিরন্তর বিশ্বাস নয়নে।
শুনিয়া মম বচন, করিয়া ইচ্ছা পালন,
শুদ্ধ সুখী হয় এ জীবনে ॥
ইহ পরলোক বাসী, যত মম দাস দাসী,
সবাকারে করিয়া মিলন।
মর্ত্তে স্বর্গ নিকেতন, করিব আমি স্থাপন,
এ বিধানে এই মম পণ ॥
যুগে যুগে এ ভারতে, কত ধর্ম্ম বিধিমতে,
করেছেন শ্রীহরি প্রচার।
তাঁহারি পুণ্য আদেশে, উদিল ভারতাকাশে,
খৃষ্ট ইছলাম (১) ধর্ম্ম সার ॥
নানা ধর্ম্ম নানামত, আচার নিয়ম কত,
দর্শন বিজ্ঞান নানাবিধ।
ভারতে অনৈক্য স্রোত, করিলেক প্রবাহিত,
দেখি কাঁদে বিশ্বাসী ভকত ॥
এক ব্রহ্ম উপাসনা, ত্যজি দেব দেবী নানা,
পূজে সব আর্য্যের সন্তান।
শিব শুক সনাতন, যে পথে করে গমন।
সে পথে না করি পয়ান।
ভ্রান্তি আর অন্ধকারে, আর্য্যসুত ডুবে মরে,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা ॥
এদিকে যত খৃষ্টান, বৌদ্ধ আর মুসলমান,
অন্ধকারে করে আনাগোনা।
পৃথিবীর দশা হেরি, ভবের কাণ্ডারী হরি,
ব্রহ্ম জ্ঞান করিতে প্রচার।
শ্রীরামমোহন রায়ে, পাঠালেন এ ধরায়ে,
রণে বীর হয়ে আগুসার ॥
মদমত্ত করী প্রায়, ভ্রান্তির অরণ্য হায়
বীরদর্পে করিয়া দলন।
বিশুদ্ধ যুক্তির বলে, ব্রহ্মজ্ঞান ধরাতলে,
শাস্ত্রযোগে করিলা স্থাপন।
"সর্ব্বজাতি নর নারী, ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী,
সবে মিলে উপাসনা তাঁর।
হইয়া প্রেমে মগন, করিবেক নরগণ,
না করিয়া জাতির বিচার ॥
এই তত্ত্ব প্রচারিয়া, ব্রহ্মে প্রাণ সমর্পিয়া,
স্বর্গে গেলা শ্রীরামমোহন।

তাঁর ধর্ম্মপুত্রবর (১) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
আসিলেন মরত ভুবন ॥
ব্রহ্মের আদেশে আসি, ঘোষিলেন দিবানিশি,
ব্রহ্মনিষ্ঠা অনুরাগ ধ্যান।
ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুসারে, চল জীব এ সংসারে,
কর সবে শুদ্ধ অনুষ্ঠান ॥
আর্য্যের ঋষি ভাব, মুনির ধীর স্বভাব,
লভি তিনি আপন জীবনে।
আত্মাতে প্রকৃতি মাঝে, হেরিয়া হৃদয়রাজে,
ব্রাহ্মধর্ম্ম ঘোষিলা ভুবনে ॥
ভারত উর্ব্বরা ভূমে, শ্রীরাম মহান ধূমে,
কাটি সব অসার জঙ্গল।
ধর্ম্ম অট্টালিকা ভিত, স্থাপিলা সানন্দচিত,
শ্রীদেবেন্দ্র প্রাচীর তাহার।
করিলেন উত্তোলন, তবু হর্ম্ম্য অপূরণ,
রহিলেক এ ভব সংসার ॥
তাই দেখি দয়াময়, হইয়া জীবে সদয়,
পাঠালেন কেশবে জগতে।
দেবেন্দ্রের ধর্ম্মসুত, নানা দেব গুণযুত,
মহাভক্ত অতুল ভারতে ॥
দুর্জ্জয় বিশ্বাসীবীর, বৈরাগী সাধু সুধীর,
সতীত্ব বিবেক পরায়ণ।
ব্রহ্মে সমর্পিত প্রাণ, অতিশয় রূপবান,
হরি প্রেমে মগ্ন অনুক্ষণ ॥
হেন কেশবের হরি, পাঠায়ে ভারত পুরী,
ঘোষিলেন নূতন বিধান।
জীবগণ ব্রহ্মসনে, আবদ্ধ প্রেম বন্ধনে,
মধ্যবর্ত্তী নাহি প্রয়োজন ॥
প্রত্যক্ষরূপে তাঁহারে, সবে দেখিবারে পারে,
পারে তাঁর বাণী শুনিবারে।
তাঁহার ইচ্ছা পালন, করিলে মানবগণ,
পার হয় সংসার সাগরে ॥
নানা দেশে ভক্ত যত, হয়েছে ভবে আগত
সকলেই বিধাতা প্রেরিত।
আমার মুক্তির লাগি, তাঁরা সবে অনুরাগী,
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁরা মোর যত ॥
যত সব মহাজন, সকলে প্রভুর জন,
মহামান্য সকলে আমার।

(১) ইছলাম ধর্ম্ম—মুসলমান ধর্ম্মকে ইছলাম অর্থাৎ সত্য ধর্ম্ম বলে ইছলাম শব্দের অর্থ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ।

(১) ব্রাহ্মগণ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে ধর্ম্মপিতামহ এবং মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরকে ধর্ম্মপিতা ও নবভক্ত কেশব চন্দ্রকে ধর্ম্মভ্রাতা বলিয়া থাকেন।

কিন্তু কেহ ব্রহ্ম নন, সবে ব্রহ্মবাদী হন,
এই তত্ত্ব সবে জেন সার ॥
প্রভুর বিধান যত, জীব তরে প্রবর্ত্তিত,
একই উদ্দেশ্য সবাকার।
এক ধর্ম্ম এক শাস্ত্র, একটী মণ্ডলীমাত্র,
ভেদ জ্ঞান কেবলি অসার ॥
পিতা মাতা হন হরি, ভ্রাতা ভগ্নি নর নারী,
সাধুগণে চরিত্র দর্শন।
আত্মার অনন্তোন্নতি, রাজাতে ভকতি প্রীতি,
জ্ঞানকর্ম্ম বৈরাগ্যে মিলন ॥
একতত্ত্ব মহানিধি, ভক্তযোগে নিরবধি,
করি হরি জগতে প্রচার।
নববিধানের কথা, বলি হরি যথা তথা,
সাধিছেন জীবের উদ্ধার ॥
(১) কেশব সহ প্রেরিত, অঘোরাদি ভক্ত কত,
সব সনে হইয়া মিলিত।
এক গুচ্ছে বদ্ধ হয়ে, আনন্দ পূর্ণ হৃদয়ে,
ঘোষিছেন বিধান নিয়ত।
ধর্ম্মবিধি সুমহান, পূর্ণ করি ভগবান,
সাধিছেন নিজ অভিপ্রায়।
সেই ভাগ্যবান নর, ব্রহ্মেতে করি নির্ভর,
ভাসে তাঁর পবিত্র ইচ্ছায় ॥
অগতি জনের গতি, ধন্য হরি বিশ্বপতি,
তব লীলা অতি চমৎকার।
অস্পৃশ্য পাতকী মোরা, তবু তব প্রেমধারা,
লভিলাম ধরাতে এবার।
আশীর্ব্বাদ কর নাথ, লভিয়া তব প্রসাদ,
যেন সবে স্বর্গধামে যায়।
পাপ তাপ দূরে যাক, জগত উদ্ধার হৌক,
ধরাধাম হৌক স্বর্গ প্রায় ॥

"শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃতসিন্ধু"

—•—

নিবেদন—ধর্ম্মতত্ত্ব ছাপানার জন্য প্রেসের চার্জ্জ অনেক বৃদ্ধি হওয়ায় এবার হইতে ১৫দিন অন্তর ৩ ফর্ম্মার স্থলে ২ ফর্ম্মা বাহির হইবে।—সহঃ সম্পাদক "ধর্ম্মতত্ত্ব"

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কেশবচন্দ্র আজ পরমহংসের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত হইলেন, পরমহংস কিন্তু তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতে জানিতেন। রামকৃষ্ণ একবার কলিকাতা সমাজে গমন করেন। ইনি বিলক্ষণ লোক চিনিতে পারিতেন। সেখানে যত সকল লোক উপাসনা করিতে বসিয়াছে, দেখিলেন যেন তাহারা ঢাল খাঁড়া লইয়া লড়াই করিতেছে। কেশবচন্দ্রকে তিনি তখন কেশবচন্দ্র বলিয়া জানিতেন না, তাঁহাকে দেখিয়া তিনি হৃদয়কে বলিয়াছিলেন এই লোকটার ফাত্‌না ডুবেছে। পরমহংস ও কেশবচন্দ্রের মিলন এক শুভ সংযোগ। এ সংযোগ দুইদিন পরে বা দুইদিন পূর্ব্বে কখন সম্ভবপর ছিল না। কেশবচন্দ্রের যখন যে ভাবের উদয় হইয়াছে, তখনই তাহার অনুরূপ আয়োজন স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের যখন ভক্তির সঞ্চার হয় তখন ভক্তি উদ্দীপন জন্য যে সকল আয়োজন সে সকল এক এক করিয়া আসিয়া জুটিয়াছিল। কেশবচন্দ্র বিধাতার আনিত উপায় সকলের যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন, অথবা অন্যকথায় বলিতে হয়, স্বয়ং ভগবান্ সে সকলের কি প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে শিখাইয়া দিতেন ভক্তি সঞ্চারের সময় হইতে পথের একজন সামান্য বৈষ্ণবও কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক অনাদৃত হন নাই। যে গৃহের তৃতীয় তল বা দ্বিতীয় তলে কোন দিন খোল করতাল বা পথের ভিখারী বৈষ্ণবের প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না, সেই তৃতীয় তল দ্বিতীয় তল এই সকল দ্বারা প্রায় সর্ব্বদা পরিশোভিত থাকিত ধন্য তাঁহার শিষ্য প্রকৃতি! একটী সামান্য পথের ভিখারী ও তাঁহাকে কিছু না দিয়া চলিয়া যাইতে পারিত না। যোগ, বৈরাগ্যাচরণ ও মাতৃ ভাব কেশবচন্দ্রের মনকে আসিয়া অধিকার করিয়াছে,; এ সময়ে এই সমুদয় ভাবের পরিপোষক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত, সুতরাং কেশবচন্দ্র বুঝিলেন, কে তাঁহাকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এক দিনেই সম্বন্ধ গাঢ় হইয়া গেল যে এ সম্বন্ধ আর কোন দিন বিনষ্ট হইবে তাহার পন্থা থাকিল না। শাক্তগণের মধ্যে মাতৃভাবের প্রাবল্য, কিন্তু এই মাতৃভাবের সঙ্গে ঘোরতর পাপ ব্যভিচার সংযুক্ত। সাধক আপনি ভৈরব, সাধনার্থ স্বীকৃত-শক্তি ভৈরবী সুতরাং এখানে যথার্থ মাতৃভাবের অবকাশ কোথায়? পরমহংশ শক্তি সাধক বটে, কিন্তু তিনি যথার্থ মাতৃভাবের উপাশক। তিনি আপনি সন্তান, এবং শক্তি মাত্রেই তাঁহার মাতা, এই তাঁহার সাধনের বিশেষ ভাবছিল। শক্তিসাধকগণ অসংযতেন্দ্রিয় স্বেচ্ছাচারসম্ভূত পানভোজনাদিতে রত; পরমহংসের ইহার কিছুই ছিলনা। ইনি সর্ব্বথা ভোগবিলাস হইতে বিরত হইয়া ছিলেন, প্রথম রিপু ও লোভ এই দুইকে সম্যক্ নির্জ্জিত করিয়াছিলেন। যদিও ইনি শক্তির উপাশক একজন হিন্দু-যোগী তথাপি প্রথমাবস্থায় সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি পরিহার করিয়া সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরই সন্মাননা এবং তাঁহাদিগকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ইহাইত সত্য কথা।

কিন্তু এই ঘটনার উল্লেখে কোন লেখক লিখিয়াছেন যে

(১) পরম ভক্ত শ্রীমদ কেশবচন্দ্রের সহ প্রেরিত স্বর্গীয় সাধু অঘোরনাথ প্রভৃতি যে সকল প্রেরিত পুরুষ আছেন, তাঁহাদিগকে লইয়া একটি গুচ্ছ।

"ইহারপর শ্রীরামকৃষ্ণকে নিরন্তর লক্ষ করিবার জন্য দুই তিনজন ব্রাহ্ম দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন" কোথা হইতে তিনি এ সংবাদ পাইলেন? ইহারপর হইতে বরং যিনি দক্ষিণেশ্বরের পল্লীবাসীদের নিকট পাগল বলিয়া পরিচিত ছিলেন সেই রামকৃষ্ণই সভ্য সম্প্রদায়ের নিকট পরিচিত হইতে লাগিলেন এবং কেশবের বন্ধুগণ তাঁহার সরল গ্রাম্য উপমাসূচক উপদেশ শুনিবার জন্য এবং ভক্তিভাবের সঙ্গ করিবার জন্য অনেকে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

উক্ত লেখক লিখিয়াছেন; "নিকষের কঠিন ঘসে কেশবের মনে পাকা সোণার কষ ধরিল এবং দিনেদিনে সে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিতে লাগিল।" এ সিদ্ধান্ত কি লেখক মহাশয়ের আপন কল্পনাপ্রসূত নয়? পরমহংস মহাশয় যে কেশবকে শ্যামরূপে দেখিয়া নিজে রাধাভাবে পরে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তখন হইতে তাঁহারও প্রাণে যে সে ভাব সঞ্চার হয় নাই কে বলিতে পারে?

আদি ব্রাহ্ম সমাজের বেদীতে কেশবকে দেখিয়া পরমহংস বলিয়াছিলেন এরই ফাতনা ডুবেছে একথা সকলেই তাঁহার মুখে শুনিয়াছে, কিন্তু লেখক মহাশয় সে কথাটীকেও কেন জানিনা "ডুবেছে" শব্দের পরিবর্ত্তে "নড়েছে" লিখিয়াছেন, পাছে ডুবেছে বলিলে সাংসারিক কেশবকে যোগীর উচ্চস্থান দেওয়া হয়। তাই কি ডুবেছে স্থানে নড়ছে অর্থাৎ আলোড়িত হচ্ছে মাত্র, ইহাই স্বীকার করিয়াছেন।

এই লেখক এক জায়গায় লিখিয়াছেন "যাঁহারা শ্রীভগবানে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছেন..................কেশব সে শ্রেনীর ভক্ত ছিলেন না।" এরূপ সিদ্ধান্ত কি লেখকের নিতান্ত ধৃষ্টতা নয়? কেশব যে কি ছিলেন তাহা লেখক জানিবেন কি করিয়া? তিনি তাঁহার অধ্যাত্ম জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন বা অধ্যয়ন করিয়াছেন? কিম্বা কেশবের সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন তাহাতে কি তাঁর এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে? যাহা হউক লেখক যদি কেশবের ব্রহ্মগীতোপনিষদের যোগভক্তি বিষয়ক উপদেশ কখনও বিশ্বাসের সহিত পড়িতেন তাহা হইলে একথা কখনই বলিতে সাহসী হইতেন না।

"কেশবের যোগ ভোগ দুই ছিল" ইহাও ত লেখক উচ্চভাবে বলেন নাই। কেশবের ভোগ হরিভোগ এই কথাই তিনি বারবার বলিয়াছেন এবং কেশব যে একজন পরমভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ইহা কতবারই স্বীকার করিয়াছেন, কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু বলিলে রামকৃষ্ণ কিছুতেই তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না আমরা তাহাই জানি।

কেশবচন্দ্র যে মাঝে মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার যেযে উত্তর দিয়াছিলেন বলিয়া লেখক উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা সত্যই অবাক হইতেছি। যত সময় শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রহ্মানন্দের পরস্পরের দেখাশুনা হইয়াছে, কি দক্ষিণেশ্বরে, কি কমলকুটীরে, কি ষ্টীমারে সে সকল সময়ই প্রায় আমরা উপস্থিত থাকিতাম এবং খুব মনোযোগ পূর্ব্বক উভয়ের কথোপকথন শুনিতাম এবং উভয়ের পবিত্র ভাবের বিনিময় ভক্ত ভাবে দর্শন ও করিতে চেষ্টা করিতাম, তাহাতে আমরা নির্ব্বিবাদিতপয় চিত্তে বলিতে পারি শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহার মনে যখন যে ভাব আসিত, বলিয়া যাইতেন এবং কেশব কেবল শুনিয়া যাইতেন। তিনি কখনও কোন প্রশ্ন করিতেন না, কোন কিছুর বাদানুবাদও করিতেন না তাহা করা বা কোন প্রশ্ন করা তাঁহার অভ্যাস ছিলনা। তাহার প্রয়োজনও ছিল না। কেন না তিনি বলেন আমার গুরু জগৎগুরু। সামান্য গুরুর নিকট ছাত্র হই নাই। যাহা শিখিবার তাঁর কাছেই শিখি। ঈশ্বরকেই কেবল গুরু ও শাসন কর্ত্তা বলিয়া জানি মানুষ কেন অবলম্বন করিব? মাতা মাম্য ঈশা মহীয়ান হউন শ্রীগৌরাঙ্গকেও যথেষ্ট ভক্তি করি কিন্তু তাঁহাদিগকেও জীবনের আদর্শ করিনা। যেখানে তাহাদের আলোক পৌছাইতে পারেনাই ঈশ্বর স্বয়ং আলোক হইয়া দেখাইয়াদেন, কোন মানবকে জীবনের আদর্শ কখনও মনে করি না করিবওনা, পূর্ণ আদর্শ-মানুষ কখনও হইতে পারেনা।" আবার অন্যত্র বলিয়াছেন শূকরাদি পশুর নিকট হইতেও শিক্ষা প্রাপ্ত হই।" যাহা হউক শিষ্য প্রকৃতি সম্পন্ন কেশব পরমহংসের কথা শুনিয়া যাইতেন এবং তাহার ভিতর যাহা শিখিবার তাহা আত্মস্থ করিতেন। তিনি বলিয়াছেন আমার ভিতর ব্রুটিং আছে যে কেহ আসে কিছু না দিয়া যায় না। সামান্য বৈষ্ণব আসিলেও তাহার কাছ থেকে শিখি।" অর্থাৎ তাহার সরলভাব আত্মস্থ করিয়া লই।

সুতরাং কেশব যে সকল প্রশ্ন করিতেন বলিয়া লেখা হইয়াছে তাহা লেখকের কল্পনা ভিন্ন কিছুই মনে হয় না। হইতে পারে সে ক্ষেত্রে উপস্থিত আর কেহ কেহ পরমহংসদেবকে প্রশ্ন করিতেন শুনিয়াছি, কিন্তু কেশব কখনই করিতেন না ইহা নিশ্চয়, তিনি কেবল শুনিয়া হুঁ হাঁ দিয়া যাইতেন।

ক্রমশঃ

অষ্টপঞ্চাশত্তম ভাদ্রোৎসব।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

৮ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার উপাসক-মণ্ডলীর পূর্ব্বনির্দ্ধারণ স্থগিত করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সভা যে ৩টী শাখা ব্রাহ্মসমাজের সম্মিলিত উৎসবের আয়োজন কলিকাতা আলবার্ট হলে করিবার ব্যবস্থা করেন তদনুসারে অদ্যকার উৎসবের কার্য্য আলবার্ট হলেই সম্পন্ন হয়। প্রাতে একটী বেদীতে তিনটী সমাজের তিনজন আচার্য্য একত্র উপাসনা করেন। আদি সমাজের শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর উদ্বোধন, সাধারণ ব্রাহ্ম-

সমাজের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আরাধনা, কলিকাতা ভারত বর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলীর পক্ষে ডাক্তার কামাখ্যা নাথ বন্দোপাধ্যায় শ্রীনববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দের দৈনিক প্রার্থনা হইতে "মানুষে হরি" প্রার্থনাটী পাঠ ও তদবলম্বনে উপদেশ দেন। অপরাহ্নে মহিলাগণ কিরূপ আলোচনাদি করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ আমরা পাইনা। সায়ংকালে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় "ভক্তবানী" বিষয়ে কথকতা করেন ও তৎপরে নববিধান সমাজের যুবকদল জমাট সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই মিলিত উৎসবে নববিধান সমাজের যাঁহারা যোগদান করিয়া ছিলেন তাঁহারা কতটা নববিধানের উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিলেন তাঁহারাই বলিতে পারেন। অদ্য সায়ংকালে অপ্রকাশ্য ভাবে ভারত বর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে যে কতকগুলি ব্যথিত ভাই ভগিনী শুভ ভাদ্রোৎ সবের বিমলানন্দ উপভোগ করিয়া ছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে জনৈক দীন উপাসক লিখিত "ব্যথিতদিগের ভাদ্রোৎসব" বিষয়টী গতবারের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

৯ই ভাদ্র শুক্রবারে সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে কীর্ত্তন হইয়াছিল।

১০ই ভাদ্র শনিবার প্রাতে স্বর্গীয় ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে প্রচারাশ্রম উপাসনালয়ে ডাক্তার কামাক্ষ্যানাথ বন্দোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন প্রভৃতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সায়ংকালে ব্রহ্ম মন্দিরে তাঁর বিষয়ে প্রসঙ্গ ও বক্তৃতা হয়।

১১ই ভাদ্র সমস্তদিন ব্যাপী উৎসব। প্রাতে সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তনান্তে ডাক্তার কামাক্ষ্যানাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় ব্রহ্মমন্দিরে বেদীর কার্য্য করেন। নিম্নে তাঁহার উপদেশ প্রকাশিত হইতেছে। এই উপদেশটী তিনিই স্বয়ং লিখিয়াছেন।

ব্যর্থ জীবন ও কর্ম্ম।

বন্ধুগণ! এই উৎসবের দিনে আজ কোন নূতন কথা আমাদের মনে উদয় হইল কি? কোন নূতনচিন্তা আমাদের মনকে আন্দোলিত করিয়াছে কি? কোন নূতন প্রশ্ন মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে কি?

আপনাদের মুখপাত্রকরে এ সেবককে যে কিছু নিবেদন কর্‌বার অধিকার দিলেন্ সে অধিকার সার্থক হবে কোথায় যদি আমার মন বেদনার সহিত আপনাদের সমবেদনাকে জাগ্রত কর্‌তে পারি, যদি আমার চিন্তার সহিত আপনাদের চিন্তাকে সংযুক্ত কর্‌তে পারি যদি আমার অনুভূতির সহিত আপনাদের সহানুভূতিকে মিলিত কর্‌তে পারি, তাহা হইলে আমার এ পবিত্র অধিকার সার্থক হবে। আজ আমাদের ব্যর্থ জীবনের কথা সব চেয়ে বড় কথা বলে আমার কাছে এসেছে আজ এই ব্যর্থ জীবনের চিন্তা সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, আজ এই ব্যর্থ জীবনের বেদনা সব চেয়ে তীব্র যাতনা হয়ে মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করেছে। অবশ্য ব্যক্তিগত জীবন এই ব্যর্থতার তারতম্য আছে, ছোট বড় আছে কিন্তু মণ্ডলীগত জীবন আমাদের অবস্থা একই একই অধিকারে সকলে নিমজ্জিত একই ভাটার স্রোতে সবাই নিচের দিকে ভেসে চলেছি। অতএব এবিষয়ে যদি আজ দু'একটী কথা উত্থাপন করি সেটা কেবল আমার নিজের কথা হবে না পরন্তু সমগ্র মণ্ডলীর কথাই ব্যক্ত করা হবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার আবহাওয়া যখন সাতসমুদ্র তেরনদী পার হয়ে এদেশের প্রাচীন বিশ্বাসের উপর কঠোর আঘাত করিল তখন থেকে এদেশের ভাব ভাষা ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার পদ্ধতি সব ওলটপালট হয়ে গেল প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলি ভেঙ্গে চুর্ণ হয়ে গেল এদেশের চিন্তাজগতে একটা খুব নাড়াচাড় পড়ে গেল বস্তুত একটা যুগ প্রলয় সৃষ্টি করিল। শ্রীকেশবচন্দ্রের ভাষায় এই যুগ প্রলয় কথা যদি দুই একটী বলি তাহা হইলে আপনাদের হৃদয়ঙ্গম হবে।

Alas! Before the formidable artillery of Europe's aggressive civilization, the scriptures and prophets, the language and literature of the East nay her customs and manners her social and domestic institutions and her very industries have undergone a cruel slaughter.

প্রত্যেক যুগ প্রলয়ের পর নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হয় প্রত্যেক প্লাবনের পর ধরনী শষ্য শ্যামলা হ'য়ে জীবগণের ক্ষুধা নিবারণ করে। শ্রীকেশবচন্দ্র প্রলয়ের ধ্বংস হ'তে দেশকে বাঁচাইবার জন্য নূতন বিশ্বাস লইয়া অবতীর্ণ হইলেন নূতন সমতা নূতন যুগের প্রবর্ত্তক রূপে ধ্বংসের স্তূপের উপর নবযুগের সৌধ অট্টালিকা নির্ম্মাণ কর্‌লেন। এমন বিদ্যালয় ছিল না যাহার অধিকাংশ ছাত্র ব্রাহ্মসমাজে যোগ না দিত এমন নগর ছিল না যেখানে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা হয়ে নবযুগের নূতন বার্ত্তা ঘোষণা না করিয়াছে, এমন উপনগর ও গ্রাম ছিলনা যেখানে নবযুগের নূতন আলোক প্রবেশ না করিয়াছিল। কত বিদ্যালয়, কত নারী শিক্ষালয় দেশে স্থাপিত হইল। কত সঙ্গতসভা প্রার্থনা সভা গড়িয়া উঠিল। কত নূতন শাস্ত্র প্রনীত হইল, কত নূতন তত্ত্ব আলোচ্য হইল। এখন সে সব কোথায়? ৫০ বৎসর যাইতে না যাইতে সব যেন কর্পূরের মত উবেগেল! আজ কি এসকলের কারণ অনুসন্ধান করিবার অধিকার আমাদের নাই? হয়ত মন্দির আছে উপাসক নাই হয়ত বিদ্যালয় আছে ছাত্র নাই, হয়ত নীতি সভা বা সঙ্গত সভা আছে কিন্তু সভ্য নাই। অঙ্গ প্রতিষ্ঠানই উঠেগেছে আর যাহা বাকি আছে তাহা প্রাণহীণ দেহের মত নির্জ্জীব ও ও নিষ্পন্দ? আমাদের কর্ম্ম ব্যর্থ হ'ল কেন? এর গুঢ় কারণ কি? কর্ম্মত বাহিরের ক্রিয়া মাত্র বাহ্য প্রকাশ মাত্র কর্ম্মের প্রাণ বিশ্বাস, জীবন বিশ্বাস! জীবন থাকিলেই জীবনের ক্রিয়া প্রকাশিত হবে। মানুষ বেঁচে থাকিলেই তা'কে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ কর্‌তে হবে ইহা অভ্রান্ত সত্য! এত বড় বৌদ্ধ কীর্ত্তি যাহা ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অধিকার করে বসেছিল বিশ্বাসের অভাবে তাহা লুপ্ত হয়ে গেল! শ্রীবুদ্ধদেবের অক্ষয়কীর্ত্তি ধুলার সঙ্গে মিসে গেল।

বন্ধুগণ! আপনারা যদি এই মণ্ডলীকে আবার নূতনকরে গড়তে চান তাহলে বিশ্বাসে অচল ও অটল হতে হবে; হিমালয়কে বলবেন স্থানান্তরিত হও, হিমালয় স্থানান্তরিত হবে।

বিশ্বাসের পথে অগ্রসর হতে হলে অনেক ঝঞ্ঝাবাত মাথায় করে বইতে হবে দুঃখ দারিদ্রের কাছে মাথাটী বিক্রয় করতে হবে নির্য্যাতনের শেল বুকে নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করতে হবে। এক একবংশের শোণিত পাতে যাহা গড়িয়াছে অপর বংশের বুকের রক্ত ঢেলে তাহাকেই আবার বাঁচাতে হবে। ক্রমশঃ

—৫—

প্রেরিতপত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ—শ্রীযুক্ত "ধর্ম্মতত্ত্ব" সম্পাদক মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদেষু—
সবিনয় নিবেদন—

নববিধান মণ্ডলীর সমক্ষে যে ভয়ানক সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে এবং যাহার জন্য আমরা অনেকেই মহা-চিন্তিত ও ব্যথিত তৎসম্বন্ধে কয়েকটী গুরুতর বিষয় জানিবার জন্য আমি শ্রীদরবারের সম্পাদকের মারফতে শ্রদ্ধেয় ভাই শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার লধ মহাশয়কে একখানি পত্র গত ২৫।৫।৩৪ তারিখে লিখিয়াছিলাম দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত তিনি উত্তর কিছুই দেননাই শ্রীদরবারও ঐ বিষয় কিছুই লেখেন নাই, কিন্তু শ্রদ্ধেয় ডাক্তার কামাক্ষ্যানাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলাম তাঁর নিকট হইতে উত্তর পাইয়াছি উক্ত পত্রখানি প্রকাশার্থে ও উত্তরের যথা যথ নকল মণ্ডলীর অবগতির জন্য আপনার পত্রিকায় এতৎসহ পাঠাইতেছি, আশাকরি ইহা প্রকাশ করিবেন। এ সম্বন্ধে মণ্ডলীর অভিপ্রায় জানা আবশ্যক। কেবল বিধাতার বিধানই জয়যুক্ত হইয়া মানুষের বুদ্ধি বিচার চুর্ণ বিচুর্ণ করে স্বয়ং পবিত্রাত্মা এযুগে অবাধে তাঁর লীলা করিতে থাকুন, ইহাই সেবকের একান্ত প্রার্থনা। "ঈশ্বর তাঁহার পবিত্র মন্দিরে বিদ্যমান, সমুদয় পৃথিবী তাঁহার সম্মুখে নিস্তব্ধ হউক।" But the Lord is in his holy temple: let all the earth keep silence before him.—HAB. ii. 20.

১০৪, অপার সারকুলার রোড, সেবক
কলিকাতা ৩১শে ভাদ্র ১৩৩৪সাল। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মিত্র।

পত্র।

১০৪, অপার সারকুলার রোড কলিকাতা। ২৫।৫।৩৪
ডাক্তার শ্রীকামাক্ষ্যানাথ বন্দোপাধ্যায়,
নববিধান ব্রাহ্মমন্দির। ৮৯নং, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

বিনীত ভক্তিপূর্ণ প্রনাম গ্রহণ করুন। আপনি গতরবিবার ১৯শে ভাদ্র নববিধান ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হ'তে অবতরণ করিবা মাত্র আমি আপনাকে অবগত করিয়াছিলাম যে আমার গুটিকতক প্রশ্ন আছে তাহার উত্তর দয়া করে দিবেন কি? আপনি তৎক্ষনাৎ সম্মতি দিলেন। তাই আমি আজ আপনাকে নিম্নলিখিত ভাবে প্রশ্ন করিতেছি আশা করি ইহার উত্তর পাব।

(১) নববিধানাচার্য্য প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মোপাসনার প্রথম অঙ্গ উদ্বোধন, তাহাতে তৃতীয় পুরুষে ভগবানের চরণে আত্ম সমর্পনের ব্যবস্থা থাকা সত্বেও কেন ইহার ব্যতিক্রম সামাজিক উপাসনায় আপনি করিয়া থাকেন বুঝিনা। ব্যক্তিগত সাধনে আপনি অচিরে ভগবদ্দর্শন পাইয়া যাহা ইচ্ছা স্বাধীন ভাবে করিতে পারেন কিন্তু সকলের মনের অবস্থা যখন আপনার জানা নাই তখন এক্ষেত্রে কি দ্বিতীয় পুরুষে প্রত্যক্ষ ভাবে আহ্বান করা সমীচিন?

(২) "ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখার সম্মিলিত উৎসবে যোগ দান করা" ইহার অর্থ কি ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সায় পাই না ও বিবেক অনুমোদিত বলিয়া মনে হয় না। কারণ নববিধানে সকল দেশের সকল মহাপুরুষের ও সকল বিধানের মহা সম্মিলন আমরা যখন বিশ্বাস করি তখন সেই doctrine এর বিরুদ্ধা-চরণ করিতে পারি কি? নববিধান শাখা কি?

(৩) "কেশবচন্দ্র যুগধর্ম্ম বক্ষে লইয়া অবতীর্ণ" তাহা হইলে সেই যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের critic, vilifier ও deserter এর সঙ্গে আমাদের যোগ কি সম্ভবে।

(৪) মতান্তর মনান্তরে পরিণত কেন হয় ইহা সম্ভব-পর হইলেও হয় নাই বিরোধী অর্থাৎ বিধান অবি-শ্বাসী দল নববিধান স্বীকার ও বিশ্বাস করিয়া আমাদের সঙ্গে অনায়াসে যোগদিলে দিতে পারেন। আমরা আলিঙ্গন দানে প্রস্তুত আছি।

(৫) মণ্ডলীর কপালে একটা কালো দাগ পড়েছে এ কথার অর্থ কি বুঝিতে অক্ষম। বিশদ ও বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করিলে ভাল হয়।

(৬) শেষ—"বিশ্বাসীর সহিত সত-সাধকের পরিচয়ের কথা শুনিয়া স্বামী ও স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্যতা ঘুচে তারা ভগবানে আত্ম-সমর্পন করে এক হয়ে যায় কিন্তু বিশ্বাস ও সত-সাধকের স্বাতন্ত্রতা থেকে যায় কেন? এটা কি দোষের বিবেচনা করেন? ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি বিবরণ আছে; উপাধ্যায় মহাশয়ের কেশবচন্দ্র মধ্যবিবরণে কেশব যখন মহর্ষিকে ছেড়ে থাকতে বাধ্য হইলেন তখন তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে মহর্ষির প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি অক্ষুন্ন রেখে তিনি মত বিষয়ে পৃথক হইলেন। তা যদি হয় তবে আপনারা বিভিন্ন দর্শন ও শ্রবণের মতাবলম্বী হয়ে আলবার্ট হলে ৩ জনে ৩ দেবতার উপাসনা একই সময়ে করিয়াছিলেন এক্ষেত্রে এক দেবতার পূজা ধারনাতীত।

অতিশয় দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আপনি আমার মাথার মণি হইলেও প্রশ্নগুলি দ্বারায় বিরক্ত করিতেছি তাহ আপনাকে জানাইতে বাধ্য হইলাম, নিজ গুণে দোষ ও ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। সেবক—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মিত্র

(উত্তর)

৪৫নং নিউ থিয়েটার রোড, কলিকাতা। ১২।৯ ২৭

স্নেহাস্পদেষু—

তোমার পত্র পেলাম চিঠির দ্বারা বা যুক্তিতর্কের দ্বারা তোমার প্রশ্ন গুলির মিমাংসা হওয়া সম্ভব নয়। আমার উপাসনায় যদি তোমার শ্রদ্ধা থাকে তবে কিছু দিন আমার সহিত যদি নিত্য উপাসনা কর সেই উপাসনার ভিতর দিয়া তোমার প্রশ্নের সমাধান হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

শুভার্থী—শ্রীকামাক্ষ্যানাথ বন্দোপাধ্যায়

Edited. on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট 'নববিধান প্রেসে' বি, এন্ মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬২ ভাগ | ১৬ই | ১৮ সংখ্যা
১৩৩৪ সাল, ১৮৪৯ শক, ৯৮ ব্রাহ্মাব্দ
3rd October 1927.
অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

হে বেদের ব্রহ্ম, তুমি উপনিষদে পরমাত্মন্, বুদ্ধের প্রজ্ঞা, পুরাণের শ্রীহরি, মা আদ্যাশক্তি ভগবতী, বর্ত্তমান যুগে চিন্ময়ী মাতৃরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে তোমার সাধক ভক্তগণ আত্ম পরিতোষের জন্য কখনও তোমাকে নিরাকার, কখনও সাকার আকার আরোপ করিয়া তোমার স্তব স্তুতি বন্দনা পূজা করিয়াছেন। কিন্তু নববিধানের ভক্ত দিগের জন্য চিন্ময়ী মাতৃরূপে তুমি প্রকট হইয়াছ। বৈদিক সাধকেরা তোমাকে ব্রহ্ম জানিয়া তোমাকে আকাশরূপে, বাতাস রূপে, অগ্নি বরুণ রূপে বিশ্ব প্রকৃতিতে পূজা করিয়াছেন। আবার পৌরাণিক ভক্তেরা, জড়ের ভিতরেও তুমি আছ দেখিতে গিয়া কতই তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছেন; তোমার মূর্ত্তি গঠন করিয়াছেন। কল্পনা তুমি নও, তুমি সত্য মা। জড়ে তুমি নিবদ্ধ হওনা। কিন্তু জড় এবং আত্মা সকলের মধ্যেই আছ তুমি, সকলই আছে তোমাতে। তাই তুমি যদি আমাদিগকে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় বিধানে স্থান দিয়াছ তোমাকে জড়ে আত্মায় সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া আমরা সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী ভক্ত গণের সঙ্গে মিলিয়া নিত্য তোমার পূজা করি। তুমি চিন্ময়ী, মা আদ্যাশক্তি ভগবতী দুর্গতিহারিনী দুর্গা, ভক্ত সিংহ হৃদয় বিহারিনী, পাপাসুর মর্দ্দিনী, আনন্দময়ী জননী জানিয়া তোমার উৎসব করি। আমরা যেন তোমাকে কল্পনা না করি, আমরা যেন তোমাতে জড় আরোপ না করি কিন্তু তুমি আমাদিগকে স্বয়ং তোমার স্বরূপ দেখাইয়া সত্য সত্য আমাদের পাপ অসুর আমিত্ব অসুর ভক্তসিংহ সহযোগে মর্দ্দন করিয়া আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে গৃহে গৃহে তোমার মহোৎসব আনন্দোৎসব বিধান কর। আমরা সর্ব্বজন সঙ্গে বিশেষতঃ আমাদের বঙ্গদেশ বাসী আত্মজনগণকে লইয়া তোমারই চরণে প্রণত হই। তুমি সবার জড়বাদ ভ্রম প্রমাদ নিবারণ করিয়া তোমারই নববিধানের অধ্যাত্ম রাজ্য এদেশে এবার প্রতিষ্ঠিত কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

প্রার্থনাসার।

হে দয়াময়, বেদ বেদান্তের সময় কি কঠিন ব্রহ্মজ্ঞান ছিল। পৌত্তলিকতার সময় কি বিকৃত ব্রহ্মজ্ঞান ছিল! কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগকে তুষ্ট করিবে বলিয়া যত রকম দেবতা কল্পনা হইয়াছে তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম যে দেবতা তাই তুমি প্রেরণ করিলে আমাদের মধ্যে। তুমি নিরাকার পবিত্র তেজোময় অথচ জননীরূপে দেখা দিলে। অভাব বুঝে তুমি উপায় করিলে। বার বার তোমাকে প্রণাম করি। একবার 'মা' বলিয়া ডাকিলেই তুমি আসিয়া দেখা দিয়াছ। কৃপাসিন্ধু তোমার এই সুমিষ্ট নামটি আমাদের প্রতিদিনের সাধন ভজনের বস্তু করিয়া দাও।

হে দেবী, মূর্ত্তিবিহীন নিরাকারা দেবী, যেমন পৌত্তলিকের ঘরে মাটির দেবতা আগমনে পুরবাসী হর্ষোৎফুল্ল হইল, তোমার ভক্তেরা নিরাকারবাদীরা ভক্তিচক্ষু খুলিয়া যদি দেখেন তাঁরাও দেখিতে পান, তাঁদের ঠাকুরদালানে চমৎকার শোভা হইয়াছে, তাঁদের ঘরেও নিরাকারা জননী আসিয়াছেন। মা আমরা বাহিরের নকল দুর্গাপূজা করিব না। হৃদয়ে নিরাকারা জননীর পূজা করিব। মা তোমাকে কিরূপে প্রত্যক্ষ করিব? অন্তরের অন্তরে যে সুন্দর প্রকৃত ঠাকুরদালান সেখানে মা দুর্গা এস। কিরূপে আসিবে? অসুরনাশিনী দুর্গতি হারিনী রূপে। অসুর নাশিনী সিংহবাহিনী মূর্ত্তি। দুর্গামা না কি অসুর নাশিনী পাপনাশিনী? দয়াময় এই পূজার সময় অসুর বধ হইতেছে দেখাও। কাম ক্রোধ আসক্তি সব বিনাশ হইতেছে, আর জয় মা দুর্গা বলিয়া ভিতরে সদ্ভাবগুলি নৃত্য করিতেছে, এই তো দুর্গোৎসব। দাঁড়াও দুর্গা সম্মুখে। তোমার শত হস্ত বাহির কর। কারণ কোটী কোটী অসুর আমাদের সঙ্গে। কাট মা কাট বলিদানের বাদ্য বাজুক। 'এবার তোমার দুর্গোৎসব করে স্বর্গারোহণ করিব। যিনি দুর্গাপূজা করেন তাঁর অসুর বধ হবেই হবে। আহা! এমন দুর্গার পদাশ্রিত কে না হবে? কেননা, যত পাপ কুচিন্তা, যত রকম কাজে মনের পাপ আছে, সব মার সিংহ এসে নাশ করিবে। ষড়রিপু বিনষ্ট, মন পরিষ্কার হৃদয় প্রশস্ত, মার জয় হইল। এমন ভগবতীকে পূজা করি। মাটির দেবতাকে অসার দেবতাকে পূজা করিবনা। মহাদেবী, যেমন করে সিংহবাহিনী অসুরনাশিনী হয়ে মাটির ভিতর দেখা দাও, তার চেয়ে আরো উজ্জ্বলরূপে ব্রাহ্মের ঘরে দেখা দাও। এস দুর্গা অকল্যাণ দুর্গতি দূর কর। এস দুর্গা দুঃখের সংসারে সুখ এনে দাও। শত্রু সংহার কর তোমার রাজ্য নিষ্কণ্টক কর। ছেলেদের আশীর্ব্বাদ কর। বৎসরকার দিনে সুখের পাত্র হাতে দাও। এস দেবী একবার এস, আমরা বৎসরকার দিনে তোমার দুর্গোৎসব করিয়া কৃতার্থ হই, শুদ্ধ হই, দেবী দয়া করিয়া এই আশির্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

—•—

নববিধান সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক।

উদ্ধৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।]

আমাদিগের নববিধান ক্রমে কয়েকটী সোপানের মধ্য দিয়া আসিয়াছে। একেশ্বরবাদ ইহার মূলভূমি, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপন করেন তখন বেদান্ত অবলম্বন করিয়া স্বদেশীয়গণের নিকট একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। তিনি খ্রীষ্টান্ ও মুসলমান ধর্ম্মের মধ্য হইতে একেশ্বরবাদ লইয়া খ্রীষ্টান ও মুসলমানগণের নিকট একেশ্বরবাদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন, কিন্তু সে দুই ধর্ম্মের প্রমাণ স্বদেশীয়গণের নিকটে উপস্থিত করেন নাই। তাঁহার সময়ে ব্রাহ্মণগণে বেদ পাঠ করিতেন এবং সে স্থলে শূদ্রগণের প্রবেশাধিকার ছিল না। শূদ্রগণের জন্য স্বতন্ত্র উপদেশাদির অনুষ্ঠান হইত। মাননীয় পণ্ডিত দয়ানন্দ স্বরস্বতী যে আর্য্যসমাজ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা এই শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং স্বয়ং আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ উঁহাকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন বৈদান্তিক বিভাগরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের প্রার্থনা-সমাজ-সমূহেতে কেবল মাত্র একেশ্বরের পূজা হইয়া থাকে। এই পূজা ব্যতীত সমাজের সভ্যগণের পরস্পরের মধ্যে অন্য কোন বন্ধন নাই। ইঁহারাও মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত আদিম ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত, কেন না সে সময়েও একত্র একেশ্বর পূজা ভিন্ন সভ্যগণের মধ্যে অন্য কোন বন্ধন ছিল না। কলিকাতা-সমাজ সংস্থাপক হইতে অগ্রসর হইয়া সামাজিক অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করেন। যদিও এরূপ অনুষ্ঠান সমাজের উপাচার্য্যগণের মধ্যে পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই তথাপি ঈশ্বর অনুষ্ঠানের স্থল যদি একটি পরিবারও থাকে তথাপি আমরা গণনায় আনয়ন করিতে বাধ্য। কিন্তু কলিকাতা-সমাজ বা আদি সমাজ কিঞ্চিদগ্রসর হইয়া বেদান্তকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ না করিয়াও হিন্দুসমাজের অন্তর্গত হইয়া অবস্থিত, ভিন্ন জাতির কিছুই অতিশয় উৎকৃষ্ট এবং প্রশংসনীয় হইলেও, গ্রহণ করিতে একান্ত বিমুখ।

মাননীয় পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্য্য সমাজ, দাক্ষিণাত্যের প্রার্থনাসমাজ এবং কলিকাতাসমাজ ব্রাহ্ম সমাজের আদিমাবস্থা প্রদর্শন করে, সুতরাং একয়েক-টিই হিন্দু-ধর্ম্ম-প্রধান হইয়াও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভূত। এই সকল যেমন আদিমাবস্থায় অবস্থিতি দেখায়, তেমনি আবার বিধাতৃত্ব, আদেশ, বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিকতা পরিহার করিয়া কেবল বৌদ্ধভাব অনুসরণ করিলে যাহা হয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাহা প্রদর্শন করে। আধ্যাত্মিক উচ্চতত্ত্ব সকলেতে যাহাদের প্রবেশ নাই বা করিবার ইচ্ছা নাই, তাহারা এই বুদ্ধির ধর্ম্ম অনুসরণ করিবে। ঈদৃশ স্থলেও একেশ্বর বাদ বিদ্যমান, এবং সমাজসংস্করণের ব্যাপার প্রধান লক্ষ প্রবেশ হইলেও সাধারণ ভাবে প্রার্থনা উপাসনাদিও হইয়া থাকে, অনুষ্ঠানাদিও সংস্কৃতপ্রণালীতে চলে, সুতরাং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের জীবন্ত-বিশ্বাসবিরহিত এবং একটি তেজোবিহীন নিয়ত বিপরিবর্ত্তসহ বিভাগ বলিয়া পরিগণিত। নববিধান এই উভয় বিধ আকর্ষণের মধ্যে দণ্ডায়মান। এক দিকে ইহাকে হিন্দুধর্ম্মপ্রধান ব্রাহ্মসমাজ টানিতেছে, আর এক দিকে বৌদ্ধ ভাব ইহাকে দেবনিঃশ্বাসিতাদি-বিরহিত করিয়া অল্প বিশ্বাসের ভূমিতে আনিতে যত্ন করিতেছে। এই দুই আকর্ষণের ভিতরে পড়িয়া মধ্যের স্থির ভূমিতে স্থিরপদ হইতে না পারিলে অনেক লোক, হয় এদিকে নয় ওদিকে, ঝুঁকিয়া পড়িবে। কোন এক দিকের আকর্ষণ প্রবল হইয়া টানিলে আর অর্দ্ধপথে দাঁড়াইয়া থাকা সুকঠিন। যিনি যে দিকে ঝুঁকিয়া পড়ুন আমরা এরূপ অবস্থাতে তাঁহাকে আমাদিগের অন্তর্ভূতরূপে গ্রহণ করিব, সুতরাং সাম্প্রদায়িকতার দোষ আমাদিগকে কোন দিন স্পর্শ করিতে পারিবে না। যাহারা সকল সম্প্রদায়ের বিশ্বাসি-গনকে আপনাদের বলিয়া গ্রহণ করে, তাহাদিগকে যে তাহারা চিরদিন আপনার বলিয়া স্বীকার করিবে, ইহা আর অসম্ভব কি ?

—•—

প্রসঙ্গতত্ত্ব।

ব্রহ্মকৃপায় ব্রহ্মই আমাদের এক অদ্বিতীয় হইয়াছেন।

বাইবেল বলেন, ঈশ্বর জগৎকে এতই প্রীতি করিলেন যে তিনি তাঁহার আত্মজাত একমাত্র পুত্রকে জগৎকে দান করিলেন। যে কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস করিবে এবং তাঁহার অনুসরণ করিবে সে ব্যক্তি অমরত্ব লাভ করিবে। নববিধান বলেন আমাদের প্রেমস্বরূপিনী জননী এতত আমাদের স্নেহ করেন যে তিনি স্বয়ং আপনাকে দান করিয়া আমাদের একমেবা-দ্বিতীয়ম্ হইয়াছেন এবং আমাদের আমিত্ব পাপ সম্পূর্ণরূপে হরণ করিয়া তাঁহার নবভক্তশিশুজীবন দানে ধন্য ও নিত্য আনন্দিত করিতেছেন। বিশ্বাসচক্ষে তাঁহাকে দর্শন এবং বিবেক কর্ণে তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলে আমরা সশরীরে স্বর্গলাভ করিব এবং নিত্য ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ হইব।"

—•—

ভাবিয়াদেখ।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে ব্রহ্মকে নিরাকার বা স্বর্গস্থ দূরস্থ জানিয়াও কতই ভক্ত তাঁহার উদ্দেশ্যে আত্মদান করিয়াছেন, কৃচ্ছ্র কষ্টসাধন করিয়াছেন, গৃহবাস, সংসার-সুখ কতই পরিত্যাগ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বিধানে তিনি কেবল স্বর্গস্থ নন, দূরস্থও নন, শূন্য আকার নন, নামমাত্র নন, কিন্তু জীবন্ত প্রত্যক্ষ নিত্য সম্মুখস্থ এবং আত্মস্থ। তাঁহার জন্য সমগ্র জীবন এবং যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিলেও কি আমাদের অধিক দেওয়া হয়।

—

ফল ফলে কখন।

প্রস্ফুটিত সুন্দর ফুলটীও শুকাইলে তবে তাহার ভিতর হইতে ফল উদ্গম হয়। উর্দ্ধগামী তেজস্বী বৃক্ষ শাখা অবনত না করিয়া দিলে বৃক্ষে ফল হয় না। ধর্ম্মাভিমান ও আমিত্ব বিনাশ না হইলে বা নিতান্ত দীন বিনীত না হইলেও জীবনে নবজীবনের উদ্গম হয়না সুফল ফলে না।

—•—

অষ্টপঞ্চাশত্তম ভাদ্রোৎসব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদের ভিতর যে কর্ম্মের উত্তেজনা নাই এ কথা আমি বলি না, আমাদের ছেলে মেয়েরা যে কর্ম্মপ্রেরণায় চঞ্চল হয়ে না উঠেন এ কথা ও আমি স্বীকার করিনা, তবে আমাদের কর্ম্ম সফল হয় না কেন ? আমাদের অপরাধ কোথায় ? কর্ম্মে প্রবৃত্ত হবার পূর্ব্বে বুঝতে হবে যে আমি যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হতে যাচ্ছি তাহা বিধাতার ইচ্ছা কিনা ? সেটা আমার জীবনের Mission কিনা ? যদি ভগবানের ইঙ্গিত পেয়ে থাক, তবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও কর্ম্ম সফল হবেই। আপনারা হয়ত বলতে পারেন এত কেশব চন্দ্রের কথা। আমরা কি মহাপুরুষ, না সাধক যে ভগবানের বাণী শুনে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হব। তাবলে কি আমরা নিষ্কর্ম্মা হবো

বসে থাকব ? একথা সত্য যিনি কেশবচন্দ্রের ও ঈশার ভগবান তিনিই তোমার আমার ভগবান, আমাদের জন্য তিনি কি কোন সহজ পথ সৃষ্টি করেন নি যাতে আমরা বুঝতে পারি কোনটী আমার জীবনের কায আর কোনটী নয় ; অবশ্যই করেছেন। যে কর্ম্মে তুমি প্রবৃত্ত হতে যাচ্ছ তার সম্মুখে যদি বাধা আসে তাকে তুমি অতিক্রম করতে পারবে কি না ? যদি বিষয় বিভব পরিত্যাগ করতে হয় তাতে রাজী আছ কি না ? যদি স্ত্রী পুত্র মা বাপ ত্যাগ করতে হয় সেটা তুমি মাথা পেতে নিতে পারবে কিনা? শেষে যদি প্রাণটি বলিদান দিতে হয় সেখানেও তোমার মন সায় দেয় কি না ? তোমার অভিষ্ট বস্তু লাভ করতে হলে যখন কোন ত্যাগই তোমার কাছে ত্যাগ বলে মনে হবে না তখন জানবে সেই কর্ম্মই তোমার জীবনের Misson তোমার পরিত্রাণের পথ !

আর যদি কেবল কর্ম্মের উত্তেজনা থাকে অথচ ব্রহ্ম প্রেরণা নাই কর্ম্মের প্রবল বাসনা আছে কিন্তু ত্যাগের আকুলতা নাই সে কর্ম্মে অশান্তি সৃষ্টি করবে। যে কর্ম্মশক্তিটুকু এখন ব্যক্তির জীবনে ও মণ্ডলীর জীবনে অবশিষ্ট আছে বিপথে চালিলে তাও নিঃশেষ হয়ে যাবে।

আমরা আর একটু তলিয়া বিচার করে যদি দেখি দেখতে পাব যে আমাদের ভিতর কোন নূতন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠাত দূরের কথা, যাহা ছিল তাও দাঁড়াচ্ছেনা কেন ?

এ নিস্ফলতার কারণ কি ? আমরা কর্ম্মকে ততটুকু সফল করতে চাই, যতটুকু আমার ব্যক্তিত্বকে বড় করে তুলতে পারে। কর্ম্মের ভিতর নিজকে ডুবিয়ে দিয়ে কর্ম্মকে বড় করবার প্রবৃত্তি এখন ও আমাদের ভিতর ফুটে উঠেনি। অন্যের যতটুকু কর্ম্ম শক্তি ফুটে উঠলে আমার ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করতে না পারে আমার অন্যের সহিত ততটুকু সম্বন্ধ রাখতে চাই। তারপর অন্যের কর্ম্মগৌরব যেন আমার কাছে মাথা হেঁট করে এবং আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায় এই বাসনার বিলাস হতে নিজেকে মুক্ত করতে পারিনা তাই বিধাতার অমোঘ বিধানে আমাদের সকল কর্ম্ম পণ্ড হয়ে যায় !

প্রত্যেক মানুষের আকার অবয়ব যেমন ভিন্নতা আছে, তেমনি শিক্ষা জ্ঞান সাধনার ভিন্নতা আছে, এবং বিচার বুদ্ধি ও মীমাংসার ভিন্নতা আছে, সুতরাং একজনের সহিত অপরের যে মতগত পার্থক্য উপস্থিত হইবে তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ? কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা মতান্তর সহ্য করিতে পারি না, আমরা মতান্তরকে মনান্তরে পরিণত করিয়া বিচ্ছেদ ও দলাদলি সৃষ্টি করি। আমাদের চরিত্রের এই অপূর্ণতা টুকু এত উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে যে বাঙ্গালায় ফ্লেচার উইলিয়ম সাহেব দুদিনের জন্য এসেও বলে গেলেন যে বাঙ্গালায় অনেক সদ্‌গুণ আছে কিন্তু মতভেদ উপস্থিত হলে তারা ধর্ম্মও করতে পারে না এবং কর্ম্মও করতে পারে না।

আত্মপ্রত্যয়— কর্ম্মে সফলতা লাভ করতে হলে আমাদের প্রথম কথা ভগবানের প্রতি বিশ্বাস চাই। তারপর মানুষের প্রতি বিশ্বাস। তারপর নিজের উপর বিশ্বাস। যার ভগবানের উপর বিশ্বাস আছে অথচ নিজের উপর বিশ্বাস নাই সেখানে কর্ম্ম পণ্ড হবেই। ভগবানের প্রতি বিশ্বাস সত্য হইলেই নিজের প্রতি ও বিশ্বাস সত্য হবে আর নিজের প্রতি বিশ্বাস সত্য হইলেই তার কর্ম্ম ও সত্য হবে। তখন তোমরাও শ্রীকেশবচন্দ্রের মত বলতে পারবে। "Every inch of this man is real—tremend-ously reall".

নিজের প্রতি বিশ্বাস খাঁটী হলেই সে বিশ্বাস মহা সংকল্প হয়ে কর্ম্মে সিদ্ধি দান করবে তাই শ্রীবুদ্ধদেব বলিলেন যে 'তিল তিল করে আমার মাংস যদি অঙ্গ থেকে খসে পড়ে এবং অস্থিগুলি যদি মাটীর সঙ্গে মিশে যায় তথাপি সিদ্ধিলাভ না করে এই তপস্যার ভূমি পরিত্যাগ করব না আজ তাই অর্দ্ধ পৃথিবী জুড়ে শ্রীবুদ্ধের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ; আত্মপ্রত্যয়ের মাঝখানে আর কিছু থাকবে না হয় সিদ্ধি নতুবা মৃত্যু ! "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন ! এই সংকল্প নিয়ে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও সিদ্ধি তোমাদের হস্তগত হইবে।

বাঙ্গালির স্বভাব :—আমরা বাঙ্গালাদেশে জন্মেছি। বাঙ্গালার মাটি যেমন নরম বাঙ্গালার বায়ু যেমন মৃদু বাঙ্গালার ফল ফুল যেমন কোমল ও নরম, বাঙ্গালির মন ও তেমনি নরম। নরম মাটি অল্প চাপে যেমন বসে যায় বাঙ্গালীর মন ও অল্প আঘাতে তেমনি দমে যায় ছুটো নির্য্যাতনের শক্তিশেল বুকে লাগলে বাঙ্গালীর মনের জড় ভেঙ্গে গুড় হয়ে যায়। তাই যে পথে গেলে পায়ে আঁচড় না লাগে, যে পথে কাঁটা খোঁচা নেই সেই পথটি বেশ চলতে আরম্ভ করি। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই নিরঙ্কুশ পথ সিদ্ধির পথ নয়। যারা পাষাণ দিয়ে বুক বেঁধেছে তারাই সিদ্ধি লাভ করবে। কিন্তু ধর্ম্ম যেমন এক দিকে মানুষকে ফুলের মত কোমল করে অন্যদিকে পাষাণের মত শক্ত করে। শ্রীচৈতন্য দেবকে সন্ন্যাস হতে ফিরাইবার জন্য শচীদেবী দ্বাদশ দিবস উপবাসী রহিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা যেতে লাগলেন শ্রীচৈতন্যদেবের কঠোর প্রাণ সে দিকে দৃকপাত ও করিলেন না মাঘের শীতে রাত্রি ১২টার সময় নবদ্বীপের প্রশান্ত গঙ্গা সাঁতারে পার হয়ে কাটোয়ায় গিয়া কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষা নিলেন। বজ্রের মত কঠিন প্রাণ নিয়ে কাজে অগ্রসর না হলে কোন কর্ম্মই সফল হয় না। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন !

তারপর আর একটি বিশেষ কথা সমন্বয়ের কথা। সমন্বয় আপনাদের ধর্ম্ম :—ধর্ম্ম সমন্বয়, কর্ম্ম সমন্বয় শাস্ত্র সমন্বয় ; কিন্তু আপনাতে আমাতে যদি সমন্বয় না হয় ব্যক্তির সহিত যদি ব্যক্তির মিলন অসম্ভব হয়, তবে বড় বড় সমন্বয়ের কথা কল্পনা মাত্র। বিধাতার বিধান unity in disversity বিচিত্রতার ভিতর একতা !

পাঁচটী বাদ্যযন্ত্র মিলে যখন একসুরে গান করে, শুনিতে কেমন মধুর লাগে? শ্রীকেশবচন্দ্রের ধর্ম্ম আমাদের বুদ্ধির অগম্য হয়ে রইল। আমরা মনেকরি দু পাঁচটী লোক যারা একমত হয়ে কায করতে পারবে তাদের নিয়ে কায করলে কায সফল হবে। ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রের অধ্যক্ষের মত একটী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেই হাজার হাজার সৈন্য পতঙ্গের মত আগুনে ঝাঁপিয়া পড়বে। অবশ্য কায করবার এও একটা দিক্ আছে। কিন্তু ধর্ম্মমণ্ডলীতে সে কথা খাটেনা। এখানে প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলিতে হবে, নতুবা সেই পাঁচজন যাদের নিয়ে তুমি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে তারাই তোমার কাযের বাধা হয়ে পদে পদে তোমার কর্ম্মকে ব্যর্থ করবে, তারাই তোমার পায়ের শক্ত বেড়ী হয়ে পদে পদে তোমার গতিরোধ করবে। কেন না যে দিন হতে তুমি তার সত্বাকে মুছে ফেল্লে তার ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করলে সেইদিন হতে সে নির্জ্জীব হয়ে পড়ল। প্রত্যেকের বিশিষ্টতাকে স্বীকার করলেই মণ্ডলী শক্তিশালী হয়ে উঠবে। প্রত্যেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি গুলিকে মিলিত করে পূর্ণ শক্তি সৃষ্টি করাই নববিধানের উদ্দেশ্য। বৈষম্যের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই নববিধান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। দুইটী ভিন্ন বস্তুর সমাবেশ ও যোগ কেমন করে হবে? এই কথাটা শুনলেই আমরা ভয় পাই! একে সপ্রমাণ করতে হলে বেদ বাইবেলের দরকার হয় না। দর্শন শাস্ত্র ও যুক্তি তর্কের প্রয়োজন হয় না। বিধাতা সহজ ও সরল ভাবে মানব প্রকৃতির ভিতর দিয়া এই কথাটি প্রত্যেক নরনারীকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। পিতা মাতার যোগে একটি পরিবার রচিত হয়। উভয়ের আকার ও অবয়বে যে পার্থক্য আছে একথা কি অস্বীকার করবে? উভয়ের ভাব রুচি শিক্ষা জ্ঞান ও কর্ত্তব্যের যে ভিন্নতা আছে একথা কে অগ্রাহ্য করবে? অথচ এই বৈষম্যের ভিতর বিধাতা এমন একটি সাম্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যদ্বারা একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরিবার, একটি নূতন বংশ একটি নূতন জাতি পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতেছে। এই সাম্যের ভিতর নূতন জগৎ গড়ে উঠছে। যদি বৈষম্য না থাকত বর্ত্তমান পৃথিবী সৃষ্ট হইত না, পরিবার রচিত হইত না সমাজ গড়িত না। নরনারীর মনের ভাবগুলি প্রস্ফুটিত হইত না এবং কর্ম্মের ভিতর সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা থাকিত হইত না। অতএব যার যা বিশিষ্টতা আছে তাহাকে প্রস্ফুটিত হইতে দাও তাহাকে স্বীকার কর মণ্ডলীর মধ্যে তাহার যথাস্থান নির্দ্দেশ কর দেখিবে মণ্ডলী শক্তিশালী হইবে। যদি তোমারা মণ্ডলীকে সংস্কার করিতে চাও তবে নববিধানের মূল মন্ত্র যে সমন্বয় একথা ভুলিও না।

আমাদের কি ব্যক্তিগত কি মণ্ডলীগত জীবনের পূর্ণতা হবে, বিশ্বাসের ভিতর দিয়া। কিন্তু বিশ্বাস ত আর গাছের ফল নয় যে পেড়ে নেবে। বিশ্বাসের একটা সময় আছে একটা অবস্থা আছে। শ্রাবনের ধারা সকল সময় পড়ে না। প্রচণ্ড বৈশাখের রৌদ্রে যখন মাটি ফেটে উঠে যখন নদীর জল শুকিয়ে যায় তখনই বর্ষার ধারা পৃথিবীকে শীতল করে। মানুষের ঘরে যখন বিপদ সঙ্কট এসে চারিদিক অন্ধকারে ঢেকে ফেলে মৃত্যুর করাল বদন প্রতিক্ষণে মানুষকে যখন গ্রাস করতে চায় যখন নিরাশায় প্রাণ পূর্ণ হয় সেই সময় মানুষ নিরাশ্রয় হ'য়ে ভগবানের আলোক প্রার্থনা করে এবং ভগবানও কৃপা করে মানুষকে পথ দেখান; সেই আলোকই মানুষের সম্বল হয়ে মানুষের বিশ্বাস হয়ে তাকে নূতন কর্ম্মের পথে পরিচালিত করে।

মণ্ডলীর জীবনেও অন্ধকার এসেছে, নিরশা এসেছে এখন যদি মণ্ডলী বিধাতার শরণাপন্ন হয় ভগবান নিশ্চয়ই নূতন বিশ্বাসের আলোক পাঠাবেন। সেই আলোকই আমাদের ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে সফল করবে। ভগবান আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—০—

প্রাপ্ত।

মহাত্মা রাজা রামমোহন ও তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান

আমাদের ধর্ম্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহন যে প্রখর জ্ঞানী ছিলেন, ইহা কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য সকল পণ্ডিতেরাই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সেই জ্ঞান শুষ্ক জ্ঞান ছিল না তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদাই সরস থাকিত। এজন্য তিনি বিচার কালে শান্ত, ধীর ও অটল ভাবে তত্ত্বালোচনা করিতে পারিতেন। শাস্ত্রী, পাদ্রি, ভট্টাচার্য্য, কবিতাকার প্রভৃতি যাঁহার সহিত তিনি যখন বিচার করিতেন, এবং যখন যে প্রশ্নের উত্তর দিতেন কখনও তাঁহার চিত্তের স্থিরতা ও গাম্ভীর্য্যের হ্রাস হইত না। ফলতঃ আদি কবি বাল্মীকির উক্তি "সমুদ্রইব গাম্ভীর্য্যে, স্থৈর্য্যেচ হিমবানিব," রামমোহনে সুষ্ঠু প্রয়োগ হইতে পারে। তিনি জ্ঞান যোগী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার এ স্থিরতা ও গাম্ভীর্য্য, যোগের স্থিরতা ও গাম্ভীর্য্য। বিষ্ণুপুরাণ বলে—"নিত্য পরমেশ্বর যাঁহার হৃদয়ে বাস করেন, জগতের নিকট তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি প্রকাশ পায়। আপনার ভিতরে যে অত্যুৎকৃষ্ট রস আছে, বাল শাল তরু নিজের সৌন্দর্য্যের দ্বারাই তাহা প্রকাশ করে।" (বিঃ পুঃ ৩.৭১২৫)। বস্তুতঃ রামমোহন যে অদ্ভুত ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন তাঁহার জীবন ও চরিত্র তাহা প্রমান দেয়। অদ্ভুত ব্রহ্মজ্ঞানের কথা শুনিয়া কেহ চমকিত হইবেন না। অদ্ভুত ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মের সঙ্গে যে জীবের নিত্য যোগ তাহাই অনুভূত হইয়া থাকে এবং রামমোহনে সেই

জ্ঞানের অনুভূতি সর্ব্বদাই থাকিত। এজন্য তিনি প্রার্থনাশীল ছিলেন। এই ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহারে ঋষি দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছিল। তিনি যেমন জ্ঞান যোগে আপনার সঙ্গে ব্রহ্ম সনাতনকে দেখিতেন তেমনি তিনি যাঁহার সহিত যখন শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং যুক্তিদ্বারা যখন কাহারও যুক্তি খণ্ডন করিতেন তাঁহার সহিত যে ব্রহ্ম আছেন তাহা ভুলিতে পারিতেন না ইহাই তাঁহার স্থিরতা ও গাম্ভীর্য্যের মূল কারণ। তাঁহার অদ্ভুত ব্রহ্মজ্ঞানের কথা উল্লেখ করিয়াছি। তাহাও একটু পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন। ব্রহ্মজ্ঞান যে অদ্ভুত তাহা ঋষিগণ স্বীকার করিয়াছেন। এখানে রাজর্ষি দাউদের একটী বেদবাক্য উদ্ধার করিতেছি।

"আমার উপবেশন এবং উত্থান তুমি জান, তুমি দূর হইতে আমার চিন্তা অবগত হও, তুমি আমার গমনের পন্থা এবং শয়নাবস্থা উভয়কে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং আমার সমুদয় কার্য্য-প্রণালী অবগত আছ। কারণ আমার রসনায় এমন একটী কথা নাই, যাহা তুমি একেবারে জান না। তুমি সম্মুখে এবং পশ্চাতে আমাকে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছ। এ জ্ঞান আমার পক্ষে অতীব অদ্ভুত, ইহা অতি উচ্চ, আমি ইহা অবধারণ করিতে অক্ষম। তোমার স্বরূপ হইতে আমি কোথায় যাইব? তোমার বর্ত্তমানতা হইতে কোথায় পলায়ন করিব? যদি আমি স্বর্গে আরোহণ করি, তুমি তথায়; যদি আমি পাতালে শয্যা রচনা করি, অহো, সেখানেও তুমি আছ। যদি আমি উষার পক্ষপুট গ্রহণ করি, এবং সমুদ্রের দূরতম বিভাগে অবস্থিতি করি, সেখানেও তোমার হস্ত আমায় পথ প্রদর্শন করিবে, এবং তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে রক্ষা করিবে।" (সাম। ১৩৯।২।১০)

এই যে তোমার স্বরূপ হইতে আমি কোথায় যাইব? তোমার বর্ত্তমানতা হইতে কোথায় পলায়ন করিব?" এই অদ্ভুত ব্রহ্মজ্ঞান রামমোহনে ছিল। তাঁহাকে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ধর্ম্ম পিতামহ বলিয়া স্বীকার করিলেন। তাহার কারণ এই যে রামমোহনের জ্ঞানে 'নববিধান ধর্ম্ম' বীজাকারে অবস্থিত ছিল। সেই বীজই যথা সময়ে বৃক্ষাকারে নববিধান-রূপে পরিণত হইল। যেমন বীজটী তদনুরূপ বৃক্ষটীও হইয়া থাকে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়, সাধুগণের সহিত একাত্মতা, যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম জ্ঞানের মিলন হইয়া নববিধান হইল এবং যাহা জগতের নিকট একটী সুবিস্তীর্ণ শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষাকারে ফল ফুলে সুশোভিত হইয়া মানবগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, তাহা বীজাকারে রাম মোহনে ছিল বিধায় তিনি পিতামহ হইলেন। যেরূপ কুরুকুল-চূড়ামণি মহামতি ভীষ্ম পিতামহ ছিলেন বলিয়া তিনি কথনও ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হইতে পারেন না, তদ্রূপ নববিধানবীজ কখনও বৃক্ষে আরোপিত হইতে পারে না। আমরা দেখিতে পাই একদল কৃতবিদ্য ব্রাহ্ম রামমোহনে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় আরোপ করিয়া, আপনাদিগকে নববিধান হইতে দূরে রাখিতে ভাল বাসেন। যাঁহারা বৃক্ষকে বীজে দেখেন তাঁহারা তাহা জ্ঞানে দর্শন করেন। প্রকৃত-তত্ত্বে ফল ফুলে সুশোভিত বৃক্ষ যে কেমন সুন্দর ও মনোমোহন তাহা দেখিতে পারেন না। নববিধানের প্রেরয়িতা পরম দেবতাকে অশেষ ধন্যবাদ যে তিনি ঠিক সময়ে বীজাকারে তাহা রামমোহনে প্রকাশ করিয়া ছিলেন।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন।
ঢাকা।

শ্রীকেশবচন্দ্রের মহত্ব।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র একবার ঢাকাতে উপস্থিত হইলেন তথন আমরা কলেজের ছাত্র, এবং সেই তাঁহার সহিত প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়। সহরে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল, যে কয়দিন তথায় ছিলেন ঢাকা নগরী যেন একটা মহা উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। যেখানে যাও সেখানেই শুনিতে পাও, আজ কেশব বাবু অমুক স্থানে যাইবেন, অমুক স্থানে বক্তৃতা করিবেন লোকের মুখে কেবল তাঁহারই কথা। যদি বক্তৃতার সময় ৪টা তবে ২টার মধ্যেই বক্তৃতার প্রকোষ্ঠখানি লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কি হিন্দু কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান, কেহই আর বাকী রহে নাই, ইংরাজ, আরমানী ইহুদীতে প্রকোষ্ঠ ভরা। এত বড় সভাতে কেশব যখন বক্তৃতা আরম্ভ করিতেন তখন শ্রোতাগণ এক বারে স্তম্ভিত হইয়া যাইত। কিন্তু এই হুলুস্থুলের মধ্যে আমাদের কলেজের প্রিন্সিপেল Mr. W. Brennad সাহেব একদিন ও সেখানে যান নাই। অমরা জিজ্ঞাসা করিলাম Sir, সকল সাহেবেরা বক্তৃতা শুনিতে যান, জজ, মেজিষ্ট্রেট, কমিশনার কেহ বাদ যায় নাই, কিন্তু আপনি যান নাই কেন? তিনি অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন—'ও সকল আমি কি শুনিব?' Brennad একজন বিখ্যাত গণিতবিদ ছিলেন, তিনি বলিতেন গণিত শাস্ত্রে তাঁহার তুল্য তিনটী মাত্র লোক ভারতবর্ষে তখন ছিলেন। অতি উদার প্রকৃতি, তাঁহার ধারণা ছিল যে গণিতজ্ঞ না হইলে মানুষ মানুষ হয় না, সুতরাং এই সকল বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার সুখ নাই। যাহা হউক, আমাদের অনুরোধে সেই দিবস অপরাহ্নে Professor Lobb সাহেব প্রভৃতি সহ বক্তৃতা শুনিতে গেলেন। পরদিবস কলেজের সময় আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম Sir, কাল কেশব বাবুর বক্তৃতা কেমন শুনিলেন? তিনি বলিলেন "Wonderful; he must be a great mathematician! কারণ তাঁহার ধারণা গণিতজ্ঞ না হইলে এমন পরিষ্কার মাথা হয় না, এবং এরূপ যুক্তিযুক্ত বক্তৃতা কেহ করিতে পারে না।" অতএব কেশব সেন must be a great mathematician তখন হইতে ঢাকায় ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা এবং ব্রাহ্মসমাজের সভ্যসংখ্যা দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল।

কয়েক বৎসর পরে মহাত্মা তাঁহার সহচর দিগের নিকট একটী নূতন মনের ভাব প্রকাশ করিলেন। বলিলেন দেখ আমরা যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি তাহা ধর্ম্মের অত্যুচ্চ সোপান তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে যেন সাধারণকে আকর্ষণ করার শক্তি এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। তাহার জন্য আমার ইচ্ছা যে ব্রাহ্মগণ রাস্তায় বাহির হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া নগর সংকীর্ত্তন দ্বারা জন সাধারণকে এই ধর্ম্মে আহুত করেন। বলা বাহুল্য যে প্রস্তাব হওয়া মাত্রই তাহা সাহ্লাদে পরিগৃহীত হইল। দেখিতে দেখিতে কলিকাতাময় এই সংবাদ প্রচলিত হইল। প্রথম নগর সংকীর্ত্তনের দিন ঠিক স্মরণ করিতে পারিতেছি না, বোধ হয় যেন ২৪শে এপ্রিল। সে যাহা হউক সেই তারিখে কলিকাতা নগরী একটা মহা উৎসাহে উদ্বেলিত, বিউগল বাজাইয়া "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" ধ্বজা তুলিয়া, সংকীর্ত্তন বাহির হইল, কেশবচন্দ্র এবং আর ২।৪ জন আগে গাহিলেন এবং আমরা পরে গাহিলাম "তোরা আয় রে ভাই, এত দিনে দুঃখের নিশি হলো অবসান, নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম" ইত্যাদি। পথের লোক নিস্তব্ধে দর্শন ও শ্রবণকরিতে লাগিল। আমরা কেশববাবুর সহিত একত্র গান করিয়া কৃতার্থ হইলাম, স্মরণে এখনও আনন্দ হয়। আজ সেই কেশবচন্দ্র, অঘোরনাথ, কোকিলকণ্ঠ ত্রৈলোক্য-নাথ, গৌরগোবিন্দ, উমানাথ প্রভৃতি কোথায়? যেখানে থাক আজ একবার তোমাদের ভক্তিমান অনুগামীদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকে তোমাদের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইতে প্রোৎসাহিত কর।

শ্রীশ্রীনাথ সেন।
গীরিডি।

নৃপেন্দ্র স্মৃতি।

গুণেতে যাঁহার নিখিল বেহার-প্রজা সবাকার প্রফুল্ল হৃদয়।
যাঁহার গৌরব কুসুম সৌরভ ব্যাপিল যে সব দেশময়।
নৃপ-মধ্যে তিনি হ'য়ে ইন্দ্রপ্রায়, "নৃপেন্দ্র" নাম ক'রে
সার্থক ধরায়,
আপন সুকৃতি রেখে পায় পায় (বুঝি) ইন্দ্রের সভায়
নিয়েছেন আশ্রয়।
আজি বটে সেই বিবেক প্রবীণ—মহারাজের
মহাপ্রস্থানের দিন,
এ দিনে সকলে হ'য়ে অতি দীন বল হরি হরি
স্মরিয়ে সে দিন,
পরলোকে যেন হয় চিরদিন (এমন) দীন প্রতিপালক
মহারাজার জয়।
কত শতভাবে বিহার নগরে (তাঁর) রাজ-হৃদি চিহ্ন
নিয়ত বিহরে।
স্কুল কলেজাদি সড়ক সরোবরে ন্যাস্ত গেন রেখে
দিল ঘরে-ঘরে।
কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি চরাচরে (ভবে) কীর্ত্তিশূন্য নরের
বৃথা জন্ম হয়।
কহে দীন প্রিয় মনেতে বিচারি ধন্য রাজাধিরাজ
বিহারাধিকারী।
গিয়েছেন তিনি ধরাধাম ছাড়ি, ধরা দিছে শুধু
স্মৃতি চিহ্নতারি।
সহরে কি গ্রামে সর্ব্বত্র নেহারি (সেই) গম্ভীর প্রকৃতির
সুকৃতি নিচয়।

ভক্তি ও ভক্ত।

ভক্তি রসে ভাসে ভক্ত সংসারেতে নয়
নদীতে মিশিয়ে নদী সাগরেতে লয়।
ভক্ত বিনা ভক্তি-নদী কে বুঝিবে বল।
পক্ষী নয় মক্ষি চেনে পদ্ম-পত্র দল।

আকাশের প্রকাশ্য মেঘ-ধারার ভিতরে নদীর নিভৃত প্রস্রবণ নিহিত নহে। প্রচ্ছন্ন গিরি-কন্দরের ভিতর প্রবাহিত নিভৃত ধারার ভিতরে বহুদূর বিস্তৃত বেগবতী নদীর অদৃশ্য উৎস বর্ত্তমান। কখন কোন্ স্রোত আসিয়া নদনদীকে প্লাবিত করে তাহা কে বলিতে পারে? ভক্তের ভিতরে ভক্তি উৎস নিহিত। নদীর প্লাবনের মত কখন্ সে উৎস প্রবাহিত হইয়া তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায় ভক্তও তাহা জানিতে বা বলিতে পারেন না। অলক্ষিত ভক্তি স্রোত এইরূপে নিভৃত কন্দরে প্রবাহিত হইতেছে। নদীতে নদী মিশিয়া যায় এবং সেই মিশ্রিত স্রোত তাহার স্বাভাবিক গতিতে অগাধ ও অতলস্পর্শ সাগর জলে লুকাইয়া পড়ে। ভক্ত-বৃন্দাবনে সর্ব্বত্রই এই অবস্থা। ভক্তি প্রধান প্রাচ্য ভূমি ভক্তির এ উচ্ছ্বাসে দেখিয়াছেন! নববিধানের নবভক্ত মুঙ্গেরে এ দৃশ্য দেখি-লেন। ভক্তের ভিতরে ভক্ত-বৎসলের লীলা। নিভৃত প্রস্রবণের মত যাঁহার ভিতর হইতে সেই প্রবল স্রোত আসিয়া পড়িল সেই ভক্তচক্ষুই তাহা দেখিলেন। সেখানে মানুষ ছিল না। নরের ভিতর নরহরি। ভক্ত-মস্তক সেখানে অবনত। উচ্চাকাশ বিহারী পক্ষী পদ্মের ভিতরে পুষ্পরস দেখিতে পায় না। অনুসন্ধিৎসু মক্ষি তাহা দেখিয়া লয়। যাঁহারা দেখিতে পাইলেন তাঁহারাই মুঙ্গেরকে চিনিলেন। মক্ষি মক্ষিকে চেনে। ভক্ত ভক্তকে চিনিতে পারেন। ভক্ত বৃন্দাবনে এই রূপই অবস্থা। পাশ্চাত্য ভূমিও বৃন্দাবন শূন্য নহে। ন্যাড়েম্ গায়ন ও তাহা অনুভব করিয়াছিলেন। Spiritual torrents

যে একটা বস্তু তাহা তিনি খুবই অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার Spiritual Torrents. শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন "The soul I am speaking of, by this state, is lost in God. * * *. Mingled with Him as the river I have spoken of is blended in the sea. so that it finds itself no longer. It has the ebb and flow of the sea because the boundless sea having absorbed its scanty and limited waters, it shares in all that is done by the sea, but without being distinguished from the sea itself. * * *

আমি যে আত্মার বিষয় বলিতেছি তাহা ঈশ্বরেতে মিশিয়া যায়। ঈশ্বরের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া যে নদীর বিষয় আমি বলিয়া আসিয়াছি সেই নদীর মত তাহা সাগর জলে সম্মিলিত হইয়া যায় এবং নদী আর তাহার অস্তিত্ব দেখিতে পায় না। সমুদ্রের মত ইহার জোয়ার ভাটা আছে। ইহা মানবীয় ইচ্ছা এবং স্বাধীনতা সাপেক্ষ নহে কারণ সেই উচ্ছ্বাসের অবস্থা অসীম সমুদ্রের মত স্বল্প এবং সীমা বিশিষ্ট জলরাশিতে শোষণ করিয়া সমস্তের ভিতরে সাগর বিহিত অংশের অংশত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সে সময়ে সে উচ্ছ্বাস সাগর হইতে এক অভেদ অবস্থায় পরিণত হয়। ভক্তিরাজ্যের সত্য সত্য এইরূপ অবস্থা। ভক্ত ভক্তকে চিনিতে পারেন। Guyon knows Guyon like soul গায়ন গায়ন সদৃশ আত্মাকেই চেনেন। বৃন্দাবনবাসী বৃন্দাবনকে চিনিতে পারেন, গৃহী ও সংসারী তাহাকে কিরূপে চিনিবে? ধন, মান, অভিমান ভুলিয়া গিয়া বৃন্দাবনে আসিলে বৃন্দাবন মাহাত্ম্য মানুষ বুঝিতে পারে। সোনার মুঙ্গেরের স্বর্ণ কয় জন সংগ্রহ করিতে পারেন। মতে প্রতিবাদে মুঙ্গেরের মীমাংসা মিটে না। প্রবল উচ্ছ্বাস ও প্রবল বন্যা আসিলে নদীর নদীত্ব প্রমাণিত হয় না। ভক্তির ভিতরে ভক্তি পুস্তক। বেদের ভিতরে বেদজ্ঞান। মতবাদ মতবাদেই থাকিয়া যাইবে এবং ভক্তিবাদ ভক্তের ভিতরে নিহিত থাকিবে।

সেবক—শ্রী গৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—০—

সংবাদ।

সাম্বৎসরিক—গত ১১ই ও ১৬ই অক্টোবর আরা নিবাসী বিধান-বিশ্বাসী ও ব্রহ্মানন্দের অনুরাগী ভক্ত শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার নৃত্যগোপাল মিত্র মহাশয়ের ও তদীয় পত্নীর সাম্বৎসরিক দিনে তাঁদের পুত্র ডাক্তার অনুকূল চন্দ্র মিত্রের ২৮নং মুদীপাড়া লেনস্থ ভবনে বিশেষ উপাসনা হয়েছিল। শ্রীমতী চিত্তবিনোদিনী ঘোষ ও শ্রীমতী ভক্তিমতী মিত্র উপাসনা করেন।

কৃতজ্ঞতা অভিবাদন—ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক কয়েক মাস ধরিয়া শয্যাগত থাকিয়া এক্ষণে মার কৃপায় ক্রমে সুস্থ হইতেছেন। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য পুরীধামে কিছুদিনের জন্য গিয়া বাস করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাঁহার রোগসাধন অবস্থায় যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া সহানুভূতির দ্বারা, সেবার দ্বারা, চিকিৎসার দ্বারা এবং অর্থাদি সাহায্যের দ্বারা তাঁহাকে সুস্থতা বিধানে অনুগ্রহ করিয়াছেন তাঁহাদিগের সকলকার চরণে তিনি কৃতজ্ঞতা অভিবাদন করিতেছেন। তাঁহার পরিবারস্থ ভাই, ভগ্নী এবং নিকটাত্মীয় ব্যতীত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ কার্ত্তিক চন্দ্র বসু, কবিরাজ হীরালাল সিংহ বর্ম্মা, কবিরাজ ভুবনমোহন সেন গুপ্ত, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ, রায় সাহেব ডাঃ প্রবোধচন্দ্র রায় এবং উলুবেড়িয়ার ডাঃ [illegible]টন কে, পি, বসু, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল খাঁ, ডাঃ মুটবিহারী ঘোষাল বিশেষ ভাবে চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

অর্থ সাহায্যদাতাদের মধ্যে কোন ভ্রাতা অনুগ্রহ করিয়া তিনবারে ৬০৲ টাকা (ষাট টাকা) দিয়াছেন কিন্তু নামোল্লেখ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ভগ্নী প্রিয়বালা ঘোষ, লাহিড়িয়া সেরাই, মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে ২৲ টাকা, ভগ্নী ভক্তিমতী মিত্র ২৲ টাকা, শ্রীমান্ প্রেমেন্দ্রনাথ রায় ৩৲ টাকা, ভাই অক্ষয়কুমার লধ ১০৲ টাকা, শ্রীমতী সুজাতা দেবী, রেঙ্গুন, ১০৲ টাকা, ভ্রাতা অখিলচন্দ্র রায় ১।০ টাকা, হরিপ্রভা তাকেদা ২০৲ টাকা, ডাঃ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় অপূর্ব্বফণ্ড হইতে পাথের সাহায্যার্থে ৩০৲ টাকা, এতদ্ভিন্ন ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ, ও অমূল্যচন্দ্র বসু এবং প্রফুল্লচন্দ্র বসু নানা প্রকারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ বসু কয়েক দিন Biochemic মতে চিকিৎসা করিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। অভিভাবক ভাই গোপালচন্দ্র গুহ মহাশয় যথাসাধ্য সেবার সাহায্য করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন।

মা আনন্দময়ীর শুভাশীর্ব্বাদ সকলকার মস্তকে বর্ষিত হউক।

Edited, on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik

কলিকাতা ৩০ং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট "নববিধান প্রেস" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলতীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬২ ভাগ। ২১ সংখ্যা। | ১লা অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৪ সাল, ১৮৪৯ শক, ৯৮ ব্রাহ্মাব্দ। 17th November, 1927. | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

অনন্তলীলাময়ী জননি! তোমার অনন্ত সংকল্পের ভিতর যাহা থাকে তাহাই যথা সময়ে প্রকাশিত হয়। তাহাই বাহিরে আকার ধারণ করে। আকাশে একটী গ্রহের উদয় হয়না, ভূপৃষ্টে একটী ফুল ফোটেনা, একটী তৃণের উদ্গম হয় না তোমার শুভ সংকল্প ভিন্ন, তোমার শুভ ইচ্ছা ভিন্ন। নববিধান তোমার স্বর্গের সংকল্প প্রসূত মহাব্যাপার ইহা যথা সময়ে আকার করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা এখনও শাখা পল্লবে বর্দ্ধিত হইতেছে। "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকা তোমারই নববিধানের পবিত্র নব নব তত্ত্ব বাহক, সংবাদ বাহক যন্ত্র। তুমি যদি কৃপা করিয়া এই ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকার পরিপুষ্ট আকার দিয়া নব ভাবে প্রকাশিত করিবার জন্য নব জাগরণ দান করিতেছ, তবে আশীর্ব্বাদ কর, এ কার্য্যে তোমারই দিব্য প্রেরণা লাভ করিয়া, তোমারই দিব্য উত্তাপে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা এ পত্রিকা খানি আবার পরিপুষ্ট আকারে নবভাবে সম্পাদনে ব্রতী হই। তোমার কৃপাই একমাত্র আমাদের সম্বল।

শান্তি শান্তি শান্তি।

—০—

মা নববিধান বিধায়িনী, নববিধান তোমার অদ্ভুত নূতন বিধান। ইহার ধর্ম্মও নূতন সাধনও নূতন। যাঁহার দ্বারা এই বিধান প্রবর্ত্তন করিলে তাঁহাকেও তুমি এক অদ্ভুত নবশিশু করিয়া জন্মদিলে। পুরাতন জীবন পুরাতন মন, পুরাতন জ্ঞান, পুরাতন সাধন, তপস্যায় তাই আমরা এই ধর্ম্মের মর্ম্ম ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিনা, ইহার প্রবর্ত্তকের ভাব ও গ্রহণ বা অনুসরণ করিতে পারিনা। অতএব যদি তুমি আমাদিগকে এই নববিধান ধর্ম্ম দান করিলে, আমাদের পুরাতন জ্ঞান বুদ্ধি বিচার বিনাশ করিয়া আমাদিগের জীবন মনকে নূতন করিয়া দাও। কেমন করিয়া আমরা জীবন দ্বারা তোমার নববিধান ধর্ম্ম প্রদর্শন করিব, কেমন করিয়া তোমার নববিধানের নবশিশুকে গ্রহণ ও তাঁহার অনুগমন করিয়া তোমার নববিধানের অভিপ্রায় জীবনে পূর্ণ করিতে পারিব তাহা তুমিই বলিয়া দাও এবং নিজেই তাহা করাইয়া লও। কারণ আমাদের মন এতই পুরাতন ভাবে গঠিত যে তুমি বলিয়া দিলেও আমরা তোমার নববিধানের তত্ত্ব বুঝিতে পারিনা। এবার তোমার নবশিশুর শুভজন্মোৎসব দিনে তাই আমাদের পুরাতন জীবন মন একেবারে কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে যেমন নব শিশু করিলে এবং তাঁহাকে তুমিই সরল শিক্ষার্থীর ভাব ও বিশ্বাস দিয়া ক্রমে ক্রমে নববিধান জীবনে পরিপুষ্ট করিলে, তেমনি তাঁহার সঙ্গে তাহার আদর্শে আমাদিগকেও গঠন করিয়া লও। এবারকার বিধানত এই, যে কেবল মতে বিধান

মানিলে হইবে না, জীবনে তাহা প্রদর্শন করিতে হইবে। তবে যাঁহাকে বিধান প্রবর্ত্তক করিয়া পাঠাইয়াছ তাঁহাকে কেবল গুরু বলিয়া উচ্চ আসন দিলে চলিবে না, তাঁহার জীবন নিজ জীবনে পরিধান বা আত্মস্থ করিয়া তাঁহার চরিত্রে চরিত্রবান হইতে হইবে এবং তাঁহার সহিত একাত্মতায় ব্রহ্মদর্শন শ্রবণ সম্ভূত যোগভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানের সমন্বয় সাধন পূর্ব্বক চির স্বাধীন শিষ্যত্ব এবং আমিত্বহীন নবশিশুত্ব লাভে নববিধান জীবন হইতে হইবে। মা তোমার অপার করুণা গুণে তুমি স্বয়ং আমাদিগকে এই জীবন দানে ধন্য কর ও তোমার নববিধান সপ্রমাণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

প্রার্থনাসার।

জন্মোৎসব স্মরণ করাইয়াদিতেছে, লোক হইতে লোকান্তরে অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে চলিলাম এ জন্ম শেষে হইল আর এক জন্মে চলিলাম ; আজ ভিন্ন জন্ম, ভিন্ন জীবন। এ সকল কথা শরীর সম্বন্ধে নয় আমরা নববিধানের রথে চড়িয়া সুখের রাজ্যের দিকে, অনন্ত-পুন্যধামের দিকে, স্বর্গের দিকে চলিয়া যাইতেছি।

—•—

নবজন্মোৎসব।

নববিধানার্য্য ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসব ধর্ম্মবিধান বিশ্বাসী মাত্রের নবজন্মোৎসব। নববিধান নবজন্মবিধান, নবজীবনদানের বিধান। মানব জীবনকে নবজীবন দান করিবার জন্যই এই বিধান অবতীর্ণ।

নববিধানের প্রকৃত অর্থ বিধাতার নিত্য নব নব বিধান এবং মানবের নিত্য নব নব জীবন নব নব জন্ম লাভ। তাই নববিধান কোন সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ গণ্ডী বা দলের ধর্ম্ম নয়। সমগ্র মানব মণ্ডলীকে নিত্য নূতন জীবন নূতন জ্ঞান, নূতন শিক্ষা, নূতন উন্নতি, নূতন অভিব্যক্তি ও নিয়তি প্রদান করিতে নববিধান সমাগত। তাই নববিধান সর্ব্বমানবের নবজীবন লাভের বিধান, সকল বিজ্ঞান সকল শস্ত্র, সকল সাধন, সকল বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানাদিতে নবজীবন সঞ্চার করিয়া তাহাদিগের মহাসমন্বয় সাধন পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত তাহাদিগকে নব নব ভাবে সমুন্নত করিতেই এই বিধান জন্মলাভ করিয়াছে।

এই নববিধান এক মানব জীবনে মূর্ত্তিমান করিয়া বিধাতা পৃথিবীতে তাঁহাকে জন্মদান করিয়াছেন, সর্ব্বমানব তাঁহাতে একাঙ্গীভূত ইহাই নববিধানের নূতন বিশেষত্ব। সুতরাং তাঁহার জন্মে যে মানব মাত্রেরই সেই নব জন্ম, সেই অখণ্ড মানব নবজীবন লাভ সম্ভবপর হইয়াছে ইহা বলা বাহুল্য। যাহা একজনের জীবনে সম্ভব তাহা সকল মানব জীবনেই সম্ভব, ইহাতো প্রাচীন সত্য। শ্রীব্রহ্মানন্দ ও একথা মুক্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন, আমি সিদ্ধ হয়ে জন্মেছি তা বলছিনা। আমি এই একটা আশার কথা বলতে চাই যে একটা খুব পাপী ছিল, মার প্রসাদে তার জীবনে খুব পরিবর্ত্তন হয়েছে। হয়নি যা তা হবে, অসম্ভব যা তাও হবে। একটা কাল ছেলে সুন্দর হয়েছে, একটা ছেলে তোমার কোলের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে।

তিনি আরো বলিলেন যাহা একজন পাপীর জীবনে সম্ভব তাহা তোমাদের সবার পক্ষে সম্ভব। আমি নববিধানের আদর্শ জীবন দেখতে চাই। আমার জীবনের পরিবর্ত্তন সকলের পক্ষে আশাপ্রদ। আমি নিশ্চয় বল্‌ছি আমার জীবন দেখ, বিপদ অন্ধকারে" কেশবচন্দ্র চন্দ্র হবে, নারকী উদ্ধার হতে পারে এ যদি দেখতে চাও তবে ভাই এই বন্ধুকে লও, সঙ্গে রাখ।

তাই বলি ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসব মানবের পরিবর্ত্তিত নব জন্মলাভের উৎসব। তিনি ত স্পষ্ট বল্‌লেন তিনি সিদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু মার কৃপায় নববিধানের কৃপায়, তিনি পরিবর্ত্তিত নবজীবন, নববিধানের আদর্শ জীবন লাভ করিয়া তাহারই দৃষ্টান্ত হইয়াছেন।

সুতরাং আমাদের মত যাহারা সিদ্ধ হইয়া জন্মায় নাই, যাহারা পাপী নারকী তারাও যে তাঁহায় ন্যায় নবজীবন প্রাপ্ত হতে পারে নববিধানের বলে, ইহাই তিনি আশা দিয়াছেন।

তিনি যে বলিয়াছেন আমার জীবনে যেমন নববিধানের বিরোধ ছিল এমন আর কার জীবনে আছে? আমার চেয়ে খারাপ আর কে হবেন? তবু আমার এ পথে তিনি আসিতে পারেন।

"এ গরীব বলিতে চায়। কাল পাপী বাঙ্গালী সিদ্ধ হয়ে আসে নাই, মহাপুরুষদের সঙ্গে কিছুতেই তুলনা হয় না। কিন্তু সে অপ্রেমিক ছিল, প্রেমিক হইল, সাম্প্রদায়িক ছিল হইল সার্ব্বভৌমিক, কাল মলিন ছিল ক্রমে জ্যোতির্ম্ময় হইল, কঠিন ছিল কোমল হইল।"

"আমি অবিশ্বাসী পাপী অপ্রেমিক ছিলাম, প্রেম ভক্তি ছিলনা, ভক্ত দের জানিতাম না, ক্রমে সে নববিধানের প্রসাদে পরিবর্ত্তিত জীবন পাইল, সকলের আশা হইবে।

"সাধুদের পদধূলি শরীরে মুখে সে মেখেছে। তোমার প্রসাদে, তোমার নববিধানের প্রসাদে, অনেক সাধন করে, অনেক কেঁদে, অনেক কষ্ট করে, নববিধান পেয়েছে।"

কিন্তু এখন আমি স্থানীয় যে আমি নববিধানে সব ধর্ম্মের সমন্বয় মিলন দেখিতেছি। এখন আমার কি লাভ হয় নাই? আমার যোগ ভক্তি প্রেম বড় হয়েছে, আমার প্রেমে আমি সাঁতার দি। আমার জ্ঞান ছিলনা, জ্ঞান হয়েছে, বাইবেল পর্য্যন্ত আমি বুঝেছি, সন্ন্যাস ধর্ম্মের গূঢ় তথ্য বুঝেছি।

অন্যত্র, ঈশা আমার ইচ্ছাশক্তি, সক্রেটিস আমার মস্তিষ্ক, চৈতন্য আমার হৃদয়, হিন্দুঋষিগণ আমার আত্মা এবং পরোপকারী হওয়ার্ড আমার দক্ষিণ হস্ত।

বাস্তবিক "শ্রীঈশারবিবেক, শ্রীমুষার ব্রহ্ম বিশ্বাস শ্রীবুদ্ধের নির্ব্বাণ, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমের মত্ততা," কয়খানি চরিত্র একখানি চরিত্রে মিলিত যে জীবন তাহাই তাঁহার জীবন এবং ইহাই কি নববিধান নয়?

ইহাই ত পরিবর্ত্তিত নবজীবন, অথবা নব জন্মলাভ বা দ্বিজত্বলাভ। এই দ্বিজত্ব দিবার জন্য এ নববিধান এবং এই জন্য বর্ত্তমান যুগের মানববৃন্দ আমরা নববিধানে আহুত।

নববিধান প্রবর্ত্তকের জন্মোৎসব, সেই জন্য কেবল কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব নয় সর্ব্বমানবেরই জন্মোৎসব।

কেননা ব্রহ্মানন্দ নিজেই যে সর্ব্বমানবকে আপন অঙ্গরূপে গ্রথিত করিয়া বলিলেন এঁরাও যা আমিও তা আমি ও যা এঁরাও তা, আমি আর এঁরা একটা। "সকলে এই ঘরে বসে একখানা মানুষ হই। এরা এক শরীরের অঙ্গ।

তাই জন্মদিনে তিনি প্রার্থনা করিলেন, আজ এদের জীবনের পরিবর্ত্তনের দিন। আজ মুঙ্গেরের প্রত্যাগমন। আজ সঙ্গতের নীতি মুঙ্গেরের ভক্তি, নববিধানের ধর্ম্ম অবলম্বনে অদ্য গুরু লাভ। অন্য ধর্ম্মের গুরুর মত নহে, নববিধানের গুরু, এক শরীরের সকলে অঙ্গ এই বিশ্বাস।"

ইহা অতি অদ্ভুত কথা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে মানুষ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদিগকে গুরু বলিয়া বা ঈশ্বরাবতার বলিয়া মনে করিয়া তাঁহাদিগকে পূজা করিয়াছেন, ভক্তি অর্ঘ্য অর্পণ করিয়াছেন, কেননা তাঁহারা দেবতা সিদ্ধাত্মা তাঁহাদিগের চরিত্র পাপী মানবের অলভ্য। এমনকি বর্ত্তমান সময়েও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতিকেও সেই ভাবে তাঁহাদের শিষ্য প্রশিষ্যগণ কতই পূজা করিতেছেন, ভক্তি সম্মান দিতেছেন।

নববিধানাচার্য্য এই জন্য সে পূজা সম্মান চাহিলেন না, আপনাকে পাপী বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তন বা দ্বিজত্ব লাভ সকলেরই কেমন সম্ভব-পর তাহাই নববিধান এবং তদ্বারাই তাঁহাকে যথার্থ গ্রহণ ইহাই প্রতিষ্টা করিলেন।

এক্ষণে তিনি বলিলেন "ভাই এই বন্ধুকে লও সঙ্গে রাখ" মা আমাকে মিঠাইএর দানাকর, "ভাইদের ক্ষুধা পেলে খাবেন" ইহার অর্থ তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহাকে নিয়ত সঙ্গে রাখিতে হইবে, এবং অনেকগুলা মিঠাইয়ের দানা মিলাইয়ে যেমন একটী মিঠাই হয়, তেমনি সমুদয় ভক্তবৃন্দকেও মানব বৃন্দকে একত্রে মিলাইয়া যে এক অখণ্ড মিঠাই তিনি হইয়াছেন, ধর্ম্মক্ষুধায় ক্ষুধিত হইলে, সেই তাঁহাকে আমাদের আহার করিতে হইবে। তাহাতেই আমরা তাঁহাকে আত্মস্থ করিতে পারিব এবং তিনি ও আমরা একটা হইয়া যাইব। তাহা হইলে তাঁহার জন্মোৎসব করা সার্থক হইবে। তাঁহার জন্মোৎসব আমাদের জন্মোসব হইবে, তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তন আমাদের সাধনের পরিবর্ত্তন হইবে, তাঁহাকে ভক্ত বলিয়া স্বীকারে আমরা পরস্পরকে সমগ্র মানব পরিবারকে লইয়া একই দেহের অঙ্গ হইয়া নববিধান এবং নবজন্ম লাভ করিয়া ধন্য হইব।

মা আশীর্ব্বাদ করুন, তাঁহার কৃপাগুণে তাঁহার নব শিশুর জন্মোৎসব সা নে আমরা সঙ্গতের নীতি, মুঙ্গেরের ভক্তি, নববিধানের ধর্ম্ম অবলম্বনে ষোলআনা বিশ্বাস মাকে, সন্তানকে, বিধানকে ও প্রত্যাদেশকে দিয়া পরিবর্ত্তিত জীবন বা নবশিশু জন্মলাভ করিতে পারি এবং তাঁহার সহিত ও পরস্পরের সহিত একদেহ, একাত্মা একজাতি হইয়া নব বিধান পূর্ণ করিতে পারি।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ভাবোচ্ছ্বাস।

সাগর জল তরঙ্গায়িত হইয়া কতই উচ্চভূমি পর্য্যন্ত প্লাবিত করে, কিন্তু পরক্ষনেই যখন তাহা নিম্নগামী হয়, তখন কূলে যে শুষ্ক বালুকাছিল তাহাই পড়িয়া থাকে। ভাবোচ্ছ্বাসের ধর্ম্ম এইরূপ তাহা জীবনে দাঁড়ায় না।

সাগর ও কূপ।

বিস্তৃত সাগর সদা কতই আস্ফালন করিতেছে কিন্তু তাহার জল কি তিক্ত, কিন্তু তাহার পার্শ্বস্থ কূপ জল আত্মগোপন করিয়া

যদিও লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহা কেমন মিষ্ট হয় ও তৃষিত জনের কতই তৃষ্ণা দুর করে। ধর্ম্মাড়ম্বরকারী ও দীনাত্মার পার্থক্যও এমনই। সাগর জলও যখন বালুকণার ভিতর দিয়া কূপে প্রবেশ করে তখন তাহাই পরিবর্ত্তিত হইয়া মিষ্টজল হয়। আমিত্ব নাশ হইলে জীবন এমনই সুমিষ্ট হয়।

—॰—

শ্রীব্রহ্মানন্দের প্রার্থনা সাধন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যে নববিধানের চির আচার্য্য রূপে প্রেরিত ইহা সম্যকরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

যিনি আচরণ দ্বারা ধর্ম্মসাধনের আদর্শ জীবনে প্রদর্শন করেন তিনিই "আচার্য্য"। নববিধান বিধাতা স্বয়ং তাঁহার পবিত্রাত্মার প্রভাবে ব্রহ্মানন্দের জীবনে নববিধানের সমুদয় ধর্ম্ম ভাব আচরণ করাইয়া বা সাধন করাইয়া তাঁহাকে নববিধানাচার্য্য রূপে প্রেরণ করিয়াছেন।

সুতরাং নববিধান সাধন করিতে হইলে তাঁহারই সহিত এক যোগে বা একাত্মতায় সাধন করিতে হইবে ইহাই নববিধানের অভিপ্রায়। অতএব তাঁহার দেহাবস্থান কালে যেমন সেই আচার্য্যের নেতৃত্বে আমরা মণ্ডলীগত উপাসনা সাধন করিতাম এখনও কেন না তাহা করিব? আমরাত বিশ্বাস করি তাঁহার আত্মা অমর ও চিরজীবিত তখনও যেমন তাঁহার আত্মার সহিত একাত্মতা অবলম্বনে উপাসনা করিতাম এখনও আত্মিক যোগে তাঁহারই আত্মার সঙ্গে উপাসনা করাকি আমাদিগের সম্ভব পর বা সমুচিত নয়?

উপাসনায় নেতৃত্ব করিতেই ত তিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়োজিত। অতএব তাঁহার সহিত আমাদের যে সহ উপাসকত্বের সম্বন্ধ তাহাত চির অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে এবং যাহাতে তাঁহার উপাসনা আমাদের উপাসনা তাঁহার প্রার্থনা আমাদের করিতে পারি তাহারই ত চেষ্টা করিতে হইবে। এবং তাহা হইলেইত যথার্থ নববিধান সঙ্গত উপাসনা প্রার্থনা সাধন আমাদের হইবে।

হারমোনিয়মের বাঁধা সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গান গাহিলে যেমন গানের সুর তাল ঠিক হয়, তেমনি যাঁহার জীবনকে নব বিধানের বাঁধাসুরে বিধাতা বাঁধিয়াছেন, তাঁহার সুরের সহিত একসুর একপ্রাণ হইয়া উপাসনা সাধন না করিলে কেমনে আমাদের উপাসনা ঠিক নববিধানের উপাসনা হইবে।

এই জন্যই আচার্য্যদেবের প্রার্থনাই আমাদের দৈনিক উপাসনার প্রধান প্রার্থনা রূপে সাধন করিবার বিধি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। দেহে অবস্থান কালে তিনি প্রার্থনা করিলেই যেমন আমাকে সাধারনত আর স্বতন্ত্র প্রার্থনা করিতে হইত না কিম্বা এখনও আমরা যাঁহাদের উপাসনায় যোগদান করি তাঁহাদের প্রার্থনাই আমাদের প্রার্থনা করিয়া লই, তেমনি যিনি আমাদের চির আচার্য্য তাহাকে আমার প্রাণের উপাসনাকারী "আমি" রূপে গ্রহণ করিয়া কেননা তাঁহার প্রার্থনা আমার প্রার্থনা করিতে পারিব?

কিন্তু যাঁহারা আচার্য্যের প্রার্থনাকে শাস্ত্রেরন্যায় পাঠকরেন বা পাঠ করিয়া তাহা অবলম্বনে উপদেশ দেন তাহা নববিধান বিশ্বাসীর উপযুক্ত বলিয়া আমরা কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারিনা, কেননা তাহাতে তাঁহার সহিত যে আমাদের আচার্য্য উপাসকের সম্বন্ধ তাহাও বলা বা করা হয় না।

প্রাচীন ভক্তগণের রচনাবলীকেই আমরা শাস্ত্র বলিয়া মনে করি, সেই ভক্তগণের ভাব গ্রহণের জন্যই আমরা শাস্ত্র পাঠকরি এই শাস্ত্র পাঠের সঙ্গে আচার্য্যের প্রার্থনা পাঠ করিলে কি তাঁহাকে সেই প্রাচীন ভক্তদিগের স্থানীয় রূপে গণ্য করা হয় না। তিনিও আমাদের কাছে কখনও সে স্থান চান নাই? তিনি যে ঈশ্বর নির্দ্দেশে আমাদিগের অগ্রজ ভাই রূপে গৃহীত হন ইহাই চাহিয়াছেন। আমরা তাঁহার সহিত একই দেহের অঙ্গ হইব ইহাইত ঈশ্বরের অভিপ্রায় তবে আমরা যদি তাঁহার প্রার্থনাকে শাস্ত্ররূপে পাঠ করিয়া তাঁহাকে প্রাচীন ভক্তদের স্থান অর্পন করি এবং তদ্দারা তাঁহাকে দূরে মনে করি তাহা হইলে উভয়, তাঁহার এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ কার্য্য কি আমাদের করা হয় না।

বাস্তবিক নববিধানেরও বিশেষত্ব এই যে এই বিধানের প্রবর্ত্তক যিনি তিনি এবং নববিধান বিশ্বাসীগণ একই দেহের অঙ্গরূপে গ্রথিত হইবেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে যেমন ভক্ত দিগকে ঈশ্বর-অবতার মনে করিয়া তাহাদের জীবনাদর্শ গ্রহণ করা সাধক গণের অসাধ্য সাধন হইয়াছে, এ বিধানে তাহা না হয় এজন্যই ইহা নূতন বিধান এবং ইহার সাধনও নূতন সাধন, তাই তিনি আমাদিগকে তাহার আত্মায় একাঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন, ইহা সর্ব্বদা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সহিত উপাসনা প্রার্থনা করিব ইহাই নববিধানের উদ্দেশ্য।

এক্ষণে কেহ কেহ ইহাও বলেন শুনিতে পাই তিনি দেহাবস্থান কালে যে প্রার্থনা করিয়াছেন তাহাত পুরাতন হইয়াগিয়াছে সে চর্ব্বিত চর্ব্বন করিয়া কি হইবে। তিনি এখন কতই উচ্চ লোকে উঠিয়াছেন, এখন তাঁহার পুরাতন প্রার্থনা করিলে তাঁহার সহিত কি প্রকারেই বা যোগ হইবে।

এসম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, লবণ যেমন কখনও পুরাতন হয় না কিন্তু সকল পদার্থকেই লবণাক্ত ও স্বাদযুক্ত করে তেমন ব্রহ্মানন্দের জীবনপ্রদ প্রার্থনায় নিত্য নব নব ভাব প্রাণে সঞ্চার হয়।

হারমোনিয়ামের সুর যেমন কখনও পুরাতন হয় না, যে যে সুরে গান গাহিতে চাই সেই বাঁধা সুরের সঙ্গে মিলাইয়া গাহিলেই পাওয়া যায়, ব্রহ্মানন্দের প্রার্থনাও সেইরূপ যেন বাধা সুরে গাঁথা সময় ও অবস্থানুসারে একই প্রার্থনার ভিতর হইতে প্রতিদিনই নব নব ভাব উদ্দীপন হইয়া থাকে, ভাষা এক হইলেও ভাবের উপলব্ধি নিত্যই নূতন হয়।

বাস্তবিক ব্রহ্মানন্দ দেহাবস্থান কালে তিনি নিজে আধ্যাত্মিক সোপানে যতই উন্নত হউন না কেন যখন শিশুদের সঙ্গে প্রার্থনা করিতেন তখন শিশু হইয়া, যুবাদের সঙ্গে যুবা হইয়া, নারীদের সঙ্গে নারী হইয়া, বৃদ্ধদের সঙ্গে বৃদ্ধ হইয়া উপাসনা প্রার্থনা করিতেন এখনও তেমনি তাঁহার প্রার্থনা যাহার যেমন ভাব, যাহার যেমন অধিকার, যাহার যেমন আধ্যাত্মিক অবস্থা তাহার মনে তেমনি ভাব উদ্দীপন করে।

প্রাচীন ঋষিদিগের ও "সত্যংজ্ঞানং" মন্ত্র বা অসংতোমা-সদ্গময় প্রার্থনা কি পুরাতন বলিয়া আমরা সাধনের সহায় মনে করিনা, তাহাও ত আমাদের সাধনাবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে একই বাক্য নব নব ভাব উদ্দীপক হইয়া থাকে। নববিধানাচার্য্যের প্রার্থনাও তাঁহার আত্মার সঙ্গ সহকারে ভক্তিভাবে করিলে তাহাতে ও প্রতিদিন নব নব ভাবের বিকাশ হয় ইহা অভিজ্ঞাত সত্য।

দীন সেবক—শ্রীব্রহ্মানন্দ দাস।

—০—

আচার্য্য কেশবচন্দ্র।

(নিভৃত চিন্তা)

1. How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation ; that saith unto Zion, Thy God reigneth ! Isaiah, 52, 7.

"যাহারা শান্তির সমাচার প্রচার করে, এবং মঙ্গলকর বিষয়ের আনন্দবার্ত্তা বহন করে, তাহাদিগের চরণদ্বয় কেমন সুন্দর।"

আগামী ১৯শে নবেম্বর আচার্য্য কেশব চন্দ্র ব্রহ্মানন্দের উননবতী জন্মদিন। ঐ দিন স্মরণ করিয়া আমার অন্তরে যে সকল ভাবের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়াছে তাহার দুই একটী এখানে বর্ণনা করিতে যত্ন করিতেছি। বস্তুতঃ অলৌকিক কর্ম্মা ভগবান যাঁহাদিগকে শান্তির সমাচার এবং মঙ্গলকর বিষয়ের আনন্দবার্ত্তা বহন করিবার জন্য মনোনীত করেন তাঁহাদিগকে তিনি মাতৃ গর্ভেই আপনার মনের মতন সুন্দর করিয়া রচনা করিয়া থাকেন। শ্রীঈশা, শ্রীচৈতন্য, শ্রীগৌতম প্রভৃতি মাতৃগর্ভেই সুন্দর এবং সুগঠিত হইয়া প্রসূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের জীবন ও চরিত্রের সৌন্দর্য্যে জগৎ মোহিত হইয়াছে এবং চিরদিন হইবে। আমরা চর্ম্ম চক্ষে দেব নন্দন ঈশাকে, ভক্তচূড়ামনি চৈতন্য দেবকে এবং নির্ব্বাণের গুরু গৌতম বুদ্ধকে দেখি নাই। কিন্তু কেশব চন্দ্রকে দেখিয়াছি। প্রথম ১৮৬৯ সালে এই ঢাকা নগরে যখন তাঁহাকে দেখি তখনই তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হই। মিসকব স্পষ্টবাক্যে লিখিয়াছেন "তাঁহার (কেশবচন্দ্রের) সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহাদের অনেকে বলিয়াছেন, যে সময় হইতে তাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন সেই সময় হইতে তাঁহারা খ্রীষ্টের শিশুর ন্যায় ঈশ্বরেতে আত্মস্তা কি বুঝিতে পারিয়াছেন"।— (আঃ, কেঃ, ব্র, বি, ৫৪৯ পৃঃ)

প্রধান আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ, যুবক কেশবচন্দ্রকে পাইয়া মোহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় কেশব সৌন্দর্য্যে এত মোহিত ছিল যে তিনি তাঁহাকে পত্র লিখিতে লিখিতেও দেখিতেন। এক পত্রেতাঁহাকে মহর্ষি লিখিয়াছিলেন "এই মুহূর্ত্তে এই পত্র লিখিতে লিখিতে তোমার পদ হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত চক্ষে ভাসিতেছে"। ব্রহ্মবিদ্যালয় ও সঙ্গত সভার কোন সভ্য তাঁহার স্মরণ লিপিতে কেশব চন্দ্র সম্বন্ধে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন "তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি, অপূর্ব্ব মুখশ্রী, প্রশান্ত ও অমৃতবর্ষী দৃষ্টি, অন্তরের সংক্রামক ব্রহ্মানুরাগ, অদ্ভুত চরিত্র এবং সুমিষ্ট বাক্য, যেন চারিদিকে মোহিনী শক্তি বিস্তার করিয়া দলে দলে যুবক দলকে ব্রাহ্মসমাজে আকর্ষণ করিতে লাগিল"। সুতরাং ইহা অত্যুক্তি হইবেনা যে, শিবনাথ আনন্দমোহন, দুর্গামোহন, এবং উমেশ চন্দ্র প্রভৃতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণ ও কেশব চন্দ্রে মোহিত হইয়াছিলেন। মহর্ষির নিজ মুখে শুনিয়াছি "খাবার সামগ্রী মজুত, কিন্তু পরিবেশন কারী নাই, এমন সময় ব্রহ্মানন্দ আসিয়া পরিবেশনের ভার গ্রহণ করিলেন।" কেশবচন্দ্র মাতৃগর্ভেই জগতের আচার্য্যরূপে মনোনীত হইয়াছিলেন সুতরাং তিনি চিরদিন আচার্য্যই থাকিবেন এবং আচার্য্য নামেই পরিচিত হইবেন। মহর্ষি তাঁহাকে ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্যরূপে অভিষিক্ত করেন এবং ১৮৮৪ সালের ৮ই জানুয়ারিতে কেশব চন্দ্রের স্বর্গারোহনের পর, আদি সমাজের আচার্য্য পদে শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুরকে নিযুক্ত করেন॥ সুতরাং কেশবচন্দ্র আদি মধ্য সকল সমাজেরই আচার্য্য। শান্তির সমাচার এবং মঙ্গলকর বিষয়ের আনন্দবার্ত্তা আচার্য্য কেশবচন্দ্র বহন না করিলে আমরা আজ তাহা কোথায় পাইতাম?—"এস ভাই আমরা সকলে এক পিতার সন্তান। আমাদের বাড়ী আছে, মা বাপ আছেন, চল বাড়ীতে যাই, আর অরণ্যে বসিয়া পিতৃ মাতৃহীণ ঘরবাড়ী হীনের ন্যায় রোদন করিও না। "কেশবচন্দ্র এই বলিয়া তোমাদিগকে ডাকিলেন, তোমরা কেশবের ঋণ কি দিয়া পরিশোধ করিবে? প্রাণদিয়া ও বলিবে, কিছুই দেওয়া হইল না।" মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ এই কথা গুলি, কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ পরে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন।

বস্তুতঃ ঈশ্বর পিতা নরনারী ভাই ভগিনী; এই তত্ত্ব আচার্য্য কেশবচন্দ্র হইতেই যে এ দেশ পাইয়াছে তৎসম্বন্ধে ধর্ম্ম পিতা মহর্ষি অপেক্ষা আর প্রধান সাক্ষী কে হইবে? সুতরাং কি বঙ্গদেশে, কি পাঞ্জাবে, কি বম্বে, মান্দ্রাজে, কি উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে যেখানে যিনি ব্রাহ্ম আছেন, কেশব চন্দ্রের নিকট তিনি কৃতজ্ঞ না হইয়া পারেন না। বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন বিষয়ে মতভেদ লইয়া, যিনি যাহাই করুন না বা বলুন না কেন, নিশ্চয় সেই সময় আসিতেছে যখন মহর্ষির উক্তি প্রতিব্রাহ্ম সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন। এবং তাহার তথ্য পরিগ্রহ করিবেন। মহর্ষি ঈশা ক্রুশে প্রাণ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাকে ক্রুশে দিয়া য়িহুদিগণ মনে করিয়াছিল, অতঃপর আর কেহ ঈশার নাম ও তাঁহার ধর্ম্মানুসরণ

করিতে সাহসী হইবেনা। কিন্তু সত্য চাপা দিয়া রাখিবে, এমন সাধ্য কাহারও নাই। ঈশা যে 'স্বর্গরাজ্য' আসুক প্রার্থনা করিলেন, তাহাই পূর্ণ করিতে নববিধান আসিলেন। স্বর্গরাজ্য কি? যেখানে স্বয়ং ঈশ্বর স্রষ্টা, পাতা, পিতা মাতা, গুরুজ্ঞানদাতা রাজা প্রভুধাতা, স্বামী সখা প্রাণ। তুমি পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান।

ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "আমি ও আমার ভ্রাতা এক, আমি পাপীর সর্দ্দার" অর্থাৎ পাপীদের সঙ্গে ও একত্ব, ইহা দেখাইলেন সুতরাং নববিধানে, নববৃন্দাবনে পাপী সাধুর মিলন হইল। পাপীদের আশা বৃদ্ধি হইল কেশব চন্দ্র 'আশার চন্দ্র' হইলেন।

নববিধানের নূতন সুসংবাদ কি তাহার বিষয় একটু আলোচনা করি। বিশ্বাস ধর্ম্মের মূল। সেই বিশ্বাসে সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শন এবং ব্রহ্মবানী শ্রবণ করিলে নববিধানের জীবন আরম্ভ হইতে পারে। মহর্ষি ঈশা বলিলেন "ধন্য তাঁহারা যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা শ্রবণ করে ও পালন করে।" এই দর্শন এবং শ্রবণ নববিধানে ব্রহ্মানন্দ যে বিশ্বাস দিতে আসিলেন, তাহার অমৃতময় ফল। এই ফল যাঁহারা ভক্ষণ করেন তাঁহারা নবজীবন লাভ করেন এবং অমর হয়েন। ঈশ্বরের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া তাহা পালন করিলে ইচ্ছাযোগে ঈশ্বরের সহিত একত্ব লাভ হয়। আর বিশ্বাসে প্রতি মানবে ভাই ভগিনীতে, ঈশ্বরকে দেখিলে তাঁহাদের সহিত ও একত্ব জন্মে। ব্রহ্মানন্দ বলেন 'মানুষকে মানুষ জানিয়া কেহ ভালবাসিতে পারে না। মানুষের ভিতর ঈশ্বরকে দেখিলে ভালবাসা যায়." এই ভালবাসাতে মানবের সঙ্গে একত্ব। ইহা দর্শন করিয়াই ব্রহ্মানন্দ বলিলেন "আমি এবং আমার ভ্রাতা এক।" উপরে পিতা মাতা ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব, নিম্নে ভাই ভাই ভগিনীর সহিত একত্ব। ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন "উপরে একমেবা দ্বিতীয়ং পিতা, নীচে একমেবাদ্বিতীয়ং পুত্র।" ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মানন্দ কেন হইলেন? তাঁহার পাপবোধই তাঁহার ব্রহ্মানন্দ হইবার কারণ। পুণ্যময় পবিত্র আত্মা যে জীবনে নিয়ত বর্ত্তমান পাপবোধ ও সেখানেই প্রবল হইয়া থাকে। যাহার পাপ বোধ সর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত অধিক তিনি পাপীদগের "সর্দ্দার" বা অগ্রণী। আর আনন্দময় পুণ্যময় ভগবান তাঁহার হৃদয়ে স্থিতি করেন। ভগবদুক্তি এই:—"ভগ্ন হৃদয় বাসী আমি সকলে জানে।" আচার্য্য কেশবচন্দ্র শান্তির সমাচার এবং মঙ্গলকর বিষয়ের আনন্দ বার্ত্তা বহন করিলেন, শুধু তাহাই নহে, তাঁহার জীবন এবং চরিত্র ও আমাদের জন্য রাখিয়া গেলেন। তাঁহাকে সমাদর করিয়া গ্রহণ করিতেগেলে তাঁহার প্রেরয়িতাকেই অগ্রে দেখিতে শুনিতে হয়, এবং ভক্তবৎসলের সহিত ভক্তকে আনন্দময়ী জননীর কোলে তাঁহার নব বিশ্বাসী শিশুকে দেখিতে হয়। এজন্য ভগবদুক্তি এই:—

"প্রিয় মোর প্রিয় শিশু, কেশব বিশ্বাসী শিশু, গোরা চাঁদের বক্ষে দেখ শুদ্ধ সতীত্ব কমল।"

অন্যত্র আছে:—

"ঐ দেখ আনন্দময়ী এলেন ধরাতলে।
মায়ের প্রেম ক্রোড়ে প্রিয় শিশু কেমন হাসে খেলে"

অতএব মার কোলের শিশু কত সুন্দর। কিন্তু এই সুন্দর শিশুকে তুমি বিশ্বাসী শিশুরূপেই গ্রহণ করিবে, আচার্য্য বলিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত থাকিবে, তাঁহাকে ঈশা চৈতন্য, শাক্য প্রভৃতির কাহারও আসনে বসাইবে না। ঈশা প্রভৃতি মধ্যবর্ত্তী এবং অবতার রূপে গৃহীত সুতরাং তাঁহাদের সহিত এই বিশ্বাসী শিশুকে এক করিবেনা। আর একটী কথা এই যে কেশবকে তাঁহার দল হইতে স্বতন্ত্র করিয়া গ্রহণ করিবেনা। এ বিষয়ে 'আমাকে খণ্ড করিয়া লইবে না' ইহা তিনি স্বয়ংই বলিয়াছেন। তাঁহাকে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহ আস্ত জিনিষটী গ্রহণ করিতে হইবে। নববিধান পবিত্রাত্মার বিধান সুতরাং পবিত্রাত্মার প্রেরণা ব্যতিরেকে কেহ নববিধানের আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে যথার্থভাবে গ্রহণ করিতে পারিবেনা।

শ্রীমহিম চন্দ্র সেন।

—০—

নবশিশুর জন্ম।

১

অই দেখ নবশিশু নবজন্মে অই
সারদা-নন্দন শিশু, 'মেরী' ক্রোড়ে যথা 'যীশু'
কই ভাই দেখিবার চক্ষু বল কই,

২

শশীকলা সম বৃদ্ধি, সিদ্ধি সাধনায়,
যোগ, ভক্তি কর্ম্মযোগ, হরিনাম রস ভোগ,
সেই গৃহে শিশু সেই দেখনা তথায়,

৩

নব 'জুডিয়ায়' জন্ম নব 'নদীয়ায়'
'নববৃন্দাবনে' তিনি, নব বংশীধ্বনি শুনি,
দাঁড়াইয়া দেখ ভাই 'নব যমুনায়'

৪

নবশিশু নবভেরী নববিধানের
বাজালেন বৃন্দাবনে, নরনারী তাই শুনে,
মিলিলেন শিশুসনে আবেগে তাঁদের,

৫

সেই শিশু দেখ ভাই যোগ ভক্তি লয়ে,
সম্মুখে আজো তোমার, সেই ভেরী আজো তাঁর,
আজও বাজিছে, ভাই, তোমার আলয়ে।

৬

আজও তাঁহার বীণা 'বৃন্দাবনে' বাজে
এস ভাই শিশু হয়ে, ধন মান ভুলে গিয়ে,
কেন ভাই মত্ত রও আর মিছা কাজে'

আমিত্ব ভুলিয়া ভাই, শিশুত্ব সাধন
"জীবন বেদের" কথা, "নব সংহিতার" বার্ত্তা,
শুন ভাই সেই "সেবকের নিবেদন";

৮

শুন সেই "ব্রহ্মগীতা" ব্রহ্মের বিধানে
শুন ভাই এক প্রাণে, নবীন বিধানে,
শুন ভাই নবকথা যোগ, ভক্তি, ধ্যানে।

৯

নবীন শিশুর জন্ম এই স্থানে ভাই;
এই স্থানে "কল্পতরু" এই স্থান নহে মরু
চাইবে যে ধন তুমি পাবে তুমি তাই!

১০

নবশিশু জন্মদিনে, জন্ম লও ভাই
দেখ চেয়ে যায় বেলা, করোনাক আর হেলা,
শিশু নাহি হ'লে ভাই, আর গতি নাই।

মজঃফরপুর সেবকঃ—শ্রীগৌরী প্রসাদ মজুমদার।

—০—

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কেশব যে মাতৃত্ব সাধন রামকৃষ্ণের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন বলিয়া চরিদিকে রটিত হইতেছে, ইহাও সত্য নহে। রামকৃষ্ণের সহিত কেশবের দেখা হইবার পূর্ব্বে হইতেই ব্রহ্ম তাঁহার নিকট মাতৃরূপে প্রকট হইয়াছিলেন। কেশব কাহারও নিকট ধার করিয়া কোন ধর্ম্মভাব অর্জ্জন করেন নাই। জগৎগুরু স্বয়ং ব্রহ্মই তাঁহার একমাত্র ইহা তিনি নিজে অনেক বারই বলিয়াছেন। তাঁহার মাতৃত্ব সাধন সম্বন্ধে শ্রীগৌরগোবিন্দ রায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে নিম্নলিখিত কয়টী কথা উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে স্বয়ং ব্রহ্ম যেমন তাঁহার জীবনবেদে নবনব ধর্ম্মভাব সঞ্চয় করিয়াছেন ইহাই তাহার মধ্যে একটী।

১৬ই আশ্বিন ১৭৯৪ শকের "ধর্ম্মতত্ত্বে" ঈশ্বরের নূতন বিধান" শিরোনামে একটী প্রবন্ধ বাহির হয়। উপাসক মণ্ডলীর সভা সংগঠনে কেশবচন্দ্র যে বক্তৃতা করেন, তন্মোধ্যে পুরাতন ও নূতন বিধানের পার্থক্য তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেন। তৎপূর্ব্বে ২৫শে ভাদ্রের উপদেশের অন্তিম প্রার্থনায় স্পষ্ট প্রার্থনা আছে, "তোমার নূতন বিধান নূতন অঙ্গীকারপত্র পাঠাইয়া দেও।"

আশ্চর্য্য এই যে, এবার যেমন "নূতন বিধান" প্রকাশে উল্লিখিত হয় তেমনি প্রকাশ্যে ঈশ্বরের মাতৃভাবের ও প্রা[illegible] হয়। ব্রাহ্ম[illegible] ঈশ্বরের মাতৃভাব চিরপরিচিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সম[illegible] সময়ে উপদেশে সঙ্গীতে মাতৃনামের উল্লেখ হইয়া আসিতেছে। কলিকাতা ব্রাহ্মসাধকগণের অনেকগুলি সঙ্গীতে মাতৃভক্তি বিশেষভাবে ব্যক্ত রহিয়াছে। ১৭৯৪ শকের ১৪ই মাঘ ব্রাহ্মিকাগণের প্রতি যে উপদেশ হয় তাহাতে কন্যাগণের জন্য পরমমাতার আকুলতা বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হয়। "মেয়েদিগকে ঘরে না দেখিয়া স্বর্গের মা মনে করিলেন কোন রাক্ষসী মোহিনী মূর্ত্তি দেখাইয়া দাসীত্বে নিযুক্ত করিয়াছে অথবা অন্ধ হইয়া কোন পাপকূপে পড়িয়াছে।" এসময়েও কেশবচন্দ্রের মনে পিতৃভাবের প্রাধান্য, এবং মাতৃভাবের তদন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সাম্বৎসরিকে ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসবে মাতৃভাব অন্যান্য ভাব অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। "মাকে যদি না দেখিলে তবে যে তোমরা মাতৃহীন। যাহার মা নাই সে বরং এক প্রকার আপনাকে আপনি সন্তনা করিতে পারে, যে জানে মা সমস্ত দিন দ্বারে বসিয়া আছেন, অথচ তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তাহার যত যন্ত্রণা সেই অন্ধকে জিজ্ঞাসা কর। আমি যদি বলিতাম, তোমাদের মা ছিলেন, আজ নাই কিম্বা তিনি দূরে গিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে না, তাহা হইলে তোমাদের কষ্ট হইত না, কিন্তু যখন দেখিতেছি, ঐ তোমাদের মা, তাঁহার আশীর্ব্বাদ হস্ত তোমাদের মস্তকে রাখিয়াছেন, তখন তাঁহাকে না দেখিয়া কিরূপে তোমরা সুস্থির থাকিবে? কত দিন আর তোমরা এই কথা বলিবে, ইঁহাকে না দেখিলে যে কিছুতেই প্রাণ বাঁচে না, তাঁহার দর্শন বিনা আমাদের লেখাপড়া শিক্ষা বিষ হইয়া উঠিয়াছে। ভগ্নি. ব্রহ্মকন্যা যদি তোমাকে বিশ্বাস করাইয়া দিতে পারি যে, তোমার প্রতি যথার্থই তোমার মার দয়া আছে তুমি ইচ্ছা করিলেই তাঁহাকে দেখিতে পইবে, তাহা হইলে আমার জীবন কৃতার্থ হয়। আমাদের জননী কেমন তাঁহাকে চিনিয়া, তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া অনন্তকাল তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিয়া সুখী হইতে পারিব, মা নিকটে, কিন্তু এই দগ্ধ চক্ষু যে খোলে না। যদি অকালে মৃত্যু হয় তবে ত আর পৃথিবীতে মার সঙ্গে দেখা [illegible] না; কিন্তু যদি আর দেখা না হয় তবে এই উপদেশ [illegible]নিলাম কিসের জন্য? মাকে না দেখিলে, যে আর [illegible] নাই। ভগ্নীগণ বিশেষ সময় আসিয়াছে, আর বিলম্ব ক'রও না, তোমরা মাকে দেখিতে বাহির হও। তিনি বলিতেছেন, "এই আমি তোমাদের কাছে বসিয়া আছি আমার অঞ্চল ধর।" 'মনুষ্যরূপ গুন দেখিয়াছ; কিন্তু মার মুখ দেখ নাই; আমাদের মার কত গুন, কত সৌন্দর্য্য; আজ উৎসবের দিনে তাহা দেখিয়া প্রাণের ভিতর কেমন ভালবাসা উথলিয়া উঠিতেছে। এমন মাকে তোমরা ভালরূপে চিনিলে না, তোমাদের এই দুঃখ দেখিয়া দুঃখ হয়। তাঁহাকে দেখিয়া কেন তোমরা বশীভূত হইলে না? এই আশার কথা শুনিয়া একবার তোমরা মাকে অন্বেষণ কর। যে একবার মাকে দেখিয়াছে সে পাগলের মত হইয়াছে।"

তাহার পূর্ব্ব হইতেই নিম্নলিখিত মাতৃসঙ্গীত সকল ব্রহ্ম-

সঙ্গীত মধ্যে স্থান পাইয়াছিল। "জননীর কোলে বসি, কেন রে অবোধ মন করিছ রোদন সদা মাতৃহীন শিশুপ্রায়।" "কেবা জানে কত সুখ রত্ন দিবেন মা লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে"। "জগতজননী জননীর জননী তুমি গো মাতা"। "স্নেহময়ী মাতা হ'য়ে পুত্রকন্যাগণে ল'য়ে বসেছেন আনন্দময়ী আনন্দধামে" "চরণ দেহিগো মাতঃ কাতর জনে"। "ওগো জননী রাখ লুকাইয়ে তব নিরাপদ কোলে" ইত্যাদি। সুতরাং মাতৃত্ব সাধন যে সেই স্বয়ং মাতৃপ্রেরণায় কেশবহৃদয়ে ফুটিয়াছিল এবং তাহা পরমহংসদেবের সহিত মিলনের পূর্ব্ব হইতেই ইহা সত্যবাদীমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে।

লেখক একস্থানে লিখিয়াছেন কেশবের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ একদা তাঁহার গৃহে গমন করিয়া বলিয়াছিলেন "মা এখানে আসিসনে এরা তোর রূপ টুপ মানে না।" একথা বলিয়াছিলেন কিনা ঠিক মনে পড়ে না কিন্তু আমাদের বিলক্ষণ মনে আছে তিনি বলিয়াছিলেন "কেশব তোমার কাছে এলে আমার চোদ্দপো মা গলে যায়।" অর্থাৎ সাকার মা নিরাকার হন। ইহা কি কেশবের প্রভাব স্বীকার করা নয়? কেশবের মা চিন্ময়ী মা। রামকৃষ্ণের মা মৃণ্ময়ী মা। সে মাকে যে কেশব মা বলেন নাই তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? তবে একবার দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া নাচিয়া নাচিয়া গাইয়াছিলেন, "মা আমাদের আমরা মার" ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এবং তখন দুজনেরই মা একাকার নিরাকার হইয়া গিয়াছিলেন ইহাও আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

তবে যেমন বলে রামের গুরু শিব, শিবের গুরু রাম, সেই ভাবে ইঁহারা উভয়ে উভয়ের প্রভাব অনুভবে জীবনের সাধনায় সিদ্ধি প্রদর্শন করিয়াছেন ইহা বলা আমরা অসঙ্গত মনে করি না। ইঁহারা কেহ কাহারও শিষ্য বলিয়া এক অন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা নিতান্ত অসঙ্গত ও বাতুলতা। তবে সার্ব্বজনীন ধর্ম্মসমন্বয় ঘোষণা করিতে একমাত্র ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রই যে বর্ত্তমান যুগের ঈশ্বর প্রেরিত ধর্ম্মনেতা ইহা জগতকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবেই হইবে।

দীন সেবক—
শ্রীব্রহ্মানন্দ দাস।

—০—

আসন।

'আসন' দুইপ্রকার; স্থূল ও সূক্ষ্ম। যে আসনে বসিয়া তোমরা পূজা, উপাসনা ও ধ্যান ধারনাদি করিয়া থাক উহা স্থূল আসন সাধকের মনঃ—সংযমের জন্য বিশেষ আবশ্যকীয় সন্দেহ নাই। গীতায় এই আসন সম্বন্ধে শ্রীভগবান বলিয়াছেন;—

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসন মাত্মনঃ
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিন কুশোত্তরম্।

অর্থাৎ:---পবিত্রস্থানে স্থির ভাবে আসন করিবে। এই আসন যেন অতি উচ্চ বা অতিনীচ না হয়। কুশের উপর ব্যাঘ্রাদির চর্ম্ম তাহার উপর বস্ত্র আবৃত করিয়া তদুপরি উপবেশন পূর্ব্বক মনকে একাগ্র করিবে এই আসন সিদ্ধ হইলে সাধনার বিশেষ সহায় হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম আসন কি? বাক্যই সূক্ষ্ম আসন।

বাক্য ঠিক না হইলে তাহার আসন সিদ্ধির কোনও আশা নাই তিনি যত বড় যোগী সন্ন্যাসী হউন না কেন। তাঁহার আসন সিদ্ধির পরিচয় তাঁহার "বাক্যে।" তিনি যাহা বলেন তাহাই করেন। কোনও মতে অন্যথা হয় না। এই সত্যরূপী বাক্যকে ধরিলে সাধকের বাক্‌সিদ্ধি হয়। ভারতবর্ষে ঋষিরা বাক্‌সিদ্ধ ছিলেন তাঁহাদের বাক্য বর ও শাপ অখণ্ডনীয় ছিল। ঈশামসী পঙ্গুকে উঠিতে বলামাত্র উঠিয়া চলিতে লাগিল। "I am the son" এই কথা না ধরিয়া থাকিলে ক্রুশে প্রাণ যাইত না। হরিদাস এই প্রকারে বেত খাইয়াও হরিনাম ত্যাগ করেন নাই। সুতরাং এই বাক্‌সিদ্ধি ও বাক্যকে ধরিয়া থাকা সত্য এবং উপাসনার পরিচয়। বাক্যকে তাচ্ছিল্য করিও না ধরিয়া থাক। দেখিবে সহজেই পথ খুলিয়া যাইবে ও পাথেয়ও মিলিবে।

In the begning was the word. And the word was with God, and the word was God.

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বর্গীয় অদ্বৈতনারায়ণ গুপ্ত।

—০—

নূতন সঙ্গীত।

"দেখা কি দেবে না?"

("কেন বঞ্চিত হব চরণে"—সুর)

(হরি) দেবে না কি দেখা, বল না?
(আমি) এত সকাতরে ডাকি হে তোমারে
তবু দয়া তব হ'ল না!
(যদি) পাতকীরে দেখা দেবে না;
(যেঃ) অধম পতিত, পাপে কলুষিত
তারে কোলে তুলে নেবে না;—
(তবে) "পতিত-পাবন," "অধম তারণ"—
কেন এই নাম করিলে ধারণ?
(একি) শুধু মিছে কথা, বলহে দেবতা—
একি শুধু বৃথা ছলনা?

(তুমি) কত নরাধমে, আপনার প্রেমে
ক'রেছ অভয় দান।
(তুমি) যুগ যুগ ধরে, তব প্রেম নীরে,
করেছ উদ্ধার কত পাতকীরে—
(আজ) কাতরে কাঙ্গাল, ডাকিছে দয়াল—
হাতে ধরে তারে তোল না।

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

—•—

(প্রাপ্ত)

নববিধান।

কেশবচন্দ্র যখন তাঁহার অবলম্বিত ধর্ম্মের নাম দিয়াছিলেন নববিধান, তখন ব্রাহ্মদের একটি দলের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অনেকবার বলিয়াছিলেন ও লিখিয়াছিলেন, যে কেশবচন্দ্র পাকে চক্রে নিজেকে নূতন উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজের স্রষ্টারূপে খ্যাতি পাইবার লোভে আগেকার পরিচিত ব্রাহ্মধর্ম্ম নাম উঠাইয়া নূতন নাম দিতে চেষ্টা করিতেছেন। আমি সে সময়ে কেশবচন্দ্রকে ঐ বিষয়ে প্রশ্ন ক'রিয়াছিলাম; তিনি অনেকবার নববিধানের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন আর আমি সে সকল কথা তাঁহার মুখে শুনিয়া ও পড়িয়া উহা যে অর্থে ব্যবহৃত মনে করি তাহা বলিতেছি।

নববিধান নাম এ অর্থে বুঝি নাই যে প্রাচীন অনেক ধর্ম্মমতের পর ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; সে অর্থে বুঝিতে গেলে অনেক নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের আবির্ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম পুরাতন হইয়াছে। যত গভীর দাগে একবৎসরের পঞ্জিকাকে নূতন পঞ্জিকা নাম দিয়া ছাপিয়া দিলেও সেই নূতনকে পুরাতন হইতেই হয়।

কেশবচন্দ্রের অনুভূতিতে তাঁহার ধর্ম্ম ছিল তাঁহার কাছে জীবন্ত। তিনি প্রত্যক্ষ করিতেন যে প্রতিদিন ঈশ্বরের প্রকাশ তাঁহার কাছে স্পষ্টতর ও উজ্জ্বলতর হইত, আর সেই আলোকে তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যকে অর্থাৎ তাঁহার প্রতি যাহা বিধান, তাহাকে নূতন হইতে নূতনতর ভাবে উপলব্ধি করিতেন। ধর্ম্ম তাঁহার কাছে শাস্ত্রের কথা বা শোনা কথা হইলে একটা বাঁধা বিধানই অবলম্বন হইত; তাহা হইলে তিনি ধর্ম্মকে অর্থাৎ একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রচারিত ধর্ম্মকে চিরদিনের জন্য নববিধান নাম দিতে পারিতেন না। যে, ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াছে জীবন্ত শক্তিরূপে তাহার পক্ষে ধর্ম্মকে অর্থাৎ ঈশ্বরের বিধানকে নববিধান বলিয়া মানিতেই হইবে। অতি অল্প কথায় যাহা ব'ললাম তাহা একাধিকবার বলিয়াছি। যদিও এখন অনেক ধর্ম্মসাধক ধর্ম্মকে নববিধান বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, তবুও আর একবার ইহার উল্লেখ করিলাম।

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার।

—•—

(প্রাপ্ত)

নববিধান সাধন।

বিশেষ ২ ভাবে ধর্ম্ম জগতে প্রার্থনার ভাব আসিয়াছে। প্রকৃত প্রার্থনা আবেগ ও আকাঙ্খা মূলক। আবেগ না থাকিলে প্রার্থনা হয়না। এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে আবেগ কোথা হইতে আইসে। আবেগেরও মূল আছে। মূল ব্যতীত বৃক্ষ দাঁড়াইতে পারেনা। পাহাড় হইতে যে জল বাহির হইয়া নদী রূপে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে সেই জলধারাও স্তূপীকৃত প্রস্তর রাশির লুক্কায়িত নিম্নতম অদৃশ্য স্তর হইতে বাহির হইতেছে। ভিতরে সেই অদৃশ্য মূল না থাকিলে আমাদের প্রার্থনা বাহির হয় না। মূল শূন্য হইলে একটী ঘাসও দাঁড়াইতে পারেনা। প্রার্থনার মূল স্বয়ং ভগবান। মূলে তিনি বর্ত্তমান। তাঁহারই নিকট হইতে প্রার্থনার আবেগ আসিতেছে, আবেগ দাতা বিধাতা এ আবেগ বিধান করেন, যে ভিখারী ভিক্ষাদাতার ভিক্ষা দানের আবেগ প্রাপ্ত হয় তিনিই প্রকৃত ভিখারী। দাতার ও আবেগ আছে। আমি দেখিয়াছি যিনি দাতা তিনি ভিখারীর জন্য অপেক্ষা করেন ভিখারী না আসিলে তাঁহার মন উঠেনা। দাতা ভিখারীর জন্য ব্যস্ত হন। তাঁহার সেই ব্যস্ত ভাব ভিখারীর ভিতরও প্রবেশ করে এবং ভিখারী দাতার আবেগে আকৃষ্ট হইয়া ছুটিয়া আসেন। ভিখারী ও দাতা উভয়ের ভিতর ভিক্ষু ভাব। দাতাও ভিখারীকে ভিক্ষা করিয়াছেন এবং ভিখারীও ভিক্ষাদাতার আবেগে দাতাকেও ভিক্ষা করিয়াছেন, ভিক্ষুভাবের কথা বলিতে গিয়া শৈশবের একটা স্মৃতি মনে আসিয়া পড়িল। শৈশবে আমাদের কালনা নিবাসী বৈষ্ণব প্রধান ভগবানদাস বাবাজীকে দেখিয়াছি। তিনি স্বয়ং ভিক্ষাদাতার প্রদত্ত ভিক্ষান্নে দিন কাটাইয়া দিতেন। তিনি তাঁহার পর্ণ কুটীর ছাড়িয়া কোথাও যাইতেন না। তাঁহার কুটীরে দাতা দিগের নিকট হইতে অযাচিত দান আসিয়া উপস্থিত হইত, তিনি সেই অযাচিত অন্নে আপনার আহার ভুলিয়া গিয়া তাঁহার কুটীরে আগন্তুক ভিখারীর জন্য অপেক্ষা করিতেন এবং তাঁহাদের সেই অন্ন না দিয়া তাঁহার তৃপ্ত হইতনা। একদিন আগন্তুকের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া তিনি যার পর নাই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাহার পর যখন একজন আসিয়া পড়িলেন তখন ভিখারী ভগবান দাস ছুটিয়া গিয়া আগত ভিখারীকে জড়াইয়া ধরিলেন। ভিখারীর সঙ্গে ভিখারীর মহাযোগ। ভক্তের সঙ্গে ভগবানেরও এই রূপ যোগ। তিনি ছুটিয়া আসেন। দাতার আবেগ যেমন ভিখারীর নিকট পৌঁছিয়া যায় এবং ভিক্ষা-ধর্ম্ম সেই দাতা ও ভিখারীর ভাবের বিনিময়ে পূর্ণ হয়, প্রার্থনা কারীর প্রার্থনাও সেই রূপে পূর্ণ হইতে থাকে। বিধাতা আমাদিগের নিকট প্রতিক্ষণই আবেগ প্রেরণ করিতেছেন কিন্তু আমরা তাঁহার সে প্রেরণা ধরিয়া লইতে পারিতেছিনা। আমাদের প্রার্থনার পূর্ণতার অভাব এই স্থানে প্রতিক্ষণ নিশ্বাস বায়ু বহিতেছে কিন্তু আমরা যদি সেই

প্রবাহিত বায়ুর অনুভূতি সেরূপ বোধ না করি নিশ্বাস বায়ুর উপলব্ধি কখনও সম্ভব হয় না। তাঁহার বিধানে তিনি আবেগ প্রেরণ করেন কিন্তু আমরা তাহা ধরিয়া লইতে পারিনা। এই ধরিবার শক্তির অভাবে প্রার্থনা শুষ্ক ও অপূর্ণ। প্রকৃত প্রার্থনা শব্দ ব্যঞ্জক নহে—ইহা ভাব ব্যঞ্জক। এখানে শব্দ নাই ভাষা নাই ও অভিধান নাই এখানে কেবল আবেগ অর্থাৎ ঈশ্বরকে জড়াইয়া ধরা। এ ভিন্ন প্রার্থনার আর কোন ভাষা আছে? সাধ্বী কল্‌ড্‌ওয়েল্‌ বলিয়াছেন যে "কোন কোন সময়ে আমার আবেগের ভাব এত দূর আসিয়া পড়ে যে আমি ভূমিতে পড়িয়া মুখ ঘস্‌ড়াইতে থাকি" তিনি আরও বলেন যে "আমার প্রার্থনার কিছুই নাই, আমি কেবল তাঁহার ইচ্ছা ভিক্ষা করি।" কথা খুব পরিষ্কার হইয়া আসিল। তিনি ইচ্ছা বিধান করেন এবং আমরা তাঁহার ইচ্ছা পালন করিব। সাধক আনা সিংটন কহেন যে "বিশ্বাস যখন প্রবল হয় তখন প্রার্থনার ভাষা খুব ছোট হইয়া আইসে"। সত্য সত্য নববিধান আমাদিগকে শিখাইতেছেন যে বিধাতা যে আবেগ ও ইচ্ছা বিধান করেন তাহা আমাদিগকে ধরিয়া লইতে হইবে ও তাঁহার ইচ্ছায় আমাদের ইচ্ছা মিলাইতে হইবে। এই ইচ্ছার মিলনই নববিধান। ধর্ম্ম পিতা আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন যে তিনি কিছু বলেন না, ভগবান তাঁহার ভিতরে বলিয়া দিতেছেন। সত্য সত্য এরূপ না হইলে আমাদের ভিতরে নববিধানের সাক্ষ্য কোথায়? ইচ্ছা পালনই নববিধান। স্নেহের সেবক শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—•—

শ্রীকেশবচন্দ্র সঙ্গে।

শ্রীমদ্‌ আচার্য্য কেশবচন্দ্র আমার ন্যায় আমাদের যুবকদলের কয়েকজনকে বিশেষভাবে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র করুণাচন্দ্র আমাদের দলের একজন ছিলেন, তাই আমাদের দলকে কোন কোন প্রচারক মহাশয় 'খুকোর দল" ব'লে সম্বোধন করিতেন। করুণাচন্দ্রকে বাড়ীর সকলে "খুকো" বলিয়া ডাকিতেন। নববৃন্দাবনে তাঁহাকে হরিমুখ সাজাইয়াছিলেন। যাহা হউক জ্যেষ্ঠ পুত্র করুণাচন্দ্রকে যেমন স্নেহচক্ষে দেখিতেন আমরা সকলেই তাঁহার সেই স্নেহই অনুভব করিতাম।

মাদক সেবন নিবারণের জন্য তিনি আমাদিগকে লইয়া "Band of hope" বা আশার দল গঠন করিয়াছিলেন "Touch not, taste not, Smell not, what intoxicates the brain" যাহাতে নেশা হয় তাহা ছুঁবে না, খাবেনা শুঁকবে না ইহাই এই আশার দলের মূলমন্ত্র ছিল। ঔষধার্থে প্রয়োজন না হইলে আমরা কোন প্রকার মাদকদ্রব্য স্পর্শই করিব না এবং কোনরূপে তামাকও ব্যবহার করিব না এই বলিয়া আমরা প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলাম এবং আমাদের সমসাময়িক প্রায় সকল স্কুল কলেজের ছাত্র ও যুবককে এই প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করাইয়া আমাদের দলভুক্ত করিয়াছিলাম। স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত নলিন বিহারি সরকার এই "Band of hope" এর সম্পাদক ছিলেন এবং আমি সহকারী সম্পাদক ছিলাম। "বিষবৈরী" নামে একখানি মাসিক পত্র এ সভা হইতে আমরা বাহির করিতাম। স্বর্গীয় ভ্রাতা নন্দলাল সেন প্রথম আমার সহিত একযোগে ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন, কয়েক খণ্ড বাহির হইবার পর তিনি আমার উপরই সমস্ত ভার দিয়া ছাড়িয়া দেন। আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণের পর পর্য্যন্ত এই পত্রখানি চলিয়াছিল, Albert Hallএ সাধারণের জন্য মাসে মাসে সভা হইত। এই সভায় বড় বড় বক্তাদিগকে অনুরোধ করিয়া বক্তৃতা করান হইত। আচার্য্যদেবই প্রায় সভাপতির কার্য্য করিতেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে প্রতাপচন্দ্র প্রভৃতি কোন কোন সহকারী সভাপতি সভাপতির কার্য্য করিতেন। শ্রীমদ্‌ আচার্য্য দেব আমাদিগকে লইয়া আর একটী সুনীত সভা গঠন করিয়াছিলেন তাহাতেও আমরা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক স্বীকার করি "আমরা কোনরূপ দুর্নীতির কার্য্য করিব না এবং দুর্নীতির চিন্তা হইতে বিরত হইতে চেষ্টা করিব।" এ সভা আমাদের কয়েকজন মাত্র যুবার মধ্যে নিবদ্ধ হয়। এই নীতি সাধন বিষয়ে আচার্য্যদেব আমাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন। আমরা কে কি দোষ করিলাম কি দুশ্চিন্তা করিলাম দিনের শেষে নিজে নিজে লিখিয়া খামে আবদ্ধ করিয়া আচার্য্যদেবকে দিতে হইত। এইরূপ সাধনে আমাদের কতই যে উপকার হইত তাহা বলিতে পারি না। কত ভয়ে ভয়ে আমরা সত্যরূপে আত্মদোষ স্বীকার করিয়া লিখিয়া দিতাম। কিন্তু পরে শুনিয়াছি আচার্য্যদেব সে সকল খাম খুলিয়া দেখিতেন না।

তিনি আমাদিগের জন্য একটী ধর্ম্মশিক্ষা বিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ের মাসিক অধিবেশন প্রায় এলবার্ট হলেই হইত, তাহাতে প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দিয়া যুবকদিগের জন্য ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে প্রধানতঃ আচার্য্যদেবই উপদেশ দিতেন। মাঝে মাঝে প্রতাপচন্দ্রও বক্তৃতা করিতেন। প্রতাপচন্দ্র আমাদিগকে বাইবেল পড়াইতেন।

আমাদিগকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য সপ্তাহে সপ্তাহে কমলকুটীরেই আচার্য্যদেব ক্লাস আরম্ভ করিতেন। আহারান্তে পান খাইতে খাইতে আসিয়া প্রার্থনা করিয়া ক্লাস আরম্ভ করিতেন। পান খাইতে খাইতে কেমন করিয়া প্রার্থনা করিলেন, ইহা ভাবিয়া একদিন আমার মনে একটু খট্‌কা লাগিল। সেই দিনই আমার মনে হয় তিনি শিখাইলেন নিশ্বাস ফেলা যেমন সহজ ঘটী হইতে জল পান করা যেমন সহজ উপাসনা প্রার্থনা তেমনই সহজ হওয়া চাই। বাস্তবিক তাঁহার কাছে উপাসনা প্রার্থনা ঈশ্বর দর্শন সত্যই আহার পানের ন্যায় সহজ এবং স্বাভাবিক ছিল। ইহা আমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য সাধনা বলিয়া কতই কষ্ট কল্পনা করিয়া প্রস্তুত হইতে হয়, কিন্তু যিনি সর্ব্বদাই এজন্য প্রস্তুত তাঁহার কাছে পান খাইতে খাইতে প্রার্থনা কিছুই অস্বাভাবিক নয়।

অনুগৃহীত।

পিতৃতর্পণ।

আমাদের হিন্দু পূর্ব্বপুরুষগণ পিতৃতর্পনের জন্য বিশেষ ভাবে মহালয়ার দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। পিতৃতর্পণের অর্থ, পিতৃপুরুষগণের আত্মার তৃপ্তিসাধন, কিন্তু কেবল পিতৃপুরুষ দিগকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রীতির জন্য জল ও তিল অর্পণ করা ইহাই হিন্দুর পিতৃতর্পণ সাধনের সম্বল হইয়াছে। পিতৃপুরুষগণ এখনত আত্মালোকস্থ! তিল জলে তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন কেমনে হইবে। তাঁহাদের আত্মা এখন যাহা চান তাহা না দিলে কেমনে তাঁহাদের আত্মার তৃপ্তি হইবে? এখন পূজা প্রর্থনায় তাঁরা তৃপ্ত হইতে চান, তাহাই যদি করিতে পারি তাহা হইলেই যথার্থ পিতৃতর্পণ করা হয়। নববিধানবাদীদিগের পিতৃলোক কেবল আমাদের নিজ নিজ পিতা পিতামহ নয়, তাঁহারা ব্যতীত সর্ব্বদেশের সকল ভক্ত ও বিশেষ ভাবে যাঁহাদের কার্য্য ও সাধনায় নববিধান ধর্ম্ম গৌরবান্বিত হইয়াছেন, আমরা যেন তাঁহাদেরও স্মরণ করিয়া পিতৃতর্পণ করিতে পারি। আমাদের পিতৃতর্পণ নিম্নলিখিত ভাবে হইতে পারে:—

করি প্রাতঃ উত্থান করি পিতৃ তর্পণ,
মাতৃবক্ষে পিতৃলোকে করি স্মরণ দর্শন।
মুসা, সক্রেটিস বুদ্ধ, ঈশা, গৌর মোহম্মদ,
মেরী, মৈত্রী, সীতাদি প্রাচীন দেবদেবীগণ।
(মা) ভিক্টোরিয়া, রামমোহন, মা সারদা, পিতা দেবেন,
সদতী শ্রীব্রহ্মানন্দ, মূর্ত্তিমান নববিধান।
প্রতাপ, অমৃত, অঘোর ত্রৈলোক্য, গিরিশ, গৌর,
বঙ্ক, উমা, দীন, কেদার, রাম, প্রসন্ন, কান্তি, মহেন।
প্রাণকৃষ্ণ, কালীসঙ্কর, বলদেও, নন্দ, ফকির,
ব্রজ, আশু, কালীনাথ, শান্তশিব, ঈশান,
কৃষ্ণ, দীন, রামেশ্বর সত্য, লক্ষ্মণ মুক্তেশ্বর, হর,
কুঞ্জ, গোপাল, মন্মথ, ভূষণ, মধু যত্ন, রূপ, রাজমোহন।
হীরা, নগেন, শ্রীচরণ, প্রকাশ, অঘোর, নিতা, নৃত্যকালী, হরিসুন্দর
বিনয়, মোহিত, অপূর্ব্ব, ম'ত, ললিতমোহন।
মোহিনী, পরমানন্দ, প্রফুল্ল, শ্রীরামচন্দ্র
নৃপেন্দ্র রাজনাদি, করি সবারে বন্দন।

—•—

স্বর্গীগত ভ্রাতা অমৃতলাল ঘোষ।

আজ সেই মূর্ত্তি পৃথিবীর যবনিকা হইতে কোন অদৃশ্য রাজ্যে লুক্কায়িত, আজ কি সেই মূর্ত্তি তাঁহার পার্থিব বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহার গন্তব্য আকাশে পিঞ্জর মুক্ত পক্ষীর মত চলিয়া গেলেন! ধর্ম্মজীবনের উষাকালে ভাই অমৃতলাল যখন মঙ্গলগঞ্জের স্বর্গগত ব্রহ্মবন্ধু লক্ষণচন্দ্র আশ মহাশয়ের সহিত সম্মিলিত, তখন হইতে তাঁহার সঙ্গে পরিচয়। যখন তিনি মধ্যে মধ্যে মঙ্গলগঞ্জ হইতে কলিকাতায় আসিয়া স্বর্গীয় ভাই বিনয়েন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার তৎকালীন কাঁসারীপাড়ার বাটীতে উপাসনাদিতে মিলিত হইতেন তখন তাঁহার সেই যুবক বয়সের উদ্যম ও উৎসাহ পূর্ণ মূর্ত্তির উপর আমার চক্ষু পড়িয়াছিল। তাহার পর যখন তিনি কলিকাতায় স্বাধীন ব্যবসায় ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দিন দিন ব্যবসায়ের উন্নতি এবং নববিধান আশ্রিত প্রেরিত বর্গ ও বন্ধু বান্ধব দিগের সহিত বিশেষ ভাবে মিলিত হইতেছিলেন এবং তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সংস্কারে যথোপযুক্ত অর্থ সাহার্য্য করিতেছিলেন, তখন হইতে নববিধানের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পরিচয় পাইতেছিলাম। অবস্থার উন্নতিতে কত মানুষ পূর্ব্বাবস্থা ভুলিয়া গিয়া ধনমানের অহঙ্কারে উন্নত শীর্ষে পদচারণা করিতে থাকেন, ভ্রাতা অমৃতলালের সে ভাব কোন দিন দেখিতে পাই নাই। ভগবানের ইঙ্গিতে যে কার্য্য করিয়া ব্রাহ্ম সমাজে ধনের সদ্ব্যবহারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন এবং সে অক্ষয় কীর্ত্তি চিরদিন তাঁহার বিশ্বাস ও প্রাণের আবেগ আকাঙ্খার পরিচয় প্রদান করিতে থাকিবে, সেই কার্য্যের কীর্ত্তি স্তম্ভ স্বরূপ গিড়িডির নববিধান ব্রহ্মমন্দির দণ্ডায়মান। সেই মঙ্গলগঞ্জের মিলনে প্রতিপালিত অমৃতলালের মুক্ত হস্ত গিড়িডিতে নববিধান মন্দির ও তদানুসঙ্গিক আশ্রম রচনার অক্লান্ত ও অবিশ্রান্ত অর্থব্যয়ে নিয়োজিত। ভ্রাতা অমৃতলাল তাঁহার জীবনের সমুদয় সাধু সঙ্কল্প নববিধানের জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ভ্রাতা অমৃতলালের মহান্ সঙ্কল্প ও মহদ্দৃষ্টান্তের সমক্ষে আজ ব্রাহ্মসমাজ লজ্জিত। আজ গিড়িডিভূমিতে দণ্ডায়মান নববিধান মন্দির পার্ব্বত্য প্রদেশে উদ্গ্রীব হইয়া শোক সমাচার ঘোষণা করিতেছেন আজ মন্দিরের উন্নত চূড়া উন্মুক্ত হইয়া পর্ব্বত গাত্রে বিস্তৃত অরন্যানীর সমক্ষে অমৃতের অমৃতময়ী জীবন কাহিনী নীরবে প্রচার করিতেছেন। ভ্রাতা অমৃত তুমি আজ স্বর্গে।

বিধাতার আশীর্ব্বাদ তাঁহার ভক্ত পরিবার ও পুত্র কন্যাগণের উপর বর্ষিত হউক ও তাঁহারা পিতার উপযুক্ত হউন।

মজফরপুর। শোক সন্তপ্ত ভ্রাতা।
শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

— —

প্রেরিত পত্র।

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের পিতৃদেব স্বর্গগত শ্রীমৎ অমৃতলাল ঘোষের পরলোক গমনের সংবাদ পাইয়া চতুর্দ্দিক হইতে আমাদের আত্মীয় স্বগণ মঙ্গলাকাঙ্খী ধর্ম্মবন্ধুগণ, গুরুজন, প্রিয়জন সকলে আমাদের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করিয়া আমাদের নিকট যে সব পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহাদিগের এই দয়ার জন্য আমরা বিশেষ বাধিত ও উপকৃত হইয়াছি, তাঁহাদের সকলের পত্রের উত্তর স্বতন্ত্রভাবে দিতে পারি তাহার সম্ভাবনা নাই। তাই এই পত্র দ্বারা

তাঁহাদের সকলকে আমাদের প্রাণের কৃতজ্ঞতা দান করিতেছি এবং সকলের আশীর্ব্বাদ ও শুভকামনা ভিক্ষা করিতেছি।

একান্ত বিনীত—

শ্রীনীতিলাল ঘোষ, শ্রীন্যায়লাল ঘোষ।

ব্রাহ্মসম্মিলন।

বিহার এবং উড়িষ্যা ব্রাহ্মসম্মিলনের সম্পাদক আমাদিগের নিকট নিম্নলিখিত সংবাদটী প্রেরণ করিয়াছেন, "আগামী ২৮এ ২৯এ ও ৩০এ ডিসেম্বর তারিখে গিড়িডি নগরে সম্মিলনের ৫ম অধিবেশন হইবে। সকল ব্রাহ্মগণের মধ্যে বিশেষতঃ এই প্রদেশবাসী ব্রাহ্মগণের মধ্যে ঘনিষ্টতর যোগ স্থাপন করা এবং এই প্রদেশবাসী সাধারণ লোকের মধ্যে ব্রহ্মধর্ম্ম প্রচার করাই সম্মিলনের উদ্দেশ্য। এই দুই উদ্দেশ্যের সহিত যাঁহাদিগের সহানুভূতি আছে তাঁহাদের সকলকেই আমরা সমাদরে আহ্বান করিতেছি। স্থানান্তর হইতে যে সকল পুরুষ ও মহিলা আসিবেন তাঁহাদিগের বাসের ও আহারাদির বন্দোবস্ত সম্মিলন হইতেই করা হইবে, কিন্তু তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া যেন বিছানা ও মশারী সঙ্গে আনেন এই প্রার্থনা।"

সংবাদ।

হাজারিবাগ হইতে কোন বন্ধু লিখিয়াছেন—

গত ৮ই নভেম্বর হাজারিবাগ সহর বাসীদিগের এক বিশেষ গৌরবের দিন। ঐ দিন মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী ও শ্রীমতী সুচারুদেবী পুত্রকন্যা লইয়া স্থানীয় টাউন হল দেখিতে আসিয়াছিলেন। এই টাউনহলের নাম 'কেশব হল'। ১৮৭০ সালে ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া কিছু দিনবিশ্রামের জন্য আচার্য্য কেশবচন্দ্র হাজারিবাগ আগমন করেন। তখন রেলপথে বরাকর পর্য্যন্ত আসিয়া তিনি তথা হইতে পাল্কীযোগে হাজারিবাগ আসিয়াছিলেন। স্থানীয় অধিবাসীরা সেই ঘটনা স্মরণোপলক্ষে এই কেশব হল প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী প্রদত্ত এক তৈলচিত্র এই গৃহের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে গত বৎসর স্থানীয় নববিধান মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ভাই প্রমথলাল সেন এখানে আসিয়া এই তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচিত করেন। মহারাণীদ্বয় পূর্ব্বাহ্নে রাঁচি হইতে আগমন করিয়া অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষের গৃহে উপাসনাকরেন, সন্ধ্যায় কেশব হলে মহারাণীদিগের অভ্যর্থনার জন্য এক মহতীসভা আহূত হয়। স্থানীয় গণ্যমান্য বহু লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রবীন উকিল বাবু অমর কৃষ্ণ ঘোষ ও বাবু কল্যান সিংহ হাজারিবাগ অধিবাসীদিগের পক্ষ হইতে মহারাণী দিগকে অভ্যর্থনা করেন, এবং তাঁহারা সংক্ষেপে উহার উত্তর প্রদান করেন, মহারাণী শ্রীমতী সুনীতিদেবী তৎপর একটী আধ্যাত্মিকা বলেন, উহা সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্রবণ করেন। তাঁহার ভাষার লালিত্য ভাবের গাম্ভীর্য্য ও বলিবার অসাধারণ ক্ষমতায় সকলে অবাক্ হইয়াছিলেন, বিশ্ববিশ্রুত বাগ্মী ব্রহ্মানন্দের আভাস তাঁহার কন্যারক্তিতর পাইয়া শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ পুলকিত হইয়াছিলেন, সভাপর শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার নিয়োগীর গৃহে এক বন্ধু সম্মিলন হইয়াছিল। তাহাতে স্থানীয় মিসনের দুটী সাহেবও উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারা মহারাণীদিগের সহিত আলাপ করিয়া বিশেষ সুখী হইয়াছিলেন। ৯ই নভেম্বর প্রাতেই মহারাণীদ্বয় রাঁচি চলিয়া যান। তাঁহাদের এ সহরে আগমনে স্থানীয় নববিধান মণ্ডলী বিশেষ গৌরবান্বিত এবং সহরবাসিগণ বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়া ছিলেন।

শোকসংবাদ—আমরা শোকার্ত্ত অন্তরে প্রকাশ করিতেছি যে আমাদের বিশ্বাসী বন্ধু গিড়িডি নিবাসী শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ মহাশয় গত ৫ই নভেম্বর রাত্রিতে তাঁর গিড়িডিস্থ ভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘ দিন দারুণ দৈহিক রোগে ভুগিতেছিলেন। রোগ জীর্ণ দেহে তিনি গিড়িডির উৎসবাদিতে কি ধর্ম্মোৎসাহ, কর্ম্মোৎসাহ, কি সেবা পরায়ণতার দৃষ্টান্তই না দেখাইতেন; তাঁহার বিনয় ও সৌজন্য সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করিত। যৌবনে মঙ্গল গঞ্জে সামান্য ভাবে কর্ম্ম জীবন আরম্ভ করেন, সামান্য মূল ধন লইয়া ধর্ম্ম জীবন ও আরম্ভ করেন। কর্ম্ম ও পারিবারিক জীবনে বাস করিয়া নব বিধান মণ্ডলীর প্রেরিত প্রচারক সাধক ও বিশ্বাসিদলের সহিত মিলনে তাঁহার ধর্ম্ম জীবন ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে। তিনি বৈষয়িক জীবনে আশাতীত উন্নতি লাভ করেন ধর্ম্মজীবনেও আশাতীত উন্নতি লাভ করেন। তাঁহার বৈষয়িক উন্নতি ধর্ম্ম জীবনের পরিপন্থি না হইয়া ধর্ম্ম জীবনের নানা দিকে বিকাশের সহায়তাই করিয়াছে। তিনি নববিধান মণ্ডলীর মধ্যে একজন বিশিষ্ট ধর্ম্মনিষ্ঠ, কর্ম্মনিষ্ঠ সুগৃহস্থ ছিলেন। গিড়িডির ব্রহ্মমন্দির, মন্দির সংলগ্ন প্রচারাশ্রম, নববিধান ক্ষেত্রে নানা বিভাগে দান তাঁহার সৎকার্য্যের সাক্ষ্য দান করিতেছে। মা বিধানজননী পরলোকগত আত্মাকে শান্তি ও কুশলে অনন্তকাল তাঁহার স্নেহ ক্রোড়ে রক্ষাকরুণ এবং পরলোকগত বন্ধুর শোকার্ত্ত পরিজন ও পুত্র কন্যা এবং সহধর্ম্মিনীর শোকার্ত্ত প্রাণে শান্তি দিন। স্থানান্তরে তাঁহার জীবনের বিষয় আরও কিছু প্রকাশিত হইল।

সাদর আহ্বান।

মুঙ্গের ভক্তিতীর্থের উৎসব প্রায় সমাগত। আগামী ৪ঠা পৌষ ২০শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার হইতে ১১ই পৌষ ২৬শে ডিসেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত মুঙ্গেরে উৎসব। নবভক্তি পিপাসু ভাই ভগিনীগণের শুভ সম্মিলনে মা বিধানজননীর অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইবে। সমন্বয়াচার্য্য নবভক্ত ব্রহ্মানন্দের সোণার মুঙ্গেরের উৎসবামৃত পানের জন্য আমরা ভাই ভগিনী দিগকে ভক্তিভাবে আহ্বান করিতেছি। বিশ্বাস ও অকিঞ্চনাভক্তিই তীর্থযাত্রীদিগের পথের সম্বল। ২৫শে ডিসেম্বর রবিবার সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। কার্য্য বিবরনী পত্রাকারে ছাপান হইতেছে।

Edited, on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেস" বি এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।